বাল্মীকি রামায়ণ

অরণ্য-কাণ্ড।

জি, পি, বসু এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক,

মূল সংস্কৃত হইতে, বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত।

প্রকাশক

জি, পি, বসু।

শ্যামপুকুর—২ নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

মহাভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

এল, এন, প্রেস,—৪৩, গ্রে-ষ্ট্রীট।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৭ সাল।

ভূমিকা।

—:*:—

জগৎপিতা জগদীশ্বরের কৃপাবলে আমাদের অরণ্য-কাণ্ডের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ হইল। এই কাণ্ডে মহর্ষি ভগবান্ বাল্মীকি, প্রজাবৎসল পিতৃ-পরায়ণ রামকে অযোধ্যা রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়া অরণ্য-রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দেন। রাম এখন বনরাজ্যের রাজা। কামক্রোধাদি বিবর্জ্জিত শান্তরসাস্পদ ভগবৎ পরায়ণ ঋষিগণ এ রাজ্যের প্রজা। নরমাংসলোলুপ দুর্দ্দান্ত কামরূপী রাত্রিচর এই রাজ্যে প্রজা হইলেও ভীষণ শত্রু। রাম এই রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে বাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য শিষ্টপালন ও দুষ্ট নিগ্রহ কবিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই কাণ্ডে তপঃপরায়ণ মহর্ষিদিগের সাধুচরিত, মনুষ্য-শোণিত-পিপাসু রাক্ষসদিগের দুর্ব্বৃত্ততা, বিশেষরূপে চিত্রিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন খরস্রোতা স্রোতস্বতী, মেঘস্পর্শীভূধব, গভীব অরণ্য, অজস্রধারাবর্ষিণী নির্ঝরিণী, শ্বাপদকুলের গভীর গর্জ্জনপ্রভৃতি অনেক বিষয়ের বর্ণনা আছে। সংস্কৃতে লিখিত তৎসমুদায় বর্ণিত বিষয় আমরা বঙ্গভাষায় রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দেশভেদে ও কালক্রমে বাল্মীকিরামায়ণের পাঠ, শ্লোকসংখ্যা, এমন কি সর্গসংখ্যারও এত তারতম্য ও পার্থক্য হইয়াছে যে, উহার সামঞ্জস্য করা নিতান্ত দুরূহ। আমাদের অবলম্বিত আদর্শ পুস্তকে একটী সর্গ ই বেশী আছে। উহার অনুবাদও অন্যান্য পুস্তকে প্রায়ই পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু আমরা প্রতিজ্ঞানুসারে এবং উহার নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের গুরুতা বোধে যথাযথ অনুবাদ করিয়াদিলাম। উহাকে সর্গসংখ্যার মধ্যে নিবিষ্ট না করিয়া ষট্পঞ্চাশ সর্গ(ক) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল। অপিচ অরণ্য কাণ্ডের চতুর্দ্দশ সংখ্যক পুস্তকে মুদ্রাকরের ভ্রমবশতঃ যে স্থলে পত্রাঙ্ক ২০০ হওয়া উচিত, ঐস্থলে ১০০ হইতে আরম্ভ করিয়া ১১৪ পর্য্যন্ত ভ্রম হইয়া গিয়াছে। আমারা সূচীপত্রে উহাকে ২০০ হইতে ২১৪ বলিয়াই নির্দ্দেশ কবিলাম। এক্ষণে মনস্বী পাঠকগণেব প্রীতি-কর হইলেই শ্রম সার্থক বোধ কবিব। ইতি —

অরণ্য কাণ্ডের সূচী পত্র।

বিষয়	সর্গ	পৃষ্ঠা।

অরণ্য-কাণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

অরণ্য-কাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

—:*:—

শুদ্ধ স্বভাব রাম দণ্ডকারণ্যনামক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া তপস্বীদিগের বহুতর আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ সকল আশ্রম কুশচীর ও বল্কলখণ্ডে পরিব্যাপ্ত। আকাশ-মণ্ডলে দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় ভূমণ্ডলস্থ আশ্রম সমুদায় মুনিদিগের ব্রহ্মতেজে নিতান্ত দুর্দ্দর্শ হইয়া রহিয়াছে। ঐ সর্ব্বভূত-শরণ্য আশ্রমের প্রাঙ্গন সকল সতত পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন এবং মৃগ পক্ষিগণে সতত সমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আশ্রম-গৌরবে সুরলোকবাসিনী অপ্সরারাও আসিয়া নিরন্তর নৃত্য করিতেছে। বিশাল অগ্নিহোত্রগৃহ, স্রুক্‌ভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিধ্, জলকলশ ও ফলমূল দ্বারা সুশোভিত। কোথাও পবিত্র সুস্বাদু ফলশোভিত বন্য-পাদপ-সমূহে পরিবেষ্টিত। কোথাও বৈশ্বদেব হোম, কোথাও বলিকর্ম্ম, কোথাও বা বেদপাঠধ্বনিতে সমস্ত আশ্রম প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোথাও নির্ম্মাল্য পুষ্প ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে কমল বন-সুশোভিত সরোবর শোভা পাইতেছে। ঐ সমুদায় পুণ্য আশ্রমে ফলমূলাহারী, চীরাজিনধারী, সূর্য্যানলপ্রভাশালী, দান্ত, সংযতাহার বৃদ্ধ তাপসগণ, এবং বেদজ্ঞ মহাভাগ ব্রাহ্মণমণ্ডলী বাস করিতেছেন। দেখিলে দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। তদ্দর্শনে মহাতেজা রাম শরাসন হইতে জ্যা-অব-

রোপণ পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন মহর্ষিগণ, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় আশ্রমে আসিতেছেন দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং মঙ্গলাচার করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা রামের রূপ, শরীরসৌন্দর্য্য, সুকুমারতা, লাবণ্য ও সুবেশ দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং অনিমেষলোচনে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর অতিথি রামকে এক পর্ণশালায় উপবেশন করাইয়া পরম আনন্দ সহকারে জল, বন্যফল মূল ও পুষ্প আহরণ পূর্ব্বক যথাবিধি সৎকার করিলেন। পরে তাঁহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন;—রাম! তুমি আমাদের ধর্ম্মরক্ষক, শরণ্য, পূজনীয়, মান্য, দণ্ডধর ও গুরু। ইন্দ্রের চতুর্থাংশভূত রাজা প্রজাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, এই কারণেই রাজা উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তুর উপভোগ করিতে অধিকারী। সেই হেতু তিনি সাধারণের নমস্য। আমরা তোমার রাজ্যেই বাস করিতেছি, সুতরাং আমাদিগকে তুমি রক্ষা করিবে। তুমি নগরেই থাক, বা বনেই বাস কর, তুমিই আমাদের রাজা ও অধীশ্বর। আমরা জিতেন্দ্রিয়, কাহাকেও দণ্ড প্রদান করি না, ক্রোধ আমরা ত্যাগ করিয়াছি। জননীর গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় এই সমস্ত মাদৃশ তপোধন তোমারই রক্ষণীয়। এই কথা বলিয়া তপোধনগণ বিবিধ ফলমূল প্রভৃতি আহার দ্রব্য ও পুষ্পোপহার প্রদান করিলেন। অন্যান্য সিদ্ধসংকল্প ধর্ম্মানুরক্ত পবিত্র চরিত্র মহর্ষিগণ বিবিধ কার্য্যদ্বারা অগ্নিকল্প সর্ব্বেশ্বর রামের তৃপ্তি সাধন করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

—০০—

পরদিন সূর্য্যোদয় কালে রাম সমুদায় মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বন-প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ঐ বন বিবিধ মৃগ দ্বারা সমাকীর্ণ। তথায় ব্যাঘ্র ও ভল্লুক সমুদায় চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে, জলাশয় সমস্ত দুর্দ্দশাপন্ন, বিহঙ্গমগণ নীরব; কেবল মধ্যে মধ্যে ঝিল্লীরব উত্থিত হইতেছে। তাঁহারা সেই ঘোর অরণ্যে গিরিশৃঙ্গের ন্যায় দীর্ঘাকার এক ভীষণ রাক্ষস বিকট শব্দ করিতেছে দেখিতে পাইলেন। উহার চক্ষু কোটরান্তর্গত, মুখভাগ অতি বিস্তৃত ও বিকট, উদর বিকৃত, শরীর কুৎসিত ও নিম্নোন্নত, ঘোর দর্শন, বসার্দ্র রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম উহার পরিধান। তিনটী সিংহ, চারিটী ব্যাঘ্র, দুইটী বৃক, দশটী হরিণ এবং প্রকাণ্ড দশন বসাবাহী বিশাল একটা হস্তিমুণ্ড লৌহ শূলে বিদ্ধ করিয়া কৃতান্তের ন্যায় সর্ব্ব ভূতের ভয়ঙ্কর মুখব্যাদানপূর্ব্বক ঘোররবে বিকট চীৎকার করিতেছে। সে, রাম লক্ষ্মণ ও জনকতনয়া সীতাকে দেখিয়া ভীষণ শব্দে পৃথিবীকে কম্পিত করিয়াই যেন কালান্তক যমের ন্যায় মহাক্রোধে ধাবিত হইল। এবং ইহাঁদের মধ্য হইতে সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া কিঞ্চিৎ অপসরণ পূর্ব্বক কহিল;—ওরে ক্ষীণ জীবিন্! তোরা দুইজন কে? তোদের মস্তকে জটা, পরিধান চীরবাস, হস্তে শরাসন লইয়া প্রমদার সহিত এই দুর্গম দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিস্! তোরা তপস্বী

হইয়া কি কারণেই বা উভয়ে এক ভার্য্যা লইয়া আছিস্? কি কারণেই বা মুনিবিরুদ্ধ বেশ ধারণ করিয়া পাপাচরণ করিতেছিস? তোদের এই নারী পরম সুন্দরী, এক্ষণে এ আমারই ভার্য্যা হইবে। আমি বিরাধ নামে রাক্ষস, এই বন আমার, এই বনে নিয়ত ঋষিমাংস ভক্ষণ করিয়া সশস্ত্রে বিচরণ করিয়া থাকি। অদ্য আমি সংগ্রামে তোদেরই রুধির পান করিব।

জানকী, দুরাত্মা বিরাধের এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে বায়ুবেগে কদলী বৃক্ষের ন্যায় উদ্বেগ বশতঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন।

রাম সীতাকে বিরাধের অঙ্কগতা দেখিয়া শুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! দেখ, মহারাজ জনকের দুহিতা, আমার ভার্য্যা যশস্বিনী জানকী অদ্য দুরাচার বিরাধের অঙ্কস্থা হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! কনিষ্ঠ মাতা কৈকেয়ী আমাদের জন্য যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং প্রীতিকর বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্রই সুসম্পন্ন হইল। যে দূরদর্শিনী, পুত্রের নিমিত্ত রাজ্য প্রার্থনা করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, আমি সর্ব্বলোকের প্রিয় হইলেও যিনি আমাকে বনে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার আজ মনস্কামনা পূর্ণ হইল! পিতৃ-বিয়োগ ও রাজ্য-নাশেও আমার যেরূপ দুঃখ হয় নাই, অদ্য জানকীর পর-পুরুষ স্পর্শে সেইরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখ জন্মিল!

রামের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ বাষ্পাকুল লোচনে শোকাভিভূত ও ক্রুদ্ধ হইয়া অবরুদ্ধ বিষধরের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন;—আর্য্য! আপনি ইন্দ্র তুল্য

পরাক্রমশালী, সর্ব্বজীবের নাথ হইয়া, বিশেষতঃ এই চিরকিঙ্কর আমি আপনার সহচর থাকিতে, অনাথের ন্যায় কিজন্য পরিতাপ করিতেছেন? আমি এখনই রোষভরে এই দুরাত্মা রাক্ষসের প্রাণ বিনাশ করিব, বসুমতী উহার শোণিত পান করিবেন। রাজ্যকামী ভরতের প্রতি যে আমার ক্রোধ হইয়াছিল, বজ্রধর ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতোপরি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এই বিরাধের উপর আমি ক্রোধ নিক্ষেপ করিব। ধনুরাকর্ষণে বেগবান্ আমার তীক্ষ্ণ সায়ক ইহার বিশাল বক্ষে পতিত হউক, উহার দেহ হইতে প্রাণকে অপহরণ করুক এবং দুরাত্মা ঘুরিতে ঘুরিতে ভূতলে পতিত হউক।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর বিরাধ ঘোর রবে বনভাগ পূর্ণ করিয়া কহিল; —তোদের আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল্ তোরা কে? কোথায় যাইবি? তখন রাম, সেই জ্বালা-করাল-বদন রাক্ষসকে কহিলেন,—আমরা ইক্ষ্বাকু বংশীয় ক্ষত্রিয়, সাধু চরিত্রবান্ বলিয়া জানিবি, কোন কারণ বশতই বনে আসিয়াছি। এক্ষণে তোরও পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি, তুই কে এই দণ্ডকে বিচরণ করিতেছিস?

বিরাধ কহিল,—আচ্ছা, বলিতেছি শ্রবণ কর্। আমি

জবনামক রাক্ষসের পুত্র, আমার মাতার নাম শতহ্রদা। এই পৃথিবীতে সমস্ত রাক্ষসেরা আমাকে বিরাধ নামে ডাকিয়া থাকে। আমি তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম, তিনি প্রসন্ন হইয়া আমায় বর দিয়াছেন যে, অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিলেও কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। এক্ষণে তোরা এই প্রমদার আশা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র এ স্থান হইতে পলায়ন কর্, আমি তোদের প্রাণে মারিব না।

তখন রাম ক্রোধরক্তলোচনে পাপাত্মা রাক্ষসকে কহিলেন;—রে ক্ষুদ্র! তুই অতি নীচ, তোরে ধিক্! তুই আপনি আপনার মৃত্যু অন্বেষণ করিতেছিস, থাক, তুই বাঁচিয়া থাকিতে আর আমার হাতে তোর মুক্তি নাই। এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক সাতটী সুশাণিত শর সন্ধান করিয়া রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সুবর্ণ পুঙ্খ শরনিকর পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া বায়ুবেগে বিরাধের দেহ ভেদপূর্ব্বক শোণিতাক্ত কলেবরে ভূতলে পতিত হইল। তখন সে জানকীকে রাখিয়া মহাক্রোধে শূল উত্তোলন পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল। যখন সে ভীষণ শব্দ করিতে করিতে শক্রধ্বজ তুল্য শূল হস্তে মুখ ব্যাদান করিয়া আসিতে লাগিল, তখন তাহাকে সাক্ষাৎ যম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ তাহার প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সে ভীষণ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া হাস্য পূর্ব্বক জৃম্ভণ করিবামাত্র সমস্ত বাণ গাত্র হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। ব্রহ্মার বর প্রভাবে রাক্ষস বাণ প্রহারে ব্যথিত হইলেও প্রাণ বিযুক্ত হইল না।

সে পুনরায় সেই প্রদীপ্ত বজ্রসদৃশ শূল উত্তোলন করিয়া আসিতে লাগিল। মহাবীর রামও তৎক্ষণাৎ দুই শর দ্বারা উহা ছিন্ন করিলেন। ছিন্ন শূল অশনিবিদীর্ণ সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অতঃপর ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে রাম ও লক্ষ্মণ কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় খড়্গ উত্তোলন করিয়া বল পূর্ব্বক তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাক্ষস উভয়কে দুই বাহু দ্বারা গ্রহণ করিয়া প্রস্থানে উদ্যত হইল। তৎক্ষণাৎ রাম উহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন;—বৎস! এই নিশাচর আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, যাউক; যে পথে লইয়া যাইতেছে, উহা আমাদিগেরই গন্তব্য পথ। তখন সেই বলদৃপ্ত রাত্রিচর রাম লক্ষ্মণকে বল পূর্ব্বক বালকবৎ স্কন্ধে আরোপণ করিয়া ঘোর শব্দ করিতে করিতে অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

ঐ বন মহামেঘের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ, বিবিধ বিশাল পাদপ সমূহে সমাবৃত, নানা প্রকার বিহঙ্গমগণ তথায় কলরব করিতেছে, শৃগাল ও বহুতর শ্বাপদগণ বিচরণ করিতেছে। বিরাধ ঐ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ সর্গ।

—:*:—

বিরাধ রাম লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া লইয়া চলিল দেখিয়া, সীতা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, এই দুরন্ত রাক্ষস সত্যপ্রতিজ্ঞ সুশীল রামকে

লক্ষ্মণের সহিত হরণ করিয়া লইয়া চলিল, এখনই আমাকে ব্যাঘ্র ভল্লুকে ভক্ষণ করিবে। হে রাক্ষসরাজ! তোমাকে নমস্কার, তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে লইয়া যাও। রাম ও লক্ষ্মণ, জানকীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুরাত্মা রাক্ষসের বধ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণ ঐ বীভৎসাকার বিরাধের বাম বাহু ভাঙ্গিয়া দিলেন, রামও বল পূর্ব্বক উহার দক্ষিণ বাহু ভাঙ্গিলেন। তখন সেই মেঘসঙ্কাশ রাক্ষস ভগ্নবাহু ও মূর্চ্ছিত হইয়া বজ্র-বিদীর্ণ-অচলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। রাম ও লক্ষ্মণ তাহার উপর মুষ্টি, বাহু ও পাদদ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বারংবার উহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূমিতে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন কিন্তু বিরাধ বহু বাণ দ্বারা বিদ্ধ, খড়্গাঘাতে আহত এবং বহুবার ভূতলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও প্রাণে মরিল না। তখন সর্ব্বভূতশরণ্য শ্রীমান্ রাম অচলসদৃশ রাক্ষসকে অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—হে পুরুষব্যাঘ্র! এই তপঃ-প্রভাব-বর্দ্ধিত রাক্ষসকে আমরা অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধে নিহত করিতে পারিব না, এস, ইহাকে মাটীতে পুতিয়া ফেলি। লক্ষ্মণ! এই ভীষণ রাক্ষস প্রকাণ্ড কুঞ্জর সদৃশ, তুমি এই বনে ইহার শরীরের অনুরূপ একটী গর্ত্ত খনন কর। বীর্য্যবান্ রাম এই কথা বলিয়া পাদ দ্বারা তাহার কণ্ঠ অবরোধ করিয়া রহিলেন। রামের এই বাক্য শ্রুতিগোচর হওয়াতে বিরাধ বিনয়বাক্যে কহিতে লাগিল;—পুরুষসিংহ! আমার জীবনান্ত কাল উপস্থিত হইয়াছে; তুমি বলবীর্য্যে ইন্দ্রতুল্য, আমি ইতঃপূর্ব্বে মোহবশতঃ তোমাকে জানিতে পারি নাই।

এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, কৌশল্যাহৃদয়নন্দন রাম-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। এই বিদেহতনয়া মহাভাগা জানকী লক্ষ্মী, এই মহাযশা লক্ষ্মণ আপনারই অংশভূত। আমি অভিশাপবশত ঘোর রাক্ষসশরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। আমি তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব্ব, একদা রম্ভানামক অপ্সরায় আসক্ত হইয়া যথাসময়ে প্রভু যক্ষেশ্বর সেবায় অনুপস্থিত হওয়ায়, তিনি ক্রোধভরে আমায় এইরূপই অভিশাপ দেন। অনন্তর আমি বহুবিধ অনুনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করি। তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার শাপাবসান উদ্দেশে কহিলেন,—যখন দশরথ তনয় রাম যুদ্ধে তোমায় নিহত করিবেন, তখন তুমি প্রকৃত গন্ধর্ব্বরূপ অধিকার করিয়া পুনরায় স্বর্গে আগমন করিবে। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে সেই সুদারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম। আমি স্বীয় ভবনে গমন করিব, আপনাদের মঙ্গল হউক। এখান হইতে অর্দ্ধযোজন দূরে সূর্য্যসন্নিভ প্রভাবশালী মহর্ষি শরভঙ্গ বাস করেন, আপনি সত্বর তথায় গমন করুন, তিনি আপনার শ্রেয়োবিধান করিবেন। আপনি আমাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন করুন, গতাসু রাক্ষসদিগের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। শর-পীড়িত মহাবল বিরাধ এইরূপ বলিয়া দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিল।

রাম বিরাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! তুমি এইস্থানেই এই কুঞ্জরাকৃতি বিরাধের জন্য একটী বৃহৎ গর্ত্ত খনন কর। লক্ষ্মণ আদেশমাত্র খনিত্র গ্রহণ করিয়া তাহার পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড গর্ত্ত খনন করিলেন, বিরাধ

মুক্তকণ্ঠ হইল। মহাবল লক্ষ্মণ উহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষিপ্রহস্ত রণস্থলে দৃঢ়চিত্ত রাম ও লক্ষ্মণ বিরাধকে এইরূপে বিনাশ ও পৃথিবী বিবরে প্রোথিত করিয়া নির্ভীকহৃদয়ে পুলকিত চিত্তে নভস্তলে দিবাকর ও নিশাকরের ন্যায় সেই মহাবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

—০০—

মহাবীর রাম ভয়ঙ্কর রাক্ষস বিরাধকে বিনাশ করিয়া সীতাকে আলিঙ্গন ও আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক প্রদীপ্ততেজা লক্ষ্মণকে কহিলেন ;— বৎস ! এ বন অতি দুর্গম ও কষ্টপ্রদায়ক, এরূপ বনে কখন আমরা প্রবেশ করি নাই। এক্ষণে চল, আমরা শীঘ্র তপোধন শরভঙ্গের আশ্রমে প্রস্থান করি।

এইকথা বলিয়া তিনি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং সেই অমরপ্রভাব শুদ্ধস্বভাব মহর্ষি সন্নিধানে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইলেন। তথায় যাঁহার শরীর হইতে সূর্য্যাগ্নি সদৃশ প্রভা প্রতিভাত হইতেছে, আকাশ পথে দেবগণ যাঁহার অনুগমন করিতেছেন, দিব্য আভরণ ও সুপরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া যিনি রথে আরূঢ় রহিয়াছেন, রথে হরিদ্বর্ণ অশ্বযোজিত আছে, উহা ভূমিতল স্পর্শ না করিয়া আকাশেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে, অনেক মহাত্মা তাঁহাকে পূজা করিতেছেন। যাঁহাকে দূর হইতে নবোদিত সূর্য্য বলিয়া

মনে হয়; বিচিত্র মাল্য সুশোভিত ধবল জলদকান্তি নির্ম্মল শশাঙ্কচ্ছবি ছত্র যাহার মস্তকে শোভা পাইতেছে, সেই দেবরাজ স্বয়ং তথায় বিরাজমান, দুইদিকে দুইটী পরম রূপবতী রমণী কনকদণ্ড বিমণ্ডিত চামরদ্বয় হস্তে ধারণ করিয়া বীজন করিতেছে। বহুসংখ্যক দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আকাশবিহারী সুররাজের স্তোত্রগান করিতেছেন। তৎকালে তপোধন তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলেন।

রাম এই সমুদায় বিভূতি দর্শনে তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়াই বুঝিতে পারিলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন;—বৎস! ঐ দেখ, (রথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) কেমন সুন্দর রথ স্বীয় প্রভা প্রভাবে অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়া অন্তরীক্ষ-গত ভাস্করের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বে আমরা ইন্দ্রের যেরূপ অশ্বের কথা শুনিয়াছি, নভোমণ্ডলস্থিত ইহারা সেই অশ্বই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই যে কুণ্ডলধারী খড়্গপাণি যুবাপুরুষদিগকে চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছ, ইহাঁদের বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, বাহু অর্গলের ন্যায় আয়ত, রক্তবসন পরিধান, ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, সকলেরই উরোদেশে মণিময় অগ্নিসন্নিভ উজ্জ্বল হার, ইহাঁরা দেখিতে পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স্ক। বৎস! এই সমুদায় প্রিয়দর্শন যুবা দেবগণের যেরূপ পঞ্চ বিংশতি বর্ষ বয়স দেখিতেছ, ইহাই উহাদের চিরন্তন স্থায়ী বয়স। লক্ষ্মণ! এক্ষণে ঐ রথোপরি দ্যুতিমান্ পুরুষ বস্তুতঃ কে, যাবৎ না জানিয়া আসিতেছি, তাবৎ তুমি বৈদেহীকে লইয়া এই স্থানে অবস্থান কর। এই কথা বলিয়া রঘুপতি শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

তখন শচীপতি রামকে আসিতে দেখিয়া, শরভঙ্গের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণকে কহিলেন,—দেখ, রাম এইদিকেই আসিতেছেন; ইনি যাবৎ আমাকে সম্ভাষণ না করিতেছেন, সেই সময়ের মধ্যেই আমরা অন্যত্র প্রস্থান করি। এসময়ে ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত হইতেছে না। এখন ইহাঁকে অন্যদুষ্কর অতি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। অতঃপর যখন ইনি বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া বিজয় লাভ করিবেন, তখনই আমি উহাঁকে দর্শন দিব। এই কথা বলিয়া তপো-ধনকে সম্ভাষণ ও সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া রাম, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত অগ্নিহোত্র গৃহে সমাসীন তপোধন শরভঙ্গের সমীপে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া মহর্ষির আদেশে আসন পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর মহর্ষি তাঁহাদিগকে আতিথ্য গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া বাসার্থ এক সতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তখন রাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! দেবরাজ ইন্দ্র কি কারণে আপনার আশ্রমে আসিয়াছিলেন? শরভঙ্গ কহিলেন,—বৎস! আমি উগ্রতপস্যাবলে অন্যদুর্লভ ব্রহ্ম-লোক আয়ত্ত করিয়াছি, এক্ষণে বরদাতা দেবরাজ ব্রহ্মার আদেশে আমায় তথায় লইয়া যাইবার জন্যই আগমন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু আমি তোমাকে অদূরবর্ত্তী জানিয়া প্রিয় অতিথি তোমাকে দর্শন না করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব না। তুমি অতি ধর্ম্মশীল মহাত্মা; তোমার সমাগমে প্রীত হইয়া

পরে অভীষ্ট ব্রহ্মলোকে গমন করিব। বৎস! আমি তপোবলে শুভাবহ অক্ষয় স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক অধিকার করিয়াছি, তৎসমুদায় তুমি প্রতিগ্রহ কর।

সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মনুজসিংহ রাম মহর্ষি শরভঙ্গ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন,—মহামুনে! আমি ঐ সমস্ত লোক স্বয়ংই আহরণ করিব। এক্ষণে এই বনে কোথায় আমি বাসস্থান নিরূপণ করিব, আপনি তাহারই উপদেশ প্রদান করুন। মহাপ্রাজ্ঞ শরভঙ্গ কহিলেন,—রাম! এই অরণ্যে মহাতেজা ধর্ম্মপরায়ণ সুতীক্ষ্ণ নামে একজন মহর্ষি বাস করিতেছেন, তিনি তোমার শ্রেয়োবিধান করিবেন। এই যে পুষ্পবহা স্রোতস্বতী মন্দাকিনী, ইহারই প্রতিকূল স্রোতে গমন করিয়া সেই আশ্রমে উপস্থিত হইবে; ইহাই উহার পথ। বৎস রাম! তুমি মুহূর্ত্তকাল আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর। আমি তোমারই সমক্ষে জীর্ণত্বক্ উরগের ন্যায় আমার এই শরীর ত্যাগ করিব। মহর্ষি শরভঙ্গ এই কথা বলিয়া অগ্নি আধান পূর্ব্বক তাহাতে মন্ত্রপূত ঘৃতাহুতি প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হুতাশন তৎক্ষণাৎ তাঁহার রোম,কেশ,জীর্ণত্বক্, অস্থি, মাংস ও শোণিত সমুদায় ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। তখন তিনি অগ্নিতুল্য ভাস্বর দেহ কুমার রূপে পরিণত হইলেন এবং সহসা তথা হইতে উত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে মহর্ষি শরভঙ্গ দিব্য শরীর লাভ করিয়া মহাত্মা সাগ্নিক ঋষিগণের লোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন। তথায় সর্ব্বলোক পিতামহ চতুরাননকে অনুচর-

বর্গের সহিত দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলেন এবং পিতামহও ব্রাহ্মণকে অবলোকন করিয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক আনন্দিত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

—:*:—

শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে বৈখানস, বালখিল্য, সংপ্রক্ষাল, মরীচিপ, অশ্মকুট্ট, পত্রাহার, দন্তোলুখল, উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা, অশয্যা, অনবকাশিক, সলিলাহার, বায়ুভক্ষ, আকাশনিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্দ্ধবাসী, দান্ত ও আর্দ্রপটবাস এই সমস্ত তেজস্বী মুনিগণ রামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা জপপরায়ণ, তপোনিষ্ঠ, পঞ্চতপাশীল, ব্রাহ্মী, শ্রীসম্পন্ন এবং দৃঢ় যোগরত। ইহাঁরা সকলে সমবেত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ রামকে কহিলেন,—রাম! দেবগণের মধ্যে যেরূপ ইন্দ্র, তুমি সেই রূপ ইক্ষ্বাকুবংশের ও এই সমস্ত পৃথিবীর প্রধান পুরুষ ও নাথ। তুমি যশ ও পরাক্রমে ত্রিলোকবিখ্যাত, পিতৃব্রত, সত্য ও সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছে। ধর্ম্ম-বৎসল মহাত্মা তোমাকে পাইয়া আমরা অর্থিভাবে যাহা কিছু বলিব, উহা নৃশংস হইলেও ক্ষমা করিবে। নাথ! যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করিয়া প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করেন না, তাঁহার অত্যন্ত অধর্ম্ম হয়। আর যিনি রাজ্যবাসী সমস্ত লোককে স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম বিবেচনা করিয়া নিয়ত

রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনিই ইহলোকে বহুবর্ষব্যাপিনী শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিতে পারেন। মুনিগণ ফলমূল আহার করিয়া যে ধর্ম্ম সঞ্চয় করেন, তাহাতেও রাজার ধর্ম্মত চতুর্থভাগ আছে। রাম! সেই এই ব্রাহ্মণবহুল বাণপ্রস্থগণকে ভবাদৃশ নাথ বিদ্যমানে অনাথের ন্যায় রাক্ষসেরা নিহত করিতেছে। এস, ঐ দেখ, এই বনে ঘোররূপ রাক্ষসেরা আসিয়া শুদ্ধস্বভাব মুনিদিগকে কিরূপে নিধন করিয়াছে, কিরূপেই বা তাঁহাদের মৃত দেহ সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা পম্পাকূলে, মন্দাকিনী তীরে ও চিত্রকূটে বাস করেন, নিশাচরেরা তাঁহাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছে। ঐ সকল দুরাচার নিশাচরেরা বন মধ্যে নিরীহ তপস্বীদিগকে যেরূপ যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, উহা আর আমরা কোনরূপে সহ্য করিতে পারিতেছি না। রাম! তুমি সকলকে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ, সেই জন্য আমরা তোমারই শরণাগত হইলাম। রাক্ষসেরা আমাদিগকে বধ করিতেছে, তুমি তাহা হইতে রক্ষা কর। হে বীর! এই পৃথিবী মধ্যে তুমি ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। ধর্ম্মাত্মা রাম, তপোরত তাপসগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, —তপোধনগণ! আপনারা আমাকে আর বেশী করিয়া কিছু বলিবেন না, আমি আপনাদেরই আজ্ঞাকর। এক্ষণে পিতৃ-সত্য-পালনের নিমিত্ত আমায় যখন মহারণ্যে প্রবেশ করিতেই হইতেছে, তখন প্রসঙ্গত আপনাদের রাক্ষসকৃত অত্যাচারও অবশ্য প্রতীকার করিব। অধিক কি, আমি যে

যদৃচ্ছা ক্রমে এই বনে প্রবেশ করিয়াছি, উহাতে আপনাদের ইষ্ট সিদ্ধি এবং আমারও বিশিষ্ট ফল লাভ হইবে। আমি অবশ্যই তপস্বিকুল শত্রু রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব। অতঃপর আপনারা আমার ও লক্ষ্মণের বলবীর্য্য অবলোকন করুন। পূজ্য স্বভাব ধর্ম্মাত্মা রাম মুনিগণকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে সুতীক্ষ্ণের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর তিনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ঐ সমস্ত বিপ্রবর্গ সমভিব্যাহারে বহুদূর পথ অতিক্রম এবং বহুসংখ্যক অগাধ সলিলা নদী উত্তীর্ণ হইয়া সুমেরুর ন্যায় অত্যুচ্চ পবিত্র এক শৈল দেখিতে পাইলেন। উহারই অনতিদূরে এক গভীর অরণ্য। উহা কুসুম-সুশোভিত ফলভরাবনত নানাবিধ পাদপ সমূহে সমাকীর্ণ। উহার প্রান্ত দেশে কুশচীর চিহ্নিত বৃক্ষ সমুদয় অবলোকনে ইহাই মহর্ষির আশ্রম হইবে বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় পঙ্কমলাদিগ্ধ জটাধারী তপোধন সুতীক্ষ্ণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাম তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন,—ভগবন্! আমি রাম, আপনার দর্শন কামনায় আগমন করিয়াছি। হে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষে! আপনি মৌনভাব পরিত্যাগ করিয়া আমায় সম্ভাষণ করুন।

তখন ধার্ম্মিকপ্রবর শান্তস্বভাব সুতীক্ষ্ণ রামকে অবলোকন ও বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—রঘুকুলানন্দ ধর্ম্মবীর! তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে সমাগত হইয়াছ? সম্প্রতি তোমার আগমনে আমার এই আশ্রম সনাথ হইল। আমি তোমারই অপেক্ষায় মহীতলে দেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক এস্থান হইতে যশস্কর সুরলোকে আরোহণ করি নাই। আমি শুনিয়াছি তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটে আগমন করিয়াছ। এই মাত্র সুররাজ শতক্রতু আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে সংবাদ পাইলাম,—আমি স্বকৃত পুণ্য বলে সমস্ত দিব্যলোক আয়ত্ত করিয়াছি, বৎস! এক্ষণে আমার অভিলাষ যে, তুমি আমার প্রীতির জন্য সেই সমস্ত দেবর্ষিসেবিত তপোলব্ধ লোকে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত বিহার কর।

তখন রাম, সেই উগ্রতপা অনলপ্রভ সত্যবাদী মহর্ষিকে কহিলেন,—ভগবন্! আমি স্বয়ংই তপোবলে ঐ সমস্ত লোক আহরণ করিব। এক্ষণে এই অরণ্যে আমি কোথায় বাসস্থান নিরূপণ করিব, তাহারই নির্দ্দেশ করিয়া দিন। গোতমগোত্র সম্ভূত মহাত্মা শরভঙ্গ আমায় বলিয়া দিয়াছেন, আপনি সর্ব্বত্র কুশলী এবং সর্ব্বজনের হিতানুধ্যায়ী।

রামের এই বাক্য শ্রবণে সর্ব্বলোক প্রথিত মহর্ষি আনন্দে পুলকিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন;—রাম! তুমি আমারই এই আশ্রমে অবস্থান কর। এখানে বহুতর ঋষিরা বাস করিতেছেন, ঋষি ভোগ্য ফল মূলও এখানে সর্ব্বকালে সুলভ। তবে এই আশ্রমে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি মৃগ আসিয়া নির্ভয়ে

পর্য্যটন পূর্ব্বক চলিয়া যায়, তাহারা কাহাকেও ভয় করে না অনিষ্টও কিছু করে না, তবে কখন কখন প্রলোভন প্রদর্শন করে। বৎস! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, এতদ্ব্যতীত আর কোন দোষই এখানে নাই।

মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীর প্রকৃতি রাম কহিলেন, —মহাভাগ! আমি শর শরাসন গ্রহণ করিয়া ঐ সমস্ত সমাগত মৃগগণকে তীক্ষ্ণধার শর দ্বারা অনায়াসেই সংহার করিতে সমর্থ, কিন্তু পাছে আপনার মনে কোনরূপ ক্লেশ উপস্থিত হয়; আপনাকে ক্লেশ দেওয়া অপেক্ষা আমার যন্ত্রনাভোগ করাও শ্রেয়। সুতরাং এ আশ্রমে দীর্ঘকাল বাস করা আমার অভিমত নহে।

এই কথা বলিতে বলিতে সন্ধ্যা বন্দনার কাল উপস্থিত হইল। তখন তিনি সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই রমণীয় আশ্রমে বাসের ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাকাল অতীত ও রাত্রি উপস্থিত হইল দেখিয়া, মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ স্বয়ং তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক তাপস যোগ্য ভোজ্য বস্তু প্রদান করিলেন।

অষ্টম সর্গ।

—*:—

রাম সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সে রাত্রি তথায় সুখে বাস করিলেন। পরদিন প্রভাত কালে জাগরিত ও সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত পদ্মগন্ধি সুশীতল সলিলে অবগাহন ও তৎ-কালোচিত অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের যথাবিধি অর্চ্চনা পূর্ব্বক মহর্ষি সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সূর্য্য উদিত হইল। রাম মহর্ষিকে কহিলেন;—ভগবন্! আপনার আশ্রমে আমরা পরম সুখে বাস করিয়াছি, এক্ষণে আমন্ত্রণ করিতেছি, আমরা প্রস্থান করিব। এই দণ্ডাকারণ্যে পুণ্যশীল যে সকল ঋষি বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের আশ্রম সমুদায় দর্শন করিতে আমাদের ইচ্ছা হইয়াছে। এই তাপসগণও আমাদিগকে বারংবার তদ্বিষয়ে ত্বরা করিতেছেন। ইহাঁরা ধর্ম্মপরায়ণ, তপো-নিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় এবং বিধূম হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমরা ইহাঁদের সহিত গমন করিব। নীচ লোক অসদুপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়া ভাগ্যবান্ হইলে যেরূপ দুর্দ্দান্ত প্রভু হইয়া পড়ে, সেইরূপ সূর্য্যদেবের আতপ অসহ্য না হইতে হইতেই আমরা নিষ্ক্রান্ত হইবার মানস করিয়াছি। এই বলিয়া রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন মহর্ষি তাঁহাদিগকে উত্থাপন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন,—বৎস রাম! তুমি লক্ষ্মণের সহিত নির্ব্বিঘ্নে পথে গমন কর

এবং ছায়ার ন্যায় অনুগতা এই সীতাও তোমার সঙ্গে যাইবেন। তোমরা এই দণ্ডকারণ্যবাসী বিশুদ্ধাত্মা তপস্বীদিগের সুরম্য আশ্রম সমুদায় দর্শন কর। পথে প্রভূত ফলমূল-পূর্ণ কুসুমিত-কানন, বিচিত্র মৃগযূথ, শান্ত বিহঙ্গমগণ, প্রস্ফুটিত কমল সুশোভিত স্বচ্ছ সলিল কারণ্ডবাকীর্ণ তড়াগ ও সরোবর এবং ময়ূররব-মুখরিত মনোহর কাননপরিবৃত প্রিয়দর্শন গিরি-প্রস্রবণ দেখিতে পাইবে। বৎস রাম! তুমি এক্ষণে যাত্রা কর। বৎস লক্ষ্মণ! তুমিও ইহাঁর সহচর হও। তোমরা ঐ সমস্ত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় আমার আশ্রমে প্রত্যাগমন করিবে। তখন তাঁহারা মহর্ষির কথায় সম্মত হইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে আয়তলোচনা জানকী প্রশস্ত ধনু, তূণীর ও বিমল খড়্গ আনিয়া তাঁহাদের উভয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। উহাঁরাও তূণীরবন্ধন, শরাসন ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক সীতার সহিত আশ্রম হইতে সত্বর নির্গত হইলেন।

নবম সর্গ।

—:*:—

রাম সুতীক্ষ্ণের অনুমতিক্রমে প্রস্থান করিলে সীতা যুক্তিযুক্ত হৃদয়াকর্ষক বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন,—নাথ! তুমি মুনিদিগের সমক্ষে যেরূপ প্রতিশ্রুত হইলে, উহা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখিলে, যেন তুমি অধর্ম্মগ্রস্ত হইতেছ। নাথ! তুমি কামজ ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হইতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

এই কামজ ব্যসন তিন প্রকার, মিথ্যাকথন, পরদারাভিমর্ষণ ও বিনাবৈরে রৌদ্রভাব ধারণ। উহার মধ্যে প্রথমোক্তটী পরম পাতক বটে, কিন্তু শেষোক্ত দুইটী তদপেক্ষাও গুরুতর পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মিথ্যা বাক্য তুমি কখন কহ নাই, ভবিষ্যতেও বলিবে না। ধর্ম্মনাশন, পরস্ত্রীতে অভিলাষ তোমার কদাপি নাই; কোন কালেও হইবে না। এমন কি, তোমার মনেও এরূপ প্রবৃত্তি কস্মিন্‌কালেও আসে না। তুমি নিত্যকাল স্বদারে অনুরক্ত আছ। তুমি ধার্ম্মিক, সত্যসন্ধ ও পিতার আজ্ঞা পালক। সত্য ও ধর্ম্ম তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি যখন ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিয়াছ, তখন পূর্ব্বোক্ত দোষ দুইটী কখন তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আর জিতেন্দ্রিয়তাই প্রাণি মাত্রেরই হিতকর, কিন্তু নাথ! অন্যে মোহবশত বিনাবৈরে যে পরপ্রাণ বিনাশরূপ অতি দারুণ তৃতীয় ব্যসনে অনুরক্ত হয়, তোমার তাহাই এক্ষণে উপস্থিত হইতেছে। হে বীর! তুমি দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি-দিগের রক্ষার্থ যুদ্ধে রাক্ষসবধ অঙ্গীকার করিলে এবং এই কারণেই ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইতেছ; ইহা দেখিয়া আমার মন চিন্তায় আকুল হইতেছে। আমি তোমার কার্য্য চিন্তা করিতেছি এবং ঐরূপ কার্য্যে ঐহিক বা পারলৌকিক সুখ সাধনই কি হইবে তাহা আলোচনা করিয়া দণ্ডকারণ্যে যাইতে আমার আর প্রবৃত্তি হইতেছে না। তাহার কারণ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি যখন ধনুষ্পাণি হইয়া লক্ষ্মণের সহিত বনে যাইতেছ, তখন ঘোররূপ রাক্ষসদিগকে দেখিয়া নিশ্চয়ই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।

কেন না, ক্ষত্রিয়দিগের ধনু ও হুতাশনের ইন্ধন সমীপে থাকিলে উভয়েরই তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

নাথ! আমি শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে এক সত্যানুরাগী পবিত্রাত্মা ঋষি শান্ত মৃগপক্ষিসেবিত কোন পুণ্য বনে তপশ্চরণ করিতেন। তাঁহার তপোবিঘ্ন করিবার অভিপ্রায়ে শচীপতি ইন্দ্র যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিয়া অসি হস্তে আশ্রমে উপস্থিত হন এবং ঐ খড়্গ তাঁহার নিকট ন্যাসরূপে রাখিয়া চলিয়া যান। তপোধন ন্যস্ত বস্তু রক্ষণে বিলক্ষণ সাবধান ছিলেন। তিনি বিশ্বাস-ভঙ্গ-ভয়ে অরণ্যে বিচরণ-কালেও উহা সঙ্গে লইতেন। এমন কি, ফলমূল আহরণ-কালেও তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন না। এইরূপে নিয়ত শস্ত্র বহন করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার বুদ্ধি রৌদ্রভাব ধারণ করিল। প্রাণিহত্যায় মত্ত হইলেন, ধর্ম্ম নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিলেন, অবশেষে অধর্ম্মে আসক্ত হইয়া নরকে পতিত হইলেন।

নাথ! শস্ত্রসংযোগ বিষয়ে এই একটী পুরাবৃত্ত আমি তোমাকে কহিলাম। অগ্নি সংযোগ যেমন কাষ্ঠের বিকার উৎপাদন করে, শস্ত্রসংযোগও সেইরূপ মানুষের চিত্তবৈকল্য ঘটাইয়া থাকে। আমি যে তোমাকে এই পুরাবৃত্তের কথা কহিলাম, উহাতে তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিতেছি, ইহা মনে করিবে না। কেবল স্নেহ ও বহুমান বশতই ইহা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। অতঃপর তুমি ধনুর্দ্ধারী হইয়া বৈরব্যতীত দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদিগকে বধ করিবার বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। নিরপরাধে কাহাকেও হত্যা করা বীরের

কর্ত্তব্য নহে। বনবাসী আর্ত্তদিগের যাহাতে পরিত্রাণ হয়, জিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়বীরদিগের ততটুকুই শরাসনের কার্য্য। শস্ত্রই বা কোথায়, বনই বা কোথায়, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই বা কোথায়, তপস্যাই বা কোথায়; এই পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি তপোবনের ধর্ম্মই আশ্রয় কর। শস্ত্রসেবীদিগের বুদ্ধি নিতান্ত কদর্য্য ও কলুষিত হইয়া থাকে। তুমি অযোধ্যায় যাইয়া পুনরায় ক্ষত্রধর্ম্ম আচরণ করিও। তুমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছ, এক্ষণে যদি মুনিবৃত্তি আশ্রয় কর, তাহা হইলে আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর অক্ষয় প্রীতি লাভ করিবেন। ধর্ম্ম হইতে অর্থলাভ, ধর্ম্ম হইতে সুখ এবং ধর্ম্ম হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মই এজগতে সার পদার্থ। সাধু লোকেরা অতি যত্নে বিবিধ নিয়ম দ্বারা শরীর শোষণ করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া থাকেন। সুখ হইতে কখন সুখলাভ হইতে পারে না। নাথ! তুমি সমস্তই জান, ত্রিলোকে তোমার অবিদিত কিছুই নাই। তুমি শুদ্ধচিত্ত হইয়া এই তপোবনে ধর্ম্ম আচরণ কর। স্ত্রীস্বভাবসুলভতানিবন্ধনই আমি তোমাকে এই সকল কথা কহিলাম। নতুবা তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ দেয়, এমন লোক কে আছে? তুমি অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য ও রুচিকর হয়, তাহারই অনুষ্ঠান অবিলম্বে কর।

দশম সর্গ।

—:*:—

অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী রাম, পতিবৎসলা জানকীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—দেবি! ক্ষত্রিয়দিগের কুলধর্ম্ম উল্লেখ করিয়া স্নেহের অনুরূপ হিতবাক্যই কহিলে, কিন্তু আমি ইহার কি প্রত্যুত্তর দান করিব? তুমিই ত বলিলে 'আর্ত্ত' এই শব্দ মাত্রও না থাকে; সেই জন্য ক্ষত্রিয়েরা ধনুর্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। দণ্ডকারণ্যে কঠোরব্রত মুনিগণ আর্ত্ত, তাঁহারা স্বয়ং আসিয়া আমাকে রক্ষাকর্ত্তা বোধে আমার শরণাগত হইলেন। ইহারা চিরদিন ফলমূল আহার করিয়া বনে বাস করিয়া আসিতেছেন। দুরাচার নিশাচরদিগের জন্য তাঁহারা আর সুখ পান না। নরমাংসলোলুপ রাক্ষসেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করে। তাঁহারা নিতান্ত বিপন্ন হইয়াই আমাকে জানাইলেন। আমি তাঁহাদের মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া বিঘ্নশান্তির উদ্দেশে কহিলাম,—মহর্ষিগণ! প্রসন্ন হউন। ইহা আমার বড়ই লজ্জাকর হইয়া উঠিয়াছে যে, ভবাদৃশ বিপ্রগণ আমার উপাস্য হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনাদের কি করিব, আজ্ঞা করুন।

তখন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া কহিলেন,—রাম! আমরা এই দণ্ডকারণ্যে কামরূপী বহুবিধ রাক্ষসকর্ত্তৃক অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। হোমকাল ও পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে ঐ সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ মাংসাশী রাক্ষসেরা

আসিয়া আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা প্রদান করে। এইরূপে পুনঃপুন লাঞ্ছিত হইয়া তোমার শরণার্থী হইয়াছি। তুমি আমাদের পরমগতি। আমরা তপঃপ্রভাবে ঐ সকল নিশাচরকে বিনাশ করিতে পারি, কিন্তু বহুকালোপার্জ্জিত তপঃক্ষয় করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। আমরা বহুবিঘ্ন-বিপত্তি সহ্য করিয়া যে তপঃ সঞ্চয় করিয়াছি, উহা অভিসম্পাত প্রদান দ্বারা ব্যয় হইয়া যায়। তাহারা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে, উৎপীড়ন করিতেছে সত্য, কেবল এই কারণেই আমরা তাহাদিগকে শাপ দিতে পারিতেছি না। এক্ষণে এই বনে তুমিই আমাদের রক্ষক, তুমি আমাদের নাথ, তুমি লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। জানকি! আমি ঋষিদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। আমি ঋষিদিগের নিকট যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন আর প্রাণ থাকিতে তাহার অন্যথা করিতে পারিব না। সত্যই আমার প্রিয়, বরং আমি প্রাণত্যাগ করিব, লক্ষ্মণের সহিত তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারিব না। ঋষিরা আমাকে না বলিলেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রতিজ্ঞা করিয়া আর কি বলিব? বৈদেহি! তুমি স্নেহ ও সৌহার্দ্দ বশতঃ যাহা আমায় কহিলে, তাহাতে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। যে যাহার অপ্রিয় তাহাকে কেহ এরূপ কথা বলিতে পারে না। অয়ি শোভনে! তুমি যেরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ইহা তাহার ও তোমার অনুরূপই হইল। তুমি আমার সহধর্ম্মচারিণী ও প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা।

মহাত্মা রাম মৈথিলরাজতনয়া প্রিয়া সীতাকে এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত ধনুর্দ্ধারী হইয়া রমণীয় তপোবনে গমন করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ।

—*:—

অগ্রে রাম, মধ্যে সুশোভনা সীতা ও লক্ষ্মণ ধনুষ্পাণি হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পথে বিবিধ শৈলপ্রস্থ, অরণ্য, রম্যনদী, পুলিনচারী সারস,চক্রবাক, কমল-সুশোভিত জলচারী-বিহগ-বিরাজিত সরোবর, যূথবদ্ধ হরিণ, মদোন্মত্ত বিশাল শৃঙ্গ মহিষ, বরাহ ও তরুবরবৈরী করী, এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিলেন। দিবাও অবসান হইয়া আসিল। এই সময়ে উহাঁরা যোজন বিস্তৃত রমণীয় এক দীর্ঘিকা দেখিতে পাইলেন। ঐ দীর্ঘিকার স্বচ্ছসলিলে রক্তোৎপল, শ্বেতশতদল অবিরল-ভাবে শোভা পাইতেছে। উহার তীর ও নীরে মাতঙ্গদল বিচরণ করিতেছে। হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে। জলমধ্য হইতে গীত বাদ্যের সুস্বর শ্রুত হইতেছিল। কিন্তু একটী লোকেরও সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। তদ্দর্শনে মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ কৌতূহল পরবশ হইয়া ধর্ম্মভৃত নামক মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে মহামুনে! এই অদ্ভুত স্বরসংযোগ শ্রবণে আমাদের সকলেরই

অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। ব্যাপারটা কি? আপনি সবিস্তারে বলুন।”

তখন ধর্ম্মাত্মা মুনি ঐ সরোবরের প্রভাব কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন;—এই সরোবর পঞ্চাপ্সরো নামে প্রসিদ্ধ, ইহার জল সর্ব্বকালে সমভাবেই থাকে। মাণ্ডকর্ণিনামে একজন মহামুনি তপোবলে এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মহামুনি মাণ্ডকর্ণি কোন সময়ে এই সরোবর মধ্যে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া দশ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করেন। তদ্দর্শনে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ব্যথিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন;—এই মুনি আমাদেরই কাহার স্থান প্রার্থনা করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর তাঁহারা মহর্ষির তপোবিঘ্ন করিবার নিমিত্ত চপলা-চঞ্চল-কান্তি পাঁচজন প্রধান অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন। উহারা সুরকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত মুনিসকাশে আসিয়া বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপে তাঁহাকে বশীভূত করিল এবং তাঁহার পত্নীত্ব লাভ করিল।

তখন মাণ্ডকর্ণী ঐ অপ্সরাদিগের জন্য এই সরোবরের অভ্যন্তরে একখণ্ড গুপ্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ং তপোবলে যৌবন আশ্রয় করিলেন। অপ্সরারা ঐ গৃহে পরম সুখে বাস করিয়া মহর্ষির সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহাদেরই ভূষণরবমিশ্রিত মনোহর গীত শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

মহাযশা রাম, লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কুশচীর পরিক্ষিপ্ত ব্রহ্মতেজঃপ্রদীপ্ত এক আশ্রম দেখিতে

পাইলেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তথায় মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাপসদিগের অন্যান্য আশ্রমে পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ করিয়া প্রথমে যে আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, তথায় পুনরায় উপস্থিত হইলেন। এই সকল আশ্রমের মধ্যে কোথায় দশ মাস, কোথায় একবৎসর, কোথায় চারিমাস, কোথায় পাঁচমাস, কোথায় ছয়মাস, কোথায় একমাসের অধিকাল, কোথায় তিনমাস, কোথায় অষ্টমাস বাস করিলেন। এইরূপে মুনিদিগের আশ্রমে সুখে বাস করিয়া তাঁহার দশবৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল।

অনন্তর রাম পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেই আশ্রমে আসিয়া কিছুকাল যাপন করিলেন। এই সময়ে একদা তিনি মহামুনি সুতীক্ষ্ণের সমীপস্থ হইয়া বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন;— ভগবন্! পরস্পর কথোপকথন সময়ে আমি শুনিয়াছি, মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ অগস্ত্য এই বনে বাস করেন, কিন্তু এই বনের বিস্তৃতিনিবন্ধন সেই স্থান আমি জানিতেছি না। সেই ধীমান্ মহর্ষির রমণীয় আশ্রমপদ কোথায়, তাহা আমাকে বলুন। আমি অনুজ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত মুনিকে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিব। আমার হৃদয়ে নিতান্ত অভিলাষ যে, আমি যাইয়া স্বয়ং মুনিবরের শুশ্রূষা করি।

ধর্ম্মাত্মা রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ প্রীত হইয়া কহিলেন;—বৎস! আমিও তোমাকে এই

কথাই বলিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমিই যখন এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন আমি বলিয়া দিতেছি, মহামুনি কোথায় বাস করেন। বৎস! এই আশ্রম হইতে দক্ষিণ দিকে চারি যোজন গমন কর, তাহা হইলেই অগস্ত্যের ভ্রাতার আশ্রম পাইবে। ঐ বনভাগ পিপ্পলী বন দ্বারা উপশোভিত, উহা বহুবিধ পুষ্প ফল দ্বারা পরিপূর্ণ। নানাবিধ বিহগগণ তথায় রব করিতেছে। নানাবিধ স্বচ্ছ সলিল পদ্মাকর জলাশয়; ঐ সকল জলাশয়ও হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক্ প্রভৃতি জলচর পক্ষীতে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সেই রমণীয় আশ্রমে একরাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে ঐ বন খণ্ডের পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিবে। এক যোজন অন্তরেই অগস্ত্যের আশ্রম। সেই বিবিধ বিটপি-সুশোভিত রম্য কাননে বৈদেহী ও লক্ষ্মণ তোমার সহিত বিহার করিয়া বেড়াইবেন। হে মহামতে! যদি মহামুনি অগস্ত্যকে দেখিতে তোমার অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, তবে আর কাল বিলম্ব করিবে না, অদ্যই গমন কর।

ঋষির মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মুনিকে অভিবাদনপূর্ব্বক অগস্ত্য উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে বিচিত্র কানন, মেঘসন্নিভ শৈলরাজি, সরোবর ও স্রোতস্বতী অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ-উপদিষ্ট পথে কিয়দ্দুর সুখে অতিক্রম করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! বোধ হয় অদূরেই মহাত্মা পুণ্যশীল অগস্ত্য ভ্রাতার আশ্রম। ইহার যে সমস্ত চিহ্নের কথা আমরা শুনিয়াছি, তৎসমুদায়ই এখানে লক্ষিত

হইতেছে। ঐ দেখ, এই বনপথে সহস্র সহস্র পাদপ ফল-পুষ্পভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। এই বন হইতে পক্ক পিপ্পলীফলের কটুগন্ধ বায়ুভরে সঞ্চালিত হইয়া সহসা উপস্থিত হইল। ইতস্ততঃ রাশীকৃত কাষ্ঠ সমুদায় সঞ্চিত রহিয়াছে। বৈদূর্য্যবর্ণ ছিন্ন কুশ দৃষ্ট হইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ মেঘশিখরতুল্য আশ্রমস্থ অগ্নির ধূমাগ্র বনমধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দ্বিজাতিগণ নির্ম্মল তীর্থজলে স্নান করিয়া স্বয়মাহৃত কুসুম দ্বারা দেবোপহার প্রদান করিতেছেন। বৎস লক্ষ্মণ! সুতীক্ষ্ণের নিকট আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় এইটীই অগস্ত্য ভ্রাতার আশ্রম, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাঁর ভ্রাতা পুণ্যকর্ম্মা অগস্ত্য লোকহিতার্থ তপোবলে এক কৃতান্ত সদৃশ দৈত্যকে সংহার করিয়া এই দক্ষিণ দিক্‌কে সকলের বাসযোগ্য করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বকালে এই বনে বাতাপি ও ইল্বল নামে মহাসুর দুই ভ্রাতা বাস করিত। উহারা অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে ব্রাহ্মণদিগকে হত্যা করিত। নির্দ্দয় ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃত বাক্যে শ্রাদ্ধ উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত। মেষরূপী তাহার ভ্রাতা বাতাপিকে শ্রাদ্ধোচিত পাক সংস্কার পূর্ব্বক সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে আহার করাইত। বিপ্রগণ আহার করিয়া উঠিলে, ইল্বল গম্ভীর স্বরে বলিত,—বাতাপে! নিষ্ক্রান্ত হও। বাতাপিও ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ মাত্র মেষের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে ব্রাহ্মণদিগের শরীর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইত। এইরূপে সেই কামরূপী দুরাচারেরা প্রতিদিন অসংখ্য ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিত এবং তাঁহাদের মাংস ভোজন করিত।

একদা দেবগণের প্রার্থনায় মহর্ষি অগস্ত্য নিমন্ত্রিত হইয়া মহাসুর বাতাপিকে ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর ইল্বল, "কেমন আহার সম্পন্ন হইল" এই কথা বলিয়া হস্তোদক প্রদান পূর্ব্বক ভ্রাতাকে কহিল,—বাতাপে! নিষ্ক্রান্ত হও। বিপ্রঘাতী ভ্রাতা এই কথা বলিলে, ধীমান্ মহামুনি অগস্ত্য হাস্য করিয়া কহিলেন,—ইল্বল! তোমার মেষরূপী ভ্রাতা আমার জঠরানলে জীর্ণ হইয়া যমসদনে গিয়াছে, আর তাহার নিষ্ক্রমণের শক্তি কোথায়? ইল্বল ভ্রাতার নিধন সংক্রান্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্যের বিনাশার্থ ক্রোধভরে ধাবিত হইল এবং অমিততেজা মুনির অনলকল্প-দৃষ্টিপাতে ভস্মীভূত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল। যিনি বিপ্রদিগের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহারই ভ্রাতা মহর্ষি ইধ্মবাহের এই আশ্রম।

রাম লক্ষ্মণের সহিত এইরূপ কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে সূর্য্য অস্তগত হইলেন, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন রাম ভ্রাতার সহিত যথাবিধি সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা সমাপন করিয়া মহর্ষির আশ্রমপদে প্রবেশ করিলেন এবং মুনির চরণ বন্দনা করিলেন। তথায় তাঁহারা সাদরে পরিগৃহীত হইয়া ফলমূল আহার পূর্ব্বক একরাত্রি বাস করিলেন। রাত্রি প্রভাত ও রবিমণ্ডল সমুদিত হইলে রাম মহর্ষিকে আমন্ত্রণ ও অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! আপনার আশ্রমে আমরা সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি। এক্ষণে আপনার জ্যেষ্ঠ মহর্ষি অগস্ত্যকে দর্শন বাসনায় গমন করিব। আপনাকে প্রণাম করি।

মুনিও তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। রাম তখন কাননের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে যথা নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন,—নীবার, পনশ, শাল, বেতস, তিনিশ, নক্তমাল, মধূক, বিল্ব ও তিন্দুক প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদায় লতাজালে জড়িত ও পুষ্পদ্বারা সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে; কোন স্থানে শত শত কান্তারপাদপ হস্তি-শুণ্ডদ্বারা মর্দ্দিত, বানরকুলে উপশোভিত, উন্মত্ত বিহগ-কূজনে মুখরিত হইতেছে। তদ্দর্শনে রাজীবলোচন রাম সন্নিহিত বীর লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! এই স্থানের বৃক্ষ পত্র সকল অতি মসৃণ, মৃগ পক্ষিগণ শান্ত, ইহাতে মনে হয়, অনতিদূরেই মহর্ষির আশ্রম। যিনি কর্ম্মবলে এই জগতে অগস্ত্য নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার ঐ পরিশ্রান্ত শ্রান্তি-হর আশ্রম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দেখ, এই স্থানের বনভাগ প্রভূত ধূমে আকুল হইয়াছে। চীরমালা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত, মৃগযূথ প্রশান্ত ও বিহঙ্গমগণ মধুর রব করিতেছে। পুণ্যকর্ম্মা যিনি লোকহিতের নিমিত্ত কৃতান্তসম অসুরকে বিনাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক্‌কে লোকের আশ্রয় স্থান করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারই এই আশ্রম। তাঁহারই প্রভাবে এই দক্ষিণ দিক্‌কে রাক্ষসেরা ভয়ে ভয়ে অবলোকন মাত্র করে, উপভোগ করিতে পারে না। যে দিন হইতে পুণ্যশীল মহর্ষি এই দিক্ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই দিন অবধি নিশা-চরেরা নির্বৈর ও শান্তপ্রকৃতি হইয়া আছে। অধিক কি, ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসদিগের জন্য যে দক্ষিণ দিক্ একেবারে দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত ছিল, এক্ষণে ভগবান্ অগস্ত্যের

মহিমায় উহা সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণের যোগ্য হইয়াছে। গিরিরাজ বিন্ধ্য সূর্য্যের গতিরোধ করিবার জন্য নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল, কিন্তু ইহাঁরই আজ্ঞামাত্রে আর বাড়িল না। এই সেই দীর্ঘায়ু, ত্রিলোক বিখ্যাত মহর্ষি অগস্ত্যের রমণীয় আশ্রম। ইনি সমস্ত লোকের পূজ্য, সাধু এবং সাধুগণের হিতকারী। আমরা ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলে ইনি আমাদেরও মঙ্গল বিধান করিবেন। আমি এই আশ্রমে ইহাঁর সেবা করিব এবং বনবাসের অবশিষ্টকাল এই স্থানে অতিবাহিত করিব। এখানে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আহার সংযমন পূর্ব্বক সতত ইহাঁর উপাসনা করিতেছেন। এখানে মিথ্যাবাদী, ক্রুর, শঠ, নিষ্ঠুর বা পাপাচারী লোক জীবিত থাকিতে পারে না। এই মুনি সেই রূপ। এখানে দেবতা, যক্ষ, নাগ ও পতগগণ ধর্ম্মাচরণ মানসে সংযতাহার হইয়া বাস করিতেছেন। এখানে মহামনা পরমর্ষিগণ তপঃসিদ্ধি লাভ করিয়া স্থূল দেহ পরিত্যাগ ও নূতন দেহ অধিকার পূর্ব্বক সূর্য্যসন্নিভ বিমানে স্বর্গারোহণ করিয়া থাকেন। এই স্থানেই দেবগণ প্রাণিগণ কর্ত্তৃক আরাধিত ও তাহাদের সাধুকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষত্ব, অমরত্ব ও রাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন। লক্ষ্মণ! আমরা সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি অগ্রে প্রবেশ করিয়া সীতার সহিত আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর।

দ্বাদশ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অগস্ত্যের একজন শিষ্যকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,—রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ভার্য্যার সহিত মুনিকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার নাম লক্ষ্মণ। আপনি শুনিয়া থাকিবেন, আমরা পিতার আদেশে এই নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এক্ষণে ভগবান্ মহর্ষিকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি, আপনি তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করুন।

তপোধন লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণে "তথাস্তু" বলিয়া অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তপঃপ্রদীপ্ত মহর্ষিকে লক্ষ্মণের বাক্যানুসারে কহিলেন,—ভগবন্! মহারাজ দশরথের পুত্র রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত আশ্রমে উপস্থিত, তাঁহারা আপনার দর্শন ও শুশ্রূষার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, অনন্তর যাহা কর্ত্তব্য হয়, আমায় আজ্ঞা করুন। মহর্ষি, শিষ্যমুখে লক্ষ্মণ ও মহাভাগা জানকীর সহিত রাম আগমন করিয়াছেন শুনিয়া কহিলেন;—ভাগ্যক্রমেই রাম আমায় দেখিতে আসিয়াছেন, আমিও ইহাঁর আগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম। যাও, তাঁহাকে পরম সমাদরে এই স্থানে আনয়ন কর। বৎস! তুমি স্বয়ংই কেন আনয়ন কর নাই?

তখন শিষ্য মহর্ষির আদেশ গ্রহণ ও কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক

তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আশ্রম হইতে সত্বর নির্গত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন;—রাম কোথায়? তিনি স্বয়ং মুনিকে দর্শন করিতে প্রবেশ করুন। তখন লক্ষ্মণ শিষ্যের সহিত আশ্রমপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া রাম ও জনকাত্মজা সীতাকে দেখাইয়া দিলেন, শিষ্যও বিনয় সহকারে রামকে মুনির কথা নিবেদন করিয়া পরম সমাদরে আশ্রমে লইয়া গেলেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শান্ত-হরিণ-পরিবৃত তপোবন দর্শন করিতে করিতে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় প্রজাপতি ব্রহ্মার স্থান, অগ্নির স্থান, বিষ্ণুর স্থান, ইন্দ্রের স্থান, সূর্য্যের স্থান, সোম, ভগ ও কুবেরের স্থান, ধাতা ও বিধাতার স্থান, বায়ুর স্থান, পাশধারী মহাত্মা বরুণের স্থান, গায়ত্রীর স্থান, বসুগণের স্থান, নাগরাজ বাসুকির স্থান, গরুড় স্থান, কার্ত্তিকেয়স্থান ও ধর্ম্ম স্থান রহিয়াছে।

এ দিকে মহর্ষিও শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া রামের প্রত্যুদ্-গমন করিতেছিলেন। রাম সেই সকল মুনিদিগের মধ্যে প্রদীপ্ততেজা অগস্ত্যকে দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষি অগস্ত্য বহির্গত হইয়াছেন; গাম্ভীর্য্য বশতঃ এই তপোরাশি ঋষিকে অগস্ত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। এই কথা বলিয়া রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সম্মুখাগত সূর্য্যপ্রভ মহর্ষির চরণ বন্দনা করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। মুনিও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ, আলিঙ্গন ও কুশল প্রশ্ন পূর্ব্বক পাদ্য আসনদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া উপবেশন করিতে কহিলেন। অনন্তর অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সমাগত ঐ সমস্ত অতিথিকে অর্ঘ্য প্রদান

ও বানপ্রস্থ ধর্ম্মানুসারে ভোজ্য দান করিলেন। পরে মহর্ষি স্বয়ং উপবেশন করিলে, রামও কৃতাঞ্জলিপুটে আসন পরিগ্রহ করিলেন। মুনি কহিতে লাগিলেন,—বৎস! যে তপস্বী অতিথিকে সমুচিত সৎকার করেন না, পরলোকে তাঁহাকে কূট সাক্ষীর ন্যায় আপনার মাংস আপনাকে ভোজন করিতে হয়। রাজা সর্ব্বলোকের নিয়ন্তা, সুতরাং সকলেরই ধর্ম্ম-রক্ষাকর্ত্তা; তুমি সেই রাজা, প্রিয় অতিথিরূপে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছ; অতএব তুমি আমার মান্য ও পূজনীয়। এই কথা বলিয়া প্রচুর ফলমূল, পুষ্প এবং অন্যবিধ ভোজ্য বস্তু দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় কহিলেন,—বৎস! ইন্দ্র আমাকে এই সুবর্ণ-বিভূষিত হীরক-খচিত বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত দিব্য বৈষ্ণব ধনু এবং ব্রহ্মদত্ত নামে সূর্য্য সন্নিভ অমোঘ উৎকৃষ্ট শর ও প্রজ্বলিত হুতাসনের ন্যায় নিশিত সায়কপূর্ণ অক্ষয় তূণীরদ্বয় আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন আমার এই সুবর্ণ-কোষ-নিহিত সুবর্ণ-মুষ্টি অসিও আছে। পূর্ব্বকালে বিষ্ণু এই ধনুদ্বারা যুদ্ধে মহাসুরগণকে নিহত করিয়া দেবতা-দিগের জয়শ্রী অধিকার করেন। ইন্দ্র যেমন বজ্র ধারণ করেন, তুমি তদ্রূপ জয় লাভের নিমিত্ত এই ধনু, তূণীরদ্বয়, এই শর ও খড়্গ গ্রহণ কর। এই বলিয়া ভগবান্ অগস্ত্য তৎসমুদায় উৎকৃষ্ট অস্ত্রগুলি রামকে প্রদান করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

—:*:—

মহামুনি পুনরায় কহিলেন,—বৎস রাম! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক। লক্ষ্মণ! তোমার উপর সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ তোমরা আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য জানকীর সহিত আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষণে পথশ্রমে তোমাদের কষ্ট বোধ হইয়াছে, জনক-রাজ-তনয়া সীতা বিশ্রামার্থ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। এই সুকুমারী রাজনন্দিনী এরূপ দুঃখ কদাচ অনুভব করেন নাই। ইনি কেবল পতি স্নেহ বশতই বহুল দোষাকর বনে আসিয়াছেন। ইনি তোমার সঙ্গে বনে আসিয়া অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন,—বৎস রাম! যাহাতে ইনি অরণ্যে সুখ পান, তাহাই করিবে। রঘুনন্দন! আবহমানকাল হইতে স্ত্রীলোকদিগের এইরূপই স্বভাব, যে স্বামী ভাগ্যশালী হইলে তাঁহারা অনুরক্ত হন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সঙ্গত্যাগে বিদ্যুতের চপলতা, স্নেহচ্ছেদে শস্ত্রের ন্যায় তীক্ষ্ণতা, এবং নিন্দনীয় কার্য্যকরণে গরুড় ও অনিলের ন্যায় সত্বরতা আশ্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু তোমার এই ভার্য্যা এই সকল দোষে লিপ্ত নহেন। ইনি দেবলোকের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় শ্লাঘ্য ও পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্য হইয়া আছেন। বৎস! তুমি যে স্থানে লক্ষ্মণ ও এই সীতাকে লইয়া বাস করিবে, সেই দেশ বস্তুতঃ অলঙ্কৃত হইবে।

প্রদীপ্ততেজা মহর্ষি এই কথা বলিলে রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বাক্যে কহিলেন ;—তপোধন! আপনি সমস্ত

মুনিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আমার গুরু, আপনি যখন এই ভ্রাতা এবং ভার্য্যার সহিত আমাদের গুণে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। এক্ষণে যে কাননে জল সুলভ হয়, আপনি আমাকে সেইরূপ একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন, আমি তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া প্রীতি সহকারে সুখে বাস করিব।

অতঃপর ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—বৎস! এখান হইতে দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী নামে প্রসিদ্ধ একটী পরম রমণীয় বনভাগ আছে। তথায় প্রচুর পরিমাণে ফলমূল পাওয়া যায়, জলেরও অভাব নাই, বহুতর মৃগ বিচরণ করিতেছে, তুমি সেই স্থানে যাইয়া আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পিতৃবাক্য পালনার্থ লক্ষ্মণের সহিত সুখে বিহার কর। বৎস! স্নেহ বশতঃ তপোবলে তোমার এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং তোমার পিতার নিকট কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত সমস্তই অবগত হইয়াছি। আর এই আশ্রমে আমারই সহিত বাস করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে যে তাহার অন্যথা করিতেছ, এ বিষয়েও তোমার মনোগত অভিপ্রায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি*। এই জন্যই আমি বলিতেছি, তুমি পঞ্চবটীতে গমন কর। ঐ স্থান এখান হইতে বেশী দূর নহে, অতি রমণীয় ও সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। জানকী তথায় থাকিয়া গোদাবরীর উপকূলে পরম সুখে বিহার করিয়া বেড়াইবেন। ঐ স্থান নির্জ্জন, পবিত্র

*। এ স্থানে অবস্থান করিলে আমার রাক্ষস বধের প্রতিজ্ঞা নির্ব্বাহ হইবে না, কারণ ঋষি প্রভাবে এ স্থানে রাক্ষসদিগের আগমনই অসম্ভব।

ও মনোহর। তুমিও সদাচার ও তাপস-রক্ষণে সম্যক্ সমর্থ। অতএব পঞ্চবটীর আশ্রমে বাস করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিবে। বৎস! ঐ মধুক নামে মহাবন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, উহারই উত্তরে ন্যগ্রোধাশ্রম লক্ষ্য করিয়া গমন করিবে। উহার উত্তরে একটি পর্ব্বত, ঐ পর্ব্বতের অদূরে স্থলভাগে পঞ্চবটী।

মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপ বলিলে রাম তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আমন্ত্রণ ও প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সীতার সহিত পঞ্চবটীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই সমরকুশল রাজপুত্রদ্বয় শরশরাসন ধারণ ও তূণীর বন্ধন করিয়া মহর্ষির উপদিষ্ট পথে সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

-ঃ*ঃ

অতঃপর রাম যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক বৃহৎকায় ভীম পরাক্রম পক্ষীকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়া তাঁহারা উভয়েই বনমধ্যস্থ পক্ষিরূপধারী রাক্ষসবোধে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তুমি? পক্ষী শান্ত ও মধুরবাক্যে কহিল,—বৎস! আমি তোমার পিতার বয়স্য। রাম তাঁহাকে পিতৃবন্ধু জানিয়া অর্চ্চনা করিলেন এবং অনাকুলিতচিত্তে তাঁহার নাম ও বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন পক্ষী আপনার

নাম, কুল ও তৎপ্রসঙ্গে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তিনিদান কহিতে আরম্ভ করিলেন।

বৎস! পূর্ব্বকালে যে সমুদায় প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের আমূল বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ সকল প্রজাপতিদিগের মধ্যে কর্দ্দম প্রথম, তদনন্তর বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, বহুপুত্র, বীর্য্যবান্, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, মহাবল, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ। শুনিতে পাওয়া যায়, প্রজাপতি দক্ষের ষাট্‌টী যশস্বিনী দুহিতা জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে আটটীকে কশ্যপ বিবাহ করেন। ইহাঁদের নাম দিতি, অদিতি, দনু, কালিকা, তাম্রা, ক্রোধবসা, মনু ও অনলা। কশ্যপ ঐ সকল ভার্য্যাকে প্রীতি পূর্ব্বক কহিলেন,—পত্নীগণ! তোমরা এক্ষণে মৎসদৃশ ত্রিলোকস্বামী প্রজাপতি পুত্র সকলকে প্রসব কর। তখন অদিতি, দিতি, দনু ও কালিকা, ইহাঁরা ঋষির বাক্যে সম্মত হইলেন; অবশিষ্ট ভার্য্যারা অনুমোদন করিলেন না। অনন্তর অদিতি হইতে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনী-কুমার-দ্বয় এই তেত্রিশটী দেবতা উৎপন্ন হইলেন। দিতির গর্ভে দৈত্যসকল জন্ম গ্রহণ করিল। পূর্ব্বে ইহারাই আসমুদ্র পৃথিবীর রাজা ছিলেন। দনু হইতে অশ্বগ্রীব, কালকা হইতে নরক ও কালিকনামে দুই পুত্র জন্মে। তাম্রা হইতে ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী এই পাঁচটী লোকবিখ্যাত কন্যা উৎপন্ন হইল। তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চী হইতে উলূক, ভাসী হইতে ভাস, শ্যেন হইতে শ্যেনী ও গৃধ্র সমুদায় জন্ম গ্রহণ করিল।

ধৃতরাষ্ট্রী হংস ও কলহংস সমুদায়কে এবং চক্রবাকগণকেও প্রসব করেন। শুকী হইতে নতা ও নতা হইতে বিনতা নামে এক কন্যা জন্মে।

অনন্তর ক্রোধবশার গর্ভে মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমন্দা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভী, সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন সুরসা ও কদ্রু এই দশটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! এই সমস্ত মৃগ মৃগীর পুত্র। ভল্লুক, সৃমর ও চমরগণ মৃগমন্দার পুত্র। ভদ্রমন্দা ইরাবতী নামে এক কন্যা প্রসব করে, তাহা হইতে ঐরাবতের জন্ম হয়। হরীর পুত্র সিংহ ও বানর; শার্দ্দূলী হইতে গোলাঙ্গুল ও ব্যাঘ্রের উৎপত্তি হয়। মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ, শ্বেতা হইতে দিগ্গজ উৎপন্ন হইল। অতঃপর সুরভির দুই কন্যা জন্মে; একের নাম রোহিণী, অপরের নাম গন্ধর্ব্বী। সুরসা হইতে নাগগণ ও কদ্রু হইতে পন্নগগণের জন্ম হয়। অনন্তর কশ্যপপত্নী মনু হইতে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে। ঐ সকল মনুষ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভেদে চতুর্ব্বিধ হইল। মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র জন্মে; অনলা হইতে পবিত্র ফল বৃক্ষ সমুদায় জন্মিল। শুকী-পৌত্রী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণের জন্ম হয়। আমি সেই অরুণের পুত্র, সম্পাতি আমার অগ্রজ। আমার নাম জটায়ু; শ্যেনী আমার জননী। বৎস রাম! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমি তোমাদের বাস-সহায় হইব। তুমি যখন লক্ষ্মণের সহিত ফলমূলাদি আহরণের জন্য আশ্রম হইতে গমন করিবে, তৎকালে আমি জানকীকে রক্ষা করিব।

রাম তখন আনন্দে জটায়ুকে অর্চ্চনা ও আলিঙ্গন করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার নিকট পিতার মিত্রতার কথা বারংবার শুনিতে লাগিলেন। পরে সীতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া বিপক্ষদলন ও বনের উপদ্রব নিবারণার্থ পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর সেই বিবিধ হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ ও মৃগাকীর্ণ পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! মহামুনি অগস্ত্য আমাদিগকে যে স্থানের কথা বলিয়া দিয়াছেন, সেই দেশে আমরা আগমন করিলাম; এই সেই কুসুমসুশোভিত পঞ্চবটী। তুমি এই কাননে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া দেখ, ইহার কোন্ স্থানে অভিমত আশ্রম হইতে পারে; তুমিই এবিষয়ে বিলক্ষণ পটু। যে স্থানে সীতা, তুমি ও আমি সুখে বাস করিতে পারি, যাহার নিকট স্বচ্ছ সলিল জলাশয়, যথায় বনভাগ অতিরমণীয় এবং সমিধ্, পুষ্প, কুশ, জলও সুলভ, তুমি তাদৃশ একটী স্থান নির্দ্দেশ কর।

রাম এই কথা বলিলে লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে সীতার সমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন,—আর্য্য! আপনি বিদ্যমানে আমি চিরদিন আপনারই অধীন হইয়া থাকিব। আপনিই স্বয়ং

এই মনোহর দেশ নির্ব্বাচন করিয়া আমায় আশ্রম নির্ম্মাণের আজ্ঞা করুন।

রাম লক্ষ্মণের বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সর্ব্বগুণসম্পন্ন একটী স্থান নিরূপণ করিলেন এবং লক্ষ্মণকে হস্তে ধরিয়া তথায় গমন পূর্ব্বক কহিলেন ;—বৎস! এই প্রদেশটী অতি সুন্দর ও সমতল এবং কুসুমিত পাদপ সমূহে পরিবৃত। এই স্থানে তুমি একটী রমণীয় আশ্রম নির্ম্মাণ কর। ইহার অদূরে কেমন সুন্দর পরম রমণীয় সরোবর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। উহাতে সুরভি গন্ধি সূর্য্যের ন্যায় অরুণ-বর্ণ কমলনিকর-বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। মহর্ষি অগস্ত্য যাহার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই এই কুসুমিত পাদপপরিবৃত রমণীয় গোদাবরী, উহা অতিদূরও নহে, বেশী নিকটও নহে। উহাতে হংস কারণ্ডব প্রভৃতি জল-চর পক্ষীরা ক্রীড়া করিতেছে, মৃগগণ জল পানার্থ সমা-গত ও দলবদ্ধ হইয়া চারিদিকে বিচরণ করিতেছে, ময়ূর সকল কেকারব করিতেছে। ঐ দেখ, অত্যুচ্চ প্রফুল্ল কুসুমিত তরুরাজি-বিরাজিত-কন্দর, বহুল পর্ব্বত শ্রেণী। ঐ পর্ব্বত স্থানে স্থানে সুবর্ণ, রজত ও তাম্র প্রভৃতি বিবিধ ধাতুরঙ্গে রঞ্জিত হওয়াতে উহা যেন নানা বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এবং তাল, তমাল, সাল, খর্জ্জুর, পনস, নীবার, তিনিশ, পুন্নাগ, আম্র, অশোক, তিলক, কেতকী, চম্পক, স্যন্দন, চন্দন, কদম্ব, কাঁঠাল, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, পলাশ ও পাটল প্রভৃতি মহীরুহ

সকল কুসুমিত লতা গুল্মে জড়িত হইয়া শোভা পাইতেছে। এই স্থানই পবিত্র, ইহাই রমণীয়, অতএব বৎস! আমরা এই স্থানেই জটায়ুর সহিত বাস করিব।

রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল লক্ষ্মণ অনতি বিলম্বে তথায় এক আশ্রম প্রস্তুত করিলেন। ঐ আশ্রমে সুবৃহৎ পর্ণশালাও নির্ম্মাণ করিলেন। উহার ভিত্তি মৃত্তিকাময় সমতল, সুন্দর স্তম্ভযুক্ত, বৃহৎবংশ পরিবৃত, শমীশাখা, কুশ, কাশ, শর ও পর্ণদ্বারা আচ্ছাদিত ও দৃঢ় পাশে বদ্ধ হইল। এইরূপে রামের বাসার্থ সুদৃশ্য পর্ণশালা নিৰ্ম্মাণ করিয়া শ্রীমান্ লক্ষ্মণ গোদাবরীতে অবগাহন করিলেন। অনন্তর পদ্মপুষ্প ও ফল আহরণ করিয়া পুষ্পবলি ও যথাবিধি বাস্তু শান্তি পূর্ব্বক রামকে নির্ম্মিত পর্ণশালা দেখাইলেন। তখন রাম সীতার সহিত ঐ আশ্রম দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং হর্ষ-নির্ভর-চিত্তে লক্ষ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন,—বৎস! আমি প্রীত হইলাম, তুমি অতি মহৎ কর্ম্ম সমাধা করিয়াছ। ঈদৃশ মহৎ কার্য্যে তোমায় কোন প্রদেয় দেখিতেছি না, সেই জন্য তোমাকে আলিঙ্গন করিলাম। তুমি অভিপ্রায় বুঝিতে বিলক্ষণ পটু, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ। তোমার মত ধর্ম্মাত্মা পুত্র বিদ্যমানে পিতা আমার লোকান্তরিত হইলেও জীবিতই রহিয়াছেন। রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া সেই পর্য্যাপ্ত ফল প্রদেশে সুরলোকে অমরের ন্যায় কিছু কাল সুখে বাস করিয়া রহিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ

—:*:—

মহাত্মা রাম পঞ্চবটীতে সুখে বাস করিয়া আছেন, এই সময়ে শরৎকাল অতীত হইল, অভীষ্ট হেমন্ত উপস্থিত। একদা রজনী প্রভাতে রাম স্নানার্থ রমণীয় গোদাবরীতে যাইতেছেন, বিনীত বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ কলশ হস্তে সীতার সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, এবং পথে যাইতে যাইতে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদ! আপনার যে কাল প্রিয়, এক্ষণে সেই কালই উপস্থিত হইয়াছে। এই ঋতুর প্রভাবে যেন সংবৎসরই অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে নীহার বশতঃ সকলেরই শরীর কর্কশ হইয়া উঠে। পৃথিবী প্রচুর শস্যশালিনী হয়, জল অস্পৃশ্য হইয়া উঠে, অগ্নিই সুখসেব্য। এই সময়ে সাধুরা নবান্ন ভোজন উদ্দেশে আগ্রায়ণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক পাপমুক্ত হইয়া থাকেন। জনপদবাসীরা এই সময়ে প্রভূত ভোজ্যবস্তু লাভে সফলকাম হইয়াছে, দধি দুগ্ধের অভাব নাই, জয়াভিলাষী মহীপালগণ ঐ সমুদায় জনপদে দর্শনার্থ বিচরণ করিতেছেন। এক্ষণে সূর্য্য দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছেন সুতরাং উত্তর দিক্ তিলক বিহীন নারীর ন্যায় হীনশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। হিমালয় স্বভাবতঃ ঘনীভূত তুষার দ্বারা আচ্ছন্ন, সম্প্রতি সূর্য্য দূরে প্রস্থান করাতে হিমালয় নাম স্পষ্টরূপে সার্থক হইয়াছে। দিবসের মধ্যাহ্নে আতপ অতি সুখসেব্য সুতরাং তৎকালে ভ্রমণও সুখকর। কেবল ছায়া ও জলই অসহ্য। এক্ষণে সূর্য্য মৃদু, শীত অত্যন্ত প্রবল, অরণ্য শূন্যপ্রায়, পঙ্কজবন হিম দ্বারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এখন রজনী অতি দীর্ঘ ও তুষারে আচ্ছন্ন; অনাবৃত স্থানে আর শয়ন চলে না। পুষ্য নক্ষত্র দৃষ্টে রাত্রি পরিমাণ করিতে হয়, প্রহর সমুদায় অতিদীর্ঘ, চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্য্যসংক্রমণেই হইয়া থাকে, সুতরাং নিশ্বাস-মলিন-দর্পণের ন্যায় চন্দ্রমা প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ণিমার রাত্রিতে জ্যোৎস্না হিমজালে ম্লান হইয়া আতপসন্তাপে বিবর্ণ সীতার ন্যায় আর পূর্ব্ববৎ শোভা পাইতেছে না। পশ্চিম বায়ু স্বভাবতই শীতলস্পর্শ, এখন আবার হিমস্পর্শে প্রভাতে দ্বিগুণ শীতল হইয়া উঠিয়াছে। যব গোধূমবিশিষ্ট অরণ্য সমুদায় বাষ্পাচ্ছন্ন ছিল, সম্প্রতি সূর্য্য উদিত হইয়াছে, ক্রৌঞ্চ সারসগণ তন্মধ্যে কলরব করিতেছে বলিয়া বিশেষ শোভা পাইতেছে। কনককান্তি ধান্য সকল খর্জ্জুর পুষ্পের আকৃতি ধারণ করিয়া তণ্ডুল পূর্ণ মস্তকে কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া শোভা পাইতেছে। সূর্য্য মধ্য আকাশে উপস্থিত হইলেও তদীয় ময়ূখমালা হিমাচ্ছন্ন থাকায় শশাঙ্কের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। প্রাতঃকালে নিতান্ত নিস্তেজ, মধ্যাহ্নে কিঞ্চিৎ সুখ স্পর্শ পাণ্ডুবর্ণ সূর্য্যাতপ পৃথিবীতে পতিত হইয়া কিঞ্চিৎ শোভা পাইয়া থাকে। আবার বনভূমিস্থ তৃণ রাশির উপর হিমবিন্দু পতিত হইয়া অরুণ কিরণ সংযোগে কেমন সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখুন, বন্য মাতঙ্গ অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া নির্ম্মল শীতল জল পান করিবার আশায় উহা স্পর্শ মাত্রে শুণ্ড আকর্ষণ করিল। যেমন নিৰ্ব্বীর্য্য সৈনিক পুরুষ সহসা সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে না, সেইরূপ জলচর বিহগগণ তীরে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে, জলে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। পুষ্প বিহীন বনরাজি

রাত্রিকালে হিমান্ধকারে ও দিবাভাগে নীহারে আবৃত হইয়া যেন নিদ্রায় মগ্ন হইয়া আছে; সম্প্রতি নদীর জল বাষ্পে আচ্ছন্ন, তীরবর্ত্তী বালুকারাশি হিমে আর্দ্র, সারসগণ কলরব-দ্বারা অনুমিত হইতেছে। তুষার পতন, ভাস্করের মৃদুতা ও শৈত্য নিবন্ধন জল শৈলাগ্রে থাকিলেও বিষের ন্যায় মনে হই-তেছে। কমল বন জরাজীর্ণ, উহার কর্ণিকা কেশর শীর্ণ দল সমুদায় হিমধ্বস্ত হইয়া নালমাত্রে অবশিষ্ট রহিয়াছে। উহার আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। এই সময়ে ধর্ম্মাত্মা ভরত নন্দিগ্রামে তোমারই প্রতি ভক্তি বশতঃ কাতরহৃদয়ে তপশ্চরণ করিতেছেন। তিনি রাজ্য, মান ও বহুবিধ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া তপস্বিবেশে আহার সংযম পূর্ব্বক শীতল ধরাতলে শয়ন করিতেছেন। তিনিও এই সময়ে প্রকৃতিবর্গে পরিবৃত হইয়া নিশ্চয়ই স্নানার্থ সরযূতে গমন করিতেছেন। ভরত অত্যন্ত সুখসেবী ও সুকুমার, কেমন করিয়া এই রাত্রিশেষে শীতনিপীড়িত হইয়া সরযূতে অবগাহন করিতেছেন! শ্রীমান্ ভরত ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, প্রিয়ভাষী, মধুর প্রকৃতি, দীর্ঘবাহু ও শত্রুবিজেতা। তাঁহার বর্ণ শ্যামল, উদর ক্ষীণ। সেই লজ্জাবনত পদ্মপলাশলোচন ভরত সমস্ত ভোগ সুখ বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে আপনারই অনুবৃত্তি করিতেছেন। আপনি বনবাসী হইলেও যিনি তাপস-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আপনারই অনুকরণ করিতেছেন, সেই মহাত্মা ভরত যে স্বর্গ আয়ত্ত করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দ্বিপদ প্রাণিমাত্রেই মাতৃস্বভাব অনুসরণ করিয়া থাকে, পিতার নহে; এই প্রবাদ

তিনি অন্যথা করিয়াছেন। হায়! স্বামী যাহার দশরথ, সাধু ভরত যাহার পুত্র, সেই মাতা কৈকেয়ী কিরূপে ঐরূপ ক্রূর-দর্শিনী হইলেন!

ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ স্নেহ বশতঃ এই কথা বলিলে রাম মাতার নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি মধ্যমা মাতার নিন্দা কখন করিও না, ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতের কথাই বল। দেখ, আমার বুদ্ধি বনবাসে দৃঢ় ও স্থির থাকিলেও পুনরায় ভরত স্নেহে আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সেই প্রিয় মধুর হৃদয়-গ্রাহী, অমৃত তুল্য মনের আনন্দকর বাক্যগুলি সর্ব্বদাই আমার মনে পড়িতেছে। আর কেবল মনে হইতেছে, আবার কবে সেই মহাত্মা ভরত ও বীর শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইব।

রাম এই রূপ বিলাপ করিতে করিতে গোদাবরীতে উপস্থিত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত স্নান করিলেন। এবং দেবতা ও পিতৃগণ উদ্দেশে তর্পণাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সমুদিত সূর্য্য ও দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ মহাদেব, পার্ব্বতী ও নন্দীর সহিত কৃতস্নান হইয়া যেরূপ শোভা পান, রামও সেইরূপ সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবগাহ-নান্তে শোভা পাইতে লাগিলেন।

সপ্তদশ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর তাঁহারা গোদাবরীতীর হইতে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় পৌর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক পর্ণশালায় প্রবিষ্ট হইলেন। রাম তন্মধ্যে সীতার সহিত সমাসীন হইয়া চিত্রা সঙ্গত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের বিবিধ কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে এক রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ রাক্ষসী রাবণের ভগিনী নাম শূর্পণখা। সে তথায় আসিয়া দেবতুল্য রামকে দর্শন করিল। সেই মহাবাহু সিংহবিক্রান্ত, পদ্মপলাশলোচন, গজগামী, জটামণ্ডলধারী, সমুজ্জ্বলবদন, মহাবল, রাজলক্ষণাক্রান্ত, ইন্দীবরশ্যাম, মদনমোহন, ইন্দ্র তুল্য রামকে দেখিয়া কামমোহিত হইল। রামের মুখ সুন্দর, নিশাচরীর ভীষণ; রামের কটীদেশ ক্ষীণ, উহার স্থূল; রাম বিশালাক্ষ, সে বিরূপাক্ষী; রাম সুকেশ; রাক্ষসী তাম্রকেশী; রাম স্বরূপ, সে বিরূপা; রাম সুস্বর, তাহার কণ্ঠস্বরভীষণ; রাম যুবা, সে অতিবৃদ্ধা; রাম প্রিয়ভাষী, সে প্রতিকূলভাষিনী; রাম পবিত্রস্বভাব, রাক্ষসী দুর্ব্বৃত্তা; রাম প্রিয়দর্শন, সে বিকটাকৃতি। নিশাচরী অনঙ্গশরে বিদ্ধ হইয়া রামকে কহিল,—প্রিয়দর্শন! তোমার হস্তে শরশরাসন, মস্তকে জটাভার, বল দেখি, তুমি তাপসবেশে ভার্য্যার সহিত এই রাক্ষসের দেশে কি জন্য আসিয়াছ?

তখন সরলবুদ্ধি রাম অকপটে কহিতে লাগিলেন,—দেববিক্রম দশরথ নামে একজন রাজা ছিলেন, তাঁহার আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার নাম রাম; ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ, আমার নিতান্ত অনুগত। এই বিদেহনন্দিনী সীতা আমার ভার্য্যা। আমি পিতা মহারাজের ও মাতার আজ্ঞায় ধর্ম্মোদ্দেশে বনে বাস করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে আমি তোমার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি কে? কাহার কন্যা? কোন্ কুলেই বা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ? তোমাকে যেরূপ চারুরূপিণী দেখিতেছি, তাহাতে কামরূপিণী রাক্ষসী বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, তুমি এখানে কি জন্য আসিয়াছ, তাহা আমাকে সত্য করিয়া বল।

মদনপীড়িতা রাক্ষসী কহিল,—রাম! শ্রবণ কর, আমি তোমাকে যথার্থ কথাই বলিব। আমি কামরূপিণী রাক্ষসীই বটে, আমার নাম শূর্পণখা। আমি এই বনে সকলের ভয়োৎপাদন করিয়া বিচরণ করিয়া থাকি। রাক্ষসরাজ রাবণ আমার ভ্রাতা, বোধ হয় তুমি তাঁহার কথা শুনিয়া থাকিবে। নিয়ত নিদ্রাতুর মহাবল কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসবিদ্দিষ্ট ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ এবং প্রখ্যাত বীর্য্য খর ও দূষণ ইহাঁরাও আমার ভ্রাতা। তুমি অতি সুপুরুষ, আমি তোমাকে প্রথমে দেখিয়াই আমার ভ্রাতৃগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমার প্রভাবের কথা তোমায় আর কি বলিব, আমি স্বেচ্ছাক্রমে সর্ব্বলোকে গমনাগমন করিতে পারি; তুমি আমার চিরকালের জন্য ভর্ত্তা হও। তুমি আর সীতাকে লইয়া কি করিবে? এ সীতা ত বিকৃতা ও বিরূপা, এ কোন রূপে তোমার যোগ্যই নহে।

আমিই তোমার অনুরূপ, ভার্য্যা রূপে আমাকে অবলোকন কর। তোমার এই বিকৃতরূপা করালদর্শনা কৃশোদরী অসতী মানুষী সীতাকে এই লক্ষ্মণের সহিত এখনই ভক্ষণ করিব। অতঃপর তুমি আমার সহিত কামভোগে রত হইয়া পর্ব্বত শৃঙ্গ ও বিবিধ কানন অবলোকন পূর্ব্বক এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবে।

অষ্টাদশ সর্গ।

—:*:—

তখন বাক্যবিশারদ রাম সেই কামবশবর্ত্তিনী শূর্পণখাকে পরিহাস করিবার জন্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—অয়ি সুন্দরি! আমি দার পরিগ্রহ করিয়াছি। এই ভার্য্যা আমার অত্যন্ত প্রিয়া, তোমার মত নারীর সপত্নী হইবে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। দেখ, এই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ চরিত্রবান্, প্রিয় দর্শন, মহাবীর্য্য, ইনি অদ্যাপি বিবাহ করেন নাই। ইনি ইতঃপূর্ব্বে দাম্পত্য সুখের বার্ত্তাও জানিতে পারেন নাই, ভার্য্যা লাভেও ইহাঁর অভিলাষ আছে, ইনি যুবা ও প্রিয়দর্শন। ইনিই তোমার অনুরূপ ভর্ত্তা হইবেন। অয়ি বিশালাক্ষি! তুমি আমার এই ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ভজনা কর। অয়ি বরারোহে! সূর্য্যপ্রভা যেমন মেরুকে আশ্রয় করে, তুমি সেইরূপে ইহাঁকে ভর্ত্তৃরূপে গ্রহণ কর। ইহাঁকে পতি পাইলে তোমার আর সপত্নীজ্বালা থাকিবে না।

রামের এই কথা শুনিয়া কামমোহিতা রাত্রিচরী তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিল,—তোমার যেরূপ রূপ, আমিই উহার অনুরূপ ভার্য্যা। এক্ষণে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া এই দণ্ডকারণ্যে সুখে বিচরণ কর।

লক্ষ্মণ শূর্পণখার বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া যুক্তি যুক্ত বাক্যে কহিলেন,—দেখ, আমি দাস, আমার ভার্য্যা হইয়া কেন তুমি দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ? অয়ি কমল বর্ণিনি! আমি আর্য্য ভ্রাতারই অধীন। আর্য্য সুসম্পন্ন, তুমি ইহার কনিষ্ঠা ভার্য্যা হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিবে। ইনি এই বিরূপা অসতী করালা কৃশোদরী বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই ভজনা করিবেন। কোন্ ভদ্রলোকে এই প্রকার শ্রেষ্ঠরূপ পরিত্যাগ করিয়া মানুষীতে আসক্ত হয়?

দারণা রাক্ষসী লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝিল না, সে উহা সত্য মনে করিয়া লইল। অতঃপর কাম মোহে সীতার সহিত পর্ণশালায় উপবিষ্ট পরন্তপ রাম সমীপে পুনরায় উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিল, তুমি এই বিরূপা অসতী কৃশোদরী বৃদ্ধা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সমাদর করিতেছ না। অতএব তোমার সমক্ষেই ইহাকে ভক্ষণ করিব এবং সপত্নী শূন্য হইয়া তোমার সহিত বিচরণ করিব। এই কথা বলিয়া জ্বলদঙ্গারলোচনা রাক্ষসী বিষম ক্রোধে হরিণ নয়না জানকীর প্রতি ধাবিত হইল। বোধ হইল, যেন মহা উল্কা রোহিণীকে আক্রমণ করিল। তখন মহাবল রাম কালপাশ সদৃশী রাক্ষসীকে আসিতে দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক ক্রোধ-ভরে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! তুমি নীচজাতীয় দুরন্ত

স্ত্রীলোকের সহিত কখন পরিহাস করিও না। দেখ, জানকী কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছেন। তুমি এখনই এই প্রমত্তা মহোদরী কুলটাকে বিরূপ করিয়া দাও।

মহাবল লক্ষ্মণ অগ্রজের আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র মহাক্রোধে তাঁহার সমক্ষেই খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিলেন। তখন সেই ঘোররূপা নিশাচরী বিরূপা হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে বিকট স্বরে রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিল এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে মহাবনে প্রবেশ করিল।

অনন্তর সেই বিরূপা শূর্পণখা জনস্থানস্থিত রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত উগ্রতেজা ভ্রাতা খরের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আকাশচ্যুত অশনির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। এবং ভয় ও মোহ বশতঃ বিভ্রান্ত চিত্তে কহিল,—রঘুকুল তনয় রাম ভার্য্যা ও লক্ষ্মণের সহিত এই বনে আসিয়াছে ও সেই আমায় এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে।

একোনবিংশ সর্গ।

—:*:—

তখন উগ্রতেজা খর ভগিনী শূর্পণখাকে তাদৃশ অবস্থায় পতিত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিল;— উঠ, উঠ, কি হইয়াছে, ভয় ও মোহ পরিত্যাগ কর। আমায় বল, কে তোমাকে এরূপ বিরূপ করিয়া দিল? কে সম্মুখ-

স্থিত নিদ্রিত কৃষ্ণ সর্পকে অবজ্ঞা বশতঃ নিরপরাধে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ব্যথিত করিল? কেই বা মূর্খতা নিবন্ধন আপন কণ্ঠে কাল পাশ সংলগ্ন করিয়া বুঝিতে পারিল না? কে আজ তোমাকে পাইয়া ঘোর হলাহল পান করিল? তুমি বলবীর্য্যশালিনী কামরূপিণী সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় স্বেচ্ছা-গামিনী। তুমি কোথায় গিয়াছিলে? কেই বা তোমার এইরূপ অবস্থা করিয়া দিল? দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ভূত ও মহাত্মা ঋষিদিগের মধ্যে এমন মহাবীর্য্য কে আছে যে, তোমাকে এরূপ বিরূপ করিয়া দিল। এই ত্রিলোক মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র ব্যতীত আমার অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারে, এমন লোককে আমি দেখিতে পাইতেছি না। যাহা হউক, তৃষ্ণার্ত্ত সারস যেমন নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, সেইরূপ আজ আমি প্রাণান্তকর শরদ্বারা তাহার জীবন সংহার করিব। ভগবতী বসুন্ধরা সমরে আমার শরে ছিন্নমর্ম্ম ও নিহত কোন্ ব্যক্তির দীর্ঘ ধারায় পতিত সফেন উষ্ণশোণিত পান করিতে ইচ্ছা করেন? বিহঙ্গমগণ দলবদ্ধ হইয়া রণস্থলে আমার শর নিহত কাহার শরীর হইতে ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহা হৃষ্টান্তঃ-করণে ভক্ষণ করিবে? মহাসমরে আমি যাহাকে আক্রমণ করিব, কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কেহই তাহাকে কৃপা করিয়া রক্ষা করিতে পারিবে না। ভগিনি! তুমি ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া আমায় বল, কোন্ দুর্ব্বিনীত এই অরণ্যে বিক্রম প্রকাশ করিয়া তোমায় পরাভব করিয়াছে?

ক্রোধাকুল ভ্রাতা খরের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া শূর্পণখা বাষ্পাকুল বচনে কহিতে লাগিল,—রাজা দশরথের

রাম লক্ষ্মণ নামে দুই পুত্র আছে। তাহারা তরুণ বয়স্ক, রূপবান্, সুকুমার ও বলবান্। উহাদের নেত্র পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাল, চীর ও কৃষ্ণাজিন তাহাদের বসন, ফল মূল আহার, জিতেন্দ্রিয়, তাপস ও ব্রহ্মচারী। রূপে তাহারা গন্ধর্ব্বরাজসদৃশ হইলেও রাজচিহ্ন তাহাদের সর্ব্বশরীরে সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু তাহারা দেবতা কি মানুষ, তাহা আমি সম্যক্ অবধারণ করিতে পারিলাম না। তাহাদের মধ্যে তরুণী রূপবতী সর্ব্বাভরণভূষিতা ক্ষীণমধ্যা এক রমণীকে দেখিতে পাইলাম। ঐ প্রমদার নিমিত্তই তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া অনাথা ও অসতীর ন্যায় আমার এই দুরবস্থা করিয়াছে। এক্ষণে আমি সেই কুটিলস্বভাবা নারীর এবং রণস্থলে নিহত ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের সফেন উষ্ণ রুধির পান করিব ইহাই আমার প্রথম সঙ্কল্প, তাহাই তুমি সম্পন্ন কর।

শূর্পণখার এই বাক্য শ্রবণে খর মহাক্রোধে কৃতান্ত-সদৃশ মহাবল চতুর্দ্দশ রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিল,—দেখ, সশস্ত্র, চীর ও কৃষ্ণাজিনধারী দুইজন মানুষ এক প্রমদার সহিত এই ঘোর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে; সেই দুর্ব্বৃত্তা নারীর সহিত তাহাদিগকে সংহার করিয়া প্রত্যাগমন কর। আমার এই ভগিনী তাহাদের রুধির পান করিবেন। হে রাক্ষসবীরগণ! ইহাই আমার ভগিনীর মনোরথ। তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া স্বীয়তেজে তাহাদিগকে দলন পূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদন কর। তোমরা যুদ্ধে সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে নিহত করিলে দর্শন্ করিয়া ইনি হৃষ্ট-

চিত্তে উহাদের শোণিত পান করিবেন। তখন চতুর্দ্দশ রাক্ষস খরের আজ্ঞামাত্র শূর্পণখার সহিত বায়ু চালিত মেঘের ন্যায় মহাবেগে ধাবিত হইল।

বিংশতি সর্গ।

—:*:-

অনন্তর ঘোরা শূর্পণখা রামাশ্রমে উপস্থিত হইয়া রাক্ষস-গণকে সীতার সহিত রামলক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিল। উহারা দেখিল, মহাবল রাম সীতার সহিত পর্ণশালায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাঁহার সেবা করিতেছেন। রাম সেই শূর্পণখা ও তাহার সহিত সমাগত রাক্ষসদিগকে দেখিয়া প্রদীপ্ত-তেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! তুমি মুহূর্ত্তকাল সীতার সন্নিহিত হইয়া উহাঁকে রক্ষা কর। ইহারা আমার বধার্থই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আমি উহাদিগকে বিনাশ করিব। লক্ষ্মণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া জানকী সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। ধর্ম্মাত্মা রামও স্বর্ণবিমণ্ডিত মহৎ শরাসনে গুণ আরোপণ করিয়া রাক্ষসদিগকে কহিলেন,—দেখ, আমরা মহা-রাজ দশরথের পুত্র, আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। সীতার সহিত এই গহন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। আমরা ফলমূলাহারী, সংযতচিত্ত, তাপসব্রতধারী ও ব্রহ্মচারী; এক্ষণে বল দেখি, তোমরা কি কারণে আমাদিগকে হিংসা করিতেছ? তোমরা পাপাত্মা, অকারণ ঋষিদিগের উপর উপ-

দ্রব করিয়া থাক। আমি তাঁহাদিগেরই নিয়োগে শরাসন হস্তে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। যদি তোমাদের প্রাণের মমতা থাকে, তবে অগ্রসর হইও না; ঐ স্থানে আসিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে প্রতিনিবৃত্ত হও।

তখন সেই ব্রহ্মঘাতক শূলপাণি ঘোর রাক্ষসেরা যুদ্ধ উপস্থিত মনে করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে অদৃষ্টপরাক্রম রামকে কহিল;—তুমি আমাদের প্রভু মহাত্মা খরের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছ, অদ্যকার যুদ্ধে তোমাকে এখনই আমাদের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে! তুমি একাকী, আমরা বহু-সংখ্যক, আমাদের সহিত যুদ্ধের কথা দূরে থাকুক্, তোমার এমন কি শক্তি আছে যে, তুমি আমাদের অগ্রে দাড়াইতে পার? আমাদের এই বাহুপ্রযুক্ত পরিঘ, শূল ও পট্টিশাস্ত্র দ্বারা তোমাকে নিশ্চয়ই প্রাণ, বীর্য্য ও করতলস্থিত ধনু হারাইতে হইবে। এই কথা বলিয়া রাক্ষসেরা ক্রোধভরে খড়্গ ও অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক রামের দিকে ধাবিত হইল এবং তাঁহার প্রতি চতুর্দ্দশ শূল যুগপৎ নিক্ষেপ করিল। দুর্জ্জয় রাম তৎক্ষণাৎ সেই পরিমিত শরদ্বারা ঐ সমুদায় শূলাস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তেজস্বী রাম ভীষণ ক্রোধে শিলা শাণিত, সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর চতুর্দ্দশ নারাচ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং রাক্ষসদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ ঐ সমুদায় বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন ঐ সমুদায় বাণ মহাবেগে রাক্ষসগণের বক্ষঃ-স্থল বিদীর্ণ করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে বল্মীকমধ্যে ভুজঙ্গের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাক্ষসেরাও রুধিরধারায় স্নান

করিয়াই যেন প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃত ও ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিল।

তদ্দর্শনে রাক্ষসী শূর্পণখা ক্রোধে অধীরা ও শুষ্ক শোণিত দেহে খরের নিকট উপস্থিত হইয়া নির্য্যাসযুক্ত বল্লরীর ন্যায় দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে পুনরায় পতিত হইল। এবং ঘোররবে আর্ত্তনাদ করিয়া অনর্গল অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিল।

একবিংশ সর্গ।

—:*:—

তখন খর, সেই অনর্থ-ঘটন-পটীয়সী শূর্পণখাকে পুনরায় ভূতলে পতিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোষভরে কহিল;—আমি এখনই তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ মাংসাশী মহাবীর রাক্ষসগণকে পাঠাইলাম, তথাপি তুমি কি জন্য পুনরায় রোদন করিতেছ? তাহারা আমার ভক্ত, অনুরক্ত ও নিয়ত হিতকারী এবং গুরুতর আঘাতেও তাহারা কখন বিনষ্ট হয় না। তাহারা যে আমার বাক্য প্রতিপালন করিবে না, তাহা ত কোনরূপে সম্ভব নহে। তবে কি জন্য 'হা নাথ' বলিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছ তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। কি নিমিত্তই বা সর্পের ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছ? কি জন্যই বা আমি নাথ বিদ্যমান থাকিতে অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতেছ? উত্থিত হও, ভয় নাই, কাতরভাব পরিত্যাগ কর।

তখন দুর্দ্ধর্ষা শূর্পণখা এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া ভ্রাতা খরকে কহিল,—আমি ছিন্নকর্ণ ও ছিন্ন নাসিকা হইয়া শোণিত প্রবাহে রক্তাক্ত দেহে তোমার সমীপে আসিলাম, তুমিও আমায় সান্ত্বনা করিয়া আমার প্রীতি উদ্দেশে ঘোর শত্রু রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার জন্য মহাবীর্য্য চতুর্দ্দশ জন রাক্ষসকে পাঠাইয়াছিলে, কিন্তু ঐ সমস্ত শূল-পট্টিশধারী দুর্দ্দান্ত মহাবল রাক্ষসেরা রামের মর্ম্মভেদী বাণে তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। আমি রামের এই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম, এমন কি কেবল চতুর্দ্দিকেই বিভীষিকা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি ভীত, উদ্বিগ্ন ও বিষন্ন হইয়া পুনরায় তোমার শরণাগত হইলাম। বিষাদ যাহার নক্র, ত্রাস যাহার তরঙ্গমালা, সেই দুস্তর শোকসাগরে আমি এখন নিমগ্ন হইয়াছি, তুমি কি আমায় পরিত্রাণ করিবে না? যে সকল মাংসাশী নিশাচরেরা আমার সঙ্গে গমন করিয়াছিল, তাহারা রামের নিশিত সরে নিহত হইল; এক্ষণে যদি আমার ও রাক্ষসতনয়দিগের প্রতি দয়া থাকে এবং রামের সহিত যুদ্ধ করিতে শক্তি বা তেজ থাকে, তবে এই দণ্ডকবাসী রাক্ষস-কণ্টককে এই দণ্ডেই নিপাত কর। যদি তুমি সেই অমিত্রহন্তা রামকে বধ না কর, তাহা হইলে এইদণ্ডেই তোমার সমক্ষে নির্লজ্জা হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তুমি চতুরঙ্গসেনার সহিত গমন করিলেও যুদ্ধস্থলে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেও পারিবে না। তুমি বীরের অভিমান করিয়া থাক, কিন্তু বীর নহ, বৃথা বীর

দর্পে আর ফল কি? রে কুলকলঙ্ক! তুমি হয় এখনই বন্ধুবান্ধবের সহিত এই জনস্থান হইতে দূর হইয়া যাও, না হয় সেই দুরাত্মাদিগকে বিনাশ কর। মানুষ রাম লক্ষ্মণকে যদি তুমি বিনাশ করিতে না পার, তাহা হইলে নিতান্ত অসার হীনবীর্য্য তোমার এস্থানে বাস করার প্রয়োজন কি? বলিতে কি, অতঃপর অচিরকালের মধ্যেই তোমাকে রাম-তেজে অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। দশরথ-তনয় রাম অতিশয় তেজস্বী, যে আমাকে বিরূপ করিয়া দিয়াছে, তাহার ভ্রাতা সেই লক্ষ্মণও মহাবীর্য্যবান্। সেই লম্বোদরী রাক্ষসী ভ্রাতার সমীপে এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে শোকাকুল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং নিতান্ত দুঃখে অভিভূত ও বারংবার উদরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ সর্গ

মহাবীর খর শূর্পণখাকর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া রাক্ষসগণ সমক্ষে খরতর বাক্যে কহিল;—ভগিনি! তোমার এই অপমানে আমার যার পর নাই ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষত স্থানে ক্ষার জলের ন্যায় উহা আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি স্বীয় বীর্য্যে ক্ষীণপ্রাণ মানুষ রামকে গণনাই করি না। সে যে দুষ্কার্য্য করিয়াছে, তাহার ফলে আজ তাহাকে

আমার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। তুমি এক্ষণে নয়ন জল সংবরণ কর, আর ভয় করিও না; আমি রামকে লক্ষ্মণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিব। সে আমার পরশুধারায় নিহত হইলে, তুমি তাঁহার রক্তবর্ণ উষ্ণ রুধির পান করিবে।

অনন্তর শূর্পণখা ভ্রাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্খতা নিবন্ধন পুনরায় তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। প্রথমে তিরস্কৃত পরে প্রশংসিত হইয়া খর সেনাপতি দূষণকে আহ্বান করিয়া কহিল,—ভ্রাতঃ! যাহারা আমার চিত্ত অনুবর্ত্তন করে, যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা কখন পরাজিত হয় নাই, যাহারা লোক হিংসা করিয়া বিহার করিয়া বেড়ায়, ঐ সমুদায় নীল মেঘ বর্ণ মহাবেগশালী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসদিগকে বল, তাহারা শীঘ্র সমর সজ্জা করুক। আর আমার রথে অশ্ব যোজিত করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর এবং আমার শরাসন, শর, বিচিত্র খড়্গ ও শাণিত শক্তি লইয়া আইস। আমি দুর্ব্বিনীত রামের বিনাশের নিমিত্ত এই সমস্ত রাক্ষসদিগের অগ্রেই যাত্রা করিব।

এই কথা বলিবা মাত্র দূষণের আদেশে অশ্ব যোজিত রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ মহারথের বর্ণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, আকার সুমেরু শিখরের ন্যায় উন্নত, চক্র সমুদায় সুবর্ণ ময়, যুগন্ধরদ্বয় বৈদূর্য্য খচিত ও বিশাল, বিচিত্র উৎকৃষ্ট অশ্বযুক্ত ছিল। উহার স্থানে স্থানে সুবর্ণ নির্ম্মিত মৎস্য, পুষ্পবৃক্ষ, শৈল, চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গলকর পক্ষী ও তারা দ্বারা পরিবৃত রহিয়াছে, উহার সুবর্ণ-ধ্বজ দণ্ড কিঙ্কিণীজালে মণ্ডিত। খর মহাক্রোধে ঐ মহারথে আরোহণ করিল। তদ্দর্শনে রথারূঢ়, চর্ম্মধারী, ধ্বজদণ্ড-সুশোভিত পরাক্রান্ত

রাক্ষস সৈন্যগণ আসিয়া তাহাকে পরিবেষ্টন করিল। তখন মহাবল খর ও দূষণ উভয়েই উহাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, তোমরা আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র নির্গত হও।

অনন্তর সেই চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্য মুদ্গর, পট্টিশ, শূল, সুতীক্ষ্ণ পরশু, খড়্গ, চক্র, ভাস্বর তোমর, শক্তি, ঘোর পরিঘ, বৃহৎ শরাসন, গদা, অসি, মুষল ও বজ্রাকার ভীম দর্শন বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া মহাবেগে ঘোররবে জনস্থান হইতে যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। ঐ সকল ভীমদর্শন রাক্ষসেরা প্রধাবিত হইল দেখিয়া খরের রথ কিঞ্চিৎ পরে ধীরে যাইতে লাগিল, অতঃপর খরের আদেশে সারথি অশ্বদিগকে বেগে চালাইতে লাগিল। তখন রথের ঘর্ঘর শব্দে দিগ্‌দিগন্ত প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কালান্তক যমতুল্য মহাবল খরও শত্রুসংহারার্থ সত্বর হইয়া শিলাবর্ষী মেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে সারথিকে রথ চালাইতে আদেশ করিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

—:*:—

তৎকালে গর্দ্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ মহাভয়ঙ্কর মেঘ আকাশে উদিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্থিত রাক্ষসসৈন্যের উপর তুমুলশব্দে শোণিত মিশ্রিত জল বর্ষণ করিতে

লাগিল। খরের রথে যে সকল মহাবেগ অশ্বযোজিত ছিল, তাহারা কুসুমাকীর্ণ সমতল রাজপথে আসিয়া যদৃচ্ছাক্রমে পতিত হইতে লাগিল। সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে রক্তপ্রান্ত শ্যামবর্ণ অঙ্গারচক্রবৎ একটী মণ্ডল লক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর বিকটাকার প্রকাণ্ড এক গৃধ্র আসিয়া উন্নত সুবর্ণময় ধ্বজদণ্ডকে আক্রমণ পূর্ব্বক উপবেশন করিল। মাংসভুক্ পশু পক্ষীরা জনস্থানের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিকটস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। অশিব শিবাগণ দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়া ভৈরব রবে রাক্ষসদিগের অশুভ সূচনা করিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর জলধরনিকর রুধিরযুক্ত বারিধারণ করিয়া মদবর্ষী মাতঙ্গের ন্যায় আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। রোমহর্ষণ ঘোর তিমিরে সমস্ত প্রদেশ আবৃত হইল, দিক্ বিদিক্ আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। অকালে রক্তার্দ্র বসনা সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। হিংস্র মৃগ পক্ষীরা খরের অভিমুখে আসিয়া বিকট শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। কঙ্ক গোমায়ু গৃধ্র ইহারাও ভয়সূচক রব করিতে লাগিল। যুদ্ধে নিতান্ত অশুভ সূচক ভয়দর্শী শিবা সকল মুখকুহর ব্যাদন করিয়া অনল উদ্গিরণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের অভিমুখে কঠোর স্বরে ডাকিতে লাগিল। পরিঘাকার ধূমকেতু সূর্য্যসমীপে দৃষ্ট হইল। পর্ব্ব দিন ব্যতিরেকে মহাগ্রহ-রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিল। বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। দিবাকর প্রভাশূন্য হইল। রাত্রি ব্যতীত তারানিকর খদ্যোতকুলের ন্যায় আকাশ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। মীন ও বিহগগণ স্ব স্ব আবাসে লীন হইল। সরোবরে পঙ্কজদল শুষ্ক হইল। তৎকালে

বৃক্ষ সমুদায় ফল-পুষ্প-বিরহিত, বিনা-বায়ুতে ধূসরবর্ণ ধূলি উড্ডীন হইল। সারিকারা বীচীকুচী শব্দে ডাকিতে লাগিল। গভীররবে ভয়ঙ্কর উল্কাপাত, ও পর্ব্বত কানন লইয়া পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। তৎকালে খর, রথে থাকিয়া সিংহ-নাদ করিতেছিল কিন্তু তাহার বাম বাহু কম্পিত ও কণ্ঠস্বর অবসন্ন হইয়া আসিতে ছিল। অশ্রুজলে দৃষ্টি কলুষিত এবং শিরোবেদনা উপস্থিত হইল। এই সমস্ত রোমহর্ষণ উৎপাত দর্শন করিয়াও সে মোহবশতঃ কিছুতেই যুদ্ধ যাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল না।

তখন সে ঈষৎ হাস্য করিয়া রাক্ষসদিগকে কহিল,—দেখ, এই চতুর্দ্দিকে অতি ভীষণউৎপাত সমুদায়ই উপস্থিত, কিন্তু বলবান্ লোক যেমন স্বীয় বীর্য্যে দুর্ব্বলকে গ্রাহ্য করে না, আমিও সেইরূপ উহা লক্ষ্য করিতেছি না। আমি তীক্ষ্ণ শরদ্বারা তারাগণকেও নভস্তল হইতে পাতিত করিতে পারি। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সর্ব্বলোকা-স্তক কৃতান্তকেও মরণ ধর্ম্মে যোজিত করিতে পারি। সেই বল-দর্পিত রাম ও তাহার ভ্রাতা লক্ষ্মণকে তীক্ষ্ণশরে নিপাত না করিয়া আমি কদাচ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি না। যাহার নিমিত্ত রাম লক্ষ্মণের বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে,সেই আমার ভগিনী উহা-দের রক্ত পান করিয়া সকামা হইবে। ইহার পূর্ব্বে কখন যুদ্ধে আমার পরাজয় হয় নাই, ইহা সত্যই বলিতেছি, তোমরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছ। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া মত্ত ঐরাবতগামী বজ্রধারী দেবরাজকেও সংহার করিতে পারি, মানুষ রাম লক্ষ্ম-ণের কথা আর কি বলিব? মৃত্যুপাশবদ্ধ রাক্ষস সেনাগণ

খরের এই বীরদর্প শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিল।

এই সময়ে মহাত্মা ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ যুদ্ধ দর্শনার্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মিলিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন; যাঁহারা গো, ব্রাহ্মণ ও সকলের অভিমত, তাঁহাদের মঙ্গল হউক। চক্রধারী বিষ্ণু যেমন সমস্ত অসুরকে জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ রঘুপতি রাম অদ্য পুলস্ত্যতনয় নিশাচরগণকে যুদ্ধে পরাজয় করুন। মহর্ষিগণ ও বিমানস্থ দেবগণ এইরূপ নানা প্রকার কথোপকথন পূর্ব্বক কৌতূহল পরবশ হইয়া ঐ সমস্ত ক্ষীণায়ু রাক্ষস-সৈন্য দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবীর খর রথারোহণে মহাবেগে সৈন্যগণের অগ্রভাগ হইতে নির্গত হইল। শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশক্র, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, করবীরাক্ষ, পুরুষ, কালকার্ম্মুক, মেঘমালী, মহামালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন, এই মহাবীর্য্য দ্বাদশ রাক্ষস উহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথী ও ত্রিশিরা এই চারি বীর, সৈন্যের অগ্রগামী খরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। এইরূপে সেই সমরাভিলাষী ভীষণ রাক্ষস-বীর-সৈন্য মহাবেগে ধাবিত হইয়া চন্দ্রসূর্য্যের নিকটে গ্রহমালার ন্যায় রাজপুত্র রাম লক্ষ্মণের নিকটে সহসা উপস্থিত হইল।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

—:*:—

তীক্ষ্ণবিক্রম খর আশ্রমে উপস্থিত হইলে রাম, লক্ষ্মণের সহিত ঐ সমুদায় ঘোর উৎপাত দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত উৎপাত প্রজাদিগের অহিতকারী মনে করিয়া রাম নিতান্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—হে মহাবাহো! দেখ, সর্ব্বপ্রাণীর বিনাশসূচক এই সমস্ত বিষম উৎপাত রাক্ষস-দিগের সংহারার্থেই উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, আকাশে গর্দ্দভবৎ ধূসরবর্ণ জলধরগণ গগনমণ্ডলে ঘোর গর্জ্জন করিয়া রুধিরধারা বর্ষণ করিতেছে। আমার তূণীরমধ্যস্থ শর সকল যুদ্ধামোদে প্রধূমিত হইতেছে, হস্তস্থিত সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসনও গুণের সহিত স্ফুরিত হইতেছে। বনচারী পক্ষীরা যেরূপ কূজন করিতেছে, তাহাতে আমাদের অভয় ও রাক্ষসদিগের প্রাণসংশয় উপস্থিত। ফলতঃ অতঃপর যে একটী ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। বৎস! আমার দক্ষিণবাহু পুনঃ পুন স্পন্দিত হইয়া সন্নিহিত যুদ্ধে আমাদের জয় ও শত্রুর পরাভব সূচনা করিয়া দিতেছে। আর তোমারও বদন সুপ্রসন্ন ও প্রফুল্ল দেখিতেছি। লক্ষ্মণ! যুদ্ধার্থ সমুদ্যত যাহাদের মুখমণ্ডল নিষ্প্রভ হয়; তাহাদের আয়ুঃক্ষয় নিশ্চিত। ঐ দেখ, রাক্ষসদিগের ঘোর সিংহনাদ এবং উহাদের ভেরীধ্বনিও শ্রুতিগোচর হইতেছে। স্বীয় মঙ্গলকামী বিচক্ষণ পুরুষেরা ভবিষ্যৎ বিপৎ আশঙ্কা করিয়া অগ্রেই তাহার প্রতিকার বিধান করিয়া থাকেন, অতএব তুমি

ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীকে লইয়া পাদপাচ্ছন্ন দুর্গম গিরি-গুহা আশ্রয় কর। তুমি ইহার প্রতিবাদ কর, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। আমার দিব্য শীঘ্র যাও। তুমি বীর ও বলবান্, তুমি এই সকল রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি স্বয়ং ইহাদিগকে বিনাশ করিব, ইহাই আমার অভিলাষ।

তখন লক্ষ্মণ সীতার সহিত ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া দুর্গম গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর রাম "হাঁ আমার বাক্য সম্পূর্ণ প্রতিপালিত হইয়াছে" এই কথা বলিয়া হৃষ্ট-চিত্তে কবচ পরিধান করিলেন। তখন তিনি সেই অগ্নিতুল্য কবচ দ্বারা বিভূষিত হইয়া ঘোর তিমির মধ্যে প্রজ্বলিত সমুত্থিত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এবং ধনু উত্তোলন ও মহৎ শর গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যাশব্দে দিক্ সমুদায় পূর্ণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধচারণ এবং মহাত্মা পুণ্যকর্ম্মা ব্রহ্মর্ষিগণ যুদ্ধ দর্শনার্থী হইয়া বিমানে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সমবেত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যাঁহারা লোকসম্মত, সেই সকল গো ব্রাহ্মণদিগের মঙ্গল হউক। চক্রধারী বিষ্ণু যেমন যুদ্ধে সমস্ত অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ রঘুবংশীয় রামও নিখিল রাক্ষসদিগকে পরাভব করুন। এই কথা বলিয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, দুর্দ্দান্ত রাক্ষস চতুর্দ্দশ সহস্র, ধর্ম্মাত্মা রাম একাকীমাত্র, কিরূপে যুদ্ধ হইবে? এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া তাঁহারা কৌতূহল বশতঃ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রণস্থলে অবতীর্ণ রামকে

তেজঃপ্রভাবে পূর্ণ দেখিয়া সকলেই ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তৎকালে অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাত্মা রামের অপ্রতিম রূপ ক্রুদ্ধ রুদ্র দেবের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ভীষণ বর্ম্ম-ধারী রাক্ষসসৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ঘোররবে চীৎকার করিতে করিতে আসিতেছে দৃষ্ট হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ বীরালাপ করিতেছে, কেহ বা পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, কেহ বা ধনু লইয়া আস্ফালন করিতেছে। কেহ বা জৃম্ভা উদ্গিরণ করিতেছে, কেহ বা দুন্দুভি ধ্বনি করিতেছে। তাহাদের সেই বিপুল শব্দে বনভাগ পূর্ণ হইয়া গেল এবং ঐ শব্দে অরণ্যবাসী সমস্ত জীব জন্তু ত্রাসিত হইয়া যে স্থানে শব্দ মাত্র নাই, সেইরূপ নিস্তব্ধ গহনে অতিবেগে প্রবেশ করিল।

অনন্তর গভীর সাগর সদৃশ নানা অস্ত্রধারী রাক্ষস সেনা মহাবেগে রামের নিকট উপস্থিত হইল। রণপণ্ডিত রামও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সম্মুখাগত খরসৈন্য দর্শন করিলেন। এবং তদ্দণ্ডেই ভীষণ কোদণ্ড বিস্তার ও তূণীর হইতে শর উদ্ধার পূর্ব্বক সমস্ত রাক্ষস বিনাশের নিমিত্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি যুগান্ত-কালীন প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় নিতান্ত দুনিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। সেই তেজস্বী রামকে দেখিয়া বনদেবতাও উদ্বিগ্ন হইলেন। দক্ষযজ্ঞ বিনাশের নিমিত্ত পিনাকধারী মহাদেবের ন্যায় রোষাবিষ্ট রামের রূপ লক্ষিত হইতে লাগিল। কার্ম্মুক, আভরণ,রথ ও অগ্নিসমানবর্ণ বর্ম্মদ্বারা সেই সমস্ত রাক্ষস সৈন্যও সূর্য্যোদয়ে সুনীল জলধরের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে লাগিল।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

—:*:—

খর পুরোবর্ত্তী সৈন্যগণের সহিত আশ্রমে আসিয়া দেখিল, শত্রুঘাতী রাম ক্রোধে পূর্ণ হইয়া ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক উহাতে টঙ্কার প্রদান করিতেছেন। তদ্দর্শনে সে, ধনুতে জ্যারোপণ ও আস্ফালনপূর্ব্বক সারথিকে রামের অভিমুখে রথ চালাইতে কহিল; সারথি উহার আদেশমাত্র যে স্থানে মহাবাহু রাম একাকী অবস্থান করিতেছেন, তথায় রথ লইয়া উপস্থিত হইল। খরকে রামসমীপে যাইতে দেখিয়া শ্যেনগামী প্রভৃতি রাক্ষসগণ ঘোর শব্দে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহাকে বেষ্টন করিল। তখন খর তারাগণের মধ্যে মঙ্গলগৃহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর খর অমিতবলশালী রামকে সহস্রশরে ব্যথিত করিয়া যুদ্ধস্থলে সিংহনাদ করিতে লাগিল। এই অবসরে অন্যান্য নিশাচরেরা আসিয়া ক্রোধ-ভরে দুর্জ্জয় রামের উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ শূল, কেহ লৌহময় মুদ্গর, কেহ পাশ, কেহ খড়্গ, কেহ পরশু দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সমস্ত মেঘতুল্য মহাকায় মহাবল রাক্ষসেরা রথে, অশ্বে ও গিরিশিখরতুল্য হস্তীতে আরোহণ করিয়া মহাবীর রামের অভি-মুখে ধাবিত হইল। মেঘমালা যেমন পর্ব্বতের মস্তকে ধারাবর্ষণ করে, তদ্রূপ রাক্ষসেরা রামের নিধন কামনায় শরবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন তিনি ক্রূরদর্শন রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রদোষকালে পারিষদ-ভূতগণ-পরিবৃত মহাদেবের ন্যায়

শোভা ধারণ করিলেন। সাগর যেমন নদী প্রবাহ রোধ করেন, রামও সেইরূপ স্বীয় শরজালে রাক্ষসাস্ত্র নিবারণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদের অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও প্রদীপ্ত বজ্রপ্রহারে মহাশৈলের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত তিনি অস্ত্রবিদ্ধ ও সর্ব্বগাত্রে রুধিরাক্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে রক্তবর্ণ মেঘাবৃত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ একমাত্র রামকে সহস্র সহস্র রাক্ষসে পরিবৃত দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন।

অনন্তর রাম ভীষণ ক্রোধে কার্ম্মুককে মণ্ডলাকার করিয়া শতসহস্র তীক্ষ্ণবাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত দুর্ব্বার দুর্ব্বিষহ কালপাশতুল্য কাঞ্চনভূষিত কঙ্কপত্র যুক্ত বাণ সমুদায় শরাসন হইতে অবলীলাক্রমে নির্ম্মুক্ত হইয়া শত্রু-সৈন্য মধ্যে পতিত হইতে লাগিল এবং উহাদের দেহ ভেদ ও প্রাণাপহরণ পূর্ব্বক রক্তাক্ত কলেবরে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় অন্তরীক্ষে শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর রাম এইরূপে অসংখ্য বাণে কাহার ধনু, কাহার ধ্বজাগ্র বর্ম্মচর্ম্ম, কাহার কবচ, কাহার হস্তাভরণযুক্ত বাহু, কাহার করিকরোপম উরু ছেদ করিতে লাগিলেন। স্বর্ণকবচশোভিত অশ্ব, সারথি যুক্ত রথ, আরোহীর সহিত গজ ও অশ্ব রামের গুণ ভ্রষ্ট শরদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অনেক পদাতি সৈন্য নিহত হইল। অপর নিশাচরেরা তীক্ষ্ণাগ্র নালীক, নারাচ ও বিকর্ণি অস্ত্রে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। শুষ্ক বন যেমন দাবানলে দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ

রামের মর্ম্মভেদী বিবিধ অস্ত্রে কেহই আর পরিত্রাণ পাইল না। এই সময়ে কোন কোন পরাক্রান্ত রাক্ষসবীর ভীষণ ক্রোধে রামকে লক্ষ্য করিয়া প্রাস, পরশু ও শূলাস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ রাম ঐ সকল অস্ত্র স্বীয় শরনিকরে নিবারণ করিয়া উহাদের মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অমৃতহরণ যুদ্ধে গরুড়-পক্ষ বাতভগ্ন নন্দন-কাননস্থ পাদপের ন্যায় কেহ ছিন্নমস্তক, কেহ ছিন্নকার্ম্মুক, কেহ বা ছিন্নচর্ম্ম হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে শরাহত ও অবশিষ্ট নিশাচরগণ নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া শরণার্থ খরের দিকে ধাবিত হইল। তখন দূষণ উহা-দিগকে আশ্বাস দিয়া কুপিত কৃতান্তের ন্যায় কার্ম্মুক হস্তে রামের অভিমুখে চলিল। সৈন্যগণও উহার আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং সাল, তাল ও শিলা গ্রহণ করিয়া দূষণের অনুসরণ করিল। অন্যদিক্ হইতে শূলহস্ত মুদ্গরধারী ও পাশপাণি মহাবল রাক্ষসসেনা আসিয়া বাণবর্ষণ, শস্ত্রবর্ষণ, শিলাবৃষ্টি ও বৃক্ষ এবং প্রস্তরনিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষে পুনরায় তুমুল রোমহর্ষণ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। নিশাচরেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে মহাক্রোধে শরবর্ষণে সমস্ত দিক্ আচ্ছন্ন করিল দেখিয়া, সেই শরসমাচ্ছন্ন মহাবল রাম ভীষণ সিংহনাদ করিয়া পরম ভাস্বর গান্ধর্ব্ব অস্ত্র শরাসনে যোজনা করিলেন। তখন সেই মণ্ডলাকার ধনু হইতে সহস্র সহস্র শর যুগপৎ নির্গত হইয়া দশ দিক্ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন শর নিপীড়িত রাক্ষসগণ, রাম কখন শর গ্রহণ করিতেছেন কখনই বা মোচন করিতেছেন, ইহার কিছুই

লক্ষ্য করিতে পারিল না; কেবল মাত্র দেখিতে লাগিল, তিনি নিরন্তর শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন। ক্রমে সেই শরান্ধকারে দিবাকরের সহিত আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রাম এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কেবল শরক্ষেপই করিতেছেন। রাক্ষসেরা ঐ সমস্ত শরে যুগপৎ আহত, যুগপৎ নিহত এবং যুগপৎ পতিত হইয়া পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিল। তখন সহস্র সহস্র রাক্ষস নিহত, পতিত, ক্ষীণকণ্ঠ, ছিন্নভিন্ন ও বিদারিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং সমর ক্ষেত্র উষ্ণীষ-শোভিত-মস্তক, অঙ্গদযুক্ত-বাহু, ছিন্ন উরু, নানা প্রকার অলঙ্কার, হস্তী, অশ্ব, ভগ্নরথ, চামর, ব্যজন, ছত্র ও নানাবিধ ধ্বজ এবং শূল পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে আবৃত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। তৎকালে হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা উহাদিগকে নিহত দেখিয়া আর রামের দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না।

ষড়্বিংশ সর্গ

-:*:-

অনন্তর মহাবাহু দূষণ স্বীয় সৈন্য সমুদায় নিহত হইল দেখিয়া ভীমপরাক্রম, দুর্দ্ধর্ষ, সমরে অপরাঙ্মুখ, পঞ্চ সহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধার্থে আদেশ করিল। তাহারা আদেশমাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে রামের উপর শূল, পট্টিশ, অসি, শিলা, শর ও বৃক্ষও নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাম নিমীলিত নয়ন

বৃষভের ন্যায় ধীরভাবে থাকিয়া তীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা ঐ সমস্ত প্রাণহর অস্ত্র শস্ত্র ও বৃক্ষ শিলা বর্ষণ প্রতিরোধ করিলেন। অতঃপর তিনি ক্রোধে অধীর ও তেজঃপ্রদীপ্ত হইয়া দূষণের সহিত সমস্ত রাক্ষসের বিনাশ বাসনায় সৈন্যগণের উপর চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শত্রু দূষণও ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রপ্রতিম বাণ সমূহদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। তখন রাম অত্যন্ত রোষপরবশ হইয়া ক্ষুরাস্ত্রদ্বারা তাহার প্রকাণ্ড ধনু, চারি বাণে চার অশ্ব এবং অর্দ্ধচন্দ্রাস্ত্র দ্বারা সারথির মস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং তিন শর দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন দূষণ ছিন্নধনু, হতাশ্ব ও হত-সারথি হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গিরিশৃঙ্গের ন্যায় রোমহর্ষণ এক পরিঘ গ্রহণ করিল। উহা কাঞ্চনময়-পট্ট-বেষ্টিত, তীক্ষ্ণ লৌহ শঙ্কুতে পরিবৃত, শত্রুবসাসিক্ত। ঐ অরিতোরণবিদারক, শত্রুসৈন্যবিমর্দ্দক, মহোরগসদৃশ কঠোর পরিঘ গ্রহণ করিয়া ক্রূরকর্ম্মা নিশাচর রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। রাম উহাকে ঐরূপে আসিতে দেখিয়া দুইটী শরদ্বারা তাহার আভরণযুক্ত হস্তদ্বয় ছেদন করিলেন। উহা ছিন্ন হইবা মাত্র সেই প্রকাণ্ড পরিঘ হস্তের সহিত তাহারই সম্মুখে রণভূমিতে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় পতিত হইল। দূষণও বিক্ষিপ্তহস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভগ্নদশন মহাগজের ন্যায় ধরাতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রণস্থলে দূষণ এইরূপ নিহত হইল দেখিয়া সকলেই রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মৃত্যুপাশ-বশঙ্গত তিনজন সেনাপতি সমবেত

হইয়া মহাক্রোধে রামের দিকে ধাবিত হইল। তন্মধ্যে মহাকপাল বৃহৎ শূল, স্থূলাক্ষ পট্টীশ ও প্রমাথী পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিল। মহাবীর রাম ঐ সমস্ত সেনাপতিকে দেখিবামাত্র তীক্ষ্ণাগ্র শাণিত সায়ক দ্বারা সমাগত অতিথির ন্যায় গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে মহাকপালের শিরশ্ছেদন করিয়া অসংখ্য বাণ দ্বারা প্রমাথীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই স্থূলাক্ষের স্থূল অক্ষিদ্বয় তীক্ষ্ণশরে পূর্ণ করিলেন। স্থূলাক্ষ শাখা প্রশাখা-সমন্বিত মহাবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন রাম কুপিত হইয়া দূষণের পঞ্চ সহস্র সৈন্য পঞ্চ সহস্র বাণদ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

তখন খর, সসৈন্য দূষণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে ভীষণ ক্রোধে পূর্ণ হইয়া মহাবল সৈন্যাধ্যক্ষগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—দেখ, মহাবীর দূষণ, একটা মানুষ রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া পাঁচ সহস্র সৈন্যের সহিত সমরাঙ্গনে নিহত হইয়া শয়ন করিয়াছে। হে রাক্ষসগণ! তোমরা এক্ষণে নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা তাহাকে সংহার কর। এই কথা বলিয়া সে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দ্রুতবেগে রামের দিকে ধাবিত হইল। পরে শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্ম্মুক, হেমমালী, মহামালা, সর্পাস্য ও রুধিরাসন এই দ্বাদশ মহাবীর্য্য সৈন্যাধ্যক্ষ স্ব স্ব সেনার সমভিব্যাহারে শরবর্ষণ করিতে করিতে রামের অভিমুখে চলিল। অনন্তর তেজস্বী রাম সুবর্ণ খচিত হীরক মণ্ডিত পাবক তুল্য বাণে খরের সৈন্যাবশিষ্ট নিধন করিতে

প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্র যেমন মহাসুরকে সংহার করে, তদ্রূপ রামের সেই সুবর্ণপুঙ্খ সধূম দীপ্তাগ্নিবৎ বাণ সমুদায় খরের সেনাগণকে ক্ষয় করিতে লাগিল। রাম শত সংখ্যক রাক্ষসকে শত, সহস্র সেনাকে সহস্র কর্ণি অস্ত্রে নিহত করিতে লাগিলেন। নিশাচরেরা ঐ সমুদায় অস্ত্রে ছিন্নবর্ম্ম, ছিন্না-ভরণ, ছিন্নশরাসন হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। উহারা মুক্তকেশে সমর ভূমিতে পতিত হইলে রণস্থল কুশাস্তীর্ণ মহাবেদীর ন্যায় লক্ষিত হইল। তৎকালে সেই ঘোর দণ্ডকারণ্যে নিহত রাক্ষসদিগের মাংস-শোণিত-কর্দ্দমে নরকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে এক মাত্র মানুষ পদচারী রাম অতি ভীষণ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নির্ম্মূল করিলেন। এই সমস্ত রাক্ষস মধ্যে একমাত্র ত্রিশিরা অবশিষ্ট রহিল। অন্যান্য অসহ্যবিক্রম মহাবীর্য্য রাক্ষসেরা সমস্তই রাম কর্ত্তৃক নিহত হইল। তদ্দর্শনে বজ্রপ্রহারোদ্যত ইন্দ্রের ন্যায় খর মহারথে ধাবমান হইল।

সপ্তবিংশ সর্গ।

—:*:—

খরকে রামের অভিমুখে যাইতে দেখিয়া সেনাপতি ত্রিশিরা নামক রাক্ষস তাহার নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিল, —রাক্ষসনাথ! আমি একজন তোমার পরাক্রান্ত সেনাপতি। তুমি এই সমর হইতে বিরত হইয়া আমাকে যুদ্ধে নিয়োগ কর। তুমি দর্শন কর, আমিই এই মহাবল রামকে যুদ্ধে

সংহার করিব। আমি শস্ত্রস্পর্শ করিয়া তোমার নিকট শপথ করিতেছি, সমস্ত রাক্ষসের বধ্য রামকে আমি নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। এই যুদ্ধে হয় আমার হস্তে রামের, না হয় উহার হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। তুমি রণোৎসাহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল আমার যুদ্ধসাক্ষী হইয়া থাক। রাম নিহত হইলে তুমি হৃষ্টচিত্তে জনস্থানে গমন করিবে, অথবা আমি বিনষ্ট হইলে তুমি সংগ্রামার্থ রামের অভিমুখীন হইবে।

ত্রিশিরা মৃত্যুলোভে এইরূপে খরকে প্রসন্ন করিলে সে কহিল, তবে তুমিই যুদ্ধে গমন কর। এই কথা শ্রবণ মাত্র ত্রিশিরা অশ্বযুক্ত সমুজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। এবং ধারাবর্ষী মহামেঘের ন্যায় রামের উপর অস্ত্র বর্ষণ-পূর্ব্বক জলসিক্ত দুন্দুভির ন্যায় বীরনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন রাম, রাক্ষস ত্রিশিরাকে আসিতে দেখিয়া শরাসনে নিশিত শর সন্ধান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। উভয়ের তুমুল শরপ্রহার আরম্ভ হইল। সিংহ ও কুঞ্জরের ন্যায় এই দুই মহাবল মহাবীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই সময়ে ত্রিশিরা রামের ললাটদেশ লক্ষ্য করিয়া একবারে তিন শর নিক্ষেপ করিল। সেই তিন শরে আহত হইয়া রাম ক্রোধভরে কহিলেন,—অহো! রাক্ষসবীর বিক্রমশূর! তোমার বল ত এই, তোমার শরে আমার ললাটদেশ যেন কমল কুসুমে আহত হইল। এক্ষণে তুমিও আমার কার্ম্মুকগুণভ্রষ্ট শর সহ্য কর। এই কথা

বলিয়া ক্রোধে ভুজঙ্গাকার চতুর্দ্দশ শরে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তেজস্বী রাম সন্নত পর্ব্ব চারিটী শরে উহার অশ্বচতুষ্টয় ও আট শরে সারথিকে পাতিত করিয়া একবাণে ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন। তখন ত্রিশিরা, স্বীয় রথ হতাশ্ব ও হত সারথি হইল দেখিয়া তদ্দণ্ডে উহা হইতে অবতরণ করিতে উপক্রম করিতেছে ইত্যবসরে রাম তাহার উপর অনবরত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; ঐ বাণপ্রহারে নিশাচর জড়প্রায় হইয়া গেল। রাম তৎক্ষণাৎ তিনটী শরে উহার তিন মস্তকই ছেদন করিলেন। রাক্ষসও সধূম শোণিত উদ্গার করিতে করিতে সমরশায়ী হইল। হতাবশিষ্ট যে সকল নিশাচর খরাশ্রয়ে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া ব্যাধভীত মৃগের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল, তথায় আর তিষ্ঠিতে পারিল না। তখন খর ঐ সকল সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সরোষে মহাবেগে রাহু যেমন চন্দ্রমাকে গ্রাস করিতে যায়, সেইরূপে রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

—:*:—

খর রামাভিমুখে ধাবিত হইল বটে কিন্তু যুদ্ধে দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া নিতান্ত বিমনা হইয়াছিল, এবং রামের বিক্রম দর্শনে খরের হৃদয়ে ত্রাসও উপস্থিত

হইল। যাহা হউক, তখন সে ভগ্নমনে ইন্দ্রাভিমুখে নমুচির ন্যায় রামাভিমুখে ধাবমান হইল এবং মহাবেগে শরাসন আকর্ষণ করিয়া রক্তপায়ী বিষম ক্রুদ্ধ উরগের ন্যায় নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। সে পুনঃপুন ধনুর্গুণে টঙ্কার প্রদান ও শিক্ষাগুণে বিচিত্র অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিয়া সমরক্ষেত্রে রথস্থ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। ক্রমে দিক্‌বিদিক্ সমুদায় বাণে বাণে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে রামও ভীষণ ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ দুর্ব্বিষহ বাণে আকাশ মণ্ডল যেন মেঘাবৃত করিয়া ফেলিলেন। উভয়ের শরজালে আকাশ নিরবকাশ হইয়া উঠিল। সূর্য্য আর তৎকালে প্রকাশ পাইল না। উভয়েই পরস্পরকে বধ করিবার জন্য মহাক্রোধে তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। আরোহী যেমন মহামাতঙ্গকে অঙ্কুশাঘাত করে, সেইরূপ খর নালীক, নারাচ ও তীক্ষ্ণাগ্র বিকর্ণি দ্বারা রামকে প্রহার করিতে লাগিল। সেই রথোপরিস্থিত ধনুর্দ্ধারী রাক্ষসকে দেখিয়া সকলেই তাহাকে পাশহস্ত যমের ন্যায় মনে করিতে লাগিল। তৎকালে সর্ব্বসৈন্যের বিনাশ নিবন্ধন রাম পরিশ্রান্ত হইলেও সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হয় না, তদ্রূপ সিংহবিক্রান্ত খরকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন না।

অতঃপর অনলপ্রবেশোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় খর রাম সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং ক্ষিপ্রহস্তে শরাসনে শর সন্ধান করিয়া মহাত্মা রামের মুষ্টি প্রদেশে শর ও শরাসন ছেদন করিল। পরে ক্রোধভরে অপর বজ্রতুল্য সাতটী শরে তাঁহার কবচসন্ধি ছিন্ন করিয়া শত শত শর নিক্ষেপে

পীড়ন পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। রামের শরীর হইতে উজ্জ্বল বর্ম্ম স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে সর্ব্বগাত্র শরবিদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সমরস্থলে বিধূম জ্বলন্ত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি রিপু সংহারের নিমিত্ত অন্য একটী বৃহৎ ধনু সজ্জিত করিলেন। ঐ মহর্ষি অগস্ত্য দত্ত বৈষ্ণব ধনু উদ্যত করিয়া খরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এবং স্বর্ণপুঙ্খ সন্নত পর্ব্ব শর সন্ধান পূর্ব্বক ক্রোধভরে উহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন। সেই সুদর্শন কাঞ্চন ধ্বজ খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মনে হইতে লাগিল, যেন দেবগণের আজ্ঞায় সূর্য্যদেব অধঃপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে খর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চার বাণে রামের বক্ষ ও গাত্র বিদ্ধ করিল। এইরূপে রাম, খর-কার্ম্মুক নিঃসৃত অসংখ্য বাণে বিদ্ধ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। এবং ছয়টী বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক উহাকে লক্ষ্য করিয়া এক শরে মস্তক, দুই শরে বাহুদ্বয় এবং তিনটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার শরদ্বারা বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তৎপশ্চাৎ মহাতেজা রাম, শিলাশাণিত ভাস্করবৎ প্রখর ত্রয়োদশটী নারাচ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া একটী দ্বারা রথের যুগ, চারিটী দ্বারা বিচিত্র অশ্ব, একটী দ্বারা সারথির মস্তক, তিনটী দ্বারা ত্রিবেণু, দুইটী দ্বারা অক্ষ, আর একটী দ্বারা শরের সহিত ধনু ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে অন্য একটী বাণ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন খর হতাশ্ব, হত সারথি ও ছিন্নকার্ম্মুক হইয়া গদা গ্রহণ ও রথ হইতে লম্ফ প্রদান

পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তৎকালে বিমানস্থিত দেবতা ও মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক মহারথ রামের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।

একোনত্রিংশ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর রাম, খরকে রথ বিরহিত ও গদা হস্তে ভূতলে অবতীর্ণ দেখিয়া, মৃদুবচনে পরুষ বাক্যে কহিতে লাগিলেন; —খর! তুমি হস্তী, অশ্ব ও রথ সঙ্কুল অতি মহৎ সেনাপতিত্বে অবস্থান করিয়া যে দারুণ কার্য্য করিলে, উহা সর্ব্বলোকেরই নিন্দিত। যে ব্যক্তি লোকের উদ্বেগকর, নিষ্ঠুর ও পাপকর্ম্মকারী হয়, সে ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলেও কদাচ দীর্ঘজীবন ধারণ করিতে পারে না। যে লোকবিরুদ্ধ কার্য্য করে, সেই নৃশংসকে সকলেই সম্মুখাগত দুষ্ট সর্পের ন্যায় হত্যা করিয়া থাকে। যে লোভ বা কামবশতঃ পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়া আসক্তি নিবন্ধন উহা বুঝিতে পারে না, সে করকা ভক্ষণে মৃগ পুচ্ছিকার ন্যায় হৃষ্টচিত্তে আত্মনাশ দেখিতে পায়। রাক্ষস! এই দণ্ডকারণ্যবাসী ধর্ম্মপরায়ণ মহাভাগ তাপসগণকে হত্যা করিয়া তোদের কি ফল লাভ হয়? যাহারা পাপিষ্ঠ, খল প্রকৃতি ও লোক নিন্দিত, তাহারা পূর্ব্বকৃত পুণ্যফলে ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও শীর্ণমূল বৃক্ষের ন্যায় আশু অধঃপতিত হইবেই হইবে। বৃক্ষ যেমন যথাসময়ে

ঋতু-সম্বন্ধীয় পুষ্প প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পাপের অনিষ্টকর ফল কালক্রমে সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিলে যেমন তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, পাপের ফলও ঠিক সেইরূপ। হে নিশাচর! এক্ষণে আমি ঋষিদিগের আদেশে লোকের অহিতকারী পাষণ্ডদিগের দণ্ড বিধানার্থই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অদ্য আমার কাঞ্চনভূষিত শর সমুদায় নিক্ষিপ্ত হইয়া তোর দেহ বিদারণ পূর্ব্বক বল্মীক মধ্যে উরগের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইবে। এই দণ্ডকারণ্যে তুই যে সমুদায় ধর্ম্মচারী ঋষিদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিস্, আজ সসৈন্যে নিহত হইয়া তাহাদিগেরই অনুগমন করিবি। আজ তাহারাই আবার বিমানস্থ হইয়া তোরে আমার বাণে নিহত ও নরকস্থ দেখিবেন। রে কুলাধম! আজ তুই যথেচ্ছ প্রহার কর্, তোর যথাসাধ্য চেষ্টা কর্, আমি তোর মস্তক তাল ফলের ন্যায় নিশ্চয়ই ভূতলে পাতিত করিব।

অনন্তর খর রামের এই কথা শুনিয়া ক্রোধাবিষ্ট হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে রামকে কহিল,—রে দশরথ তনয়! তুই যুদ্ধে কয়েকটা রাক্ষস বিনাশ করিয়া কি জন্য আপনিই আত্ম-শ্লাঘা করিতেছিস্? যাহারা বিক্রমশালী, বলবান ও পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, তাহারা কখন স্বতেজে গর্ব্বিত হইয়া আত্মগৌরব করে না। যাহারা তোর মত নীচ ক্ষুদ্রচিত্ত ক্ষত্রিয়াধম, তাহারাই নিরর্থক শ্লাঘা করিয়া থাকে? মৃত্যুতুল্য যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে কোন্ বীর কৌলিন্য প্রকাশ করিয়া অপ্রা-সঙ্গিক আপনার গুণগরিমা করিতে পারে? যেমন স্বর্ণপ্রতিম

পিত্তল কুশাগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত হইলে উহার মালিন্য লক্ষিত হইয়া পড়ে, সেইরূপ আত্মশ্লাঘায় তোর নীচত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আমি যে এখানে গদাধারণ পূর্ব্বক ধতুরঞ্জিত অটল অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছি, তাহা কি তুই দেখিতে পাইতেছিস্ না? আমি পাশ হস্ত কৃতন্তের ন্যায় গদাপাণি হইয়া তোর, এমন কি, ত্রিলোকীস্থ সকল লোকের প্রাণ সংহার করিতে পারি। এ সম্বন্ধে আমার অনেক বক্তব্য আছে, আর তাহা বলিতেছি না। তুই আমার চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস-সৈন্য বধ করিয়াছিস্, অদ্য আমি তোকে বিনাশ করিয়া তাহাদের পুত্র কলত্রগণের অশ্রুমার্জ্জন করিব।

এই কথা বলিয়া খর ক্রোধে রামকে লক্ষ্য করিয়া সেই প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য ঘোর গদা নিক্ষেপ করিল। সেই খরবাহু-প্রক্ষিপ্ত ভীষণ গদা বৃক্ষ গুল্ম সমুদায় ভস্মসাৎ করিয়া রামের সন্নিধানে উপস্থিত হইতে লাগিল। রাম ঐ কালপাশ সদৃশী মহতী গদাকে আসিতে দেখিয়া উহাকে আকাশতলেই শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। গদাও তৎক্ষণাৎ মন্ত্রৌষধ বলে নির্ব্বীর্য্য ভুজঙ্গীর ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া ধরাতলে পড়িয়া গেল।

ত্রিংশ সর্গ।

—:*:—

ধর্ম্মবৎসল রাম তখন ঈষৎ হাস্য ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন ;—রাক্ষসাধম ! তোর যাহা কিছু বল ছিল তৎসমুদায়ই ত দেখাইলি, তুই এত অল্পশক্তি হইয়া এতক্ষণ বৃথা আস্ফালন করিতেছিলি। তুই নিতান্ত বাচাল, তাই তোর গদার উপর বিশ্বাস করিয়াছিলি, দেখ্, তোর গদা আমার বাণে চূর্ণ হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। তুই যে বলিতেছিলি, আমাকে বিনাশ করিয়া তোর মৃত রাক্ষসগণের ও বন্ধু বান্ধবের অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া দিবি, সে কথাও তোর মিথ্যা হইয়া গেল। তুই নিতান্ত নীচ, ক্ষুদ্রাশয় ও দুশ্চরিত্র ; গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিল, আমিও সেইরূপ আজ তোর প্রাণ হরণ করিব। তুই আমার শরে ছিন্নকণ্ঠ হইলে পৃথিবী তোর ফেন-বুদ্বুদ-মিশ্রিত দূষিত রক্ত পান করিবেন। তুই আজ ধূলিধূসরিত গাত্রে স্রস্ত ও বিক্ষিপ্ত বাহু হইয়া দুর্লভা কামিনীর ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ন করিবি। রাক্ষসাধম ! তুই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলে দণ্ডকারণ্য সকলেরই আশ্রয় হইবে এবং জনস্থানে বিলুপ্তা-শ্রয় ঋষিগণ নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন। ভয়ঙ্কর নিশাচরী-গণ আমার ভয়ে ভীত হইয়া দীনমনে বাষ্পাকুল লোচনে পলায়ণ করিবে এবং তুই যাহাদের পতি, সেই সমুদায় দুষ্কুলোৎপন্না পত্নীরাও আজ "আমাদের জীবিত প্রয়োজন বৃথা হইল" বলিয়া শোকরসের অভিজ্ঞ হইবে। রে নৃশংস ! দুরাত্মন্ !

ব্রাহ্মণ কণ্টক! তোরই নিমিত্ত মুনিগণ অগ্নিতে আহুতি প্রদানেও শঙ্কিত হইয়াছেন।

খর এই সকল কথা শুনিয়া ক্রোধ বশতঃ কর্কশ স্বরে রামকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল;—রে নির্ব্বোধ! ভয়কাল উপস্থিত হইলেও তোর ভয় মাত্র নাই! তুই বড়ই গর্ব্বিত, এই জন্য তুই মৃত্যুর অধীন হইয়াও বাচ্যাবাচ্য জ্ঞানশূন্য হইয়াছিস্। যাহারা কালপাশে আবদ্ধ হয়, তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়া যায়, সুতরাং আর কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিচার করিতে পারে না। এই কথা বলিয়া রামের দিকে ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া প্রহরণার্থ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চরণ করিতে লাগিল। অদূরে এক প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ দেখিয়া ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক উহা উৎপাটন করিয়া লইল এবং বাহুদ্বারা-উত্তোলন ও ঘোর গর্জ্জন করিতে করিতে রাম উদ্দেশে নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—দেখ্, এবারে তুই ইহাতেই মরিয়াছিস্। তখন প্রতাপশালী রাম উহাকে শরনিকরে ছেদন করিয়া খরকে সংহার করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীর হইতে ঘর্ম্মবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। রোষ বশতঃ লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি তাহার সর্ব্বাঙ্গে অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। খরের শরক্ষত দেহবিবর হইতে গিরিপ্রস্রবণের ন্যায় ফেনিল রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই বাণপ্রহারে সে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং রুধির গন্ধে মত্ত হইয়া মহাবেগে রামের দিকে ধাবিত হইল। সেই রুধিরাক্ত কলেবর খরকে মহাক্রোধে আসিতে দেখিয়া রাম সত্বর দুই তিন পদ অপসৃত

হইলেন। অনন্তর উহার নিধনার্থ ইন্দ্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় অপর একটী অমোঘ অগ্নিসদৃশ শর সন্ধান করিয়া খরের উপর নিক্ষেপ করিলেন। বাণ, নির্ম্মুক্ত মাত্র মহাবেগে বজ্রবৎ ঘোর শব্দে তাহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। খর সেই শরাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া শ্বেতারণ্যে রুদ্রদেবের নয়নাগ্নিতে ভস্মীভূত অন্ধকাসুরের ন্যায়, বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায়, ফেননিহত নমুচির ন্যায় এবং অশনিহত বলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল।

এই সময়ে চারণগণের সহিত দেবগণ মিলিত হইয়া রামের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ ও দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলেরই মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময় উপস্থিত হইল। পরস্পর কহিতে লাগিলেন,—রাম কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধমুহূর্ত্ত মধ্যে খরদূষণ প্রভৃতি কামরূপী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। অহো! রামের কি অদ্ভুত কর্ম্ম! অহো! কি বিচিত্র বীর্য্য! বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁর দৃঢ়তা লক্ষিত হইল। এইরূপ বলিয়া দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর অগস্ত্য প্রভৃতি রাজর্ষি ও মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া পুলকিত হৃদয়ে রামের সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন;—বৎস! এই নিমিত্তই মহাতেজো সুররাজ শরভঙ্গের পবিত্র আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন, মহর্ষিরাও এই সকল পাপিষ্ঠ পরমশত্রু রাক্ষসদিগের বধার্থ আশ্রম দর্শন ব্যপদেশে এই দেশে তোমায় আনিয়াছিলেন। রাম! এক্ষণে তুমিও আমাদের সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিলে। অতঃপর মহর্ষিরা এই দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ করিবেন। এই বলিয়া মহর্ষিগণ স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন।

এই অবসরে বীর লক্ষ্মণ সীতার সহিত গিরিদুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরমানন্দে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রামও বিজয় লক্ষ্মী লাভে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন জনকাত্মজা সীতা শত্রুহন্তা মহর্ষিদিগের সুখপ্রদ রামকে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন, এবং পুনঃপুন আলিঙ্গন করিলেন। দেখিলেন, রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইয়াছে, রামও অক্ষত শরীরে কুশলে আছেন, তদ্দর্শনে হর্ষাতিরেক বশতঃ পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ

:*:-

এই যুদ্ধে অকম্পন নামে একটীমাত্র রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল। সে দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে কহিল, —রাজন! জনস্থানস্থিত বহু রাক্ষস নিহত হইয়াছে। খরও যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছে, আমিই কেবল কোনরূপে এখানে আসিলাম।

রাবণ অকম্পনের মুখে এই কথা শ্রবণ মাত্র ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া স্বতেজে যেন সমস্ত দগ্ধ করিয়া কহিতে লাগিল,—কোন্ ব্যক্তি আয়ুঃশেষ নিবন্ধন আমার ভীষণ জনস্থানকে বিনষ্ট করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তিরই বা এই ত্রিভুবনে

স্থান রহিল না ? আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়া ইন্দ্র, কুবের, যম ও বিষ্ণুও সুখী হইতে পারে না। আমি মৃত্যুরও মৃত্যু। আমি ক্রুদ্ধ হইলে অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারি। আমি মৃত্যুকেও মরণধর্ম্মে যোগ করাইতে সমর্থ। আমি স্বকীয়-বেগে বায়ুর বেগ অবরোধ এবং স্বতেজে সূর্য্য ও অনলের তেজও ভস্মসাৎ করিতে পারি। তখন অকম্পন রাবণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক সভয় বচনে অভয় প্রার্থনা করিল। রাক্ষসরাজও তাহাকে অভয় প্রদান করিল। অকম্পন অভয় প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বস্ত চিত্তে কহিল,—মহারাজ! দশরথের রাম নামে এক মহাবীর পুত্র আছে, সে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, যুবা ও শ্যামবর্ণ। তাহার স্কন্ধ উন্নত, বাহুযুগল সুবৃত্ত ও আয়ত, উহার যশ ও বলবিক্রমের তুলনা নাই। সেই রামই জনস্থানে খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়াছে।

রাক্ষসাধিপতি রাবণ অকম্পনের বাক্য শুনিয়া কাল-সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল,—অকম্পন! রাম কি ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত জনস্থানে আসিয়াছে? তাহা আমাকে বল। অকম্পন তখন রামের বলবিক্রমের কথা কহিতে লাগিল;—মহারাজ! রাম অতিশয় তেজস্বী, সমস্ত ধনুর্দ্ধারীদিগের অগ্রগণ্য, দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে মহাশূর। লক্ষ্মণ নামে তাহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে, সে উহারই অনুরূপ বলবান্, আরক্তলোচন। তাহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, কণ্ঠস্বর দুন্দুভির তুল্য। শ্রীমান্ রাজসিংহ রাম সেই ভ্রাতার সহিত বায়ু সহকৃত বহ্নির ন্যায় সংযুক্ত আছে। মহাত্মা দেবগণ

যে তাহার সহিত আইসে নাই, ইহা নিশ্চয়। সুবর্ণপুঙ্খ পত্রযুক্ত তাহার বাণ প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র পঞ্চমুখ সর্প হইয়াই যেন রাক্ষসদিগকে গ্রাস করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা ভয়ে যে দিকে যায়, সেই দিকেই সম্মুখে রামকে দেখিতে লাগিল। রাজন্! এইরূপে রাম আপনার জনস্থান বিনষ্ট করিয়াছে। রাবণ অকম্পনের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া কহিল,—অকম্পন! তবে আমিই ঐ রাম লক্ষ্মণের বধার্থ জনস্থানে গমন করিব। রাবণের এই কথায় অকম্পন কহিল,—রাজন্! রামের বল বীর্য্যের কথা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবীর রাম কুপিত হইলে কাহার সাধ্য যে তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে? সে পরিপূর্ণ স্রোতস্বতীর বেগও শরজালে ফিরাইতে পারে। তারা গ্রহনক্ষত্রের সহিত আকাশকেও তারা শূন্য করিতে পারে। রসাতলনিমগ্না পৃথিবীকেও সে উদ্ধার করিতে সমর্থ। সমুদ্রের বেলাভূমি ভেদ করিয়া সমস্ত জগৎ জলে আপ্লাবিত করিতে পারে। সমুদ্রের বেগ ও বায়ুর গতি রোধ এবং লোকসংহার করিয়া পুনর্ব্বার প্রজা সৃষ্টি করিতে পারে। যেমন পাপী জনের স্বর্গ অধিকার দুষ্কর, সেইরূপ সমস্ত রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত করা একেবারে অসম্ভব। আমি মনে করি, কি দেবতা, কি অসুর, কাহার সে বধ্য নহে কিন্তু আমি তাহার বিনাশের এক উপায় বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। তাহার সীতা নামে এক সুরূপা সুমধ্যমা ভার্য্যা আছে। সে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা ও

পূর্ণযৌবনা। তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠবের কথা আর কি বলিব, সে একটী স্ত্রীরত্ন। তাহার তুল্য সীমন্তিনী কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি অপ্সরা, কি পন্নগী, কেহই নহে; মানুষীর কথা আর কি বলিব? আপনি মহাবনে কোন উপায় দ্বারা রামকে মোহিত করিয়া সেই সীতাকে অপহরণ করুন। তাহা হইলেই রাম সীতাবিরহিত হইয়া কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিবে না।

রাবণ তাহার এই কথা রুচিকর বলিয়া বোধ করিল এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল,—অকম্পন! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই করিব। আমি এই রাত্রি প্রভাতেই একাকী সারথিকে লইয়া তথায় গমন করিব এবং সীতাকে হৃষ্টচিত্তে এই মহাপুরীতে আনয়ন করিব। এই বলিয়া রাবণ গর্দ্দভ যুক্ত সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্ব্বক দিক্ সমুদায় সমুদ্ভাসিত করিয়া চলিল। ঐ প্রদীপ্ত রথ নীল আকাশ পথে উপস্থিত হইয়া জলদোপরি চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাবণ বহু দূর পথ অতিক্রম করিয়া তাড়কাতনয় মারীচের আশ্রমে উপস্থিত হইল। তখন মারীচ স্বয়ং তাহাকে পাদ্য আসন দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মানুষদুর্লভ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদানপূর্ব্বক আগমন-প্রয়োজন জানিবার নিমিত্ত মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল,—মহারাজ! আপনার সমস্ত পরিবারদিগের কুশল ত? আপনি যখন একাকী এত শীঘ্র আমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন, তখন না জানি কোন ভয়সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে!

তখন রাবণ কহিল,—মারীচ! অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম, সীমান্তপাল খরদূষণাদির সহিত জনস্থানের অবধ্য সমস্ত রাক্ষসকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছে। আমি তাহার ভার্য্যাকে হরণ করিব, তদ্বিষয়ে তুমি আমার সাহায্য কর। মারীচ কহিল,—রাক্ষসরাজ! কোন্ মিত্ররূপী শত্রু তোমার কাছে সীতার কথা কহিল? তুমি পূর্ব্বে কাহার অবমাননা করিয়াছিলে? সে তোমার অতুলৈশ্বর্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া কপট মিত্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই দুর্ব্বুদ্ধি ঘটাইতেছে! সীতাকে হরণ করিয়া আনিতে হইবে, এ পরামর্শ তোমাকে কে দিল, তাহা আমাকে বল। রাক্ষসকুলের শৃঙ্গচ্ছেদে কাহারই বা ইচ্ছা হইল! যে তোমাকে এইরূপ কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছে, সে তোমার শত্রু, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। সে তোমাকে দিয়া সর্পমুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের অভিলাষ করিতেছে। বল, কোন্ শত্রুই বা তোমার এইরূপ কর্ম্মের উপদেশ দিয়া বিনাশ মার্গে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে? রাজন্! তুমি সুখে নিদ্রা যাইতেছিলে, কে তোমার মস্তকে প্রহার করিল? দেখ,—রাবণ! সেই রঘুকুলতনয় রাম মত্তহস্তী, বিশুদ্ধ বংশ উহার শুণ্ড, তেজ উহার মদবারি, সুসংস্থিত বাহুদ্বয় উহার দন্ত; এক্ষণে যুদ্ধ করা দূরে থাক, তুমি উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও পারিবে না। এই রাম মানুষ হইলেও সাক্ষাৎ সিংহ, রণক্ষেত্রে অবস্থান করাই ইহাঁর অঙ্গসন্ধি ও কেশর, রণচতুর রাক্ষসমৃগ বিনাশ করাই ইহাঁর কার্য্য। শর অঙ্গ, শাণিত খড়্গ দশন, এক্ষণে সে নিদ্রিত আছে, তাহাকে জাগরিত করা তোমার উচিত নহে। রাম রসাতল

প্রবিষ্ট মহা সমুদ্র, শরাসন উহার কুম্ভীর, ভুজবেগ পঙ্ক, শর-সমুদায় ঊর্ম্মিমালা, মহাযুদ্ধ জল। হে রাক্ষসেন্দ্র! এই সমুদ্রের বড়বানলরূপ মুখে ঝাঁপ দেওয়া শ্রেয়স্কর নহে। এক্ষণে প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হইয়া সুখে লঙ্কায় গমন কর। তুমি স্বীয় পত্নীগণকে লইয়া নিত্য বিহার কর, রামও বনমধ্যে সীতার সহিত সুখী হউন। রাবণ মারীচের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তথা হইতে লঙ্কায় প্রস্থান করিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

—:*:—

এদিকে শূর্পণখা দেখিল, একমাত্র রাম দুর্দ্দান্ত চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে নিহত করিলেন, এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরাও যুদ্ধে হত হইল; তদ্দর্শনে মেঘনাদিনী নিশাচরী শোকভরে ভীষণ শব্দে পুনরায় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল এবং রামের এই অন্যদুষ্কর কার্য্য দেখিয়া যার পর নাই উদ্বিগ্নমনে রাবণ-পালিত লঙ্কা নগরীতে উপস্থিত হইল। তথায় যাইয়া দেখিল, প্রদীপ্ততেজা রাবণ সভামধ্যে দেবগণপরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় সচিবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যসন্নিভ কাঞ্চনময় উৎকৃষ্ট আসনে আসীন রহিয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, যেন সুবর্ণবেদি মধ্যে জ্বলন্ত হুতাশন বিরাজ করিতেছে। এই মহাবীর রাবণ করালবদন কৃতান্তের ন্যায় ঘোরদর্শন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মহাত্মা

ঋষিগণ ও অন্য প্রাণী ইহাকে কখন জয় করিতে পারে নাই। দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর চক্র প্রভৃতি দিব্যাস্ত্র প্রহারের চিহ্নসমুদায় ইহার দেহে দীপ্যমান রহিয়াছে। বক্ষঃস্থলে ঐরাবতের দশনাগ্রক্ষতও সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। উহার হস্ত বিংশতি, মস্তক দশ, বক্ষ বিশাল। উহার অঙ্গসমস্ত রাজ চিহ্নে চিহ্নিত, শরীর কান্তি স্নিগ্ধ, বৈদূর্য্য মণির ন্যায় শ্যামল এবং তপ্তকাঞ্চনভূষণে অলঙ্কৃত। দন্তগুলি শুভ্র, বাহু সুদীর্ঘ, বদন হাস্যযুক্ত, আকৃতি পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত ও সুদৃশ্য পরিচ্ছদে শোভিত হইতেছে। এই মহাবীর ক্ষোভ শূন্য সাগরের ক্ষোভ জন্মাইতে, পর্ব্বত শিখর নিক্ষেপ ও দেবগণের বিমর্দ্দন করিতে সমর্থ। সে পরদারাপহারী, ধর্ম্মের উচ্ছেদকারী ও যজ্ঞবিঘাতক এবং সমস্ত দিব্য অস্ত্রের প্রয়োগ কুশল। যে ভোগবতীতে গমন করিয়া বাসুকীকে পরাজয় পূর্ব্বক তক্ষকের প্রিয়ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিল। যে কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া নরবাহন কুবেরকে জয় করিয়া কামগামী পুষ্পক রথ আনয়ন করিয়াছিল। যে বীর ক্রোধভরে চৈত্ররথ নামক দিব্য কানন, তন্মধ্যবর্ত্তী সরোবর ও নন্দন বন উচ্ছিন্ন করিয়া উদয়োন্মুখ চন্দ্র সূর্য্যের গতিরোধ করিয়াছিল। যে পূর্ব্বকালে মহাবলে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার প্রীতির জন্য স্বীয় দশ মুণ্ড উপহার প্রদান করিয়াছিল, এবং তাঁহারই বরপ্রভাবে মানুষ ব্যতীত দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পক্ষী ও সর্প গণের সহিত যুদ্ধে মৃত্যু হইতে অভয় লাভ করিয়াছিল। যে মহাবল দ্বিজাতি গণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে পবিত্র সোমরস বলপূর্ব্বক আহরণ করিয়া থাকে। উহার গলদেশে দিব্যমাল্য

লম্বিত আছে, আকারে পর্ব্বতের ন্যায়, পরিধান দিব্য বস্ত্র ও দিব্য আভরণ, সেই দুষ্টপ্রকৃতি বেদবিদ্বেষী ক্রূরকর্ম্মা কর্কশ, নির্দ্দয়, প্রজাগণের অহিতকারী, সর্ব্বলোকভয়াবহ রাক্ষসেন্দ্র ভ্রাতা রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া রাক্ষসী শূর্পণখা ভয়বিহ্বলচিত্তে নিজের দুর্দ্দশা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

—:*:—

রাবণ! তুমি স্বেচ্ছাচারী ও কামোন্মত্ত হইয়া আছ, এ দিকে যে ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তোমার জানা উচিত হইলেও তাহার তুমি কিছুই জানিতে পারিতেছ না। যে মহীপতি গ্রাম্য সুখভোগে আসক্ত, লুব্ধ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়, প্রজারা তাহাকে শ্মশানাগ্নিবৎ অনাদর করিয়াই থাকে। যে রাজা উপযুক্ত কালে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, সে ঐ সমুদায় কার্য্য ও রাজ্যের সহিত বিনষ্ট হয়। যে রাজা দূত নিয়োগ করে না, প্রজারা যাহাকে কদাচ দেখিতে পায় না এবং নিতান্ত অস্বাধীন, হস্তী যেমন নদীগর্ভস্থ পঙ্ককে দূর হইতে পরিহার করে, সেইরূপ লোকেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যে রাজারা স্বাধিকৃত দেশসমুদায়কে পরায়ত্ত করিয়া রাখে, তাহারা সাগরমগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় কখনই প্রকাশ পায় না। তুমি

নিতান্ত অস্থিরচিত্ত, কোথায়ও একটী চর নিয়োগ কর নাই, তবে স্থিরচিত্ত জিতেন্দ্রিয় দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া কিরূপে রাজা থাকিতে পারিবে? রাক্ষস! তুমি বালস্বভাব, বুদ্ধিহীন, জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতেছ না, তবে কিরূপে রাজ্য করিতে পারিবে! যাহাদিগের দূত, ধনাগার ও নীতি অন্যের অধীন, তাহারা ত সামান্য লোকের সদৃশ; রাজন্যগণ দূরস্থ অনর্থসমুদায় একমাত্র দূত-মুখে জানিতে পারেন, এইজন্যই তাহাদিগকে চারচক্ষু বলিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, তোমার না আছে উপযুক্ত দূত, না আছে কার্য্যদক্ষ মন্ত্রী, সেইজন্য জনস্থানের স্বজন নিপাত জানিতে পারিতেছ না। এক মাত্র রাম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস, খর ও দূষণকে সংহার করিল, ঋষিদিগকে অভয় প্রদান করিয়াছে, দণ্ডকারণ্যকে ক্ষেমাস্পদ করিয়াছে এবং জনস্থানও বিধ্বস্ত করিল। তুমি লুব্ধ, প্রমত্ত ও পরাধীন সুতরাং স্বরাজ্যে সমুৎপন্ন বিপদ্ কিরূপে জানিতে পারিবে? যে রাজা নিজ অমাত্যাদি বিষয়ে তীব্র ব্যবহার করে, অল্পদাতা, প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ,তাদৃশ রাজাকে বিপত্তি কালে কেহই সহায়তা করে না। যে রাজা আত্মাভিমানী, ক্রুদ্ধ ও সকলের অগ্রাহ্য, বিপৎ আত্মীয় স্বজনও তাহাকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়। উহারা তাহার কোন কার্য্যই করে না, ভয় প্রদর্শন করিলেও ভয় করে না। সে রাজা সত্বর রাজ্যভ্রষ্ঠ হইয়া দরিদ্র ও তৃণতুল্য হইয়া পড়ে। শুষ্ক কাষ্ঠ, লোষ্ট্র বা ধূলি দ্বারাও কোন না কোন কার্য্য সাধন হইতে পারে, কিন্তু রাজ্য ভ্রষ্ট নরপতি দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পাদিত হয় না। পরিহিত বস্ত্র ও মর্দ্দিত মালার ন্যায়

রাজ্যপরিভ্রষ্ট রাজা কার্য্যকুশল হইলেও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যে রাজা সর্ব্বদা সাবধান, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ ও সর্ব্বদর্শী, তিনিই চিরদিন রাজ্য ভোগ করিতে পারেন। যিনি শয়নে নিদ্রিত থাকিলেও নীতি-চক্ষুতে জাগিয়া থাকেন, যাঁহার ক্রোধ ও প্রসাদ ফলকালে ব্যক্ত হয়, সেই রাজাই সকলের পূজ্য। রাবণ! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, সেইজন্য তোমার ঐ সকল গুণ কিছুই নাই। সেই জন্যই রাক্ষসদিগের এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড তোমার চরেরা জানিতে পারে নাই। তুমি কাহাকেও দৃক্‌পাত কর না, বিষয় সুখে অত্যাসক্ত, দেশ-কাল বিভাগ অনুসারে কোন কার্য্যই করিতে পার না, গুণ-দোষ বিচারে তোমার বুদ্ধি একবারেই খাটে না; সুতরাং তুমি রাজ্যচ্যুত হইয়া অচিরকালেই বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে।

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি গর্ব্বিত চতুরঙ্গবলেও বলিষ্ঠ রাক্ষসাধিপতি শূর্পণখার মুখে এই সমস্ত নিজদোষ শ্রবণ করিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর রাবণ শূর্পণখার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সরোষে জিজ্ঞাসা করিল,—ভগিনি! রাম কে? তাহার বলবীর্য্যই বা কিরূপ? আকার কি প্রকার? ঐ গহন দণ্ডকারণ্যে কি জন্য প্রবেশ করিয়াছে? যে অস্ত্রদ্বারা ঐ সমস্ত রাক্ষস ও খরদূষণ

এবং ত্রিশিরাকে সংহার করিল, সেই অস্ত্র শস্ত্রই বা কিরূপ? আর কেই বা তোমাকে বিরূপ করিল? এই সমস্ত তত্ত্ব আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল।

তখন রাক্ষসী ক্রোধে অধীর হইয়া কহিল,—রাবণ! রাম কন্দর্পের ন্যায় সুরূপ, রাজা দশরথের পুত্র, তাহার বাহু দীর্ঘ, চক্ষু বিশাল, চীর ও কৃষ্ণাজিন তাহার পরিধেয় বস্ত্র। সে ইন্দ্রধনুতুল্য সুবর্ণবলয়মণ্ডিত কোদণ্ড আকর্ষণ করিয়া উগ্রবিষ ভুজঙ্গের ন্যায় নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করে। সে সমরাঙ্গনে কখন শরগ্রহণ, শরমোচন বা ধনুরাকর্ষণ করে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা শস্য সমুদায় নাশ করেন, সেইরূপ কেবল সৈন্যই বিনাশ করিতেছে, ইহাই দৃষ্টি-গোচর হয়। পাদচারী এক মাত্র রাম তিন দণ্ডের মধ্যে তীক্ষ্ণ শরদ্বারা ভীমকর্ম্মা চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসসৈন্য ও খর দূষণকে সংহার করিয়াছে। ঋষিদিগকে অভয় দান ও দণ্ড-কারণ্য নিষ্কণ্টক করিয়াছে। একমাত্র আমাকেই স্ত্রীবধ-শঙ্কায় নাসাকর্ণচ্ছেদন করিয়া পরিত্যাগ করিল।

রাবণ! ইহার লক্ষ্মণ নামে এক ভ্রাতা আছে, সেও অতিশয় তেজস্বী এবং উহারই ন্যায় পরাক্রমশালী। সমরে দুর্জ্জয়, জয়শীল, বুদ্ধিমান্ ও বলবান্। সে ভ্রাতার নিতান্ত ভক্ত ও অত্যন্ত অনুরক্ত। সে রামের দক্ষিণবাহু ও বহিশ্চর প্রাণ। রামের ধর্ম্মপত্নী প্রিয়তমা সীতাও সঙ্গে আছে। সে সতত স্বামীর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে আসক্ত। তাহার চক্ষু আকর্ণ বিশ্রান্ত, মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র তুল্য, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। সে যশস্বিনী, সুকেশী ও সুরূপা। উহার ঊরু স্থূল ও

সুন্দর। উহার নখরগুলি ঈষৎ আরক্ত ও উন্নত, কটিদেশ ক্ষীণ, নিতম্ব স্থূল, স্তন যুগল স্থূল ও উন্নত। সে বনদেবীর ন্যায় অথবা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় ঐ বন মধ্যে বিরাজ করিতেছে। দেবী, গন্ধর্ব্বী, যক্ষী ও কিন্নরীও রূপে ইহার তুল্য নহে। বলিতে কি, তাদৃশী রূপবতী নারী এই মহীতলে আমি আর পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। সেই সীতা যাহার ভার্য্যা হইবে, সে যাহাকে হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন করিবে, সে এই ত্রিলোকমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিবে। রাবণ! সেই সুশীলা অপ্রতিমরূপবতী সীতা তোমারই যোগ্য, তুমিও তাহার উপযুক্ত পতি। আমি তোমারই ভার্য্যা করিবার নিমিত্ত তাহাকে আনিতে উদ্যত ছিলাম, কিন্তু ক্রূর লক্ষ্মণ আমাকে বিরূপ করিয়া দিল। অধিক কি সেই পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা বিদেহতনয়াকে একবার দেখিলেই তোমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিবে। এক্ষণে যদি তুমি উহাকে ভার্য্যাভাবে লইতে ইচ্ছা কর, তবে শীঘ্র জয়ের নিমিত্ত দক্ষিণ পদ উত্তোলন কর। হে রাক্ষসেশ্বর! যদি আমার বাক্য তোমার রুচিকর হয়, তবে এখনই নিঃশঙ্কচিত্তে আমার বচন প্রতিপালন কর। রাম ও লক্ষ্মণকে নিতান্ত অশক্ত জানিয়া বলপূর্ব্বক সেই অবলাকে হরণ কর। রাম জনস্থানবাসী সমস্ত নিশাচর ও খর দূষণকে নিহত করিয়াছে, আমার মুখে এই কথা শুনিয়া এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহারই অনুষ্ঠান কর

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

—:০:—

অনন্তর রাবণ শূর্পণখার সেই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সচিবগণের সহিত কর্ত্তব্য বিষয় স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং কর্ত্তব্য কার্য্যের দোষ, গুণ ও বলাবল স্থিরীকরণ পূর্ব্বক তাহাদিগেরই অনুমতি অনুসারে যানশালায় প্রবেশ করিল। তথায় প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিয়া সারথিকে কহিল,—সারথে! রথ যোজনা কর। ক্ষিপ্রহস্ত সারথি আদিষ্ট মাত্র ক্ষণকাল মধ্যেই তাহার অভিমত উৎকৃষ্ট রথ আনয়ন করিল। ঐ রথ কাঞ্চনময় রত্নখচিত, উহাতে স্বর্ণালঙ্কৃত পিশাচবদন গর্দ্দভে সংযোজিত রহিয়াছে। রাক্ষসাধিপতি রাবণ সেই মনোরথগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক জলদগম্ভীর শব্দে সমুদ্রাভিমুখে চলিল। তাহার মস্তকে শ্বেতছত্র, উভয় পার্শ্বে শ্বেত চামর, অঙ্গে স্বর্ণ-অলঙ্কার, বর্ণ স্নিগ্ধ বৈদূর্য্য মণির ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার দশমুখ এবং বিংশতি হস্ত, পরিচ্ছদও অতি সুদৃশ্য। সে দেবগণের পরম শত্রু, মুনীন্দ্রহন্তা, গমনকালে উহাকে দশশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এবং কামগামী ঐ কাঞ্চনময় রথে অবস্থান করায় আকাশে বিদ্যুন্মণ্ডলমণ্ডিত বলাকাযুক্ত মেঘবৎ শোভা ধারণ করিল।

ক্রমশ রাবণ সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তথায় শৈলরাজিসমন্বিত সহস্র সহস্র বৃক্ষ

বিবিধ ফলপুষ্পে অবনত হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে শীতল স্বচ্ছসলিল সরোবর ও বেদি বিভূষিত প্রশস্ত আশ্রম সকল রহিয়াছে। কোথায় কদলীবন, কোথায়ও নারিকেল, কোন স্থান বা সাল, তাল ও পুষ্পিত তমাল তরু দ্বারা উপশোভিত। ঐ স্থানে সর্প ও পক্ষিগণ আশ্রয় লইয়াছে, সংযতাহার মহর্ষিরা তথায় বাস করিতেছে, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ আসিয়া বিচরণ করিতেছে। বীতস্পৃহ সিদ্ধ ও চারণ, বৈখানস ও মরীচিপায়ী, বালখিল্ল প্রভৃতি মহর্ষিরা তপঃসাধন করিতেছেন। ক্রীড়াসক্তা অপ্সরা সুরূপা দেব-রমণীরা দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্য ধারণ পূর্ব্বক বিহার করিতেছে। উহা অমৃতভোজী দেব দাণবগণের আশ্রয়, হংস, কারণ্ডব ও সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গমগণে সতত আকীর্ণ। উহা নিরন্তর সাগরতরঙ্গে শীতল হইয়া আছে, বৈদূর্য্যমণিও তথায় সুপ্রচুর রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের এবং যাহারা তপোবলে স্বর্গলোক অধিকার করিয়াছে, তাঁহাদিগের বিশাল কামগামী বিমান বিরাজ-মান আছে; ঐ সমস্ত বিমান শুভ্র দিব্য মাল্যে সুশোভিত এবং গীত বাদ্যে ধ্বনিত হইতেছিল। কোথাও নির্য্যাস-মূল চন্দনবৃক্ষ, কোথায়ও ঘ্রাণ তৃপ্তিকর অগুরু, কোথায়ও সুগন্ধফল তক্কোল পাদপ, কোথায়ও তমালপুষ্প ও মরীচগুল্ম, তীরভূমিতে শুষ্ক মুক্তাসমূহ ও উৎকৃষ্ট প্রবাল রাশি, কোথায়ও কাঞ্চনশৃঙ্গ ও রজতময় শৈল, নির্ম্মল সলিল মনোজ্ঞ প্রস্রবণ, কোথায়ও ধন ধান্য পরিপূর্ণ হস্ত্যশ্বরথ সমাকীর্ণ স্ত্রীরত্নসঙ্কুল নগর।

রাক্ষসরাজ রাবণ সমুদ্র উপকূলে মৃদু-মারুত-হিল্লোলে সুস্নিগ্ধ, সুরলোকতুল্য এই নগর দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে সেই সমুদ্রকূলে সুনীল মেঘবর্ণ এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইল। উহার মূলে মুণিগণ তপশ্চরণ করিতেছেন। উহার শাখা প্রশাখা সমুদায় শত যোজন বিস্তৃত। মহাবল গরুড় মহাকায় হস্তী ও কচ্ছপকে লইয়া ভক্ষণার্থ ইহারই অন্যতম শাখায় উপবেশন করিয়াছিল, গরুড় উপবিষ্টমাত্র তাহার দেহভারে পর্ণবহুল সেই শাখা ভাঙ্গিয়া যায়। উহারই নিম্নদেশে বৈখানস, মাষ, বালখিল্য, মরীচিপ, আজ ও ধুম্র নামক মহর্ষিগণ অবস্থান করিতেছিলেন। শাখা পতনে পাছে তাঁহাদের কোন অনিষ্ট হয়, এই শঙ্কায় ধর্ম্মাত্মা গরুড় দয়া পরবশ হইয়া এক পদে ঐ শত যোজন বিস্তৃত ভগ্নশাখা ও গজকচ্ছপকে গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে অন্যত্র গমন করিল। যাইতে যাইতে আকাশ পথেই ঐ গজ-কচ্ছপের মাংস ভক্ষণ শাখা প্রক্ষেপ দ্বারা নিষাদরাজ্যের উচ্ছেদ সাধন ও মুনিগণকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া অতুল আনন্দলাভ করিল এবং এই আনন্দে তাহার বিক্রম দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। তখন সে অমৃত হরণের অভিলাষী হইয়া লৌহশৃঙ্খল নির্ম্মিত জাল ছিন্ন ও রত্নগৃহ ভেদ করিয়া ইন্দ্রভবন হইতে সুগুপ্ত অমৃত হরণ করিল। রাবণ সমুদ্র কুলে যাইয়া সেই মহর্ষি সেবিত ভগ্নশাখ সুভদ্রনামক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইল।

অনন্তর সে সমুদ্র পার হইয়া বনমধ্যে নির্জ্জন পবিত্র রমণীয় এক আশ্রম দেখিতে পাইল। ঐ আশ্রমে কৃষ্ণাজিন

ও জটামণ্ডলধারী সংযতাহার মারীচ বাস করিতেছিল। রাবণ ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলে সে তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা ও মানুষদুর্লভ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিয়া যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিল,—রাজন্! তোমার লঙ্কানগরীর সর্ব্বথা কুশল ত? তুমি কি জন্য এত শীঘ্র এস্থানে আগমন করিলে? বচন রচনা চতুর রাবণ মারীচকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিতে লাগিল।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

—:*:—

বৎস মারীচ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি, এরূপ অবস্থায় তুমিই আমার এক মাত্র সহায়। তুমি জনস্থানের বৃত্তান্ত সমস্তই জানিতে পারিতেছ। তথায় আমার ভ্রাতা খর, মহাবাহু দূষণ, ভগিনী শূর্পণখা, মাংসাশী মহাবল ত্রিশিরা ও অন্যান্য যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর নিশাচরগণ আমারই নিয়োগে বাস করিতেছিল। আমারই নিয়োগে মহারণ্যে ধর্ম্মচারী মুনিদিগের উপর অত্যাচার করিত। ঐ সকল ভীমকর্ম্মা রাক্ষসের সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র। উহারা খরের মতানুবর্ত্তী হইয়া এক্ষণে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেই মানুষ রাম মুখে কোন নিষ্ঠুর কথা না বলিয়া জাতক্রোধে কেবল শর মোচনই করে এবং পদাতি হইয়াও সমস্ত রাক্ষসকে সংহার

করিয়াছে। সে যুদ্ধে খর ও দূষণকে নিপাত করিয়া ত্রিশিরা-কেও রণশায়ী করিয়াছে। দণ্ডকারণ্য এখন নির্ভয় করিল। মারীচ! পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া যাহাকে ভার্য্যার সহিত নির্ব্বাসিত করিল, সেই ক্ষীণপ্রাণ ক্ষত্রিয়াধম আমার সমস্ত রাক্ষস সৈন্য নির্ম্মূল করিয়াছে। সে দুঃশীল, ক্রূর, উগ্রপ্রকৃতি, মূর্খ, লুব্ধ ও অজিতেন্দ্রিয়। তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই নাই, সে কেবল জীবগণের অহিতাচরণই করিয়া থাকে। যে বিনাপরাধে কেবল বলদর্পে আমার ভগিনীকে নাসা কর্ণ ছেদন দ্বারা বিরূপিণী করিয়া দিয়াছে, আমি তাহার দেবরূপিণী ভার্য্যা সীতাকে স্ববিক্রমে জনস্থান হইতে নিশ্চয়ই আনিব। হে মহাবল! তুমি পার্শ্বে থাকিয়া আমার সহায় হইলে ভ্রাতৃগণের সহিত আমি দেবগণকেও গণনা করি না। অতএব তুমি আমার সহায় হও, তুমিই এই কার্য্যে সম্পূর্ণ সমর্থ। কি বীর্য্যে, কি যুদ্ধে, কি বলদর্পে তোমার তুল্য আর কেহ নাই। তুমি উপয়াবধারণে মহাবীর, মায়া বিস্তারে বিলক্ষণ দক্ষ। এই জন্যই তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার সাহায্যবিষয়ে তোমায় যাহা করিতে হইবে তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি রজতবিন্দু বিচিত্রিত সুবর্ণময় মৃগ হইয়া সেই রামের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক সীতার সম্মুখে বিচরণ কর। সীতা বিচিত্র মৃগরূপী তোমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই তাহার স্বামী রাম ও লক্ষ্মণকে বলিবে,—"এই মৃগ আমায় ধরিয়া দাও"। অতঃপর রাম ও লক্ষ্মণ আশ্রম হইতে নির্গত হইলে শূণ্য আশ্রম পাইয়া অবাধে পরম সুখে রাহু যেমন চন্দ্রপ্রভাকে গ্রাস করে, সেইরূপ সীতাকে হরণ করিব।

অনন্তর রাম সীতাবিরহে নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, আমিও তখন কৃতকার্য্য হইয়া বিনা ক্লেশে বিশ্বস্তচিত্তে উহাকে বিনাশ করিতে পারিব।

রাবণের এই বাক্য শ্রবণ মাত্র মারীচের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল এবং যার পর নাই ভীত, দুঃখিত ও মৃতকল্প হইয়া শুষ্ক ওষ্ঠেয় লেহন করিতে করিতে রাবণের দিকে অনিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিল।

সপ্তত্রিংশ সর্গ

অনন্তর মারীচ নিতান্ত বিষণ্ণহৃদয়ে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক তাহার ও নিজের হিতোদ্দেশে কহিতে লাগিল,—রাজন্! কেবল প্রিয় কথা বলে এরূপ লোক সর্ব্বদা সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। তুমি অত্যন্ত চপল ও তোমার যোগ্য দূতও কুত্রাপি নাই, সেই জন্য তুমি মহাবীর্য্য গুণশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র সদৃশ বরুণ প্রভাব রামকে জানিতে পারিতেছ না। রাম যদি ক্রোধপরবশ হইয়া সমস্ত জগৎ রাক্ষস শূন্য না করেন, তাহা হইলেই আমাদের কুশল। তোমার যেরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, তোমারই জীবিত নাশের জন্য জনকাত্মজা সীতার জন্ম হইয়াছে। এই সীতার জন্যই তোমার ঘোর বিপত্তি উপস্থিত। স্বেচ্ছাচারী

উচ্ছৃঙ্খল তোমাকে অধিপতি পাইয়া লঙ্কাপুরী আজ রাক্ষসগণ ও তোমার সহিত ছারখার হইয়া যাইবে। ভবাদৃশ কামচারী দুর্ব্বৃত্ত পাপাচারী দুর্ম্মতি রাজা রাজ্য ও আত্মীয়বর্গের সহিত আপনাকেও নষ্ট করিয়া থাকে। বৎস! রাম পিতার পরিত্যক্ত পুত্র নহেন। লোকমর্য্যাদা হইতে তিনি কিঞ্চিৎমাত্রও বিচ্যুত হন নাই। তাঁহাকে লুব্ধ, দুর্ব্বৃত্ত, ক্ষত্রিয়াধম ও ধর্ম্মগুণহীন মনে করিও না। তিনি সর্ব্বপ্রাণীর হিতকর কার্য্যে সতত আসক্ত। ধর্ম্মাত্মা রাম পিতাকে কৈকেয়ী কর্ত্তৃক প্রতারিত দেখিয়া তাঁহার সত্যবাদিত্ব রক্ষা করিবার জন্যই স্বয়ং বনে আসিয়াছেন। তিনি কেবল কৈকেয়ীর ও পিতা দশরথের প্রিয় কামনায় রাজ্য ও ভোগবাসনা পরিহার করিয়া দণ্ডকবনে প্রবেশ করিয়াছেন। রাবণ! রাম কর্কশ নহেন, মূর্খ নহেন, অজিতেন্দ্রিয় নহেন, তাঁহাতে মিথ্যার প্রসঙ্গও শুনি নাই। সুতরাং তাঁহার প্রতি ঐরূপ কথা বলা তোমার কর্ত্তব্য নহে। রাম মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম, সাধু ও সত্যবাদী। ইন্দ্র দেবগণের রাজা, সেইরূপ তিনিও সর্ব্বলোকের রাজা। সীতা স্বীয় পাতিব্রত্য বলে আপনি আপনাকে রক্ষা করিতেছেন, তুমি কোন্ সাহসে সূর্য্য হইতে তদীয় প্রভার ন্যায় সেই রামের সীতাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? শরজাল যাহার অসহ্য শিখা, অসি চাপ যাহার কাষ্ঠ, সেই প্রজ্বলিত রামাগ্নিতে তুমি সহসা প্রবেশ করিও না। রাবণ! তুমি রাজ্য, সুখ ও অভীপ্সিত প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া দুঃসহ শরশিখাপ্রদীপ্ত শরাসনধারী শত্রুসেনাপহারী অত্যুগ্র কালা-

ন্তকতুল্য রামের নিকট যাইও না। জনকাত্মজা সীতা যাঁহার, তাঁহার তেজ বাক্যমনের অগোচর। তুমি সেই রাম-রক্ষিতা সীতাকে হরণ করিতে পারিবে না। সীতা সিংহ-বিক্রান্ত নরসিংহ রামের প্রাণাপেক্ষায় প্রিয়তরা। তুমি সেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বিনী পতিপরায়ণা মৈথিলীকে কোনরূপে পরাভব করিতে পারিবে না। হে রাক্ষসেশ্বর! তোমার বৃথা উদ্যমের ফল কি? রণাঙ্গনে তাঁহাকে দেখিবামাত্র তোমার আয়ুঃশেষ হইয়া যাইবে। তুমি এক্ষণে জীবনসুখ ও দুর্লভ রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভীষণ প্রভৃতি ধার্ম্মিক সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা কর। এবং দোষ, গুণ ও বলাবল অবধারণপূর্ব্বক নিজের ও রামের বল বিক্রম যথার্থত বিচার করিয়া যাহাতে তোমার হিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান কর। রাজন্! আমার বোধ হয়, রণস্থলে রামের সহিত তোমার সমাগম হওয়া উচিত নহে। যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, সেইরূপ যুক্তি-যুক্ত ভাল কথাই তোমাকে পুনরায় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

অষ্টত্রিংশ সর্গ

কোন সময়ে আমিও হস্তিসহস্রের বলধারণ করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম। আমার দেহ পর্ব্বতা-কার, বর্ণ নীলমেঘের ন্যায়, কর্ণে তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিত কুণ্ডল, মস্তকে কিরীট; হস্তে পরিঘ অস্ত্র ধারণ করিয়া সর্ব্ব-

লোকের ভয়োৎপাদন ও ঋষি মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক দণ্ড-কারণ্যে বিচরণ করিতাম। অনন্তর একদা ধর্ম্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র আমার ভয়ে ভীত হইয়া মহারাজ দশরথের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—মহারাজ! আমি মারীচ নামক রাক্ষস হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, অদ্য যজ্ঞসময়ে রাম সমাহিত চিত্তে আমায় রক্ষা করুন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা দশরথ মুনিকে কহিলেন,—দেখুন, রামের বয়স এখনও ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, এখনও উঁহার অস্ত্র শিক্ষা হয় নাই। আমার যথেষ্ট সৈন্য আছে, উহারা আমার সঙ্গে যাইবে, আমি চতুরঙ্গ বলের সহিত স্বয়ং যাইয়া আপনার অভিলাষানুরূপ শত্রুগণকে বধ করিব। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন,—রাজন্! তুমি সমরক্ষেত্রে দেবগণকেও রক্ষা করিয়াছ, সুতরাং তোমার কীর্ত্তি ত্রিলোকে বিদিত আছে কিন্তু রাবণাশ্রিত সেই রাক্ষস মারীচের পক্ষে অন্য বল পর্য্যাপ্ত নহে। হে পরন্তপ! তোমার অন্য বল যথেষ্ট আছে, তাহা এই স্থানেই থাকুক। তোমার এই মহাতেজা রাম বালক হইলেও রাক্ষস নিগ্রহে সমর্থ। অতএব আমি রামকে লইয়া গমন করিব, তোমার মঙ্গল হউক।

এই কথা বলিয়া সেই মহামুনি রাজকুমারকে লইয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। রাম তখন দণ্ড-কারণ্যে উপস্থিত হইয়া বিচিত্র ধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক যজ্ঞ-দীক্ষিত বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারই সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাম তৎকালে অতি অল্প বালক

ছিলেন। শ্যামবর্ণ সুভদর্শন একবস্ত্রধারী ধনুর্দ্ধর ও শিখা বিশিষ্ট। শ্রীমান্ রাম স্বীয় তেজে দণ্ডকারণ্যকে সুশোভিত করিয়া নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে ছিলেন। আমি ব্রহ্মদত্ত বরে দর্পিত হইয়া সহসা আশ্রম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। রাম দেখিলেন, আমি অস্ত্র উত্তোলন করিয়া সহসাই প্রবেশ করিলাম, তিনি আমাকে দেখিয়া অনাকুলিত-চিত্তে ধনুতে জ্যারোপণ করিলেন। আমি অজ্ঞানবশতঃ রামকে বালক বোধে অগ্রাহ্য করিয়া দ্রুতবেগে বিশ্বামিত্রের বেদির দিকে ধাবিত হইলাম। রাম আমাকে লক্ষ্য করিয়া এক শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। আমি ঐ বাণের আঘাতে আহত হইয়া শতযোজন দূরস্থিত সমুদ্রে গিয়া পড়িলাম। তৎকালে মহাবীর রাম আমাকে একেবারে প্রাণে মারিবেন এরূপ ইচ্ছা না করায়, কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইলাম বটে কিন্তু তাঁহার শরবেগে রণস্থল হইতে নিরস্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া গভীর সাগর জলে পতিত হইয়াছিলাম। বৎস! বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রতিগমন করি। এইরূপে আমি কোনরূপে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম কিন্তু তিনি বয়সে বালক, অস্ত্রবিদ্যায় তাদৃশ দক্ষ না হইলেও আমার অন্যান্য সহচরদিগকে অক্লেশে বিনাশ করিয়া-ছিলেন। এই জন্য আমি তোমাকে নিবারণ করি, তুমি তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। তাঁহার প্রতি বৈরা-চরণ করিলে অচিরকালের মধ্যেই ঘোর বিপদে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইবে। এক্ষণে যাহারা মনের সুখে ক্রীড়া করিতেছে,—সমাজ ও উৎসবাদি দর্শনে পরম প্রীতি লাভ

করিতেছে, তাহাদিগকে অকারণ সন্তপ্ত করিবে ও চেষ্টা করিয়া তাহাদের মৃত্যু ঘটাইবে। একমাত্র সীতার জন্য এই হর্ম্ম্যরাজিবিরাজিত প্রাসাদসঙ্কুল নানারত্নবিভূষিত লঙ্কাকে বিধ্বস্ত দেখিবে। দেখ, শুদ্ধচিত্ত লোকেরা স্বয়ং পাপাচরণ না করিলেও পাপীর সংশ্রবে সর্পের হ্রদে মৎস্যের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর যাহারা এখন দিব্য চন্দনে শরীর অনুলিপ্ত করিতেছে, দিব্য আভরণে আপনাকে অলঙ্কৃত করিতেছে, ঐ সমুদায় রাক্ষস তোমার দোষে নিহত ও ভূমিতে পতিত হইতেছে দেখিতে পাইবে। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা কেহ বা হতদার কেহ বা দারার সহিত দশদিকে পলায়ন করিতেছে দেখিতে পাইবে। লঙ্কাকেও নিঃসন্দেহ শরজালে সমাকীর্ণ, অনল শিখায় পরিব্যাপ্ত ও ভস্মাবশিষ্ট দেখিতে পাইবে। পরদার অপহরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর জগতে কিছু নাই। রাজন্! তোমার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র প্রমদা আছে, তুমি তাহাদিগকে লইয়া সুখী হও, রাক্ষসকুল রক্ষা কর। মান, উন্নতি, রাজ্য, নিজের প্রিয় প্রাণ, সুরূপা পত্নী ও মিত্রবর্গ, এই সমুদায় যদি তুমি চিরদিন ভোগ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে রামের অপ্রিয় কার্য্য কখনও করিও না। আমি তোমার সুহৃদ, আমি তোমাকে বারংবার নিবারণ করিতেছি, যদি আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া সীতার অবমাননা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রামের শরে হতবীর্য্য ও ক্ষীণবল হইয়া বান্ধবের সহিত যমালয়ে গমন করিবে।

একোন চত্বারিংশ সর্গ।

—:*:—

রাজন্! বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যুদ্ধকালীন রামের হস্ত হইতে আমি কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, সম্প্রতি আবার যে গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাও শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে ঐরূপে পরাভূত হইয়াও কিছুমাত্র নির্ব্বেদ প্রাপ্ত না হইয়া মৃগরূপী দুইজন রাক্ষসের সহিত পুনরায় দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম। এবারে আমি প্রদীপ্ত রসনা, বিশাল দশন, তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক মাংসাশী মহামৃগ হইয়া দণ্ডকে বিচরণ করিতে লাগিলাম। অগ্নিহোত্র, তীর্থ, চৈত্যবৃক্ষে ঘোরমূর্ত্তিতে ধর্ম্মচারী তাপসগণকে বধ করিয়া তাহাদের রুধির পান ও মাংস ভোজনে প্রবৃত্ত হইলাম। তৎকালে আমি ঋষিমাংস ভোজনে ও রুধির পানে মত্ত হইয়া এরূপ ক্রূর ও ভীষণমূর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছিলাম, যে বনের অন্যান্য জন্তুরা আমাকে দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিল।

অনন্তর আমি একদা ঐ দণ্ডক বনে বিচরণ করিতে করিতে ধর্ম্মচারী তাপসব্রতধারী রামকে, মহাভাগা বৈদেহীকে এবং মহাবল লক্ষ্মণকে- দেখিতে পাইলাম। রামকে দেখিবামাত্র আমার মনে পূর্ব্ববৈর ও পূর্ব্বপ্রহার স্মরণ হইল। তখন আমি ক্রোধে অধীর হইয়া উহার প্রাণ বিনাশ বাসনায় সামান্য বনবাসী তপস্বী বোধে ধাবমান হইলাম।

রাম আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সুমহৎ ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক তিনটী শত্রুবিনাশন শাণিতশর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ

বজ্র সঙ্কাশ ঘোরাকৃতি রক্তলোলুপ বাণত্রয় মিলিত হইয়া বায়ু-বেগে আগমন করিতে লাগিল। আমি রামের বিক্রম পূর্ব্বেই জানিতাম ও পূর্ব্ব হইতে শঙ্কিত ও সাবধান ছিলাম, সেইজন্য তথা হইতে পলায়ন করিলাম।' অপর রাক্ষস দুইজন তৎক্ষণাৎ নিহত হইল। আমি তৎকালে কোনরূপে বাণপথ হইতে মুক্ত হইয়া জীবন রক্ষা করিলাম। অতঃপর যোগী তাপসব্রতধারী হইয়া একাগ্রচিত্তে এইস্থানে প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়া আছি। বলিতে কি, আমি সেইদিন হইতে সেই চীরবসন ধনুর্দ্ধারী রামকে পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় বৃক্ষে বৃক্ষে দেখিতে পাই। রাবণ! আমি ভয়াকুল হইয়া সহস্র সহস্র রামকে সতত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এই সমস্ত অরণ্যই যেন রামময় বলিয়া আমার জ্ঞান হয়। যে বনে রামের সম্পর্ক মাত্র নাই, সেখানেও রামকে দেখি; অধিক কি নিদ্রাবস্থায়ও তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জাগ্রদবস্থার ন্যায় প্রলাপ করিয়া থাকি রত্ন, রথ প্রভৃতি রকারাদি শব্দের নাম শুনিলেও আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আমি তাঁহার প্রভাব বিশেষ রূপে অবগত আছি, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার কোনরূপে উচিত নহে। তিনি মনে করিলে বলি বা নমুচিকেও সংহার করিতে পারেন। তুমি রামের সহিত যুদ্ধই কর অথবা ক্ষমাই কর, যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার, কিন্তু যদি আমাকে জীবিত দেখিতে চাও, তবে আর রামের কথা আমার কাছে উল্লেখ করিও না। এজগতে অনেক সাধু ও যোগরত ধার্ম্মিক লোকেরাও অন্যের অপরাধে সপরিবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর আমিও কি তোমার অপরাধে সমস্তই হারাইব? রাক্ষসরাজ!

তোমার যাহা বিবেচনা হয় তাহাই কর, আমি কিন্তু তোমার অনুগমন করিব না। রাম অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও মহাবল। তিনি রাক্ষসকুলের যে উচ্ছেদ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। এক্ষণে তুমিই বিবেচনা করিয়া বল দেখি, শূর্পণখার জন্য খরই অগ্রে রামের নিকট যুদ্ধার্থী হইয়া গিয়াছিল। অক্লিস্টকর্ম্মা রাম তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন, ইহাতে রামের কি অপরাধ হইয়াছে? রাজন্! আমি তোমার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, আমি যাহা বলিতেছি তাহা যদি তুমি না শুন, তবে আজিই তোমায় রামের ভীষণ শরে সবান্ধবে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

চত্বারিংশ সর্গ।

—:*:—

মারীচের ঐ সমুদায় বাক্য কালোচিত, হিতকর ও যুক্তিযুক্ত হইলেও মুমূর্ষুর ঔষধের ন্যায় আসন্নমৃত্যু রাবণ উহা গ্রহণ করিল না। প্রত্যুত অসঙ্গত কর্কশ বাক্যে কহিতে লাগিল;—মারীচ! দুষ্কুলজাত! তুমি আমাকে যে সকল কথা কহিলে,—উহা অযুক্ত এবং ঊষর ক্ষেত্রে উপ্তবীজের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল। তুমি এই বাক্যদ্বারা সেই মূর্খ পাপাত্মা নরাধমের সহিত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। যে, স্ত্রীলোকের অসার বাক্য শুনিয়া মাতা, পিতা, রাজ্য ও আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একেবারেই বনে আসিয়া

উপস্থিত হইল, সেই খরহন্তা রামের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যা সীতাকে তোমারই সমক্ষে অবশ্যই হরণ করিব; ইহা আমার স্থির সংকল্প। এখন ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবাসুর আসিয়াও আমায় এ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্তি করিতে পারিবেন না। কোন কার্য্যের সংশয় উপস্থিত হইলে যদি তৎসংক্রান্ত দোষ, গুণ, উপায় ও অপায়ের কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতাম, তবে তুমি আমাকে ঐ সমস্ত কথা বলিতে পারিতে; যে মন্ত্রী বিজ্ঞ,রাজা ও নিজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,তাঁহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রভুর নিকট প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। এবং রাজনীতিনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে যাহা অপ্রতিকূল, হিতকর ও যুক্তিসঙ্গত, তাহাই বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজার নিকট কহিবেন, হিতকর বাক্যও যদি রাজার মান হানিকর হয়, তবে সম্মানার্থী রাজা উহা কখন অভিনন্দন করেন না। অতুল বিক্রম রাজা, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম ও বরুণ এই পঞ্চ দেবতার রূপ ধারণ করেন;—হে ক্ষণদাচর! সেইজন্য ইহাতে উগ্রতা, বিক্রম, দয়া, দণ্ড ও প্রসন্নতা এই পাঁচটী ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। এই কারণেই তাঁহারা সকল অবস্থা ও সকল সময়েই মান্য ও পূজ্য হইয়া থাকেন। মারীচ! আমি তোমার গৃহে অভ্যাগত, তুমি রাজধর্ম্ম কিছুমাত্র না জানিয়া কেবল মূর্খতা ও দুঃশীলতা নিবন্ধনই আমাকে এই-রূপ কঠোর বাক্য কহিতেছ। আমি এবিষয়ে দোষ, গুণ বা হিতাহিতের কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি নাই। এইমাত্র কহিতেছি,—তুমি আমার সঙ্কল্পিত কার্য্যে সাহায্য কর।

এক্ষণে ঐ কার্য্যের সাহায্যবিষয়ে যাহা করিতে হইবে তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি রজতবিন্দু-চিত্রিত সুবর্ণ-ময় মৃগ হইয়া রামের আশ্রমে সীতার সম্মুখে বিচরণ কর এবং সীতাকে প্রলোভিত করিয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও। সীতা তোমাকে কাঞ্চনমৃগ দেখিয়া বিস্মিত হইবে। এবং তোমাকে শীঘ্র ধরিবার নিমিত্ত রামকে বলিবে। রাম তোমাকে ধরিবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে দূরে নিস্ক্রান্ত হইলে তুমি তখন,—হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রাম-বাক্যানুরূপ আহ্বান করিতে থাকিবে। লক্ষ্মণ উহা শ্রবণ করিয়া সীতার আগ্রহাতিশয় বশতঃ এবং ভ্রাতৃস্নেহে সসম্ভ্রমে রামের অনুসরণ করিবে। রাম ও লক্ষ্মণ এইরূপে আশ্রম হইতে নিস্ক্রান্ত হইলে আমি পরম সুখে শচীকে ইন্দ্রের ন্যায় সীতাকে হরণ করিব। মারীচ! তুমি আমার এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যথা ইচ্ছা গমন কর। আমি তোমাকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিব। এখন তুমি কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত শান্তমূর্ত্তিতে গমন কর, তোমার পথে মঙ্গল হউক। আমি তোমার পশ্চাৎই রথারোহণ পূর্ব্বক যাইতেছি। এইরূপে বিনাযুদ্ধে রামকে বঞ্চনা ও সীতাকে লাভ করিয়া তোমারই সহিত লঙ্কায় যাইব। মারীচ! যদি তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, তবে অদ্যই আমি তোমাকে বধ করিব। অতঃপর মরণ ভয়েও তোমাকে এই কার্য্য অবশ্য করিতে হইবে। দেখ, রাজার প্রতিকূল আচরণ করিলে কেহই সুখলাভ করিতে পারে না। রামের সমীপে উপস্থিত হইলে তোমার জীবনের সংশয় আছে বটে, কিন্তু আমার

সহিত বিরোধেও তোমার মৃত্যু নিশ্চয় ; এই উভয় দিক্ বুঝিয়া যাহা শ্রেয় বোধ কর, তাহাই কর।

একচত্বারিংশ সর্গ।

—:*:—

রাবণ রাজযোগ্য এইরূপ প্রতিকূল আচরণ করিতে আজ্ঞা করিলে, মারীচ নির্ভয়ে কঠোরবাক্যে কহিতে লাগিল,— রাক্ষস! কোন্ দুরাত্মা তোমাকে পুত্র, রাজ্য ও অমাত্যের সহিত উৎসন্ন হইতে পরামর্শ দিল? রাজন্! কোন্ পাপিষ্ঠ তোমার সুখদর্শনে অসুখী হইয়া উপায়চ্ছলে এই মৃত্যুদ্বার প্রদর্শন করিল? যাহারা তোমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছে, তাহারা তোমা অপেক্ষা হীনবীর্য্য বিপক্ষ ; এক্ষণে তুমি প্রবল শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হও, ইহাই তাহারা দেখিতে ইচ্ছা করে। কোন্ নীচাশয় অহিতবুদ্ধি তোমাকে উপদেশ দিল, যে তুমি স্বকৃত উপায়-দ্বারাই উৎসন্ন হইবে। রাবণ! যে সকল মন্ত্রী তোমাকে বিপথগামী দেখিয়া নিবারণ করিতেছে না, তাহারা নিশ্চয়ই বধ্য, কেন তাহাদিগকে বধ করিতেছ না? রাজা স্বেচ্ছা-চারী হইয়া অসৎপথে পদার্পণ করিলে সাধুশীল অমাত্যেরা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তোমাতে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। মন্ত্রীরা রাজার প্রসাদে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও যশ সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন কিন্তু উহার

বৈপরীত্য ঘটিলে ঐ সমস্তই বিফল হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে অন্য লোকেরাও বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে। রাজাই ধর্ম্ম ও যশের মূল সুতরাং সকল অবস্থাতেই রাজাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে রাজা তীব্রদণ্ড প্রদান করেন, যিনি প্রকৃতি বর্গের প্রতিকূল ও দুর্ব্বিনীত, তিনি কখন রাজ্য পালন করিতে পারেন না। যে সকল মন্ত্রীও ঐরূপ অসৎ মন্ত্রণার প্রবর্ত্তক, তাহারাও তাদৃশ মন্ত্রগ্রাহী রাজার সহিত সঙ্কট স্থানে অধীর সারথির সহিত রথের ন্যায় শীঘ্র বিপদ্-গ্রস্ত হইয়া পড়েন। এজগতে অনেক ধর্ম্মপরায়ণ সাধু লোকেরাও অন্যের অপরাধে সপরিবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছেন। যে রাজা তীক্ষ্ণদণ্ড ও প্রতিকুল, তাঁহার অধীনস্থ প্রজারা শৃগালপালিত মৃগের ন্যায় উৎসন্ন হইয়া যায়। রাবণ! তুমি ক্রূর, দুর্ব্বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, তুমি যাহাদের রাজা, ঐ সমস্ত রাক্ষস নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে যদিও তোমা হইতে আমি এই আকস্মিক মৃত্যু প্রাপ্ত হইতেছি, তাহাতে আমার কিছু মাত্র পরিতাপ নাই; কিন্তু তুমি যে সসৈন্যে বিনষ্ট হইবে, ইহাই আমার দুঃখ। সেই মহাবীর রাম আমাকে বিনাশ করিয়া অচিরাৎ তোমাকে বধ করিবেন। আমার উভয়তই মৃত্যু নিশ্চয়, এ অবস্থায় তোমার হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা রামের হস্তে মৃত্যুতে আমি কৃতার্থ হইব। তুমি নিশ্চয় জানিবে, রামের দর্শন মাত্রেই আমাকে মরিতে হইবে, তুমিও সীতাকে হরণ করিয়া সবান্ধবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আর যদিই বা আমার সহিত সীতাকে আশ্রম হইতে আনিতে পার, তাহা হইলেও

তুমিও থাকিবে না, আমিও থাকিব না, লঙ্কাও থাকিবে না, রাক্ষস ও থাকিবে না। রাবণ! আমি তোমার হিতৈষী বন্ধু, আমি তোমাকে বারংবার নিবারণ করিতেছি, তুমি উহা প্রতিকূল বুদ্ধিতে কিছুতেই গ্রহণ করিলে না; অতএব বুঝিলাম, মৃত্যু যাহার আসন্ন হয়, সুহৃদ্বাক্য তাহারা কোন-রূপে গ্রহণ করিতে পারে না।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

—:*:—

মারীচ এইরূপে লঙ্কাধিপতি রাবণকে পরুষ বাক্যে ভৎর্সনা করিয়া তাহার ভয়ে বিষণ্ণহৃদয়ে কহিল,—রাক্ষসেশ্বর! চল, তবে আমরা গমন করি। সেই শর, শরাসন ও অসিধারী রাম আমাকে পুনরায় দেখিলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইব। সেই রামের নিকট বিক্রম প্রকাশ করিয়া কেহই প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারে না, তুমি নিতান্তই যমদণ্ডে নিহত হইয়াছ, রাম তোমার সেই যমদণ্ড স্বরূপ। তুমি দুরাত্মা, আমি তোমার কি করিতে পারি। এই আমি চলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক।

রক্ষোরাজ মারীচের এই বাক্যে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইল এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিল;—বীর! তুমি এখন আমার অভিপ্রায়ানুরূপ কথাই কহিলে। এখন তুমি সেই মারীচ, ইতঃপূর্ব্বে অন্যসাধারণ রাক্ষস ছিলে। এস, আমার এই

রত্নখচিত পিশাচ-বদন খরবাহন বিমানগামী রথে আমার সহিত আরোহণ কর। তুমি সীতাকে প্রলোভিত করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিও। আমিও সেই শূন্য আশ্রম পাইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিব।

অনন্তর তাড়কানন্দন মারীচ, "তাহাই হউক" এই কথা বলিলে উভয়ে বিমানবৎ রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে আশ্রম হইতে নির্গত হইল এবং পথে গ্রাম, নগর, বন, পর্ব্বত, নদী ও রাজ্যসমুদায় দেখিতে দেখিতে দণ্ডকারণ্যে রামের আশ্রমে উপনীত হইল। অতঃপর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাবণ মারীচকে হস্তে ধরিয়া কহিল,—এই কদলীবনবেষ্টিত রামের আশ্রমপদ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; এক্ষণে আমরা যে জন্য এখানে আসিলাম, তাহারই অনুষ্ঠান কর।

তখন মারীচ রাবণের বাক্য শ্রবণ মাত্র মৃগ হইয়া রামের আশ্রম দ্বারে বিচরণ করিতে লাগিল। সে, যে মৃগরূপ ধারণ করিল, উহা নিতান্ত অদ্ভুতদর্শন। উহার শৃঙ্গাগ্রভাগ ইন্দ্র-নীলরত্ন সদৃশ, মুখাকৃতি কোথায়ও শুভ্র,কোথাও নীলরেখাঙ্কিত, রক্তপদ্ম ও নীল পদ্মের শোভাধারণ করিতেছে, কর্ণ ইন্দ্র নীলমণি ও উৎপল তুল্য। গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত, উদর নীলকান্ত সদৃশ, পার্শ্বদেশ মধূক পুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল, বর্ণ পদ্ম-পরাগ সন্নিভ, খুর বৈদূর্য্য মণির ন্যায়, জঙ্ঘা ক্ষীণ, সন্ধিস্থান পরস্পর সংশ্লিষ্ট, পুচ্ছ ইন্দ্রায়ুধতুল্য ঊর্দ্ধে বিরাজিত, সর্ব্বাঙ্গ নানা ধাতুতে রঞ্জিত ও রৌপ্যবিন্দুবিচিত্রিত; এইরূপে রাক্ষস পরম সুন্দর এক মৃগরূপ ধারণ করিয়া রমণীয় বন ও রামের আশ্রমকে উদ্ভাসিত করিল।

অনন্তর সে সীতার প্রলোভন উৎপাদনার্থ কখন ইতস্ততঃ বিচরণ, কখন তৃণভক্ষণ, কখনও বা পত্র ভক্ষণ করিতে লাগিল। এক এক বার কদলী বাটিকায় গমন করে, পরক্ষণেই আবার কর্ণিকার বনে প্রবেশ করিয়া সীতার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া মৃদুপদে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। পদ্মপলাশ পৃষ্ঠ সেই মহামৃগ রামের আশ্রম সন্নিধানে একবার যাইতেছে, আবার আসিতেছে, ক্ষণকালের মধ্যে দ্রুতবেগে কোথায় চলিয়া গেল, আবার ফিরিল, কখন ক্রীড়াসক্ত, কখন বা উপবিষ্ট হইল। এক এক বার আশ্রম দ্বারে আসিয়া মৃগযুথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, আবার একদল মৃগের সহিত ফিরিয়া আসিল। এইরূপে সেই মৃগরূপী রাক্ষস সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য মণ্ডলাকারে বিচিত্র ভ্রমণ ও উল্লম্ফন করিতে লাগিল। অন্যান্য বনচর মৃগ সমুদায় উহাকে দেখিয়া এক এক বার নিকটে উপস্থিত হয় ও উহার গাত্র আঘ্রাণ পূর্ব্বক দশদিকে প্রস্থান করে। মৃগবধাভ্যস্ত মারীচও নিজের স্বভাব গোপন করিবার জন্য ঐ সমস্ত বন্য মৃগকে স্পর্শমাত্র করিল, ভক্ষণ করিল না।

এদিকে মদিরেক্ষণা সুলোচনা জানকী ঐ সময়ে কুসুম চয়নার্থ ব্যগ্র হইয়া কর্ণিকার, অশোক ও আম্র বৃক্ষের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং পুষ্পচয়ন প্রসঙ্গে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে সেই মণি-মুক্তা-খচিত দেহ, রত্নময় মৃগ সীতার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। উহার দন্ত ও ওষ্ঠ অতি মনোহর, সর্ব্বাঙ্গে রোমরাজি রূপ্য প্রভৃতি ধাতুময়। তখন তিনি উহাকে সস্নেহে উৎফুল্ললোচনে দেখিতে লাগিলেন। ঐ মায়াময় মৃগও রাম-প্রিয়া সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ ও বন বিভাগ

আলোকিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। জনকাত্মজা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মৃগকে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

—:•:—

বিশুদ্ধ সুবর্ণবর্ণা সীতা সুবর্ণময় মৃগকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে রামকে আহ্বান করিলেন,—আর্য্যপুত্র! আপনি লক্ষ্মণের সহিত সশস্ত্রে শীঘ্র আসুন। এইরূপে আহ্বান করিতেছেন এবং মৃগের দিকে দৃষ্টিপাতও করিতেছেন। রাম ও লক্ষ্মণ আহূত মাত্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ঐ প্রদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃগকেও দেখিতে পাইলেন। লক্ষ্মণ তাহাকে দেখিয়া সংশয়িত চিত্তে কহিলেন,—আর্য্য! আমার বোধ হয়, রাক্ষস মারীচ এইরূপ মৃগ হইয়া আসিয়াছে। যে সমস্ত রাজা এই অরণ্যে মৃগয়ার্থ আগমন করিয়া পুলকিত হৃদয়ে বিচরণ করেন, ঐ দুরাত্মা রাক্ষস এইরূপ মৃগরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে। যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মারীচ অত্যন্ত মায়াবী; উহার মায়াও গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় আপাত রমণীয়। জগতে এইরূপ রত্নময় মৃগ থাকা নিতান্ত অসম্ভব। হে জগতীনাথ! ইহা যে রাক্ষসী-মায়া, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই।

সীতা বঞ্চনা বলে হৃতচেতনা হইয়াছিলেন, তিনি ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক লক্ষ্মণ যাহা বলিতেছিলেন তাহা হইতে নিবারণ করিয়া

কহিলেন,—আর্য্যপুত্র! এই রমণীয় মৃগ আমার মন হরণ করিয়াছে, তুমি ঐটীকে আনয়ন কর, উহা আমাদের ক্রীড়াসাধন হইবে। আমাদের এই আশ্রমে বহুসংখ্যক পবিত্রদর্শন মৃগ, চমর, সৃমর, ভল্লুক, পৃষত, বানর ও কিন্নর বিহার করিয়া থাকে; তাহারাও রূপে শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু এই মৃগ যেমন তেজ, শান্তভাব ও শরীরকান্তিদ্বারা সকলের শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ইহার পূর্ব্বে আমি আর কখন দেখি নাই। এই নানাবর্ণ বিচিত্র রত্নময় শশাঙ্কসন্নিভ মৃগ আমার অগ্রবর্ত্তী বনকে উদ্ভাসিত করিয়া শোভা পাইতেছে। অহো! কি বা রূপ, কতই বা শোভা! কেমন সুন্দরই বা কণ্ঠ স্বর। এই অপূর্ব্ব মৃগ আমার হৃদয়কে যেন আকর্ষণই করিতেছে। যদি তুমি উহাকে জীবন্ত ধরিতে পার, তাহা হইলে বড়ই বিস্ময় ও আনন্দের বিষয় হয়। আমাদের এই বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে যখন পুনরায় আমরা রাজ্যলাভ করিব, তৎকালে এই মৃগ আমাদের অন্তঃপুরে একটী শোভার দ্রব্য হইয়া থাকিবে। এই দিব্য মৃগ ভরত, তোমার, শ্বশ্রূগণের ও আমার সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিবে। যদি উহাকে জীবদবস্থায় ধরিতে নাই পার, তাহা হইলেও উহার চর্ম্মও একটী মনোহর বস্তু হইবে। আমি তৃণকল্পিত আসনের উপর এই সুবর্ণ চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া তোমার সহিত উপবেশন করিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা যদিও স্ত্রীলোকদিগের অসদৃশ ও উগ্রভাবব্যঞ্জক তথাপি এই মৃগের কাঞ্চনময় রোমরাজি, মণিময় শৃঙ্গ, তরুণ অরুণ বর্ণ ও নক্ষত্রের ন্যায় প্রভা দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি।

অনন্তর রামও জানকীর বাক্যশ্রবণ ও মৃগের অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত ও সন্তুষ্ট চিত্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন, —দেখ, লক্ষ্মণ! সীতা ইহার রূপেই এত মুগ্ধ হইয়াছেন এবং ইহার স্পৃহাও প্রবল হইয়াছে। এই অসামান্যরূপ বশতঃই এই মৃগ আজ আমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীর কথা কি বলিব, ইহার অনুরূপ একটী মৃগ স্বর্গের নন্দনকাননে নাই, চৈত্ররথেও নাই। ইহার শরীরে সুবর্ণ-বিন্দু-চিত্রিত অনুলোম, প্রতিলোম রোমরাজি-সমুদায় কেমন শোভা পাইতেছে। দেখ, ইহার মুখ বিকাশ কালে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল জিহ্বা যেন মেঘ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় নিঃসৃত হইতেছে। ইহার বদনমণ্ডল ইন্দ্রনীলময় পানপাত্রের ন্যায় সুন্দর, উদর শঙ্খ মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। বৎস! এই অনির্ব্বচনীয় মৃগ কার না মনকে প্রলোভিত করে? এই সুবর্ণপ্রভ নানারত্নময় দিব্য রূপ দেখিয়া কাহার মন বিস্মিত না হয়? লক্ষ্মণ! রাজন্যগণ মাংসের জন্যই হউক আর বিহারার্থই হউক, মহাবনে মৃগবধ করিয়া থাকেন এবং ঐ প্রসঙ্গে বনে মণিরত্নাদি ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মলোকগত জীবের সঙ্কল্পসিদ্ধ ভোগ্য পদার্থের ন্যায় এই কোষবর্দ্ধন বন্য ধন যে মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দেখ, অর্থাকাঙ্ক্ষী পুরুষ যে অর্থের নিমিত্ত অর্থ মূলক চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া অবিচারিতচিত্তে কোন কার্য্য সম্পাদন করেন, অর্থশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহাকেই অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে এই মৃগরত্নের উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় চর্ম্মে জানকী আমার সহিত উপবেশন করিতে অভিলাষ

করিয়াছেন। বোধ হয়, কদলীমৃগ, প্রিয়কমৃগের এবং ছাগ ও মেষের চর্ম্ম স্পর্শ বিষয়ে ইহার তুল্য নহে। পৃথিবীস্থ এই সুন্দর মৃগ এবং গগনবিহারী দিব্য তারা মৃগ এই দুই মৃগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। লক্ষ্মণ! তুমি যদি ইহাকে রাক্ষসী মায়া বলিতে চাও, বস্তুতঃ মৃগ নহে, তাহা হইলেও ইহাকে বধ করা আমার কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে এই দুরাচার নৃশংশ মারীচ বনে বিচরণ করিতে আসিয়া অনেক মহর্ষিকে বিনাশ করিয়াছে এবং যে সকল নৃপতি এই বনে মৃগয়ার্থ আগমন করিতেন, সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধারীকেও নিহত করিয়াছে; সুতরাং এ আমার বধ্য। পূর্ব্বে এই দণ্ডকারণ্যে স্বীয় গর্ভ যেমন অশ্বতরীকে বিনাশ করে, সেইরূপ বাতাপি গর্ভস্থ হইয়া তপস্বী ব্রাহ্মণগণকে পরিভব পূর্ব্বক নিহত করিত। সে, বহুকালের পর একদা অতিতেজস্বী মহামুনি অগস্ত্যকে পাইয়া স্বীয় মাংস ভোজন করাইয়াছিল। ভগবান মহর্ষিও তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া উহার নির্গমনকালে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—বাতাপে! তুমি এই জীব লোকে পাপের ফল বিবেচনা না করিয়া ব্রাহ্মণগণকে স্বতেজে পরাভব করিয়াছ, আজ সেই পাপে আমার উদরে তোমায় জীর্ণ হইতে হইল। বৎস! বাতাপির ন্যায় যে রাক্ষস আমার মত ধর্ম্মরত জিতেন্দ্রিয় লোককে বারংবার অতিক্রম করিতে আইসে, অগস্ত্যের ন্যায় আমি তাহাকে বিনাশ করিব।

লক্ষ্মণ! তুমি এক্ষণে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সাবধানে সীতাকে রক্ষা কর। এ অবস্থায় ইহাঁকে রক্ষা করাই আমাদের মুখ্য কার্য্য। আমি হয় ইহাকে

বধ করিব, অথবা মৃগ হইলে লইয়া আসিব। দেখ, লক্ষ্মণ! বিদেহ নন্দিনী জানকীর যখন এই মৃগচর্ম্মে এত স্পৃহা জন্মিয়াছে, তখন এই মৃগ উহার ঐ উৎকৃষ্ট চর্ম্মের জন্যই প্রাণ হারাইবে। আমি যাবৎ উহাকে এক শরে সংহার না করিতেছি, তাবৎ তুমি সীতার সহিত আশ্রমে সাবধানে থাকিবে। আমি ইহাকে বিনাশ করিয়া উহার চর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র আসিব। লক্ষ্মণ! তুমি সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ, অতি-বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ পক্ষি-শ্রেষ্ঠ জটায়ুর সহিত সীতাকে লইয়া প্রতিক্ষণেই সর্ব্বদিক্ হইতে বিপৎপাতে শঙ্কিত ও সতর্ক হইয়া থাক।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

—:*:—

মহাবীর রঘুনন্দন ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এই আদেশ দিয়া স্বর্ণমুষ্টি খড়্গ ধারণ করিলেন এবং স্থলত্রয়ে বিনত-বীর-ভূষণ ধনুর্গ্রহণ ও তূণীরদ্বয় বন্ধন করিয়া চলিলেন। তখন সেই হিরণ্ময় মৃগ রাজেন্দ্র রামকে আসিতে দেখিয়া ভয়ে অন্তর্হিত হইল, কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার নেত্রগোচর হইল। রামও শরাসন হস্তে যেখানে মৃগ, তথায় দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন এবং দেখিতে লাগিলেন সে যেন রূপের ছটায় অগ্রবর্ত্তী বনকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। মৃগ এক একবার রামের দিকে দৃষ্টিপাত করে আবার ধাবিত হয়, কখন বা যেন রামের

হস্তগত হইল এইরূপে লোভ দেখায় ; আবার উল্লম্ফন করিয়া দূরে চলিয়া যায়। কখন কখন আত্মবিনাশ শঙ্কায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া যেন সে আকাশের দিকে চলিয়া গেল। কোন বনভাগে একবার দেখা দিল, আবার অন্যত্র অদৃশ্য হইল। এইরূপে বিচ্ছিন্নমেঘাবৃত শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং ক্রমশ সে রামকে আশ্রমহইতে বহুদূরে লইয়া গেল।

তখন মৃগচর্ম্মলুব্ধ রাম এই ব্যাপার দর্শনে মুগ্ধ, বঞ্চিত, অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া এক তৃণাচ্ছন্ন স্থানে ছায়া আশ্রয় করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অতঃপর মৃগরূপী নিশাচর অন্যান্য মৃগে পরিবৃত হইয়া আসিতেছে দূর হইতে দৃষ্ট হইল এবং উহাঁর চিত্ত বিভ্রম জন্মাইয়া দিল। রামও তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত পুনরায় ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে মৃগ অত্যন্ত ভীত হইয়া আবার অন্তর্হিত হইল। পুনর্ব্বার দূরে এক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে নির্গত হইয়া দেখা দিল। তখন মহাতেজা রাম উহার বধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া ক্রোধভরে সূর্য্যরশ্মিপ্রতিম অরিমর্দ্দক এক জ্বলন্ত বাণ গ্রহণ করিলেন এবং শরাসনে সন্ধান ও দৃঢ়রূপে আকর্ষণপূর্ব্বক উহাকে লক্ষ্য করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় সেই ব্রহ্মনির্ম্মিত প্রদীপ্ত অস্ত্র নিক্ষিপ্ত মাত্রেই প্রজ্বলিত হইয়া ভীষণ বজ্রের ন্যায় মৃগরূপী মারীচের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। মারীচ সেই বাণ প্রহারে তালপ্রমাণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঘোর আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল। পরে মৃত্যুকাল

উপস্থিত দেখিয়া কৃত্রিম তনুও পরিত্যাগ করিল এবং চিন্তা করিতে লাগিল, কি উপায়ে সীতা, লক্ষ্মণকে এইস্থানে পাঠাই-বেন, কি উপায়েই বা রাবণ নির্জ্জন পাইয়া তাহাকে হরণ করিবে। তখন রাবণ-বাক্য স্মরণ ও তন্নির্দ্দিষ্ট উপায়ই সঙ্গত মনে করিয়া রামের অনুরূপ কণ্ঠস্বরে,—হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। মহাকায় মারীচ সেই অনুপম শরে মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ হইয়া মৃগরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকট-দর্শন রাক্ষসরূপ আশ্রয় করিয়াছিল। রাম তাহাকে রুধিরাক্ত কলেবরে ভূলুণ্ঠিত ও মৃতপ্রায় দেখিয়া লক্ষ্মণের কথা স্মরণ করিলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন,—লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই কহিয়াছিলেন, ইহা মারীচের রাক্ষসী মায়া, বস্তুত তাহাই হইল, আমি ইহাকে বিনাশ করিলাম কিন্তু এই রাক্ষস, "হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান পূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিল। না জানি, ঐ শব্দ শুনিয়া সীতা কিরূপ হইবেন! মহাবাহু লক্ষ্মণই বা কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। এই চিন্তা করিয়া ধর্ম্মাত্মা রামের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি তীব্র ভয় ও বিষাদে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। অতঃপর তিনি অন্য এক মৃগ বধ করিয়া তাহার মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর আশ্রমের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

:*:-

এদিকে জানকী রামের আর্ত্তস্বর শুনিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! যাও, জান, আর্য্যপুত্রের কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। আমি আর্য্যপুত্রের ভীষণ আর্ত্তস্বর শুনিলাম, আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে, মন চঞ্চল হইয়াছে। তিনি অরণ্যে কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, তুমি শীঘ্র যাও, শরণপ্রার্থী ভ্রাতাকে রক্ষা কর। সিংহসমাক্রান্ত বৃষের ন্যায় তিনি রাক্ষসদিগের আয়ত্ত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন।

লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইলেও ভ্রাতার আদেশ স্মরণ করিয়া গমন করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন জানকী নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! তুমিও একজন তাঁহার মিত্ররূপে শত্রু হইয়া আসিয়াছ! তুমি যখন এই অবস্থায় ভ্রাতার সন্নিধানে যাইতেছ না, তখন তুমি আমার জন্য তাঁহার মৃত্যু কামনা কর। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি কেবল আমার প্রাপ্তির আশয়ে লোভ বশত তাঁহার নিকট যাইতেছ না। তাঁহার বিপদ্ই তোমার প্রিয়, তাঁহার উপর তোমার স্নেহমাত্র নাই। সেই জন্যই তুমি তাঁহাকে না দেখিয়াও বিশ্বস্তচিত্তে রহিয়াছ। তুমি যাঁহাকে প্রধান আশ্রয় করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ, তাঁহার প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইলে আমার এখানে বাঁচিয়া থাকায় ফল কি?

জানকী চকিত মৃগবধূর ন্যায় বাষ্পাকুল লোচনে শোক

সন্তপ্তচিত্তে এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—দেবি! দেব,দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর ও ভীষণ সর্পও তোমার স্বামীকে জয় করিতে সমর্থ নহে। তাঁহাকে জয় করা দূরে থাকুক, সেই ইন্দ্র-তুল্য রামের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে, এই ত্রিলোক মধ্যে এমন কেহ নাই। তিনি সকলের অবধ্য, সুতরাং আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। এক মাত্র রাম ব্যতীত তোমাকে এই বনে একাকী রাখিয়া আমি কিছুতেই যাইতে সাহসী নহি। তাঁহার বল, অতি বলবান্‌দিগেরও অসহ্য। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং ত্রিলোকের সমস্ত লোক একত্র হইলেও তাঁহার বিক্রমে পরাস্ত হইয়া থাকে। তুমি এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া থাক, হৃদয়ের সন্তাপ দূর কর। তোমার স্বামী সেই রত্নময় মৃগ বিনাশ করিয়া শীঘ্রই আসিবেন। তুমি যে স্বর শুনিলে উহা তাঁহার নহে, দৈববাণীও নহে; উহা সেই দুরাত্মা রাক্ষস মারীচেরই মায়া। দেবি! মহাত্মা রাম তোমাকে আমার হস্তে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, আমি তোমাকে এই বনে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সাহস করি না। দেবি! জনস্থানের উচ্ছেদ ও খরকে সংহার করায় এই সমুদায় রাক্ষসদিগের সহিত আমাদের বৈরভাব উপস্থিত হইয়াছে, এই জন্য উহারা এই মহাবনে আমাদের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত নানা কথা বলিতেছে। অতএব রামের বিষয়ে কোন চিন্তা করাই তোমার কর্ত্তব্য নহে।

লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে, জানকী ক্রোধারুণিত নেত্রে

কঠোর বাক্যে সত্যবাদী লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন ;—নৃশংস! কুলাধম! তুই আমার প্রতি অসাধু করুণা দেখাইতেছিস্। বোধ হয়, রামের বিপদ্ তোর মহৎ প্রীতিকর হইবে। সেই জন্যই তাঁহার এইরূপ সঙ্কট অবস্থায় তুই এরূপ কথা কহিতেছিস্। রে লক্ষ্মণ! তোর মত নৃশংস প্রচ্ছন্নচারী শত্রুর যে এইরূপ পাপে অভিরুচি হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। তুই অত্যন্ত দুষ্টহৃদয়, এক্ষণে তুই ভরতের নিয়োগেই হউক অথবা স্বয়ংই প্রচ্ছন্ন ভাবেই হউক, আমারই জন্য একাকী একমাত্র রামের অনুসরণ করিতেছিস্; কিন্তু তোর অথবা ভরতের সে সঙ্কল্প কখনই সিদ্ধ হইবার নহে। আমি সেই ইন্দীবরশ্যাম কমললোচন রামকে উপভোগ করিয়া কিরূপে অন্যকে কামনা করিব? আমি তোরই সমক্ষে নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। আমি রাম ব্যতীত ক্ষণকালও এজগতে জীবন ধারণ করিব না।

সীতার এই রোমহর্ষণ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জিতাত্মা লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন,—দেবি! তুমি আমার পরম দেবতা, তোমার এই অত্যন্ত অনুচিত বাক্যের উত্তর দিতে পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা নাই। এরূপ অনুচিত বাক্যের প্রয়োগ স্ত্রীলোকের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। নারী-স্বভাব যে এইরূপই হইয়া থাকে, উহা প্রায়ই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। উহারা ধর্ম্মত্যাগী, চপল, ক্রূর ও ভ্রাতৃভেদে বিলক্ষণ পটু। যাহা হউক, তোমার এরূপ বাক্য আমি কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। উহা আমার কর্ণবিবরে তপ্ত নারাচ অস্ত্রের ন্যায় ব্যথা দিতেছে।

অয়ি জনকনন্দিনি! আমি তোমাকে ন্যায্যই কহিলাম,—কিন্তু তুমি আমার প্রতি যার পর নাই কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে; তুমি যখন আমার প্রতি শঙ্কা করিতেছ, তখন তুমি নিতান্তই অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছ। ধিক্ তোমাকে! আমি গুরুর আজ্ঞা পালন করিতেছিলাম, তুমি কেবল স্ত্রীস্বভাব সুলভ দুষ্ট বুদ্ধি বশতঃই আমায় এইরূপ কহিলে। যেখানে রাম আমি সেই খানেই চলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক। যেরূপ ঘোর দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তাহাতে আমার মনে বস্তুতঃ নানা শঙ্কা হইতেছে, সমস্ত বন দেবতারা তোমায় রক্ষা করুন। প্রার্থনা এই, আমি যেন আর্য্যের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া তোমার দর্শন পাই।

তখন জানকী লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া সজলনয়নে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! আমি রাম বিনা তীক্ষ্ণ বিষপান করিব, হুতাশনে বা গোদাবরী জলে প্রবেশ করিব, অথবা উদ্বন্ধনে বা উচ্চ স্থান হইতে দেহ পাত দ্বারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিব; কিন্তু রাম ব্যতীত অন্য পুরুষকে কখন স্পর্শ করিব না। সীতা লক্ষ্মণের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শোক দুঃখ-ভরে রোদন করিতে করিতে দুই হস্তে উদরে আঘাত করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ সীতার এইরূপ অবস্থা দর্শনে নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সীতা তাঁহাকে আর কোন কথাই কহিলেন না। অনন্তর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বারংবার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে কুপিত হৃদয়ে রাম সমীপে গমন করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

—:*:—

এই সময়ে রাবণ অবসর বুঝিয়া পরিব্রাজকের রূপ ধারণ পূর্ব্বক শীঘ্র জানকী সমীপে উপস্থিত হইল। উহার পরিধান মৃদু কাষায় বসন, মস্তকে শিখা, হস্তে ছত্র, চরণে পাদুকা, বাম স্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু। ঘোর অন্ধকার যেমন চন্দ্র সূর্য্য শূন্য সন্ধ্যাকে লাভ করে, সেইরূপ রাবণ ভিক্ষুকবেশ ধারণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ-বিরহিতা সীতার সমীপে উপস্থিত হইল। এবং আশ্রম মধ্যে উপবিষ্টা সেই যশস্বিনী রাজপুত্রীকে কেতুগ্রহ, শশাঙ্কহীনা রোহিণীর ন্যায় একাকিনী দেখিতে পাইল। উগ্রস্বভাব সেই দুরাত্মা আরক্তলোচনে দৃষ্টিপাত করিতেছে দেখিয়া তত্রত্য পাদপশ্রেণী একেবারে নিষ্কম্প হইয়া রহিল, বায়ুর গতি তিরোহিত হইল এবং খরস্রোতা গোদাবরীও ভয়ে মন্দবেগে চলিতে লাগিল।

অনন্তর রামের অপকারার্থী রাবণ তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় অভব্য হইলেও ভব্যভিক্ষুক রূপে চিত্রা সকাশে শনির ন্যায় ভর্ত্তৃশোকাকুলা জানকীর সন্নিহিত হইল এবং উহাকে দেখিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তৎকালে সীতা রামের বিপত্তি শঙ্কায় দীনমনে বাষ্পাকুল লোচনে পর্ণশালায় উপবেশন করিয়াছিলেন। সেই পদ্মপলাশাক্ষী কৌশেয়বসনা জানকীকে নির্জ্জনে দেখিয়া মোহিত হইল এবং হৃষ্টচিত্তে বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বিনীত বচনে কহিতে লাগিল,—অয়ি উত্তমকাঞ্চনাঙ্গি! পীত কৌশেয়-

ধারিণি! তুমি কমলালয়া লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিতেছ। আমার বোধ হয় তুমি হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, সৌভাগ্যাস্পদ লক্ষ্মী, অপ্সরা,অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি অথবা স্বৈরচারিণী রতি হইবে। তোমার দশন পংক্তি সমান সূক্ষ্মাগ্র স্নিগ্ধ ও শুভ্র। নেত্রদ্বয় বিশাল ও নির্ম্মল, অপাঙ্গ আরক্ত, তারা কৃষ্ণবর্ণ। জঘনস্থল বিশাল ও স্থূল, ঊরু হস্তিশুণ্ডাকৃতি। স্তনদ্বয় উচ্চ, সংশ্লিষ্ট, স্থূল, কান্ত, স্নিগ্ধ, ও তালফলসদৃশ, উহার মুখ উন্নত, উহা উৎকৃষ্ট রত্নহারে অলঙ্কৃত ও মনোহর। অয়ি চারুহাসিনি! বিশালাক্ষি! বিলাসিনি! নদী যেমন স্রোতোবেগে কূলকে আকর্ষণ করে, তুমি আমার মনকে সেইরূপ হরণ করিয়াছ। তোমার কটিদেশ ক্ষীণ, কেশ ঘনকৃষ্ণ, বলিতে কি, তোমার তুল্য রূপবতী, দেবী, গন্ধর্ব্বী, যক্ষী বা কিন্নরীও নহে; ফলতঃ আমি তোমার অনুরূপা নারী এই পৃথিবীতে পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। তোমার এই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপ, সুকুমারতা, বয়স ও নির্জ্জনবাস আমার চিত্তকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। তুমি এস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হও, তুমি এস্থানে বাসের যোগ্য নহ; এই স্থানে ভীষণ কামরূপী রাক্ষসেরাই বাস করিয়া থাকে। রমণীয় প্রাসাদ, সমৃদ্ধিশালী নগর, সুগন্ধযুক্ত উপবন, এই সকল স্থানই তোমার বিহার যোগ্য স্থান। অয়ি কৃষ্ণলোচনে! তোমার উৎকৃষ্ট মাল্য, তোমার গাত্রের গন্ধ, তোমার বস্ত্র এবং তোমার স্বামীকেও তোমারই উপযুক্ত সর্ব্বোত্তম বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি রুদ্র, বায়ু, বা বসুগণের কেহ হইবে; তুমি যে দেবতা তাহা আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে। এই স্থানে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ

আগমন করেন না, এখানে কেবল রাক্ষসদিগের বাস, তুমি এখানে কিরূপে আসিলে? এই অরণ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, মৃগ, বৃক, বানর, ভল্লুক, তরক্ষু ও কঙ্ক সমুদায় বিচরণ করে, তুমি উহাদিগের হইতে ভয় পাইতেছ না কেন? তুমি এই মহারণ্যে একাকিনী রহিয়াছ, তোমার কি মদমত্ত বলিষ্ঠ হস্তিযূথ হইতেও শঙ্কা হয় না? এক্ষণে বল তুমি কে? কাহার? কোথা হইতে কি জন্যই বা এই রাক্ষস-সেবিত ঘোর দণ্ডকারণ্যে একাকিনী বিচরণ করিতেছ?

দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া জানকী ব্রাহ্মণবেশধারী রাবণকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত অতিথি সৎকার করিলেন। প্রথমতঃ আসন, পরে পাদ্য প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—ব্রহ্মন্! অন্ন প্রস্তুত। তৎকালে তিনি রক্তবস্ত্র-পরিধায়ী দণ্ড কমণ্ডলু-ধারী সৌম্যদর্শন রাবণকে দেখিয়া উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত ব্রাহ্মণোপযোগী নানাচিহ্ন দর্শনে উহাকে ব্রাহ্মণ-যোগ্য নিমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন,—ব্রাহ্মণ! এই আসন, উপবেশন করুন, এই পাদ্য প্রতিগ্রহ করুন, এই বনজাত দ্রব্য সমুদায় আপনারই জন্য সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আপনি সুস্থচিত্তে ভোজন করুন।

অনন্তর এইরূপে নিমন্ত্রিত রাবণ আত্মবিনাশের জন্য নরেন্দ্র পত্নী মধুর ভাষিণী সীতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বল পূর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল। তৎকালে সীতা মৃগয়ার্থ-প্রস্থিত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু ইতস্তত দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক কেবল শ্যামল বিজন

বনই দেখিতে লাগিলেন—তাঁহাদিগের কোন উদ্দেশই পাইলেন না।

সপ্ত চত্বারিংশ সর্গ।

—:*:—

পরিব্রাজকরূপী রাবণ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জানকী মনে করিলেন, যদি আমি অতিথি ব্রাহ্মণকে আত্মপরিচয় না দিই, তবে এখনই অভিসম্পাত করিতে পারেন ; মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনকের দুহিতা, রামের প্রিয় মহিষী, আমার নাম সীতা! আমি বিবাহের পর ইক্ষ্বাকুবংশীয় স্বামিগৃহে দ্বাদশ বৎসর কাল পরম সুখসম্ভোগে অতিবাহিত করি ; পরে ত্রয়োদশ বৎসরে মহারাজ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রামকে রাজ্য দিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন, অভিষেকের দ্রব্যসামগ্রীও সংগৃহীত হইল। তৎকালে আর্য্যা কৈকেয়ী আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্বশুরের নিকট পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত দুইটী বর অঙ্গীকার করাইয়া আমার স্বামী রামের নির্ব্বাসন ও ভরতের রাজ্যাভিষেক এই দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন। কহিলেন,—রাজন্! যদি রামকে অভিষেক কর, তবে আজ আমি পানভোজন ও শয়ন কিছুই করিব না, এই পর্য্যন্তই আমার জীবনের শেষ হইল।

কৈকেয়ী এই কথা বলিলে, আমার শ্বশুরদেব তাঁহাকে অন্যান্য বহুতর ভোগসাধন ধন দিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং

পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "আমার রামের রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন করিও না" কিন্তু তিনি তখন তাঁহার বাক্যে কোন মতে সম্মত হইলেন না। তখন রামের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি, আমার বয়স অষ্টাদশবর্ষ। রাম সত্যনিষ্ঠ, সুশীল ও পবিত্র, তিনি সকলেরই হিতকারী। কামুক মহারাজ কৈকেয়ীর প্রিয়কামনায় তাঁহাকে কোন রূপে রাজ্যপ্রদান করিতে পারিলেন না। রাম পিতার নিকট অভিষেকার্থ উপস্থিত হইলে কৈকেয়ী দৃঢ় বাক্যে আমার স্বামীকে কহিয়াছিলেন,—শুন রাম! তোমার পিতা আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন, "আমি ভরতকে নিষ্কণ্টকে রাজ্য দিব, আর তোমাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে বাস করিতে হইবে। রাম! তুমি এক্ষণে বনে যাও, পিতাকে সত্যপালনরূপ ঋণ হইতে মুক্ত কর।

দৃঢ়ব্রত রাম কৈকেয়ীর এই বাক্য শ্রবণ মাত্র অকুতোভয়ে "তথাস্তু" বলিয়া সম্মত হইলেন এবং কার্য্যেও তাহাই করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ! তিনি দান করেন কখন প্রতিগ্রহ করেন না, সত্যপালনই তাঁহার নিত্য ব্রত, কখন মিথ্যার সংশ্রবে থাকেন না। মহাবীর লক্ষ্মণ তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা, সেই পুরুষপ্রধান লক্ষ্মণ ইহাঁর সমর সহায়। ঐ ব্রতধারী ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমাদিগকে বনে আসিতে দেখিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সশরাসনে আমাদের অনুসরণ করিয়াছেন, রাম অনুজের সহিত জটাজূট ধারণ পূর্ব্বক তাপস বেশে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা এইরূপে কৈকেয়ীর নিমিত্ত রাজ্য ভ্রষ্ট

হইয়া স্বতেজে এই গভীর অরণ্যে বিচরণ করিতেছি। যদি আপনি অপেক্ষা করিতে পারেন, তবে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করুন। আমার স্বামী এখনই প্রচুর বন্য ফল ও রুরু, গোধা ও বরাহ বিনাশ করিয়া মাংস লইয়া আসিবেন। আপনিও আপনার গোত্র ও কুলের পরিচয় যথার্থ করিয়া বলুন। আপনি কি জন্য একাকী এই দণ্ডকবনে বিচরণ করিতেছেন?

মহাবল রাক্ষসাধিপতি রাবণ সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি উত্তেজিতভাবে উত্তর করিল,—সীতে! যাহার প্রতাপে দেবতা, অসুর ও মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত লোক ভয়ে কম্পিত হয়, আমি সেই রাক্ষসেশ্বর রাবণ। অয়ি অনিন্দিতে! কাঞ্চনপ্রভা কৌশেয়-বসনা তোমাকে দেখিয়া আমি স্বীয় ভার্য্যাগণের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিতে পারিতেছি না। আমি নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক উত্তম উত্তম নারী আহরণ করিয়াছি, তুমি এক্ষণে সেই সকলের প্রধানা মহিষী হও। তোমার মঙ্গল হউক। সমুদ্রের মধ্যে লঙ্কানামে আমার মহাপুরী আছে, উহা সাগরদ্বারা পরিবেষ্টিত, পর্ব্বতশিখরে প্রতিষ্ঠিত। অয়ি সীতে! তুমি তথায় উপবন মধ্যে আমারই সহিত বিহার করিবে। যদি তুমি আমার ভার্য্যা হও, তাহা হইলে সর্ব্বাভরণভূষিতা পঞ্চদশ সহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যা করিবে, তখন তোমার এরূপ বনবাসে আর স্পৃহা থাকিবে না।

বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতা রাবণের এই বাক্যে কুপিত হইয়া নিতান্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন,—যিনি হিমাচলের ন্যায় অটল, যিনি মহার্ণবের ন্যায় গম্ভীর, সেই

মহেন্দ্রসদৃশ দ্যুতিমান্ রামের অনুসরণ করাই আমার নিত্যব্রত। যিনি বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বজীবের আশ্রয়, সত্যপ্রতিজ্ঞ,. সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সেই মহাভাগ রামই আমার আশ্রয়। যাঁহার বাহুদ্বয় সুদীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয়, যিনি সিংহের ন্যায় পরাক্রান্ত, সিংহসদৃশ মন্থরগামী, সেই কীর্ত্তিমান্ রাজশ্রেষ্ঠ নৃসিংহ রামই আমার শরণ্য। তুই শৃগাল হইয়া দুর্ল্লভা সিংহীকে অভিলাষ করিতেছিস্? যেমন সূর্য্যপ্রভাকে সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেহ স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শ করিতেও যোগ্য নহিস্। রে রাক্ষস! তুই যখন রামের প্রিয়-ভার্য্যা আমাকে অভিলাষ করিয়াছিস্, তখন তোর আয়ুঃ-শেষ হইয়া আসিয়াছে। তুই মৃগশত্রু ক্ষুধাতুর সিংহ ও তীব্রবিষ বিষধরের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের ইচ্ছা করিয়াছিস্। মন্দর পর্ব্বত হস্তে ধারণ এবং কালকূট বিষ পান করিয়া তুই নির্ব্বিঘ্নে যাইতে অভিলাষ করিস্? সূচীদ্বারা চক্ষুমার্জ্জন, জিহ্বাদ্বারা ক্ষুরলেহন যেরূপ, রামের প্রিয় ভার্য্যাতে স্পৃহাও সেইরূপ। তুই কণ্ঠে শিলাবন্ধন করিয়া সাগরসন্তরণ এবং হস্তদ্বারা চন্দ্র সূর্য্যকে হরণ করিতে বাসনা করিতেছিস্? তুই রামের প্রিয়-ভার্য্যাকে হরণাভিলাষী হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনকে বস্ত্রদ্বারা হরণ এবং লৌহময় তীক্ষ্ণাগ্র শূলের উপর ভ্রমণ করিতে বাসনা করিতেছিস্। দেখ, সিংহ ও শৃগালের যে অন্তর, ক্ষুদ্রনদী ও সমুদ্রের যে অন্তর, অমৃত ও কাঞ্জিকের যে

অন্তর, তোর ও রামের সেই অন্তর। কাঞ্চন ও লৌহের যে অন্তর, চন্দন ও পঙ্কের যে অন্তর, হস্তী ও বিড়ালের যে অন্তর, তোর ও দশরথ-তনয়ের সেই অন্তর। কাক ও গরুড়ের যে অন্তর, মদ্গু ও ময়ূরের যে অন্তর, হংস ও গৃধ্রের যে অন্তর, তোর ও রামেরও সেই অন্তর। ধনুর্ব্বাণধারী ইন্দ্রপ্রভাব রাম বিদ্যমান থাকিতে যদিও তুই আমাকে হরণ করিতে পারিস্, তথাপি ঘৃত ভোজনে মক্ষিকার ন্যায় অচিরে প্রাণ হারাইবি। বিশুদ্ধস্বভাবা কৃশাঙ্গী সীতা এইরূপে রাবণকে হৃদয়বিদারক বাক্য বলিয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

—:*:—

সাক্ষাৎ কালান্তক কৃতান্ত প্রভাব রাবণ জানকীর দুঃসহ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। তখন সে ললাটে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক উহাঁর ভয়প্রদর্শনার্থ আপনার কুল, শীল, বল ও নাম উল্লেখ পূর্ব্বক কহিতে আরম্ভ করিল,—বরবর্ণিনি! আমি কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা, প্রবল প্রতাপ রাবণ। লোকে মৃত্যু হইতে যেমন ভয় পায়, তদ্রূপ দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পক্ষী ও সর্প সকল আমার ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে। একদা কোন কারণ বশতঃ ভ্রাতা কুবেরের সহিত আমার কলহ উপস্থিত হয়। আমি রোষপরবশ হইয়া স্বীয় বিক্রমে রণস্থলে উহাকে পরাজয় করি। সে আমার ভয়ে স্বীয়

সমৃদ্ধি যুক্ত বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কৈলাস পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছে। আমি যাহাতে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে গমনাগমন করিয়া থাকি, সেই পুষ্পক নামক কামগামী সুন্দর বিমান তাহারই ছিল ; আমি স্বীয় বীর্য্য প্রভাবে তাহাও কাড়িয়া লইয়াছি। অয়ি মৈথিলি ! আমি ক্রুদ্ধ হইলে ইন্দ্র-প্রভৃতি দেবগণ আমার মুখ দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করে। আমি যে স্থানে অবস্থান করি, তথায় বায়ুও শঙ্কিত হইয়া প্রবাহিত হয়। সূর্য্য প্রখর কিরণ হইলেও আমার ভয়ে আকাশে শীতল মূর্ত্তি ধারণ করে। তরুগণও আমার ভয়ে নিষ্কম্প, নদীসমুদায় নিশ্চল হইয়া পড়ে। সমুদ্রপারে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় লঙ্কানামে আমার পরম সুন্দর পুরী আছে। উহা ভীষণ রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ। সুধাধবলিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, প্রকোষ্ঠ সমুদায় কাঞ্চনময়, বহির্দ্বার বৈদূর্য্য মণিনির্ম্মিত, হস্তী অশ্ব ও রথদ্বারা উহা ব্যাপ্ত ও নিরন্তর তূর্য্যধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। উহাতে যে সকল উদ্যান আছে, উহা সর্ব্বাভীষ্ট-ফলপ্রদ বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত। অয়ি মনস্বিনি ! তথায় তুমি আমার সহিত বাস করিলে আর তোমার মানুষী সহচরী দিগের কথা মনেও পড়িবে না। তথায় তুমি দিব্য ও পার্থিব, এই উভয়বিধ ভোগদ্রব্য উপভোগ করিয়া অল্পায়ু মানুষ রামকেও ভুলিয়া যাইবে। দেখ, রাজা দশরথ প্রিয়পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া হীনবীর্য্য জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে বনে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তুমি এক্ষণে ভ্রষ্টরাজ্য নির্ব্বোধ তাপসকে লইয়া কি করিবে ? আমি রাক্ষসনাথ, তোমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি,

আমাকে রক্ষা কর, আমায় কামনা কর। এই অনুরক্ত জনকে প্রাত্যাখ্যান করিও না উর্ব্বশী যেমন পুরুরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ করিয়াছিল, আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তোমারও সেই দশা উপস্থিত হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ রাম আমার এক অঙ্গুলিরও তুল্য নহে। আমি তোমারই ভাগ্যবলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাকে ভজনা কর।

সীতা এই সকল কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া রূঢ়বচনে কহিতে লাগিলেন,—রাক্ষস! তুই সর্ব্বদেবের নমস্য, কুবেরকে ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাহারই অশুভ কামনা করিয়া থাকিস্। কর্কশ, দুর্ব্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয়, তুই যাহাদের রাজা, ঐ সমস্ত রাক্ষস অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তুই ইন্দ্রের ভার্য্যা শচীকে হরণ করিয়াও জীবিত থাকিতে পারিস্, কিন্তু রাম-ভার্য্যা আমাকে হরণ করিলে কখনই নিস্তার পাইবি না। তুই আমাকে অপমানিত করিয়া অমৃত পান করিয়া অমর হইলেও কিছুতেই তোর পরিত্রাণ নাই।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর মহাপ্রতাপ রাবণ সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ পূর্ব্বক অতি বৃহৎ মূর্ত্তি ধারণ করিল, এবং তৎকালোচিত বাক্যে পুনরায় কহিল—তুমি উন্মত্তা,

তাই আমার বলবীর্য্যের কথা তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। আমি আকাশে থাকিয়া ভুজবলে পৃথিবীকে উত্তোলন করিতে পারি, সমুদ্রকে পান, রণস্থলে কৃতান্তকে সংহার করিতে পারি, তীক্ষ্ণ শর দ্বারা সূর্য্যকে অবরোধ ও মহীতলকে ভেদ করিতে পারি। অয়ি উন্মত্তে! আমি কামরূপী, আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।

এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে রাবণের অগ্নিপ্রভ শ্যাম-প্রান্ত নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সে সৌম্য পরিব্রাজক রূপ পরিত্যাগ করিয়া কৃতান্ততুল্য স্বীয় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ ও শরীর স্বর্ণালঙ্কারে সুশোভিত হইল। বর্ণ মেঘের ন্যায় নীল, দশমুখ, বিংশতি হস্ত। সে রক্তাম্বর পরিধান করিয়া রাক্ষস রূপ ধারণ পূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে জানকীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং কৃষ্ণকেশা বসনভরণালঙ্কৃতা ভাস্করপ্রভা মৈথিলীকে কহিল,—ভদ্রে! যদি তুমি ত্রিলোকবিখ্যাত পতি লাভ করিতে বাসনা কর, তবে আমাকে ভজনা কর। আমিই সর্ব্বাংশে তোমার অনুরূপ পতি। তুমি আমাকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় কর। দেখিবে, আমি তোমার শ্লাঘ্য পতি হইব। আমি কখন তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিব না। তুমি মানুষ-ভাব পরিত্যাগ কর, আমাতেই অনুরাগ স্থাপন কর। রাম রাজ্যভ্রষ্ট, অকৃতকার্য্য ও অল্পায়ু। অয়ি পণ্ডিতমানিনি! যে মূর্খ স্ত্রীলোকের বাক্যে রাজ্য, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে বাস করিতেছে, কোন্ গুণে তাহার উপর তুমি অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছ?

দুরাত্মা কামমোহিত রাক্ষস এই কথা বলিয়া আকাশে বুধ যেমন রোহিণীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ প্রিয়বাদিনী সীতাকে গ্রহণ করিল। সে বাম হস্তে সীতার কেশ ও দক্ষিণ হস্তে উরুযুগল ধারণ করিল। সেই গিরিশৃঙ্গ সদৃশ তীক্ষ্ণদশন বৃহৎ-বাহু কৃতান্ত প্রতিম রাবণকে দেখিয়া বনদেবতারা ভয়ে পলায়ন করিল। এই সময়ে এক মায়াময় স্বুবর্ণ খচিত দিব্য মহারথ গর্দ্দভ যোজিত হইয়া ঘর্ঘর শব্দে আসিয়া দেখা দিল। রাবণ সীতাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া কঠোর রবে তর্জ্জন করিতে করিতে মহাশব্দে রথে আরোহণ করিল। যশস্বিনী সীতা রাবণ কর্ত্তৃক গৃহীত ও অতিমাত্র কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে দূরবন গত রামকে আহ্বান করিতে লাগিলেন—-এবং রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কামার্ত্ত রাবণ অকামা ভুজগরাজবধূর ন্যায় তাঁহাকে লইয়া সহসা আকাশ পথে উত্থিত হইল।

অনন্তর সীতা উন্মত্তার ও শোকাতুরার ন্যায় বিভ্রান্ত চিত্তে কহিতে লাগিলেন;—হা লক্ষ্মণ! হা মহাবাহো! হা গুরুবৎসল! এই কামরূপী রাক্ষস আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তুমি জানিতে পারিতেছ না। হা রাম! তুমি ধর্ম্মের নিমিত্ত সুখ, ঐশ্বর্য্য, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পার, কিন্তু দুরাত্মা রাক্ষস আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিলে না! বীর! তুমি দুর্বিনীতদিগের শিক্ষক, কেন এই পাপিষ্ঠ রাবণকে শাসন করিতেছ না? শস্য পরিপক্ক হইতে যেমন

সময় অপেক্ষা করে, সেইরূপ পাপের ফল সদ্যই ফলে না। রাবণ! তুই মৃত্যুকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া এই কুকার্য্য করিলি, এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোরবিপত্তি পাইবি। এক্ষণে কৈকেয়ী আত্মীয়গণের সহিত সকামা হইলেন। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী যশস্বী রামের ধর্ম্মপত্নী আমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া চলিল। আমি জনস্থান ও পুষ্পিত কর্ণিকার সকলকে সম্ভাষণ করিতেছি, তোমরা রামকে শীঘ্র বল, রাবণ সীতাকে হরণ করিল। আমি হংস সারস-নিনাদিত গোদাবরীকে বন্দনা করি, তুমিও রামকে শীঘ্র বল, রাবণ সীতাকে হরণ করিল। এই বিবিধ-পাদপ-সমাকুল অরণ্যে যে সমুদায় দেবতা আছেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি, তাঁহারা বলুন, রাবণ আমাকে হরণ করিল। এই বনে মৃগ ও পক্ষি প্রভৃতি বিবিধ প্রাণী যে কেহ বাস করি-তেছেন, আমি ঐ সমুদায়েরই শরণাগত; তাঁহারা সকলেই বলুন,—রাম! তোমার প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী প্রিয়ভার্য্যা সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গেল। হায়। যদি যমও আমাকে লইয়া যান, পরলোকেও আমি গমন করি, মহাবল রাম জানিতে পারিলে তথা হইতেও স্বীয় পরাক্রমে আমাকে আনিতে পারিবেন।

সীতা দুঃখিতহৃদয়ে করুণ বচনে এইরূপে বিলাপ ও পরি-তাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে বিহগরাজ জটায়ুকে একবৃক্ষে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র ভয়-বিহ্বল-চিত্তে কাতর-বচনে কহিলেন,—আর্য্য! জটায়ু! দেখ, এই দুরাত্মা রাক্ষস আমাকে অনাথার ন্যায় লইয়া যায়। এই দুর্ম্মতি নিশাচর

অত্যন্ত ক্রূর, বলবান ও গর্ব্বিত; বিশেষতঃ ইহার হস্তে অস্ত্র শস্ত্র আছে। ইহাকে নিবারণ করা তোমার সাধ্য নহে। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণ যাহাতে এই সমস্ত বৃত্তান্ত সম্যক্ জানিতে পারেন, তুমি তাহাই করিবে।

পঞ্চাশ সর্গ।

—:*:—

এই সময়ে জটায়ু নিদ্রিত ছিলন, সেই শব্দে জাগরিত হইয়া রাবণকে দেখিতে পাইলেন এবং যশস্বিনী জানকীকেও দর্শন করিলেন। তখন ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গাকার তীক্ষ্ণচঞ্চু শ্রীমান্ খগরাজ বৃক্ষে থাকিয়াই কহিলেন,—রাবণ! আমি ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহাবল। আমি পক্ষীদিগের রাজা, আমার নাম জটায়ু। ভ্রাতঃ! সম্প্রতি তোমার এরূপ গর্হিত কার্য্য করা অন্ততঃ আমার সমক্ষে উচিত নহে। দাশরথি রাম সকল লোকের রাজা, সকলেরই হিতকারী, মহেন্দ্র ও বরুণের তুল্য। তুমি যাহাকে হরণ করিতে বাসনা করিতেছ, ইনি সেই লোকনাথের যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী, নাম সীতা। পরস্ত্রীকে স্পর্শ করা ধর্ম্মপরায়ণ রাজার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ রাজ-মহিষীকে রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব তুমি এই পরদারাভিমর্শনরূপ নিকৃষ্ট বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। নিজের স্ত্রীর ন্যায় অন্যস্ত্রীকেও পরপুরুষ-স্পর্শ হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে কার্য্যে অন্য লোকে নিন্দা করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে কর্ম্ম

কখন করেন না। হে পৌলস্ত্যনন্দন! শিষ্ট রাজারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম পাইতে কখন অভিলাষ করেন না। তিনি সমস্ত উত্তম বস্তুর আধার, প্রজারা সেই রাজার দৃষ্টান্তে ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও পাপ পুণ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কিন্তু হে রাক্ষসরাজ! তুমি পাপস্বভাব ও চঞ্চল। পাপীর বিমান লাভের ন্যায় জানি না তুমি কিরূপে এত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলে? যে দুষ্ট স্বভাব, সে কখন স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং তাহার গৃহে রাজশ্রী চিরদিন বাস করেন না। মহাবল ধর্ম্মাত্মা রাম তোমার রাজ্য বা পুরে কোন অপরাধ করেন নাই, তবে কেন তুমি তাঁহার অপকারে প্রবৃত্ত হইতেছ? যদি বল, রাম খরকে বিনষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তুমি যথার্থতঃ বিচার করিয়া দেখ, সেই জনস্থানস্থিত খর শূর্পণখার জন্য রামের উপর অগ্রে গর্হিত ব্যবহার করিয়াছিল। সেইজন্য অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম তাহাকে সংহার করিয়াছেন। এক্ষণে বল দেখি, তাহাতে রামের কি ব্যতিক্রম ঘটিল, যে তুমি তাঁহার পত্নীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে? যাহা হউক, তুমি অবিলম্বে রামের সীতাকে পরিত্যাগ কর। বজ্রাস্ত্র যেমন বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, দেখিও যেন সেইরূপ মহাবীর রাম অনলকল্প ঘোর দৃষ্টিতে তোমায় দগ্ধ না করেন। তুমি তীক্ষ্ণ-বিষ ভুজঙ্গকে বস্ত্রপ্রান্তে বন্ধন করিয়া চলিয়াছ, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। কণ্ঠে কালপাশ লগ্ন হইয়াছে, তাহা তুমি দেখিতেছ না। যে ভারে মানুষকে অবসন্ন না করে, সেই ভারই বহন করা কর্ত্তব্য। সেই অন্নই ভোজন করা উচিত, যাহা রোগোৎপাদন না করিয়া জীর্ণ হইতে পারে। যাহাতে

ধর্ম্ম নাই, পারলৌকিকী কীর্ত্তি নাই, ইহলোকেও যশ নাই, কেবল শারীরিক ক্লেশমাত্র ফল, সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানই কোন্ ব্যক্তি করিয়া থাকে ?

রাবণ! আমার বয়ঃক্রম ষষ্টিসহস্র সংবৎসর হইয়াছে, আমি এতাবৎকাল পৈতৃকরাজ্য শাসন করিতেছি। এক্ষণে আমি বৃদ্ধ, তুই যুবা, ধনুর্দ্ধারী, রথারূঢ়, তোর সর্ব্বাঙ্গে বর্ম্ম, হস্তে শর, তথাপি আমার সমক্ষে বৈদেহীকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইতে পারিবি না। যেমন ন্যায়যুক্ত বৈশেষিকদিগের হেত্বাভাষ ধর্ম্মব্রহ্মপরা বেদশ্রুতিকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ আমাকে অনাদর করিয়া সীতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিবি না। রাবণ! যদি তুই বীর হোস তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর্। নিশ্চয় বলেতেছি, তুই খরের ন্যায় সমরে শয়ন করিবি। যিনি বারংবার দৈত্য দানবগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন, সেই চীরধারী রাম তোকে অচিরে বধ করিবেন। অরে নীচ! আমি আর তোর কি করিব, দেখ্, ঐ দুই রাজকুমার দূরবনে গমন করিয়াছেন, তুই তাহাদিগকে দেখিয়া নিশ্চয়ই পলায়ন করিবি। আমি জীবিত থাকিতে তুই রামের প্রিয়মহিষী কমললোচনা কল্যাণিনী সীতাকে কখন লইয়া যাইতে পারিবি না। আমি প্রাণ ব্যয় দ্বারাও সেই মহাত্মা রামের এবং রাজা দশরথের প্রিয় কার্য্য সাধন করিব। এক্ষণে তুই মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর্, দেখ্, বৃন্ত হইতে ফলের ন্যায় তোকে রথ হইতে পাতিত করিব। নিশাচর! আমি যথাশক্তি তোকে যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব।

একপঞ্চাশ সর্গ।

—:০:—

এই কথা শুনিয়া সুবর্ণ কুণ্ডলধারী রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধরক্ত লোচনে পতগরাজকে মহাবেগে আক্রমণ করিল। তখন নভোমণ্ডলে বায়ুচালিত উভয় মেঘের ন্যায় মহাসমরে দুই বীরে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে উভয়ের অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শনে বোধ হইল, যেন পক্ষধারী দুইটী মাল্যবান্ পর্ব্বত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছে। রাবণ মহাবল জটায়ুকে লক্ষ্য করিয়া নালীক, নারাচ ও তীক্ষ্ণাগ্র বিকর্ণি অস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। পতগরাজ জটায়ু ঐ সমস্ত রাবণ-ক্ষিপ্ত অস্ত্র শস্ত্র অনায়াসে সহ্য করিলেন এবং প্রখর নখ ও চরণদ্বারা তাহার গাত্র সমুদায় ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাবণ ক্রোধ পরবশ হইয়া শত্রুর বিনাশ বাসনায় যমদণ্ড সদৃশ অতি ভীষণ দশটী বাণ গ্রহণ করিয়া তৎসমুদায় মহাবীর্য্য বাণ আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক মহাবেগে নিক্ষেপ ও উহার শরীর বিদ্ধ করিল। তৎকালে জানকী সজল নয়নে রাক্ষস রথে অবস্থান করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে ঐ সমুদায় বাণ গণনা না করিয়া রাক্ষসের দিকে ধাবমান হইলেন। এবং তাহার মণি মুক্তা বিভূষিত শর কার্ম্মুক চরণ প্রহারে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর রাবণ ক্রোধে মূচ্ছিত প্রায় হইয়া অন্য এক ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক অনবরত শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন পতগরাজ জটায়ু ঐ সমস্ত শরে পরিব্যাপ্ত হইয়া কুলায়-

প্রাপ্ত পক্ষীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অতঃপর ঐ সমস্ত শরজাল পক্ষপবনে বিদূরিত করিয়া চরণদ্বয় প্রহারে উহার ঐ অগ্নিকল্প দীপ্ত শরাসনও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এবং উহার পক্ষপবনদ্বারা রাবণের শরীরা-বরণ কবচও কম্পিত হইতে লাগিল। তখন সমরে অদ্বিতীয় বলশালী জটায়ু, বক্ষঃস্থলে কাঞ্চনজালজড়িত পিশাচ বদন বেগগামী দিব্য খরগণের সহিত ত্রিবেণু সম্পন্ন কামগামী অগ্নিশিখাবৎ সমুজ্জ্বল মণিময় সোপানযুক্ত উহার রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরে পূর্ণচন্দ্রাকৃতি ছত্র ও চামরের সহিত তদীয় বাহক রাক্ষসদিগকে বেগে বিক্ষেপ করিয়া তুণ্ডাঘাতে সারথির মস্তক খণ্ড বিখণ্ড করিলেন। তখন সে হতাশ্ব, হত সারথি, ভগ্নধনু ও বিরথ হইয়া জানকীকে ক্রোড়ে করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন অরণ্যবাসীরা রাবণকে ভূপতিত ও ভগ্নবাহন হইতে দেখিয়া গৃধ্ররাজকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রাবণ জটায়ুকে বার্দ্ধক্য নিবন্ধন একান্ত শ্রান্ত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনর্ব্বার জানকীকে লইয়া আকাশ পথে উত্থিত হইল। গৃধ্ররাজ জটায়ুও খড়্গ মাত্র সহায় যুদ্ধোপকরণ শূন্য রাবণকে হৃষ্টান্তঃকরণে জানকীকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া গমন করিতে দেখিয়া আকাশে উড়িয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। এবং উহাকে অবরোধ করিয়া কহিলেন,—রে নির্ব্বোধ! যাঁহার বাণ বজ্রতুল্য সুদৃঢ়, তুই রাক্ষসকুলের বিনাশের জন্য তাঁহারই ভার্য্যাকে হরণ করিতে-ছিস্? তুই মিত্র,বন্ধু,অমাত্য, বল ও পরিজনের সহিত পিপাসি-

তের জলপানের ন্যায় এই বিষপান করিতেছিস। কর্ম্মের ফল না জানিয়া যে মূর্খেরা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা তোরই ন্যায় শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। তুই কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস, এখন কোথায় যাইয়া মুক্তি পাইবি। মৎস্য যেমন আত্মবিনাশের জন্য সামিষ বড়িশ গ্রহণ করে, তোর দশাও সেইরূপ হইয়াছে। অরে রাবণ! সেই দুর্দ্ধর্ষ রাজকুমারদ্বয় তোর আশ্রমপীড়ন কখনই সহ্য করিবেন না। তুই নিতান্ত কাপুরুষ, তাই এই লোকনিন্দিত কর্ম্ম করিতেছিস, বীর পুরুষেরা কখন এইরূপ তস্করাচরিত পথে পদার্পণ করেন না। তুই যদি বীর হোস তবে যুদ্ধ কর্, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। তুই এখনই তোর ভ্রাতা খরের ন্যায় নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইবি। মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে পুরুষ যে সকল পাপকার্য্য করিয়া থাকে, তুই আত্মবিনাশের নিমিত্ত সেইরূপ কর্ম্মই করিতেছিস। রে দুর্ব্বৃত্ত! যে কার্য্যের পাপই একমাত্র ফল, কোন্ পুরুষ তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়? জগৎপতি স্বয়ম্ভূও স্বয়ং সে কার্য্য করিতে পারেন না।

বীর্য্যবান্ জটায়ু এইরূপ শুভকর বাক্য বলিয়া সহসা রাবণের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইলেন এবং যন্তা যেমন দুষ্ট গজকে অঙ্কুশাঘাত করে, সেইরূপ তীব্র নখ প্রহারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ও তুণ্ড দ্বারা কখন পৃষ্ঠমাংস, কখনও বা কেশ উৎপাটন করিতে লাগিলেন। রাবণ গৃধ্ররাজকর্ত্তৃক এইরূপে বারংবার উৎপীড়িত হওয়ায় ক্রোধে উহার ওষ্ঠ স্ফুরিত ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন সে ক্রোধে অধীর হইয়া জানকীকে বামঅঙ্কে গ্রহণপূর্ব্বক

জটায়ুকে তল প্রহার আরম্ভ করিল। অরিন্দম জটায়ু তাহা সহ্য করিয়া তুণ্ডদ্বারা তাহার বামভাগের দশটী বাহু ছেদন করিলেন। ঐ সকল ছিন্ন বাহু তৎক্ষণাৎ বল্মীক হইতে বিষজ্বালাকরাল পন্নগের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইল। তখন রাবণ সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধভরে জটায়ুকে মুষ্টিপ্রহার ও পদাঘাত আরম্ভ করিল; এই সময়ে উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাবণ খড়্গ উত্তোলন করিয়া রামের নিমিত্ত প্রাণদানোদ্যত জটায়ুর পক্ষ, চরণ ও পার্শ্ব খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিল। মহাবীর জটায়ু দুরাত্মা রাক্ষস কর্ত্তৃক ছিন্ন পক্ষ ও মৃতকল্প হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর জটায়ু রুধিরাক্ত কলেবরে ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন দেখিয়া জানকী দুঃখিত হৃদয়ে, বন্ধু বিপন্ন হইলে শোকে যেমন তাহার সন্নিধানে উপস্থিত হয়, সেইরূপে ধাবিত হইলেন। তখন রাবণ ঐ নীল মেঘ সদৃশ পাণ্ডুর বক্ষ মহাবীর্য্য জটায়ুকে ভূপতিত প্রশান্ত দাবানলের ন্যায় দেখিতে লাগিল। শশিপ্রভাননা জানকীও জটায়ুকে রাবণ বিমর্দ্দিত ও মহীতলে শয়ান দেখিয়া বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

—:*:

চন্দ্রমুখী সীতা রাবণনিহত গৃধ্ররাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—রাম! মানুষের বাম দক্ষিণাদি অঙ্গ স্পন্দন, স্বপ্নে কৃষ্ণদন্ত পুরুষ দর্শন, পক্ষীদিগের বাম দক্ষিণ ভাগে গমন এবং তাহাদিগের স্বরবিশেষ শ্রবণ, এই সমুদায় নিমিত্ত শুভাশুভ সূচনা করিয়া দেয়। এক্ষণে এই সমস্ত মৃগপক্ষী আমার জন্য অশুভ পথে ধাবিত হইতেছে, তথাপি তুমি তোমার ঘোর বিপৎপাত জানিতেছ না। এই বিহঙ্গরাজ কৃপা করিয়া আমার পরিত্রাণার্থ আগমন করিয়াছিলেন, আমারই দুর্ভাগ্য বশতঃ নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

এই সময়ে সীতা অত্যন্ত ভীত হইয়া নিকটস্থ ব্যক্তি যেরূপে শুনিতে পান, সেইরূপে কহিতে লাগিলেন,—হা রাম! হা লক্ষ্মণ! আজ আমাকে রক্ষা কর। এইরূপে অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মাল্য ও আভরণ মলিন হইয়া উঠিল। তখন রাক্ষসাধিপতি রাবণ তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে জানকী লতার ন্যায় এক বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিলেন, রাবণ ত্যাগ কর ত্যাগ কর বলিতে বলিতে তাঁহার নিকটস্থ হইল। জানকী সেই রামশূন্য বনে হা রাম! হা রাম! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ দুর্ব্বৃত্ত দশানন আত্মনাশের নিমিত্ত তাঁহার কেশগুচ্ছ গ্রহণ করিল। সীতা এইরূপে

সীতাহরণ।

Printed by
V. Seyne & Bros.

অপমানিত হইলে সচরাচর সমস্ত জগৎ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, বায়ুর গতি স্থগিত হইল, দিবাকর নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। অতুলৈশ্বর্য্যশালী দেব পিতামহ দিব্য চক্ষুদ্বারা সীতাকে ঐরূপ অবমানিতা দেখিয়া কহিলেন,—এতদিনে দেবকার্য্য সিদ্ধ হইল। দণ্ডকারণ্যে মহর্ষিগণ এই ব্যাপার দর্শনে রাবণ বিনাশ যদৃচ্ছা ক্রমে উপস্থিত হইল বুঝিয়া সন্তুষ্ট এবং সীতার পরাভব দর্শনে ব্যথিত হইলেন।

সীতা,—হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া রোদন করিতেছেন, রাবণ তাহাকে লইয়া আকাশে উত্থিত হইল। তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা পীতবসনা রাজপুত্রী আকাশে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার উড্ডীয়মান পীতবস্ত্রদ্বারা রাবণ অগ্নিশিখাপ্রদীপ্ত পর্ব্বতবৎ দৃষ্ট হইল। সেই পরম কল্যাণী জানকীর গাত্রস্খলিত সৌরভযুক্ত আরক্ত পদ্মপত্রসকল রাবণের গাত্রে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহার কণকপ্রভ কৌশেয় বস্ত্র আকাশে উদ্ধৃত হওয়াতে রাবণ সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। আকাশে রাবণের অঙ্কগত সীতার সেই নির্ম্মল মুখমণ্ডল রাম ব্যতীত মৃণালশূন্য পঙ্কজের ন্যায় নিতান্ত শ্রীহীন হইয়া উঠিল। নীল-মেঘ ভেদ করিয়া সমুদিত চন্দ্রমাকে যেরূপ দেখায়, উহা সেই-রূপই দৃষ্ট হইল। সীতার ললাটদেশ প্রশস্ত, কেশাগ্রভাগ সুন্দর, মুখ নিষ্কলঙ্ক, উহা হইতে পদ্মগর্ভের আভা নির্গত হইতেছে; দশন শুভ্র ও নির্ম্মল, নয়নদ্বয় বিশাল, নাসিকা মনোহর, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ। ঐ মুখ হইতে জলধারা বিগলিত ও মার্জ্জিত হইতেছে। উহা চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন হইলেও

রাম বিনা রাবণের অঙ্কগত হইয়া দিবাচন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়াছে। জানকী স্বর্ণবর্ণা, রাবণ নীলদেহ, তিনি গজ-কণ্ঠাবলম্বিনী কাঞ্চনকাঞ্চীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। রাবণ পদ্মপলাশাক্ষী হেমবর্ণা [illegible] ভূষণা সীতাকে লইয়া চপলা চকিত জলদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই বৈদেহীর ভূষণশব্দে রাক্ষসেশ্বর শব্দায়মান নীল মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইল। সীতার মস্তক হইতে বিচ্যুত হইয়া ধরণীতলে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ঐ পুষ্পবৃষ্টিই আবার বায়ুবেগে সমাহত হইয়া রাবণের দেহস্পর্শ করিল। তখন মনে হইল, যেন নির্ম্মল নক্ষত্রমালা সুমেরু শিখরের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

সীতার রত্ন বিভূষিত নূপুর চরণ হইতে স্খলিত হইয়া বিদ্যুদ্বলয়ের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। রাবণ সেই স্বীয় তেজঃপ্রদীপ্ত মহোল্কার ন্যায় সীতাকে আকাশ পথে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাঁহার অগ্নিবর্ণ আভরণ সমুদায় ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে আকাশ হইতে তারকার ন্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। শশঙ্ক-সমুজ্জ্বল হার বক্ষঃস্থল হইতে বিচ্যুত হইয়া গগণভ্রষ্ট জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বৃক্ষ সকল উপরিস্থ বায়ু সহকারে শাখা পল্লব কম্পিত করিয়া পক্ষি কোলাহলচ্ছলে অভয় প্রদান করিতে লাগিল। সরোবরে পদ্মিনী বিষণ্ণ, মৎস্যাদি জলচর চকিত হইয়া রহিল। উহারা যেন মূর্চ্ছাপন্না সখীর ন্যায় সীতাকে উদ্দেশ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও পক্ষিগণ চতুর্দ্দিক্‌ হইতে আসিয়া সীতার ছায়ার অনুসরণ পূর্ব্বিক ক্রোধে

ধাবিত হইল। পর্ব্বত সমুদায় শৃঙ্গরূপ বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক জলপ্রপাতরূপ অশ্রুমুখে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তেজঃ-পুঞ্জ দিবাকরও জানকীকে হরণ করিতে দেখিয়া নিষ্প্রভ, দীন ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেলেন। রাবণ যে স্থলে রামের সীতাকে হরণ করিল, তথায় ধর্ম্ম নাই, সত্য নাই, সরলতা দয়াই বা কিরূপে থাকিবে? সমস্ত প্রাণী দলবদ্ধ হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিল। মৃগশিশুগণ শঙ্কিত হইয়া দীনমুখে রোদন করিতে লাগিল। বনদেবতারা চকিতনয়নে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ভয় বশতঃ যেন কম্পিত হইতে লাগিলেন।

তখন জানকী ধরণীতলে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার কেশপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সুরচিত তিলক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইয়া অনবরত রোদন করিতেছেন এবং বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, ভয়ে আকুল ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছেন। রাবণ আত্মবিনাশের নিমিত্ত সেই মনস্বিনী সীতাকে হরণ করিয়া আকাশপথে লইয়া চলিল।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

—:o:—

অনন্তর [illegible] দেখিয়া [illegible] রোদন করতঃ [illegible]

করুণ স্বরে কহিলেন,—রে নীচ! তুই আমাকে রাম-লক্ষ্মণ-বিরহিতা জানিয়া অপহরণপূর্ব্বক যে পলায়ন করিতেছিস্, ইহাতে তোর লজ্জা বোধ হইতেছে না? রে দুরাত্মন্! তুই নিতান্ত ভীরু, তাই আমার হরণেচ্ছায় মায়া মৃগরূপে আমার স্বামীকে দূরে অপসারিত করিয়াছিলি। আর যিনি আমাকে পরিত্রাণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনি নিতান্ত বৃদ্ধ, আমার শ্বশুরের সখা গৃধ্ররাজ জটায়ুকেও বিনাশ করিয়া কি পৌরুষের কার্য্য করিলি? ধন্য তোর বীর্য্য, তুই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নিজের নাম কীর্ত্তন করিয়া আমায় জয় করিতে পারিলি না। পরস্ত্রী হরণ করাই নিন্দনীয়, তাহাতে আবার রক্ষক অবিদ্যমানে অত্যন্ত নিন্দনীয়। রে নীচ! ঐরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়া তোর কোন লজ্জা হইতেছে না? বীরাভিমানী! তোর এই নিষ্ঠুর অধর্ম্মিষ্ঠ কুৎসিত কর্ম্ম জগতে সকলেই ঘোষণা করিবে। ইতঃপূর্ব্বে তুই যাহা কহিয়াছিলি, তোর সেই বীরত্বকে ধিক্! তোর কুলকলঙ্ককর চরিত্রকেও ধিক্! তুই যখন এইরূপ বেগে পলায়ন করিতেছিস্, তখন আমি আর তোর কি করিতে পারি? তুই মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর্, দেখিবি, জীবন লইয়া যাইতে পারিবি না। সেই রাজ-কুমার দ্বয়ের চক্ষে পড়িলে ক্ষণকালও সসৈন্যে নিস্তার পাইবি না। পক্ষী যেমন বনে অগ্নিস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তুইও তাহাদের শরস্পর্শ কোনরূপে সহ্য করিতে পারিবি না। যদি তুই নিজের মঙ্গল প্রার্থনা করিস, তবে আমাকে পরিত্যাগ কর্, নতুবা আমার স্বামী তোর এই দুর্ব্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতার সহিত আসিয়া নিশ্চয়ই তোর বিনাশ

সাধন করিবেন। তুই যে বুদ্ধিতে আমায় বলপূর্ব্বক হরণ করিতে উদ্যম করিয়াছিস, তাহা তোর কোনক্রমে সফল হইবে না। আমি সেই দেবতুল্য স্বামীকে না দেখিয়া শত্রুর গৃহে বড় অধিক দিন জীবন ধারণ করিব না। তুই নিশ্চয়ই তোর পরিণামসুখ দেখিতে পাইতেছিস্ না। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মানুষ বিপরীত কার্য্যে রত হয়, তোরও তাহাই ঘটিয়াছে। যাহা পথ্য, মুমূর্ষু লোকের তাহা কখন রুচিকর হয় না। রে নিশাচর! তুই যখন ভয়কারণ উপস্থিত হইলেও ভয় পাইতেছিস্ না, তখন আমি দেখিতে পাইতেছি, তোর কণ্ঠে কালপাশ লগ্ন হইয়াছে। তোকে নিশ্চয়ই বৃক্ষ সকলকে হিরণ্ময় দেখিতে হইবে। তোকে রুধির প্রবাহিণী ঘোরা বৈতরণী দেখিতে হইবে। তুই অরণ্যকে ভয়ঙ্করখড়্গ-পত্রময়, কাঞ্চনের পুষ্প, বৈদুর্য্যমণির পত্র ও লৌহময় কণ্টক দ্বারা আবৃত তীক্ষ্ণ শাল্মলী দেখিতে পাইবি। অরে নির্দ্দয়! মহাত্মা রামের এইরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া বিষপায়ীর ন্যায় কখন জীবন ধারণ করিতে পারিবি না। তুই দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্, কোথায় যাইয়া সুখ পাইবি? যিনি ভ্রাতার সাহায্য ব্যতীত মুহূর্ত্তমাত্রে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বাস্ত্র বিশারদ বলবান্ বীর রাম প্রিয়ভার্য্যাপহারী তোকে কেন তীক্ষ্ণ শরে বিনাশ করিবেন না? সীতা রাবণের ক্রোড়গত হইয়া এইরূপ ও অন্যরূপ কঠোর বাক্যে তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া ভয় ও শোকে অভিভূত হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুরাত্মা রাবণ অত্যন্ত কাতর,

কম্পিত কলেবর, অধীর তরুণী রাজনন্দিনীকে লইয়া আকাশ পথে যাইতে লাগিল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

—:*:—

তখন জানকী কাহাকেও রক্ষক না দেখিয়া সম্মুখবর্ত্তী গিরিশিখরে পাঁচটী বানরকে অবলোকন করিলেন। ইহার মধ্যে যদি কেহ রামকে আমার সংবাদ দেয়, এই প্রত্যাশায় তাহাদের মধ্যে কণকপ্রভ কৌশেয় উত্তরীয় বসন ও উৎকৃষ্ট আভরণ সকল নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ মনের আবেগে সত্বরতা নিবন্ধন উহা জানিতে পারিল না কিন্তু পিঙ্গললোচন বানরেরা আকাশে রোরুদ্যমানা সীতাকে অনিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিল।

রাবণ ক্রমশঃ পম্পানদী অতিক্রম করিয়া সীতাকে লইয়া লঙ্কার অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সে যেন আপনার মৃত্যুরূপিণী মহাবিষা তীক্ষ্ণদশনা ভুজঙ্গীকে ক্রোড়ে লইয়া হৃষ্টচিত্তে চলিল। ক্রমে তীরবেগে বন, নদী, শৈল ও সরোবর সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া তিমি-নক্র-নিকেতন সাগরতীরে উপনীত হইল। জগন্মাতা সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাই-তেছে দেখিয়া সমুদ্র মনঃক্ষোভে স্বভাবপ্রবৃত্ত তরঙ্গমালা রহিত করিয়া নিস্তব্ধ হইল এবং মৎস্য ও সর্পসকল যেন রুদ্ধ হইয়া রহিল। অন্তরীক্ষগত সিদ্ধচারণগণ পরস্পর

কহিতে লাগিলেন,—রাবণের এই পর্য্যন্তই বুঝি সমস্ত শেষ হইল।

তখন রাবণ সীতাকে লইয়া মহানগরী লঙ্কায় প্রবেশ করিল। উহার পথসমুদায় সুপ্রশস্ত ও সুবিভক্ত। দ্বার-দেশ বহুল জনাকীর্ণ। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া রাবণ স্বীয় অন্তঃপুরে গমন করিল এবং ময়দানব কল্পিত আসুরী-মায়ার ন্যায় সেই শোক-মোহ-বিহ্বলা সীতাকে রক্ষা করিয়া ঘোর দর্শনা রাক্ষসীদিগকে কহিল,—দেখ, এই সীতাকে কোন পুরুষ বা স্ত্রী আমার আদেশ ব্যতীত যেন কেহ দেখিতে না পায়। মণি, মুক্তা, সুবর্ণ বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি যে যে বস্তু ইনি অভিলাষ করিবেন, আমার আজ্ঞায় সেই সমুদায়ই তৎক্ষণাৎ তোমরা ইহাকে আনিয়া দিবে। অজ্ঞান বা জ্ঞান বশতঃই হউক, যে কেহ ইহাঁকে অপ্রিয় কথা কহিবে, আমি তাহার প্রাণদণ্ড করিব।

মহাপ্রতাপ রাক্ষসাধিপতি রাক্ষসীদিগকে এইরূপ বলিয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং অতঃপর কর্ত্তব্য কি, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। এই সময়ে মাংসাশী আটজন মহাবীর্য্য রাক্ষস তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র বরদানমোহিত মহাবীর রাবণ উহাদিগের বল বীর্য্যের প্রশংসা করিয়া কহিল,—দেখ, যে স্থানে পূর্ব্বে খরের আবাস স্থান ছিল, তোমরা বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শীঘ্র সেই শূন্য জনস্থানে গমন কর এবং স্বীয় বল পৌরুষ আশ্রয় করিয়া নির্ভয়ে তথায় যাইয়া বাস কর। আমি ঐ স্থানে বহুসংখ্যক মহাবীর্য্য রাক্ষস সৈন্য রাখিয়াছিলাম, সম্প্রতি

তাহারা খর দূষণের সহিত রামশরে সমরে নিহত হইয়াছে।

তদবধি তাহার উপর আমার এরূপ ক্রোধ হইয়াছে যে আর আমি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেছি না, ঘোরতর শত্রুতাও উপস্থিত। আমি সেই মহাশত্রুর বৈরনির্য্যাতন অবশ্য করিব। তাহাকে বিনাশ না করিয়া আমি আর নিদ্রা যাইতে পারিতেছি না। দরিদ্র ধনলাভে যেরূপ সুখী হয়, আমিও খর দূষণঘাতী রামকে বিনাশ করিয়া সেইরূপই সুখ লাভ করিব। এক্ষণে তোমরা জনস্থানে বাস করিয়া তাহার প্রকৃত সংবাদ আমাকে প্রদান করিবে। তোমরা সকলেই সাবধানে যাও এবং উহার বধের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা কর। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের বল আমি অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এই জন্যই তোমাদিগকে আমি জনস্থানে পাঠাইলাম।

অনন্তর ঐ আটজন রাক্ষস রাবণের প্রিয় ও গুরুকার্য্যসাধক আজ্ঞালাভ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে লঙ্কা হইতে জনস্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। এদিকে রাবণও রামের সহিত গুরুতর বৈর উৎপাদন এবং জানকীকে স্বগৃহে স্থাপন করিয়া মোহাবেশে সন্তোষ লাভ করিল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

—:*:-

রাবণ সেই মহাবল ঘোর দর্শন আটজন রাক্ষসকে জনস্থানে যাইতে আদেশ করিয়া বুদ্ধিবৈপরীত্য বশতঃ আপনাকে

কৃতকার্য্য বোধ করিল। পরে জানকীকে চিন্তা করিতে করিতে কন্দর্পশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ত্বরিত গমনে সেই রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিল। সে তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিল,—দীনা দুঃখকাতরা সীতা রাক্ষসীমধ্যে শোকভরে অভিভূত হইয়া অধোবদনে নিরন্তর অশ্রু মোচন করিতেছেন। তখন তিনি সমুদ্রমধ্যে বায়ু-বেগ-চালিত নিমগ্নপ্রায় তরণীর ন্যায় কুক্কুরপরিবেষ্টিত যূথভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন। রাবণ সেই শোকবিবশা সীতার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় গৃহের শোভা দেখাইতে লাগিল। ঐ সমস্ত গৃহ ইন্দ্রভবনের ন্যায় হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ-মালায় আকীর্ণ এবং বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ, উহাতে হীরক ও বৈদূর্য্যখচিত হস্তিদন্ত, সুবর্ণ, স্ফটিক ও রজতময় স্তম্ভসমুদায় শোভা পাইতেছে, বহুসংখ্যক স্ত্রী ও বিবিধ পক্ষী উহাতে বাস করিতেছে। উহার গবাক্ষ সকল গজদন্ত ও রজতদ্বারা নির্ম্মিত ও সুবর্ণজালে বিমণ্ডিত রহিয়াছে। দেখিতে প্রিয়-দর্শন। উহার ভূভাগ সুধাধবলিত ও বিবিধ মণি চিত্রিত। দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী বহুবিধ পুষ্পে পরিবৃত। রাবণ সীতা সমভিব্যাহারে দুন্দুভিনাদী কাঞ্চনময় বিচিত্র সোপান পথ দিয়া ঐ রমণীয় গৃহে আরোহণ করিল এবং শোকাকুলা সীতাকে দেখাইতে লাগিল।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ ঐ সমস্ত প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার জন্য কহিতে লাগিল,—জানকি! এই লঙ্কাপুরীতে বালক বৃদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া দ্বাত্রিংশৎকোটি

রাক্ষস বাস করে, আমি ঐ সমস্ত রাক্ষসের অধীশ্বর। তন্মধ্যে এক জনের জন্য এক সহস্র করিয়া রাক্ষস আমাদেরই কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়া রহিয়াছে। অয়ি প্রিয়ে! এই সমস্ত রাজ্য ও আমার জীবন তোমারই অধীন, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। আমার এই অন্তঃপুরে বহুসংখ্যক উত্তমোত্তম রমণী আছে, তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া ঐ সকলের অধীশ্বরী হও। আমি যাহা বলিতেছি, উহা তোমারই হিত-কর, তুমি ইহা অন্যথা করিও না। আমি অনঙ্গতাপে নিতান্ত অভিতপ্ত, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমার লঙ্কাপুরী শত যোজন বিস্তৃত, উহা মহাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইন্দ্র প্রভৃতি সুরাসুরগণ ইহাকে পরাভব করিতে পারে না। কি দেবতা, কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি উরগগণ ইহাদের মধ্যে যে কেহ আমার তুল্যবীর্য্য হইতে পারে, এমন কাহাকেও আমি ত্রিভুবনে দেখি না। রাম মানুষ, রাজ্যভ্রষ্ট দরিদ্র তাপস, অল্পায়ু ও অল্পতেজা, তাহাকে লইয়া তুমি কি করিবে? অয়ি জানকি! তুমি আমাকে ভজনা কর, আমিই তোমার উপযুক্ত স্বামী। বরাননে! যৌবন অস্থায়ী, আমার সহিত বিহার কর। রামকে দেখিবার ইচ্ছা আর করিও না। রামের এখানে আসিবার মনে মনেও শক্তি নাই। আকাশস্থ মহাবেগ বায়ুকে পাশদ্বারা বন্ধন করা এবং প্রজ্বলিত অগ্নির নির্ম্মল শিখা বস্ত্র দ্বারা ধারণ করা যেরূপ অসম্ভব, রামের এখানে আগমন করাও সেইরূপ অসম্ভব। যে ব্যক্তি আমার বাহু রক্ষিত তোমাকে লইয়া যাইতে পারে, এই ত্রিলোকের মধ্যে এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাই না। তুমি এই বিস্তীর্ণ লঙ্কারাজ্য

পালন কর। আমি তোমার দাস, দেবতা ও চরাচর বিশ্ব তোমারই আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবে। তুমি অভিষেকজলে আর্দ্র ও শ্রমাপনয়নে তুষ্ট হইয়া আমার সহিত ভোগসুখে প্রবৃত্ত হও। তোমার পূর্ব্বসঞ্চিত যে দুষ্কৃত ছিল, তাহা বনবাস দ্বারা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এবং যাহা কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলে, তাহার ফল এক্ষণে এই স্থানে ভোগ কর। এই স্থানে সর্ব্বপ্রকার মাল্য, দিব্য গন্ধ ও উৎকৃষ্ট ভূষণ আছে, এস, আমরা উভয়ে পরিধান করিয়া বেশভূষা রচনা করি। অয়ি সুন্দরি! আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক সূর্য্য-সন্নিভ রথ ছিল, তাহা আমি বলদ্বারা গ্রহণ করিয়াছি। উহা বিশাল, অতি মনোহর ও মনের ন্যায় দ্রুতগামী। এক্ষণে তুমি উহাতে আরোহণ করিয়া আমার সহিত পরমসুখে বিহার কর। অয়ি বরারোহে! তোমার বদন পদ্মের ন্যায় নির্ম্মল ও রম্যদর্শন। উহা শোকপ্রভাবে নিতান্ত মলিন হইয়া গিয়াছে।

রাবণ এই সকল কথা কহিলে, সীতা বস্ত্রাঞ্চলে মুখ-মণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন দুর্দ্দান্ত রাবণ সীতাকে ধ্যানপরায়ণা, শোকমগ্না এবং চিন্তামলিনা দেখিয়া কহিল,—জানকি! ধর্ম্মলোপ-শঙ্কায় আর লজ্জায় কি হইবে? আমরা উভয়ে যে স্নেহবন্ধনে বদ্ধ হইব, উহা ধর্ম্ম বিগর্হিত নহে। আমি এই দশটী মস্তক দ্বারা তোমার চরণ ধারণ করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমার নিতান্ত অনুগত দাস। আমি অনঙ্গ তাপে তাপিত হইয়া যে সকল কথা

কহিলাম, উহা যেন বিফল হইয়া যায় না। দেখ, রাবণ কখন মস্তক দ্বারা কোন রমণীর চরণ স্পর্শ করে না। লঙ্কাধিপতি রাবণ জনকনন্দিনী সীতাকে এই কথা বলিয়া মৃত্যু কামনায় ইনি আমারই হইলেন, বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর শোকাকুলা জানকী উভয়ের অন্তরে একটী তৃণ স্থাপনপূর্ব্বক নির্ভয়ে রাবণকে কহিলেন,—রাক্ষস! দশরথ নামে সর্ব্বলোকবিশ্রুত এক রাজা ছিলেন। তিনি সত্যসন্ধ ধর্ম্মবিষয়ে অটল সেতুর ন্যায় অবস্থান করিতেন। ধর্ম্মাত্মা রাম তাঁহারই পুত্র। ইহাঁর বাহু আজানুলম্বিত, চক্ষু বিশাল, স্কন্ধ সিংহের ন্যায়। সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাদ্যুতি ত্রিলোকবিখ্যাত রাম আমার দেবতা ও পতি। সেই মহাবীর লক্ষ্মণের সহিত আসিয়া তোর প্রাণ বিনাশ করিবেন। তুই যদি তাঁহার সমক্ষে বলদর্পে আমায় পরাভব করিতে যাইতিস্, তাহা হইলে জনস্থানে খরের ন্যায় নিশ্চয়ই তোকে রণশায়ী হইতে হইত। তুই যে সকল ঘোররূপ মহাবল রাক্ষসের কথা বলিতেছিস্, উহারা গরুড়ের নিকট সর্পকুলের ন্যায় রামের সমক্ষে নিতান্ত নির্বিষ। গঙ্গার তরঙ্গ যেমন তাহার কূলকে পাতিত করে, রামের সুবর্ণ খচিত বাণও

নিক্ষিপ্ত মাত্রে তোর শরীর পাত করিবে। রাবণ! যদিও তুই দেবতা ও অসুরের নিকট অবধ্য হইয়া থাকিস্ কিন্তু রামের সহিত বৈর উৎপাদন করিয়া কখনই পরিত্রাণ পাইবি না। সেই মহাবীর রাম নিশ্চয়ই তোর প্রাণান্তকর, তোর জীবন এক্ষণে যূপগত পশুর ন্যায় দুর্লভ। রাক্ষস! রাম যদি ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রে তোর দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তবে রুদ্রদেবের নেত্রবহ্নিতে কন্দর্পের ন্যায় তুই তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যাইবি। যিনি আকাশ হইতে চন্দ্রকে বিচ্যুত ও বিলুপ্ত করিতে পারেন, যিনি সমুদ্রকেও শুষ্ক করিতে সমর্থ, তিনিই সীতাকে এইস্থান হইতে উদ্ধার করিবেন। তুই হতায়ু, হতশ্রী, ও নির্ব্বীর্য্য হইয়াছিস্। তোর বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তোরই নিমিত্ত লঙ্কা বিধবা হইবে। তুই যখন আমাকে পতির পার্শ্ব হইতে বিযুক্ত করিয়া আনিয়াছিস্, তখন তোর এই পাপকর্ম্মের ফল কখন শুভ হইবে না। আমার মহাবল স্বামী লক্ষ্মণের সহিত শূন্য দণ্ডকবনে নির্ভয়ে স্বীয় বীর্য্যে বাস করিতেছেন, তিনি সমরে শরবর্ষণ দ্বারা তোর বল, বীর্য্য, দর্প ও অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন। যখন কালবশে জীবের মৃত্যুসময় উপস্থিত হয়, তখনই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কার্য্যে বুদ্ধি বৈপরীত্য জন্মিয়াছে। রাক্ষসাধম! আমার অবমাননা করিয়া তোর সেই কালই উপস্থিত, তুই এখন সবংশে ধ্বংস হইবি। স্রুক্ ভাণ্ডমণ্ডিত মন্ত্রপূত যজ্ঞমধ্যস্থ বেদি কখন চণ্ডালে স্পর্শ করিতে পারে না। আমি ধর্ম্মপরায়ণ রামের ধর্ম্মপত্নী পতিব্রতা, তুই পাপী রাক্ষসাধম, তুই আমাকে স্পর্শ করিতেও পারিবি না। যে হংসী

পদ্মবনে রাজহংসের সহিত নিয়ত ক্রীড়া করিয়া থাকে, সে কি কখন আবর্জ্জনা মধ্যস্থিত বায়সের সহিত বিহার করে? আমার এই শরীর এখন চেতনাশূন্য হইয়াছে, ইহাকে বধ কর্ বা বন্ধনই কর্ আমি এই শরীর বা জীবন রাখিব না এবং জগতে অসতী অপবাদও সহ্য করিতে পারিব না। জানকী ক্রোধভরে রাবণকে এইরূপ কঠোর বাক্য বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

সীতার সেই লোমহর্ষণ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল,—অয়ি চারুহাসিনি! আমার বাক্য শ্রবণ কর। আজ হইতে দ্বাদশমাস তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিব। যদি তুমি এই সময়ের মধ্যে আমার অনুগত না হও, তাহা হইলে পাচকেরা প্রাতরাশের জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে। এইরূপ কর্কশ কথা বলিয়া বিকটাকার রক্তমাংসভোজী ঘোরদর্শন রাক্ষসী-দিগকে ক্রোধভরে কহিল,—দেখ, রাক্ষসীগণ! তোমরা এক্ষণে ইহার দর্পচূর্ণ কর। এই কথা বলিবামাত্র তাহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া সীতাকে বেষ্টন করিল। অনন্তর মহাবীর রাবণ পদভরে পৃথিবীকে বিদারণ করিয়াই যেন দুই চারিপদ সঞ্চরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে পুনরায় কহিল,—তোমরা জানকীকে অশোকবনে লইয়া যাও। তথায় লইয়া গিয়া সতত বেষ্টনপূর্ব্বক ইহাকে গোপনে রক্ষা কর। কখন ঘোরতর তর্জ্জনা, কখন বা সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা বন্য করিণীর ন্যায় ইহাকে বশে আনিবার চেষ্টা কর।

রাক্ষসীগণ রাবণের এইরূপ আদেশ পাইয়া সীতাকে

লইয়া অশোকবনে গমন করিল। ঐ বন সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ফলপ্রদ এবং বিবিধ ফল-পুষ্প-ভারে অবনত কল্পবৃক্ষ দ্বারা আকীর্ণ। তথায় মদমত্ত বিহঙ্গমগণ সতত কলরব করিতেছে। শোকাকুলা জানকী ঐ বনমধ্যে রাক্ষসীদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া ব্যাঘ্রীদিগের মধ্যে হরিণীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন এবং পাশবদ্ধ মৃগীর ন্যায় যার পর নাই অসুখী হইলেন। রাক্ষসীরা বিকটনেত্রে তাঁহাকে তর্জ্জনা করিতে লাগিল। তিনি শোক ও ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া প্রিয় রাম ও লক্ষ্মণকে স্মরণ করিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ (ক)।*

—:*:—

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া লঙ্কায় স্থাপন করিলে লোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—স্বর্গাধিপতে? দুরাত্মা রাবণ ত্রিলোকের হিত ও রাক্ষসকুলের নিধনার্থ জানকীকে লঙ্কায় প্রবেশ করাইল। পতিব্রতা মহাভাগা জানকী চিরদিন পরমসুখে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি রাক্ষসী-দিগের কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কেবল তাহাদিগকেই

* এই সর্গটি সকল পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জন্য ইহা সর্গ সংখ্যার মধ্যে নিবিষ্ট না করিয়া ষট্‌পঞ্চাশ সর্গেরই অন্তর্নিবিষ্ট (ক) বলিয়া উল্লিখিত হইল।

চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতেছেন, রামকে দেখিতে পাই-তেছেন না। এ অবস্থায় তিনি স্বামীর দর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া একাগ্রচিত্তে দুঃখিতহৃদয়ে কেবল ইহাই চিন্তা করিতেছেন ;—"দুরাত্মা রাবণ আমায় সমুদ্র পারে আনিয়া এই লঙ্কানগরীতে রাখিয়াছে, ইহা আর্য্য পুত্র কিরূপে জানিবেন ? হায় ! পুনরায় রাম দর্শন আমার ভাগ্যে নিতান্ত দুর্লভ হইয়া উঠিল"। তিনি এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। দেবরাজ ! এই নিমিত্ত জানকীর প্রাণরক্ষা-বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি শীঘ্র লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া শুভাননা সীতাকে দর্শন দাও এবং মদ্দত্ত এই হবিও প্রদান কর।

ভগবান্ পাকশাসন ব্রহ্মার মুখে এইবাক্য শ্রবণমাত্র নিদ্রাদেবীকে সমভিব্যাহারে করিয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং নিদ্রাকে কহিলেন,—বৎসে ! তুমি অগ্রে যাইয়া সমস্ত রাক্ষসকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়া রাখ, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি। নিদ্রাদেবীও ইন্দ্রের আদেশে দেব-কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত পরম পুলকিতহৃদয়ে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষসগণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন। এই অবসরে সহস্রলোচন দেবরাজ বনবাসিনী জানকীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—জনকাত্মজে ! আপনার মঙ্গল হউক। আমি দেবরাজ ইন্দ্র, মহাত্মা রামের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমি তাঁহার সাহায্য করিব, আমার প্রসাদে তিনি সবলে সাগর উত্তীর্ণ হইবেন।

আপনি শোকাকুল হইবেন না। সম্প্রতি এই স্থানের সমস্ত রাক্ষসী আমারই মায়ায় মোহিত হইয়া রহিয়াছে। হে বৈদেহি! আমি স্বয়ং আপনার নিমিত্ত এই হবিষ্যান্ন সংগ্রহ করিয়া নিদ্রাদেবীর সহিত এখানে আসিলাম। ইহা আপনি আমার হস্ত হইতে লইয়া ভোজন করুন। ইহা ভোজন করিলে দশসহস্র বৎসরেও আপনাকে ক্ষুধা বা তৃষ্ণা কাতর করিতে পারিবে না।

তখন জানকী সশঙ্কচিত্তে কহিলেন,—দেব! আপনি যে শচীপতি দেবরাজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা আমি কিরূপে জানিব? যদি আপনি স্বয়ং সেই দেবরাজই হন, তবে আমি ইতঃপূর্ব্বে আর্য্য রাম ও দেবর লক্ষ্মণের সম্মুখে আপনার যে দেবচিহ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহাই আমাকে প্রদর্শন করুন।

সীতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার সেই পূর্ব্বদর্শিত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন তিনি পৃথিবীর স্পর্শসম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া পদদ্বয়মাত্রে ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং অজীর্ণ বস্ত্র ও অম্লান কুসুমের মাল্য ধারণ করিলেন। তাঁহার সহস্র লোচন নিমেষ শূন্য হইল। তখন সীতা এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা দেবপতিকে চিনিতে পারিয়া হর্ষ-নির্ভর-চিত্তে সাশ্রুনয়নে কহিলেন,—ভগবন্! ভাগ্যবশতই আপনার প্রসাদে আজ আমি ভ্রাতার সহিত মহাবাহু রাঘবের বার্ত্তা শ্রুতিগোচর করিলাম। আমার শ্বশুর মহারাজ এবং আমার পিতা মিথিলাধিপতিকে আমি যেরূপে দর্শন করি, আপনাকে সেইরূপই দেখিতেছি। আমার

পতিও আজ আপনার দ্বারা সনাথ হইলেন। আমি আপনার আজ্ঞায় ভবদ্দত্ত কুলপাবন, ক্ষীরভূত এই হবি অবশ্যই ভোজন করিব। এই কথা বলিয়া ইন্দ্র-হস্ত হইতে উহা গ্রহণ পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণ উদ্দেশে নিবেদন করিয়া কহিলেন,—যদি আমার স্বামী মহাবল রাম ভ্রাতার সহিত জীবিত থাকেন, তবে আমি ভক্তি পূর্ব্বক এই দেবদত্ত পায়স দান করিতেছি; তিনি ইহা ভোজন করুন। বরাননা সীতা এইরূপ বলিয়া স্বয়ং উহা ভোজন করিলেন এবং তদ্দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তিপূর্ব্বক রামবৃত্তান্ত শ্রবণে কথঞ্চিৎ প্রীতিলাভ করিলেন। মহাত্মা দেবরাজও সন্তুষ্টচিত্তে জানকীকে সম্ভাষণপূর্ব্বক নিদ্রা সমভিব্যাহারে স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

—:*:—

এদিকে রাম মৃগরূপধারী কামরূপী নিশাচর মারীচকে নিধন করিয়া সত্বর গতিতে আশ্রমের দিকে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। যখন তিনি সীতাকে দেখিবার জন্য মহাব্যস্ত সমস্ত হইয়া পথি মধ্যে গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে কোন শৃগাল আসিয়া তাঁহারই পশ্চাৎ ভাগে বিকট স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। রাম শৃগালের ঐ রোমহর্ষণ ভীষণ রব শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন,—ঐ শৃগাল

যেরূপ বিকট শব্দ করিল, তাহাতে নিশ্চয়ই কোন অশুভ ঘটিয়াছে ; এক্ষণে রাক্ষসেরা জানকীকে ভক্ষণ না করিয়া থাকে, তবেই ত মঙ্গল। দুর্ব্বৃত্ত মারীচ আমার অনিষ্ট করিবার বাসনায় আমারই স্বর অনুকরণ করিয়া চীৎকার করিয়াছিল, যদি লক্ষ্মণ উহা শুনিয়া থাকেন, তবে তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এইস্থানে আসিতে পারেন, অথবা সীতাই তাঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। সীতাকে বধ করা রাক্ষসদিগের নিতান্তই অভীপ্সিত, সেই জন্যই দুরাত্মা মারীচ কাঞ্চনময় মৃগ হইয়া আমাকে দূরে আনিয়া ফেলিয়াছিল এবং শরপ্রহারমাত্র সে রাক্ষস হইয়া "হা সীতে ! হা লক্ষ্মণ ! আমি মরিলাম" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিল। যদবধি আমি এই জনস্থানে আসিয়াছি, সেই অবধিই রাক্ষসদিগের সহিত আমার বিষম বৈরভাব জন্মিয়াছে, এবং এই ঘোর দুর্নিমিত্ত সকলও লক্ষিত হইতেছে। না জানি, আমি আশ্রমে না থাকায় তাঁহারা উভয়ে কুশলে আছেন কি না !

রাম শৃগালের রব শ্রবণ এবং মারীচ মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বহুদূরে অপসরণ করিয়াছে এই সমস্ত চিন্তা করিয়া দীনমনে ও শঙ্কিত হৃদয়ে শীঘ্র আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে মৃগ ও পক্ষিগণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বাম ভাগে ঘোর শব্দ করিতে লাগিল। এই সমুদায় দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া যাইতেছেন, ইত্যবসরে নিষ্প্রভ লক্ষ্মণ দূরে আসিতেছেন, রাম তাহাকে দেখিতে পাইলেন। ক্রমে লক্ষ্মণ সন্নিহিত হইলে উভয়েই বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইলেন। তখন রাম,

লক্ষ্মণকে সেই রাক্ষস পূর্ণ নির্জ্জন অরণ্যে জানকীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপস্থিত হইতে দেখিয়া ভর্ৎসনা করিলেন এবং তাঁহার বাম হস্ত ধারণ করিয়া কাতর ভাবে মধুর তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—বৎস লক্ষ্মণ! জানকীকে ছাড়িয়া তোমার এখানে আগমন করা নিতান্তই গর্হিত হইয়াছে। না জানি, এতক্ষণ কি দুর্ঘটনা ঘটিল? চতুর্দ্দিকে যেরূপ অশুভ দর্শন ঘটিতেছে, তাহাতে বনচারী রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই জনকতনয়াকে অপহরণ করিয়াছে, না হয় ভক্ষণ করিয়াছে। দেখ, মৃগ, পক্ষী ও শৃগালগণ ইতস্ততঃ ঘোররবে চীৎকার করিতেছে, অতঃপর রাজপুত্রী যে কুশলে আছেন, তাহার আর কোন সম্ভাবনা নাই।

সেই মৃগবৎ প্রতীয়মান রাক্ষস আমাকে প্রলোভিত করিয়া অতি দূরে লইয়া আসিল, আমিও কথঞ্চিৎ পরিশ্রমে তাহার বিনাশসাধন করিলাম, মৃত্যুকালে সে রাক্ষস হইল তথাপি আমার মন দীন ও একান্ত অপ্রসন্ন। লক্ষ্মণ! আমার বাম চক্ষুও স্পন্দিত হইতেছে, সীতা আর আমার আশ্রমে নাই। তিনি মৃত, না হয় রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃত, অথবা অপহৃত হইয়া পথে রহিয়াছেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাম, দীনভাবাপন্ন, শূন্য হৃদয় লক্ষ্মণকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—লক্ষ্মণ! দণ্ডকারণ্যে আগমনকালে যিনি আমার অনুগমন করিয়াছেন, তুমি যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিলে, সেই জানকী এখন কোথায়? আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দীনাবস্থায় এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছি, আমার সেই দুঃখসহচরী ক্ষীণমধ্যা বিদেহরাজনন্দিনী এক্ষণে কোথায়? আমি যাঁহাকে ছাড়িয়া মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না, আমার সেই প্রাণসখী দেবরূপিণী জানকী এক্ষণে কোথায়? বৎস! আমি সেই তপ্তকাঞ্চনপ্রভা জানকী ব্যতীত সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য অথবা ইন্দ্রত্বও প্রার্থনা করি না। আমার সেই প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা সীতা জীবিত আছেন ত? আমার বনবাস ব্রত বিফল হইবে না ত? বৎস! সীতার বিরহে আমার মৃত্যু নিশ্চয়, অতঃপর তুমি একাকী গৃহে প্রতিগমন করিলে কৈকেয়ীর মনস্কাম সিদ্ধ হইবে, তখন তিনি সুখী হইবেন এবং আমার মৃতবৎসা তপস্বিনী মাতা কৌশল্যাও বিনয় সহকারে তাঁহার সেবা করিবেন। যদি সেই সাধুশীলা সীতা জীবিত থাকেন, তাহা হইলে ত আমি আশ্রমে পুনরায় গমন করিব; নচেৎ আমি আর প্রাণ রাখিব না। লক্ষ্মণ! তুমি বল, জানকী আমার জীবিত আছেন কি না? অথবা তোমার অসাবধানতায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে?

তিনি কোমলাঙ্গী বালিকা, কদাচ দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। তিনি আমার বিয়োগে নিশ্চয়ই দুর্ম্মনা হইয়া শোক করিতেছেন। দুরাত্মা কুটিল রাক্ষস,—হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করাতে তখন কি তোমারও ভয় জন্মিয়াছিল? অথবা বোধ হয়, বৈদেহী আমার অনুরূপ স্বর শুনিয়া ভয়ে আমাকে দেখিবার জন্য তোমাকে প্রেরণ করিয়া থাকিবেন, তাই তুমি এত শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। যাহা হউক, সীতাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া আসা তোমার নিতান্তই অনুচিত হইয়াছে। তুমি এই কার্য্যে নৃশংস রাক্ষসদিগের বৈরনির্য্যাতনের অবসর দিয়াছ, ঐ মাংসাশী রাক্ষসেরা খরবিনাশে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছে। তাহারা এক্ষণে আমার সীতাকে যে সংহার করিবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। হায়! আমি কি বিপদেই পতিত হইলাম, এখন আমি কি করিব? মনে হয়, আমার ভাগ্যে এইরূপই ছিল।

রাম এইরূপে সীতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যার পর নাই কাতর হইয়া অনুজ লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক তাঁহারই সহিত দ্রুতপদে জনস্থানে যাইতে লাগিলেন। ক্ষুৎপিপাসা ও পরিশ্রমে তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া আসিল। তিনি বিষণ্ণ হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তদীয় বিহার প্রদেশ সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথায়ও জানকীর দর্শন পাইলেন না; তখন তিনি অবশ্যম্ভাবী বিপৎ শঙ্কা করিয়া রোমাঞ্চিত ও ব্যথিত হইলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ

—:*:—

অনন্তর রাম দুঃখবশতঃ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন; বৎস! আমি যখন তোমার উপর বিশ্বাস করিয়া বনমধ্যে সীতাকে রাখিয়া আসিলাম, তখন তুমি কিজন্য তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া এস্থানে আসিলে? আমি দূর হইতে তোমাকে সীতাশূন্য আসিতে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত শঙ্কিত ও ব্যথিত হইয়াছে। আমার বামচক্ষু ও বামবাহু স্পন্দিত এবং হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

তখন লক্ষ্মণ শোকাকুলচিত্তে দুঃখভারাক্রান্ত রামকে কহিতে লাগিলেন,—আর্য্য! আমি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসি নাই, আমি তাঁহারই কঠোর বাক্যে প্রেরিত হইয়া আপনার নিকটে আসিলাম। আপনি যখন "হা লক্ষ্মণ! আমায় রক্ষা কর" এইরূপ মুক্তকণ্ঠে সুস্পষ্ট স্বরে আমায় আহ্বান করিলেন, তখন ঐ শব্দ জানকীর শ্রুতি-গোচর হয়। তিনি সেই আর্ত্তস্বর শ্রবণমাত্র আপনার উপর স্নেহবশতঃ ভয়বিহ্বলচিত্তে রোদন করিতে করিতে আমায় কহিলেন,—লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও। তিনি এইরূপ বারংবার আমাকে ত্বরা করিলেও আমি বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত কহিলাম,—আর্য্যে! রামের মনে ভয় জন্মাইয়া দিতে পারে, এরূপ রাক্ষস আমি দেখিতেছি না। এক্ষণে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এই কণ্ঠস্বর তাঁহার নহে। যিনি সমস্ত দেবগণকে রক্ষা করিতে পারেন, তিনি "আমায়

রক্ষা কর” এই নীচ গর্হিত বাক্য কেন বলিবেন? ইহা অন্য কেহ কোন কারণ বশতঃ আমার ভ্রাতার স্বর অনুকরণ করিয়া কহিয়াছে। দেবি! “আমাকে ত্রাণ কর” এই বাক্য কোন রাক্ষসই ভয়প্রযুক্ত কহিয়াছে। আপনি সামান্য স্ত্রী-লোকের ন্যায় ব্যথিত হইবেন না ও ভয় করিবেন না, উৎকণ্ঠা দূর করিয়া সুস্থ হউন। যুদ্ধে তাঁহাকে জয় করিতে পারে এমন কেহ ত্রিভুবনে নাই, কখন জন্মে নাই, জন্মাইবেও না। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়।

তৎকালে বিদেহনন্দিনী মোহবশতঃ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, সেইজন্য রোদন করিতে করিতে আমাকে নিদারুণ বাক্যে কহিলেন,—রে লক্ষ্মণ! আমার প্রতি তোর অত্যন্ত পাপ অভিসন্ধি জন্মিয়াছে, তাই মনে করিতেছিস্, রাম নিহত হইলে তুই আমাকে লাভ করিবি, কিন্তু তোর এ সঙ্কল্প কখনই সিদ্ধ হইবে না। তুই ভরতের সঙ্কেতেই রামের অনুসরণ করিতেছিস্, সেই জন্যই, তিনি এত কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেও তুই তাঁহার নিকটে যাইতেছিস্ না। তুই প্রচ্ছন্ন শত্রু, কেবল আমারই জন্য তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে ফিরিতেছিস্। আর্য্য! জানকীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল, ক্রোধে আমার নেত্র রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, আমার ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল; আমি আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

রাম লক্ষ্মণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া সন্তপ্তচিত্তে কহিলেন,—বৎস! তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার এখানে আগমন করা নিতান্তই দুষ্কার্য্য হইয়াছে। আমি

রাক্ষস নিবারণে সম্পূর্ণ সমর্থ, ইহা তুমি জানিয়াও জানকীর ক্রোধবাক্যে আশ্রম পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় নাই। তুমি জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া আসাতে আমি অত্যন্তই অসন্তুষ্ট হইলাম। দেখ, ক্রোধবশা স্ত্রীলোকের নিয়োগে ক্রুদ্ধ হইয়া আমার আদেশ লঙ্ঘন করা তোমার নিতান্তই নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মণ! যে মৃগরূপে আমাকে আশ্রম হইতে দূরে আনিয়াছিল, সে রাক্ষস আমার শরে আহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে। আমি শরাসনে শরসন্ধান ও সামান্য মাত্র আকর্ষণ করিয়া নিক্ষেপ করিবা মাত্র সে মৃগরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিকৃতস্বর কেয়ূরধারী রাক্ষস হইল এবং আমার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া চীৎকার করিল। ঐ স্বর অতিদূরে হইলেও তোমার শ্রুতিগোচর হওয়াতে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ।

ষষ্টিতম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর গমন কালে রামের বামনেত্র স্পন্দন, পাদস্খলন ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দর্শন করিয়া বারংবার লক্ষ্মণকে জানকীর কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—এবং সীতার দর্শন লালসায় দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। অদূরে আশ্রম-পদ শূন্য দেখিয়া নিতান্ত বিভ্রান্তচিত্তে হস্তপদ উৎক্ষেপণ

ও ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর লক্ষ্মণের সহিত আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—পর্ণশালাও হেমন্তে কমলিনী বিরহিত শোভা বিহীন বিধ্বস্ত সরোবরের ন্যায় সীতাশূন্য রহিয়াছে। বৃক্ষসমুদায় যেন রোদন করিতেছে, পুষ্প ম্লান, মৃগ পক্ষিগণ নীরব, আশ্রম শ্রীবিহীন ও বিধ্বস্ত, বন দেবতারা তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। অজিন ও কুশ বিকীর্ণ, কাশ নির্ম্মিত কট সমুদায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। রাম শূন্যকুটীর দর্শন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হায়! আমার জানকীকে কে হরণ করিল, অথবা মৃত্যুমুখেই পতিত হইলেন। তিনি কি এইস্থান হইতে পলায়ন করিলেন, অথবা রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিল। তিনি স্বীয় যোগবলে অন্তর্ধান করিলেন অথবা ভয়ে বনমধ্যে পলায়ন করিলেন। তিনি কি ফল পুষ্প চয়নের জন্য নির্গত অথবা জল আনয়নের নিমিত্ত নদী বা সরোবরে গমন করিয়াছেন।

অনন্তর শ্রীমান্ রাম যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন,—কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহাকে শোকারুণিত নেত্র উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তিনি দুঃখ শোকে অতিমাত্র কাতর হইয়া বিলাপ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং শোক দুঃখে বিহ্বল হইয়া বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদ, নদী প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; —কদম্ব! আমার প্রিয়া শুভাননা সীতা তোমাকে অতিশয় ভালবাসেন, তিনি কোথায় দেখিয়াছ কি? যদি জানিয়া থাক, তবে আমায় বল। বিল্ব! আমার প্রেয়সী সীতা স্নিগ্ধ

পল্লবের ন্যায় কোমলাঙ্গী তাঁহার পরিধেয় পীতবর্ণ কৌশেয় বসন, স্তনযুগল তোমারই ফল সদৃশ, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? করবীর! আমার প্রিয়া সীতা রাজর্ষি জনকের কন্যা, ক্ষীণাঙ্গী তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তিনি জীবিত আছেন কি না, তাহা আমাকে বল। মরুবক! তুমি লতা, পল্লব ও পুষ্প দ্বারা আকীর্ণ হইয়া বনস্পাতিরূপে পরম শোভা ধারণ করিয়াছ; আমার প্রিয়া সীতার উরুদ্বয় তোমারই ত্বকের ন্যায় অতি কোমল, এক্ষণে তিনি কোথায় তাহা তুমি অবশ্যই জান। তিলক! তুমি বৃক্ষাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অলিকুল তোমার সমীপে আসিয়া ঝঙ্কাররবে গান করিতেছে, তোমার প্রতি জানকীর অত্যন্ত প্রীতি আছে, সুতরাং তিনি কোথায়, তাহা তুমি অবশ্য জান। অশোক! তুমি সকলের শোকাপহারী, আমি প্রিয়াশোকে নিতান্ত আকুল হইয়াছি, তুমি শীঘ্র আমার প্রিয়া দেখাইয়া দিয়া তোমার নাম সার্থক কর। তাল! আমার প্রিয়তমা সীতার স্তনদ্বয় তোমারই সুপক্ক তাল সদৃশ, যদি তুমি তাহাকে দেখিয়া থাক, তবে কৃপা করিয়া আমায় বলিয়া দাও। জম্বু! যদি তুমি স্বর্ণবর্ণা আমার প্রিয়াকে দেখিয়া থাক, তবে নিঃশঙ্কে বল। ভো কর্ণিকার! তুমি পুষ্পশোভায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছ, তুমি যদি কর্ণিকারপ্রিয়া সাধুশীলা জানকীকে দেখিয়া থাক, তবে আমাকে বল।

মহাযশা রাম এইরূপে আম্র, কদম্ব, মহাশাল, পনস, কুরর, দাড়িম, বকুল, পুন্নাগ, চন্দন ও কেতকপ্রভৃতি বৃক্ষদিগের নিকটে যাইয়া জানকীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

তৎকালে তাঁহাকে বনমধ্যে উন্মত্ত ও ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি বন্যজন্তুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—মৃগ! তুমি আমার মৃগনয়না জানকীকে অবশ্য জান, তিনি কি তোমাদের মৃগীগণের সঙ্গে আছেন? অহে গজরাজ! আমার প্রিয়তমা জানকীর উরুস্থল তোমারই শুণ্ডের ন্যায়, বোধ হয় তিনি তোমার অপরিচিত নহেন, যদি দেখিয়া থাক, তবে বল। শার্দ্দুল! আমার চন্দ্রনিভাননা সীতাকে যদি তুমি দেখিয়া থাক, তবে বিশ্বস্তচিত্তে আমায় বল, তোমার ভয় নাই। অয়ি কমল লোচনে! এই যে তোমাকে দেখিলাম, তুমি কি জন্য দৌড়িয়া পলায়ন করিতেছ, বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া আমার কথার উত্তর দিতেছ না কেন? দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার প্রতি তোমার কি দয়া নাই? তুমি ত কখন আমার সঙ্গে পরিহাস কর নাই, কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিতেছ? অয়ি বর-বর্ণিনি! পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র দ্বারাই তোমাকে চিনিতে পারিতেছি, আর তুমি যে পলাইয়া যাইতেছ, তাহাও দেখিতে পাইতেছি, যদি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা থাকে, তবে দাঁড়াও। না না, ইনি আমার সেই চারুহাসিনী সীতা নহেন, মাংসাশী রাক্ষসেরা আমার অসমক্ষে তাঁহার অঙ্গ সমুদায় বিভাগ করিয়া ভোজন করিয়াছে। নচেৎ আমি এইরূপ কষ্ট পাইতেছি, এ অবস্থায় কখনই আমায় উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। হা! তাঁহার কি সুন্দর দন্ত, নাসিকা কেমন সুদৃশ্য, ওষ্ঠই বা কেমন মনোহর, তাঁহার কুণ্ডলশোভিত পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখখানি যখন রাক্ষসেরা গ্রাস

করিয়াছিল, তখন হায়! কিরূপ বিবর্ণ ও হীনশ্রী হইয়া গিয়াছিল? তিনি আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন, আর রাক্ষসেরা চন্দনবর্ণ সুবর্ণ হারোচিত কোমলগ্রীবা ভক্ষণ করিল। তৎকালে তাঁহার পল্লবকোমল হস্তাভরণযুক্ত বাহুদ্বয় নিশ্চয়ই উৎক্ষিপ্ত ও কম্পিত হইতেছিল, আর রাক্ষসে ভক্ষণ করিল। হায়! আমি রাক্ষসদিগের ভক্ষণের জন্যই সেই বালিকা সীতাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম। আত্মীয় স্বজন যথেস্ট সত্ত্বেও তিনি সহচর হীনা অনাথার ন্যায় ভক্ষিত হইলেন! হা লক্ষ্মণ! তুমি তাঁহাকে কোথায়ও দেখিয়াছ কি? হা প্রিয়ে! হা সীতে! অয়ি কল্যাণিনি! তুমি কোথায় গমন করিলে?

রাম এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সীতার অন্বেষণার্থ কখনও সহসা উত্থিত হইলেন, কোথাও বা বলপূর্ব্বক ভ্রমণ, কখন বা একবন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন,—কখনও বা একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। এইরূপে তিনি বন, নদী, পর্ব্বত ও প্রস্রবণ প্রভৃতি স্থানে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন—কিন্তু সীতার আশা তাঁহার কোন রূপেই নিবৃত্ত হইল না। তিনি পুনরায় সীতার অনুসন্ধানার্থ গাঢ়তর পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইলেন।

একষষ্টিতম সর্গ।

—:*:—

আশ্রমপদশূন্য, পর্ণশালায় সীতা নাই, আসন সমুদায় চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, রহিয়াছে দেখিয়া, রাম ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন,—কোথায়ও জানকীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বাহুদ্বয় উৎক্ষেপপূর্ব্বক হাহাকার করিয়া কহিতে লাগিলেন;—লক্ষ্মণ! সীতা ত এই স্থানে ছিলেন, এখান হইতে কোথায় চলিয়া গেলেন! কে তাঁহাকে হরণ করিল? কেই বা আমার প্রিয়াকে ভক্ষণ করিল? অয়ি প্রিয়ে! তুমি কি বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া আমায় উপহাস করিতে ইচ্ছা করিতেছ। ক্ষান্ত হও, আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি, আমার নিকটে আইস, তুমি যে সকল বিশ্বস্ত মৃগশাবকের সহিত ক্রীড়া করিতে, ঐ ত উহারা তোমার বিরহে সাশ্রুলোচনে চিন্তা করিতেছে। লক্ষ্মণ! আমি সীতাবিরহিত হইয়া কোন রূপেই আর বাঁচিব না। সীতার হরণ জন্য ভীষণ শোকে আমি পরলোকে উপস্থিত হইলে, পিতা মহারাজ আমাকে নিশ্চয়ই তথায় দেখিতে পাইবেন এবং বলিবেন, আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া তোমায় বনবাসে নিয়োগ করিয়াছিলাম, তুমি সেইকাল পূর্ণ না করিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইলে, এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে কামচারী অনার্য্য মিথ্যাবাদী বলিয়া নিশ্চয়ই ধিক্‌কার করিবেন। অয়ি সুমধ্যমে! আমি তোমারই অধীন, শোকসন্তপ্ত, নিতান্ত কাতর ও ভগ্নমনোরথ হইয়া

পড়িয়াছি, কীর্ত্তি যেমন কপটাচারীকে ত্যাগ করে, সেইরূপ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? প্রিয়ে! ত্যাগ করিও না। তুমি ত্যাগ করিলে আমিও আত্মজীবন আর রাখিব না। রাম সীতার দর্শন বাসনায় এইরূপে বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন—কিন্তু আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

তখন লক্ষ্মণ গভীর পঙ্কে নিমগ্ন কুঞ্জরের ন্যায় সীতা-শোকে রামকে অবসন্ন দেখিয়া তাঁহার হিত কামনায় কহি-লেন,—মহাবুদ্ধে! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আসুন, আমরা দুইজনে যত্ন করি। জানকী বন দেখিলে উন্মত্ত প্রায় হইয়া পড়েন, বন ভ্রমণ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। বীর! ঐ যে অদূরে বহুকন্দরশোভিত গিরিবর দেখিতে পাইতেছেন, হয়ত উহারই কোন বনে তিনি গমন করিয়াছেন, কিংবা কুসুমিত সরোবর বা বহুমৎস্যসমাকুল বেতসলতাচ্ছন্ন নদীতে গিয়া থাকিবেন, অথবা আমরা কিরূপ অনুসন্ধান করি, তাহাই জানিবার নিমিত্ত কোন কাননে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। আসুন, আমরা শীঘ্রই তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আর্য্য! যদি আপনার অভিমত হয়, তবে আমরা এই সমস্ত বনই অন্বেষণ করি, আপনি শোকে অধীর হইবেন না।

লক্ষ্মণ স্নেহাতিশয় বশতঃ এই কথা বলিলে রাম তাঁহার সহিত সমাহিত চিত্তে পুনরায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কানন, গিরি, নদী, সরোবর, পর্ব্বতের শিলা ও শিখর-দেশ সমস্তই বিশেষ করিয়া দেখিলেন, কোথায়ও সীতার দর্শন পাইলেন না। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস!

কই এ পর্ব্বতে ত জানকীকে দেখিতেছি না। তখন লক্ষ্মণ দুঃখিত হৃদয়ে কহিলেন,—আর্য্য! মহাবাহু বিষ্ণু যেমন বলিকে বন্ধন করিয়া পৃথিবীকে লাভ করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ এই দণ্ডকারণ্য বিচরণ করিতে করিতে জনকতনয়াকে পাইবেন।

তখন রাম দুঃখিত হৃদয়ে দীন বচনে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! এই সমস্ত বন, প্রফুল্ল কমল সরোবর, এই শৈল, বহু গিরিগুহা ও নির্ঝর সমস্তই ত দেখিলাম, কিন্তু কোথাও প্রাণপ্রিয়া জানকীকে দেখিতে পাইলাম না। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাম দুঃখ, শোক ও মোহে কাতর হইয়া মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; তাঁহার চেতনালুপ্ত হইল, বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, ঘনঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তখন বাষ্প গদ্‌গদ বাক্যে কেবল হা প্রিয়ে এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে প্রিয়সুহৃৎ লক্ষ্মণ, স্বয়ং শোকাকুল হইয়াও কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বিনীতবচনে নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্য কহিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বজনবৎসল রাম লক্ষ্মণের বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সীতার অদর্শনে অনর্গল অশ্রু-জল মোচন করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

—:*:-

কমললোচন ধর্ম্মাত্মা রাম সীতাকে দেখিতে না পাইয়া শোক ও মোহে হতজ্ঞান হইলেন। তিনি ভ্রান্তিবশতঃ জানকীকে দেখিতে না পাইলেও যেন দেখিলেন মনে করিয়া বাষ্পকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—প্রিয়ে! তোমার কুসুমানুরাগ অত্যন্ত প্রবল, তুমি আমার শোক উদ্দীপনের নিমিত্ত অশোকশাখায় আত্মশরীর আবৃত করিয়া আছ। দেবি! তোমার উরুযুগল কদলী-কাণ্ড-সদৃশ, তাই কদলীতে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ বটে কিন্তু আমি উহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, গোপন করিতে পারিলে না। ভদ্রে! তুমি উপহাসচ্ছলে কর্ণিকার বনে লুকাইলে, আমার প্রাণান্তকর উপহাস হইতে নিবৃত্ত হও। বিশেষতঃ উহা আশ্রমের ধর্ম্ম নহে। অয়ি প্রিয়ে! তুমি যে পরিহাস-প্রিয় তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, এক্ষণে তুমি এস, তোমার পর্ণশালা শূন্য রহিয়াছে।

লক্ষ্মণ! সীতাকে রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই হরণ করিয়াছে, অথবা ভক্ষণই করিয়াছে। নতুবা আমি এত বিলাপ করি-তেছি, তিনি আমার কাছে আসিতেছেন না কেন। লক্ষ্মণ! দেখ, এই সকল মৃগগণ সাশ্রুনয়নে যেন বলিয়া দিতেছে, রাক্ষসেরা জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে। হা আর্য্যে! হা সাধ্বি! হা বরবর্ণিনি! তুমি কোথায় গমন করিলে? হায়! আজ কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ হইল। আমি সীতার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সীতাব্যতীত কিরূপে শূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব? বৎস! অতঃপর লোকে

আমাকে নির্ব্বীর্য্য ও নির্দ্দয় মনে করিবে। আমি যে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ, সীতার বিনাশে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে। আমি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে যখন মিথিলাধিপতি জনক আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে মুখ দেখাইব? তিনি সীতা বিরহিত আমাকে দেখিয়া কন্যার শোকে নিশ্চয়ই সন্তপ্ত ও মোহ প্রাপ্ত হইবেন। আমার পিতাই ধন্য, তিনি পরলোকে আছেন, তাঁহাকে এ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইল না।

বৎস! অথবা আর আমি ভরত-পালিতা অযোধ্যায় যাইব না। সীতা ব্যতীত অকিঞ্চিৎকর স্বর্গও আমার অভিমত নহে। আমি সীতা-হারা হইয়া কোন ক্রমে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। অতএব তুমি আমাকে এইবনে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গমন কর। তথায় যাইয়া ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আমার কথায় বলিবে,—রাম অনুজ্ঞা করিয়াছেন, "তুমি বসুধা পালন কর"। অতঃপর মাতা কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে আমার আদেশে যথাবিধি অভিবাদন করিও। তুমি চিরদিন আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছ, অতএব তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে আমার জননীকে রক্ষা করিবে এবং আমার জানকীর বিনাশ বৃত্তান্ত সবিস্তার তাঁহার নিকট নিবেদন করিও।

রাম বনমধ্যে সীতাকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপে দীনভাবে বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, লক্ষ্মণও অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইল, মনও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাজপুত্র রাম প্রিয়া বিরহিত হইয়া শোকমোহে নিতান্ত সম্পীড়িত ও কাতর হইয়া পড়িলেন। এবং দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে অধিকতর বিষণ্ণ করিয়া তৎকালোচিত দীনমনে সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন;—লক্ষ্মণ! আমার মত দুষ্কৃতকর্ম্মা এজগতে আর নাই। দেখ, শোকের পর শোক আসিয়া অবিচ্ছেদে আমার হৃদয় ও মনকে বিদীর্ণ করিতেছে। আমি পূর্ব্বে অনেকবার ইচ্ছাগত পাপ কার্য্য করিয়াছি, অদ্য তাহারই পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে, সেই জন্যই আমাকে এত দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতে হইতেছে! রাজ্য নাশ, স্বজন বিরহ, পিতার মৃত্যু ও জননী বিয়োগ এই সমস্তই আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে; লক্ষ্মণ! এই সমস্ত দুঃখই শূন্য অরণ্যে আসিয়া আমার শান্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু জানকী বিচ্ছেদে ঐ সমস্ত দুঃখই পুনরায় অগ্নিসংযোগে কাষ্ঠের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হায়! জানকীরে যখন রাক্ষসেরা হরণ করে, তখন সেই মধুরকণ্ঠা ভীত হইয়া আকাশ পথে অস্পষ্ট স্বরে না জানি কতই ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বর্ত্তুল-স্তন-যুগল সর্ব্বদা প্রিয় দর্শন হরিচন্দনে রঞ্জিত থাকিত, অধুনা উহা শোণিত পঙ্কে অনুলিপ্ত হইয়াছে; কিন্তু দেখ আমার মৃত্যু নাই। বৎস! যে মুখ হইতে মৃদু মধুর বাক্য নিরন্তর নির্গত হইত, যে মুখে

কুঞ্চিত কেশ কলাপ পরম শোভা ধারণ করিত, রাক্ষসাক্রান্ত প্রিয়তমার সেই মুখশশী রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় নিতান্ত শ্রীহীন হইয়া উঠিয়াছে। হায়! শোণিতপিপাসু নিশাচরেরা আমার সেই পতিব্রতা প্রিয়তমার হারসুশোভিত মৃদু গ্রীবা শূন্যারণ্যে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রুধির পান করিয়াছে। হায়! আমার সেই আয়তলোচনা কান্তা এই নির্জ্জন অরণ্যে একাকিনী অবস্থান করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাক্ষসেরা আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক আকর্ষণ করে, তখন সেই দীনা অসহায়া অবলা কুররীর ন্যায় কতই আর্ত্তনাদ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! আমার সেই উদারস্বভাবা প্রিয়তমা এই শিলাতলে আমার নিকট উপবিষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তোমায় কত কথাই বলিতেন। এই সরিদ্বরা গোদাবরী আমার প্রিয়ার নিত্যকালই প্রিয়, বোধ হয়, তিনি উহাতেই গমন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ত একাকিনী কখনই যান না। অথবা পদ্মপলাশ লোচনা জানকী কি পদ্ম আহরণার্থ কোন সরোবরে গিয়াছেন? না, তাহাও অসম্ভব; কেন না, তিনি আমাকে ছাড়িয়া কখন গমন করেন না। তবে হয় ত তিনি এই বিবিধ বিহঙ্গগণসমাকুল পুষ্পিত কাননে প্রবেশ করিয়াছেন। না, তাহাও অসঙ্গত। তিনি অত্যন্ত ভীরু স্বভাব, একাকিনী কোথাও যাইতে হইলে ভয় পান। হে সূর্য্য! তুমি লোকের কৃতাকৃত কার্য্য সমস্তই জানিতেছ, তুমি সত্য মিথ্যার সাক্ষী, আমি প্রিয়া-বিরহ-শোকে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি, এক্ষণে বল, আমার প্রিয়া কোথায় গিয়াছেন? বা কে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে? বায়ু! তুমি যাহা জান

না, এজগতে এমন কিছু নাই, এক্ষণে বল, আমার সেই কুল-পালিনী কি মৃত না কেহ তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, অথবা কোন্ পথে রহিয়াছেন ?

তখন ন্যায়পথাবলম্বী ধৈর্য্যশালী লক্ষ্মণ বিচেতন প্রায় শোকাভিভূত রামকে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন,—আর্য্য! আপনি শোক পরিহার পূর্ব্বক ধৈর্য্য অবলম্বন করুন এবং উৎসাহের সহিত ইহাঁর অন্বেষণে আসক্ত হউন। দেখুন, উৎসাহবান্ লোকেরা এজগতে অতিদুষ্কর কার্য্যেও অবসন্ন হন না।

রাম উদগ্র পৌরুষ লক্ষ্মণের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না। পূর্ব্ববৎ অধীর হইয়া ঘোর দুঃখে পতিত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

—:*:—

রাম কাতরস্বরে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! তুমি শীঘ্র গোদাবরী নদীতে যাইয়া জান, সীতা পদ্ম আনিবার জন্য তথায় গিয়াছেন কি না? রাম এই কথা বলিবা মাত্র লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ রমনীয় গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং উহার অবতরণ স্থান সমুদায় অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবিলম্বে রামের নিকট আসিয়া কহিলেন,—আর্য্য! আমি সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়া আসিলাম, কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না; উচ্চৈঃ-

স্বরে আহ্বান করিলাম, উত্তর পাইলাম না। এক্ষণে সেই ক্লেশ-নাশিনী জানকী কোথায় আছেন, তাহা ত জানিতে পারিতেছি না।

রাম এই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া স্বয়ংই গোদাবরীতে চলিলেন এবং রাম তথায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত প্রাণীকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—সীতা কোথায়? কিন্তু কি গোদাবরী, কি অন্যান্য জন্তু, বধার্হ রাবণ যে সীতা হরণ করিয়াছে এ কথা কেহই বলিতে সাহসী হইল না। তখন বারংবার গোদাবরীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং অন্যান্য জন্তুগণও তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল —কিন্তু গোদাবরী দুরাত্মা রাবণের তাৎকালিক রূপ ও কর্ম্ম স্মরণ করিয়া ভয় বশতঃ সীতার কথা কহিতে পারিল না।

তখন রাম সীতা দর্শনে নিরাশ হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, —বৎস! এই নদী ত সীতার কোন কথাই কহিল না, এক্ষণে আমি পিতার নিকটে যাইয়া কি বলিব? এবং জানকী ব্যতীত জননীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া এই অপ্রিয় কথা কিরূপে শুনাইব? আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনজাত ফলমূল দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছিলাম, এ অবস্থাতেও যিনি আমার সমস্ত শোক অপনয়ন করিয়া-ছিলেন, সেই বৈদেহী এখন কোথায় গেলেন? আমি জ্ঞাতিবর্গকে হারাইয়াছি, এক্ষণে সীতাকেও দেখিতে পাইতেছি না, অতঃপর নিদ্রার অভাবে রাত্রিকাল আমার পক্ষে অতি দীর্ঘতর বোধ হইবে। আমি এই মন্দাকিনী,গ

জনস্থান, এই প্রস্রবণ গিরি সর্ব্বত্র বিচরণ করিব, যদি সীতার দর্শন লাভ হয়। লক্ষ্মণ! ঐ সমস্ত মৃগেরা পুনঃপুন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, উহাদের আকার ইঙ্গিতে মনে হয়, যেন উহারা আমায় কিছু বলিবে।

অনন্তর রাম বাষ্প গদ্ গদ বচনে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মৃগগণ! আমার সীতা কোথায়? তখন তাহারা সহসা উত্থিত হইয়া যে দিকে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, দক্ষিণাভিমুখী হইয়া সেই দিক্ ও আকাশ দর্শন করাইতে লাগিল। এবং ঐ পথে গমন করিয়া রামের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তখন ঐ সমস্ত মৃগ যে নিমিত্ত পথ ও আকাশ দেখাইতেছে এবং রব করিতে করিতে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতেছে, লক্ষ্মণ তাহা লক্ষ্য করিলেন, এবং তাহাদের ইঙ্গিতই বচন স্থানীয় বুঝিয়া রামকে কহিলেন,—আর্য্য! আপনি উহাদিগকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ সকল মৃগ সহসা উত্থিত হইয়া দক্ষিণ দিক্ ও ঐ দিকেরই ভূভাগ দেখাইয়া দিতেছে; ভাল, আসুন আমরা ঐ দিকেই যাই। হয় ত এই দিকে আর্য্যার কোন চিহ্ন অথবা তাঁহাকেই দেখিতে পাইব।

অতঃপর রাম লক্ষ্মণের বাক্যে সম্মত হইয়া দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিলেন। উভয়ে চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক পরস্পর সীতা সংক্রান্ত বিবিধ কথা প্রসঙ্গে যাইতেছেন, ইত্য-বসরে একস্থানে কতকগুলি পুষ্প পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর রাম দুঃখিত বচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! আমি এই পুষ্পগুলি চিনিয়াছি, আমি

এই সমুদায় পুষ্প জানকীকে দিয়াছিলাম, তিনিও উহা কবরী-পাশে বন্ধন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, সূর্য্য, বায়ু ও যশস্বিনী বসুধা আমারই প্রিয় কার্য্য সাধনের নিমিত্ত এই গুলি রক্ষা করিতেছেন। মহাবাহু রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া সম্মুখবর্ত্তী প্রস্রবণ যুক্ত গিরিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—পর্ব্বতনাথ! আমি প্রিয়াবিরহিত হইয়াছি, এই রম্য বনভাগে আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী জানকীকে কি দেখিয়াছ? অনন্তর সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করে, সেইরূপ রামও রোষাবিষ্ট হইয়া পর্ব্বতকে কহিলেন,—পর্ব্বত! তুমি আমার সেই হেমবর্ণা হেমাঙ্গী সীতাকে দেখিইয়া দাও, নচেৎ তোমার এই সমস্ত শৃঙ্গ আমি চূর্ণ করিয়া ফেলিব। পর্ব্বত এই কথা শুনিয়া যেন সীতাকে দেখাইয়াও দেখাইল না। তখন রাম পুনরায় কহিলেন,—পর্ব্বত! তুমি আমার সীতাকে না দেখাইলে, এখনই আমার শরাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তোমাতে বৃক্ষ, পল্লব ও তৃণ পর্য্যন্ত থাকিবে না, তুমি সকলেরই অসেব্য হইয়া উঠিবে। অনন্তর লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বৎস! যদি নদীও আমার চন্দ্রাননা সীতার কথা না বলে, তবে ইহাকেও শুষ্ক করিয়া ফেলিব।

রাম এইরূপে নেত্রদ্বারা সকলকে দগ্ধ করিয়াই যেন রোষ-ভরে লক্ষ্মণকে কহিতেছেন, ইত্যবসরে ভূমিতে রাক্ষসের বৃহৎ পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সীতাও রাক্ষস কর্ত্তৃক অনুসৃত ও ভীত হইয়া রাম উদ্দেশে ইতস্তত ধাবমান হইয়াছিলেন, তাঁহার সেইরূপ পদচিহ্ন দেখিলেন। এবং ভগ্ন

ধনু, তূণীর ও বহুধা বিক্ষিপ্ত ভগ্ন রথও দেখিতে পাইলেন। ঐ সমস্ত দেখিয়া রাম ব্যস্ত সমস্তচিত্তে প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! দেখ, জানকীর সুবর্ণভূষণসংক্রান্ত কনকবিন্দুসকল ও বিবিধ মাল্য পতিত রহিয়াছে। আরও দেখ, এই ধরাতল স্বর্ণবিন্দুর ন্যায় শোণিত বিন্দু দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! আমার বোধ হয়, কামরূপী রাক্ষসেরা জানকীরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। ঐ সীতারই নিমিত্ত দুইজন রাক্ষস পরস্পর বিবাদ করিয়া এই স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। বৎস! এই মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কৃত প্রকাণ্ড ধনু ভগ্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে, ইহাই বা কাহার? হয়, ইহা রাক্ষসদিগের অথবা দেবগণেরই হইবে। এই তরুণ সূর্য্যপ্রভ বৈদূর্য্য মণিখচিত কাঞ্চনময় কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত রহিয়াছে, দিব্যমাল্যশোভিত শত শলাকাযুক্ত ভগ্নদণ্ড ছত্রই বা কাহার? কাঞ্চনময় তনুত্রাণ সম্পন্ন পিশাচবদন ভীমরূপ মহাকায় খর রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া পতিত আছে। এই প্রদীপ্ত অনলতুল্য উজ্জ্বল সমরধ্বজ ভগ্ন সাংগ্রামিক রথ বিপর্য্যস্ত ভাবে পতিত আছে, এই দীর্ঘ ফলক, সুবর্ণ বিভূষিত ভীষণ শর, ঐ শরপূর্ণ তূণীর, এই কষা ও বল্গাহস্ত সারথি নিহত রহিয়াছে। এই সমস্ত কাহার? যে রূপ পদচিহ্ন দেখিতেছি উহা পুরুষের, নিশ্চয়ই কোন রাক্ষসের হইবে। ঐ নিষ্ঠুরহৃদয় দুরাত্মাদিগের সহিত আমার ঘোর শত্রুতা জন্মিয়াছিল। উহারা আমার তপস্বিনী সীতাকে হয় হরণ করিয়াছে, না হয় ভক্ষণ করি

য়াছে। হা ধর্ম্ম! এই মহাবনে সীতাকে হরণ করিল, তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিলে না? লক্ষ্মণ! যখন বিদেহনন্দিনী সীতাকে হরণ বা ভক্ষণ করিল, তখন আর দেবতারা আমার প্রিয় কার্য্য কি করিবেন?

যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, সেই করুণবেদী মহেশ্বরকেও এই সকল কারণে লোকে অজ্ঞানবশতঃ অবজ্ঞা করিতে পারে; আমি মৃদুস্বভাব, লোক হিতানুরক্ত, দয়াপরতন্ত্র, অতঃপর দেবতারা আমাকে নির্ব্বীর্য্য মনে করিবেন। লক্ষ্মণ! দেখ, যাহাকে লোকে গুণ বলে, ঐ সমুদায় আমাকে পাইয়া ভাগ্যক্রমে দোষ হইয়া দাঁড়াইল। এক্ষণে মহাপ্রলয় কালে সূর্য্য যেমন লোকবিনাশের নিমিত্ত চন্দ্রের জ্যোৎস্না লুপ্ত করিয়া উদিত হন, সেইরূপ আমার তেজ অদ্য রাক্ষস বিনাশের জন্য গুণ সমুদায় সংহার করিয়া প্রকাশ পাইবে। এমন কি, আজ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণের মধ্যে কেহই সুখী হইতে পারিবে না। লক্ষ্মণ! তুমি অদ্য দেখিবে, আমার বাণে আকাশ পূর্ণ হইয়া যাইবে, ত্রিলোকচারী প্রাণিগণের গতিবিধি রুদ্ধ হইয়া যাইবে। গ্রহগণ নিরুদ্ধ, নিশাকরকে সমাচ্ছন্ন করিব। সূর্য্য ও অনলদ্যুতি ধ্বংস করিয়া সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিব। শৈলশৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া জলাশয়কে শুষ্ক করিব। তরু, গুল্ম ও লতা সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মহাসাগরকেও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিব। লক্ষ্মণ! দেবগণ যদি আমার কুশলিনী সীতাকে আমায় অর্পন না করেন, তাহা হইলে আমি এই ত্রৈলোক্যকেই কালধর্ম্মে নিয়োগ

করিব। তাঁহারা এই মুহূর্ত্তেই আমার বিক্রম দেখিতে পাইবেন। কোন প্রাণীই আর গগনতলে বিচরণ করিতে পারিবে না। সমস্ত জগৎ আকুল হইয়া স্ব স্ব মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে। আমি মৈথিলীর জন্য দুর্ব্বার শর আকর্ণ সন্ধান করিয়া অদ্য পৃথিবীকে পিশাচ ও রাক্ষস শূন্য করিব। দেবগণও আমার রোষ প্রযুক্ত সুদূরগামী শরনিকরের বল প্রত্যক্ষ করিবেন। লক্ষ্মণ! জানকী অপহৃতই হউন অথবা মৃতই হউন, যেরূপ অবস্থায় আছেন সেইরূপেই যদি অমরগণ আমায় প্রদান না করেন, তাহা হইলে উহাঁরা দৈত্য, পিশাচ ও রাক্ষসের সহিত আমার ক্রোধে বিনষ্ট হইবেন। এবং আমার বাণে খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হইবেন।

মহাবীর রাম এই কথা বলিয়া কটিতটে অজিন ও বল্কল পরিবেষ্টন করিয়া মস্তকে জটাভার বন্ধন করিলেন। তখন তাঁহার চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ-পুট কম্পিত হইতে লাগিল। ধীমান রাম এইরূপ ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার শরীর পূর্ব্বকালে ত্রিপুরঘাতী রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর পরপুরঞ্জয় রাম লক্ষ্মণের হস্ত হইতে শরাসন গ্রহণ ও দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া ঐ ধনুতে ঘোর বিষধরসদৃশ প্রদীপ্ত শর সন্ধান করিলেন। এবং যুগান্ত কালের অগ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন,—লক্ষ্মণ! যেমন জরা, মৃত্যু কাল ও দৈবকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না, আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি, এ সময়ে তদ্রূপ আমাকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

যদি দেবতারা আমার সেই চারুদশনা অনিন্দিতা মিথিলা রাজতনয়া সীতাকে অদ্য আমায় প্রদান না করেন, তাহা হইলে আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পন্নগ ও শৈলের সহিত সমস্ত জগৎ উচ্ছিন্ন করিব।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

রাম তখন সীতা-হরণ-নিবন্ধন দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইয়া প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় লোকক্ষয়ে উদ্যত হইয়াছেন এবং সগুণ শরাসন নিরীক্ষণ ও বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তৎকালে তাঁহার মূর্ত্তি যুগান্তকালীন রুদ্র-দেবের ন্যায় যেন বিশ্বসংসার দগ্ধ করিবার জন্য অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মণ তাঁহাকে এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব-ক্রোধপরবশ দেখিয়া শুষ্কমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—আর্য্য! আপনি পূর্ব্বে মৃদু, শান্ত, সর্ব্বভূতের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ক্রোধের বশীভূত হইয়া ভবাদৃশ লোকের স্বভাব পরিত্যাগ কর্ত্তব্য হইতেছে না। যেমন চন্দ্রে শোভা, সূর্য্যে প্রভা, বায়ুতে গতি, পৃথিবীতে ক্ষমা আছে, আপনার সেইরূপ নিয়ত উৎকৃষ্ট যশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। একের অপরাধে সমস্ত লোক বিনষ্ট করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। ঐ দেখুন, এইস্থানে অস্ত্র শস্ত্র ও পরিচ্ছদের সহিত একখানি সাংগ্রামিক-

রথ ভগ্ন হইয়া পতিত আছে। কিন্তু উহা কাহার, কি জন্যই বা এই সংগ্রাম ঘটিত হইয়াছিল, তাহা সম্যক্ অবধারণ করা যায় না। এই স্থানটী অশ্বখুরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রহিয়াছে ও রুধির বিন্দুতে সিক্ত হইয়াছে, অতএব এখানে যে একটী ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধ একজন রথীর দুইজনের নহে। কারণ এস্থানে অন্য কোন সৈন্য সামন্তের পদচিহ্ন দেখিতেছি না। অতএব একের অপরাধে সমস্ত লোক সংহার করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রশান্তস্বভাব রাজারা অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধানই করিয়া থাকেন। আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের শরণ্য ও সকলের পরম গতি। এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি আপনার স্ত্রীবিনাশ সাধু বলিয়া মনে করিবে। যেমন ধর্ম্মশীল পুরোহিত যজমানের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন না, তদ্রূপ নদী, সাগর, শৈল, দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব ইহাঁরা কেহই আপনার অপ্রিয় কদাচ করিবেন না। অতএব যে ব্যক্তি সীতাকে হরণ করিয়াছে, আপনি ধনুর্দ্ধারী হইয়া আমার ও ঋষিগণের সহিত তাহারই অন্বেষণ করুন। যাবৎ আপনার ভার্য্যাপহারীকে না পাই, তাবৎ আমরা সমুদ্র, পর্ব্বত, বন, ভয়ঙ্কর বিবিধ গুহা, বিবিধ সরোবর এবং দেবলোক ও গন্ধর্ব্বলোক সাবধানে অন্বেষণ করিব। অতঃপর যদি সর্ব্বজ্ঞ দেবগণ শান্তভাবে আপনার পত্নীর বার্ত্তা প্রদান না করেন, তখন আপনি তৎকালোচিত কার্য্য করিবেন। হে নরেন্দ্র! যদি আপনি সাধুব্যবহার, সন্ধি, বিনয় ও নীতিবলে সীতাকে না পান, তবে সুবর্ণপুঙ্খ বজ্র প্রতিম শরজালে সমস্তই উৎসন্ন করিবেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

—ঃ*ঃ—

রাম শোকভরে সমাকুল, বিষম মোহে বিমোহিত, ক্ষীণ, ও অচেতনপ্রায় হইয়া অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ তাঁহার পাদগ্রহণ ও আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন;—আর্য্য! আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছি, আমাদের পিতা মহীপতি দশরথ ঘোর তপস্যা ও বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায় আপনাকে পাইয়াছিলেন। অতঃপর আপনার গুণে বদ্ধ হইয়া আপনারই বিরহে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনিও যদি উপস্থিত দুঃখ দেখিয়া কাতর হইয়া পড়েন, তাহা হইলে কোন্ হীনবীর্য্য ইতরলোক সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে? আপনি আশ্বস্ত হউন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপদ্ কাহার না হইয়া থাকে? উহা যেমন অগ্নির ন্যায় স্পর্শ করে, তেমনই ক্ষণকালের মধ্যেই অপসৃত হইয়া যায়, ইহা যে প্রাণিমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ ঘটনা, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।

দেখুন, নহুষতনয় মহারাজ যযাতি ইন্দ্র সালোক্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অচিরে তাঁহাকে অধঃপতিত হইতে হইল। আমাদের পিতৃদেবের পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ একদিনে শত পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, আবার একদিনেই হারাইলেন। যিনি সমস্ত জগতের মাতা সর্ব্বলোকের পূজনীয়া, সেই পৃথিবীকেও সময়ে সময়ে কম্পিত হইতে দেখা যায়। যাঁহারা জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সকলের নেত্র-

স্বরূপ, যাহাতে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই মহাবল চন্দ্র সূর্য্যও মধ্যে মধ্যে রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ জীব যতই মহৎ হউন, এমন কি দেবতারাও বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। হে নরশ্রেষ্ঠ! শুনিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও সুখ দুঃখ আছে। অত-এব আপনি আর ব্যথিত হইবেন না। বীর! জানকী মৃতই হউন অথবা অপহৃতই হউন, তথাচ অন্য সামান্যলোকের ন্যায় আপনার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। ভবাদৃশ সতত সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষেরা কদাচ শোকের বশীভূত হন না। তাঁহারা ঘোর বিপত্তিকালেও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি বুদ্ধিবলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করুন। বুদ্ধিমান্ মহাত্মারা বুদ্ধিদ্বারাই সমস্ত শুভাশুভ জানিয়া থাকেন। যাহার গুণদোষ অপ্রত্যক্ষ, যাহার ফলও অনিশ্চিত, তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত ইষ্টানিষ্ট উৎপন্ন হয় না। হে বীর! আপনিই আমাকে একথা অনেক বার বলিয়াছেন। আপনাকে উপদেশ দিতে পারে এরূপ লোক জগতে কে আছে? সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও সমর্থ নহেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনার বুদ্ধির ইয়ত্তা করা দেবগণেরও অসাধ্য। আপনার যে জ্ঞান শোকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, আমি কেবল তাহাকেই প্রবোধিত করিয়া দিতেছি। দিব্য ও মানুষ এই উভয়বিধ শক্তিই আপনার আছে, আপনি তাহাই আলোচনা করিয়া শত্রুবধে যত্নবান্ হউন। হে পুরুষর্ষভ! সর্ব্বসংহারের আপনার প্রয়োজন কি? যে প্রকৃত শত্রু, সেই দুরাত্মাকে আপনি জানিয়া বিনাশ করুন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

—ঃ০ঃ—

সারগ্রাহী রাম অগ্রজ হইলেও লক্ষ্মণের সুভাষিত বাক্য যুক্তিযুক্ত ও সারবান্ মনে করিয়া স্বীকার করিলেন। তখন তিনি স্বীয় প্রদীপ্তরোষ সংবরণ করিয়া বিচিত্র ধনুর উপর দেহভার অর্পণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! এখন আমরা কি করিব, কোথায় বা যাইব, কি উপায়েই বা এইস্থানে জানকীর দর্শন পাইব, তাহা তুমি চিন্তা কর।

অনন্তর লক্ষ্মণ শোকার্ত্ত রামকে কহিলেন,—আর্য্য! আপনি এই জনস্থানই অন্বেষণ করুন। ইহা বহু রাক্ষস দ্বারা পরিব্যাপ্ত, বিবিধ তরুলতা দ্বারা আচ্ছন্ন, ইহাতে দুর্গম গিরি, বিদীর্ণ পাষাণ এবং বিবিধ মৃগসমাকুল ভীষণ গুহা অনেক বিদ্যমান আছে। এইস্থানে কিন্নর-দিগের আবাসস্থান ও গন্ধর্ব্বদিগের ভবনসকলও দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে এইস্থানই অন্বেষণ করি। বায়ুবেগ প্রভাবে ভূধর সকল যেমন কম্পিত হয় না, তদ্রূপ আপনার মত বুদ্ধিমান্ মহাত্মারা আপৎকালে কদাচ চঞ্চল হন না।

রাম এইরূপে অভিহিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত সমস্ত বন পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একস্থানে গিরি-শৃঙ্গাকার মহাকায় পক্ষিশ্রেষ্ঠ জটায়ু রুধিরলিপ্তদেহে ভূতলে পতিত রহিয়াছেন দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া রাম ধনুতে ক্ষুরধার ভয়ঙ্কর শর সন্ধান করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন;—বৎস! এই দুরাত্মাই আমার জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই গৃধ্ররূপধারী রাক্ষস কাননে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, আমার বিশালাক্ষী সীতাকে ভক্ষণ করিয়া সুখে শয়ান রহিয়াছে। এক্ষণে আমি এই সরলগামী তীক্ষ্ণ শরে ইহার প্রাণসংহার করিব।

রাম এই কথা বলিয়া শরাসনে নিশিত শর সন্ধান করিয়া ক্রোধে আসমুদ্র পৃথিবীকে কম্পিত করিয়াই যেন দেখিবার জন্য তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাম সন্নিহিত হইলে জটায়ু সফেন রুধির উদ্বমনপূর্ব্বক অত্যন্ত কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন;—আয়ুষ্মন্! তুমি এই অরণ্যে মৃতসঞ্জীবনী ওষধির ন্যায় যাহার অন্বেষণ করিতেছ, দুর্দ্দান্ত রাবণ সেই দেবী ও আমার প্রাণ এই উভয়কে হরণ করিয়াছে। তুমি ও লক্ষ্মণ সীতার নিকটে ছিলে না, সেই অবসরে রাবণ বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আমি দেখিতে পাইলাম। তখন আমি সীতার রক্ষার্থ রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার রথ ও ছত্র ভগ্ন করিলে সে ভূতলে পতিত হইল। এই তাহার ভগ্ন ধনু, এই তাহার শর, এই তাহার সাংগ্রামিক রথ চূর্ণ হইয়া পতিত রহিয়াছে। এই তাহার সারথি আমার পক্ষাঘাতে নিহত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। অতঃপর আমি নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলে রাবণ খড়গ দ্বারা আমার পক্ষদ্বয় ছেদনপূর্ব্বক জানকীকে লইয়া আকাশ পথে প্রস্থান করিল। রাক্ষস আমাকে পূর্ব্বেই মারিয়া রাখিয়াছে, আর তুমি আমাকে মারিও না।

রাম গৃধ্ররাজ জটায়ুর মুখে সীতা সংক্রান্ত প্রিয় সংবাদ

পাইয়া মহাধনু পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং লক্ষ্মণের সহিত রোদন করিতে করিতে অবশ অঙ্গে ভূমি-তলে পতিত হইলেন। রাম নিতান্ত ধীরপ্রকৃতি হইলেও লক্ষ্মণকে একাকী লতাকণ্টকাকীর্ণ পথে পড়িয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া দ্বিগুণতর শোকাকুল হইয়া উঠিলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন,—বৎস! রাজ্যনাশ, বনে বাস, সীতা বিয়োগ ও জাটায়ুর মৃত্যু, এই সমস্তই আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। আমার এরূপ দুর্ভাগ্য, যে উহা অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে। এক্ষণে আমি যদি পূর্ণসমুদ্রে নিপতিত হই, তাহা হইলে সেই সাগরও শুষ্ক হইয়া যায়। আমি যেরূপ বিপদ্‌জালে জড়িত হইয়া পড়িতেছি, তাহাতে বোধ হয়, আমা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য লোক এই চরাচর জগতে আর কেহ নাই। দেখ, আমারই ভাগ্য-বিপর্য্যয়-বশতঃ আমার পিতৃ বন্ধু মহাবল জটায়ুও নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিলেন।

এইরূপ বারংবার আক্ষেপ করিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত পিতৃ তুল্য স্নেহে ছিন্নপক্ষ রুধির-শিক্ত-দেহ জটায়ুর সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাকে ধরিয়া "আমার প্রাণসমা জানকী কোথায় গেলেন" এই কথা বলিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

—ঃ*ঃ—

অনন্তর রাম ধরাতলশায়ী জটায়ুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লোকবৎসল লক্ষ্মণকে কহিলেন ;—এই বিহগরাজ কেবল আমারই জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাক্ষস হস্তে নিহত হইলেন। ইহার স্বর ক্ষীণ হইয়াছে, দেহে প্রাণমাত্র অবশিষ্ট আছে, দৃষ্টিও বিকল হইয়া আসিতেছে। অতঃপর বিহগরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—জটায়ু! যদি তোমার কথা কহিবার শক্তি থাকে, তবে বল, সীতার ও তোমার এরূপ অবস্থা কিরূপে ঘটিল? রাবণ কি কারণে আমার জানকীকে হরণ করিল, আমি তাহার কি অপকার করিয়াছিলাম? তৎকালে সীতা আমাকে কি কথাই বা বলিলেন,—তাঁহার সেই পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মনোহর মুখই বা কিরূপ হইয়াছিল? রাবণের বল কিরূপ, তাহার আকার কি প্রকার, কি কাজই বা করিয়া থাকে। তাহার বাসস্থানই বা কোথায়?

রাম এইরূপ বিলাপপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলে ধর্ম্মাত্মা জটায়ু অস্ফুট বাক্যে কহিলেন ;—রাম! সেই দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ মায়াবলে বাত্যা ও দুর্দ্দিন উপস্থিত করিয়া সীতাকে আকাশ পথে হরণ করিয়া লইয়া গেল। আমি সে সময়ে যুদ্ধে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, আমার পক্ষদ্বয় ছিন্ন করিয়া সীতাকে গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিল। বৎস! আমার প্রাণ কণ্ঠগত হইয়াছে, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত হইতেছে এবং উশীরকৃত কেশ ও বৃক্ষসমুদায়কে সুবর্ণ বর্ণ দেখিতেছি।

রাবণ যে মুহূর্ত্তে সীতাকে লইয়া গিয়াছে, উহার নাম রিন্দ। ঐ মুহূর্ত্তে কোন ধন অপহৃত হইলে ধনস্বামী উহা শীঘ্র লাভ করিয়া থাকে। অপহর্ত্তাও বড়িশবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মূর্খ রাবণ তাহা জানিত না। অতএব তুমি জানকীর নিমিত্ত ব্যথিত হইও না। তুমি অবিলম্বে যুদ্ধে শত্রু সংহার করিয়া জানকীকে পাইবে।

আসন্নমৃত্যু জটায়ু জ্ঞানপূর্ব্বক এই সকল কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার মুখ হইতে মাংসের সহিত রুধির উদ্গিরণ হইতে লাগিল। সাক্ষাৎ বিশ্রবার পুত্র কুবেরের ভ্রাতা জটায়ু এতাবন্মাত্র বলিয়া দুর্ল্লভ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তৎকালে রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া "বল বল" বলিয়া ব্যস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার প্রাণ বায়ু দেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। তাহার মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, তখন তিনি চরণপ্রসারণ ও অঙ্গবিক্ষেপপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

রাম সেই তাম্রলোচন পর্ব্বতাকার গৃধ্ররাজ জটায়ুর মৃত্যু হইল দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত ও কাতর হইয়া লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন,—বৎস! যিনি এই রাক্ষসনিবাস দণ্ড-কারণ্যে বহুকাল সুখে বাস করিয়াছিলেন, অদ্য তিনি দেহা-বসান করিলেন। যিনি বহুবর্ষ জীবিত থাকিয়া এই স্থানে চির-দিন উদ্যমশীল ছিলেন, তিনি আজ মৃতদেহে শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ! কাল একান্তই দুর্নিবার। এই মহোপকারী জটায়ু সীতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অতি দুর্দ্দান্ত রাবণ ইহাকে নিহত করিল। এই বিহগরাজ কেবল আমারই

জন্য পিতৃপিতামহাগত বিস্তীর্ণ পক্ষিরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দেহ পাত করিলেন। বৎস! সকল স্থানেই ধর্ম্মচারী সাধুরা পক্ষিজাতি প্রাপ্ত হইলেও শূর ও শরণাগত বৎসল দেখিতে পাওয়া যায়। সৌম্য! আমার নিমিত্ত এই গৃধ্র-রাজের বিনাশ আমার যেরূপ দুঃখ প্রদান করিল, সীতা-হরণেও তাহা করিতে পারে নাই। মহাযশা শ্রীমান্ রাজা দশরথ আমার যেরূপ পূজ্য ও মাননীয়, এই পতগরাজও আমার সেইরূপ মান্য। লক্ষ্মণ! তুমি কাষ্ঠভার আহরণ কর, যিনি আমার জন্য নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি স্বয়ং অগ্নি নির্ম্মন্থন করিয়া তাঁহার দাহ করিতে ইচ্ছা করি। লক্ষ্মণ! ভীষণ রাক্ষস ইহাঁকে বিনাশ করিয়াছে, আমি চিতায় আরোপণপূর্ব্বক ইহাঁর অন্ত্যেষ্টিকার্য্য সমাধা করিব। তাত জটায়ু! যজ্ঞশীলদিগের যে গতি, আহিতাগ্নিদিগের যে গতি, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখদিগের যে গতি, ভূমিদাতার যে গতি, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি ঐ সমস্ত উত্তম গতি প্রাপ্ত হও। মহা-বল গৃধ্রাজ! তুমি আমাকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া ঐ সকল স্থানে গমন কর। এই কথা বলিয়া ধর্ম্মাত্মা রাম তাঁহাকে জ্বলন্ত চিতায় আরোপণ করিয়া দুঃখিতচিত্তে স্ববন্ধুর ন্যায় দাহ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রাম লক্ষ্মণের সহিত দূরবনে গমন করিয়া স্থূল মহাহরিণ মারিয়া তাহার মাংস দ্বারা পিণ্ড নির্ম্মাণপূর্ব্বক কুশাস্ত-রণে তদুদ্দেশে দান করিলেন। এবং ঐ সমস্ত মৃগ হইতে মাংস উদ্ধারপূর্ব্বক পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া হরিত শ্যামবর্ণ রমণীয় ক্ষেত্রে পক্ষিগণকে ভোজন করাইলেন। অতঃপর দ্বিজাতি-

গণ প্রেতলোকের নিমিত্ত যে মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, রামও সেই স্বর্গসাধন মন্ত্র জপ করিলেন। অনন্তর রাজপুত্রদ্বয় গোদাবরীতে গমন করিয়া স্নানপূর্ব্বক গৃধ্রাজ উদ্দেশে শাস্ত্র দৃষ্ট বিধি অনুসারে তর্পণ করিলেন।

গৃধ্রাজ জটায়ু অতিদুষ্কর ও যশস্কর কার্য্য করিয়া রাবণ হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। অধুনা মহর্ষিতুল্য রামকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া নিজের সুভাবহ পবিত্র গতি লাভ করিলেন। এদিকে তাঁহারাও জটায়ুর পিতৃবৎ উদক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সীতার প্রাপ্তি বিষয়ে মনোনিবেশপূর্ব্বক সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় অন্য বনে প্রবেশ করিলেন।

একোন সপ্ততিতম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ শর, শরাসন ও অসি ধারণ করিয়া সীতার অন্বেষণার্থ নৈঋত দিকে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া জনসঞ্চারশূন্য এক পথ প্রাপ্ত হইলেন। উহা বহুতর গুল্মলতা ও বৃক্ষদ্বারা পরিবৃত অতি দুর্গম ও ঘোর দর্শন, মহাবল রাম ও লক্ষ্মণ অতিবেগে ঐ ভীষণ মহারণ্য অতিক্রম করিলেন। অনন্তর জনস্থান হইতে তিনক্রোশ গমন করিয়া নিবিড় ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। উহা মেঘমালার ন্যায় নীল বর্ণ। মৃগ পক্ষিগণে সমাবৃত এবং বিবিধবর্ণ বিকশিত কুসুম শোভায়

পরিশোভিত ; দেখিলেই মনে হয়, যেন ঐ অরণ্য মনের আনন্দে হাসিতেছে। তাঁহারা ঐ বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া সীতার অনুসন্ধানার্থ প্রবৃত্ত হইলেন এবং সীতার শোকে দুঃখিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর ক্রৌঞ্চারণ্য অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে তিনক্রোশ দূরে ভীষণ মাতঙ্গাশ্রম দেখিতে পাইলেন। উহা হিংস্র পশু ও পক্ষিগণে আকীর্ণ, নিবিড় বৃক্ষ শ্রেণীতে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তথায় পাতালবৎ গভীর ঘোর তিমিরাবৃত এক গিরিগহ্বর দৃষ্ট হইল। উহারা তাহারই অদূরে বিকটাকার ঘোররূপা বিকৃতাননা এক রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। উহার উদর লম্বমান, দন্ত তীক্ষ্ণ, আকার দীর্ঘ, ত্বক্ অত্যন্ত কর্কশ, কেশ আলুলায়িত। উহাকে দেখিলে অল্পপ্রাণ লোকেরা ভীত হইয়া পড়ে। সে একটা ভীষণ মৃগ ভক্ষণ করিতে করিতে বীরদ্বয়ের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া অগ্রবর্ত্তী লক্ষ্মণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিল,—এস এস, আমরা উভয়ে বিহার করি। আমার নাম অয়োমুখী, আমি তোমার রত্নবৎ লাভের বস্তু, তুমিও আমার প্রিয়তম স্বামী। নাথ! তুমি আমার সহিত চিরজীবন গিরিদুর্গে ও নদীপুলিনে সুখে বিহার করিবে।

অরিসূদন লক্ষ্মণ রাক্ষসীর বাক্যে কুপিত হইয়া খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক তাহার কর্ণ, নাশা ও স্তন ছেদন করিয়াদিলেন। তখন সেই বিকটাকারা নিশাচরী বিকট স্বরে চীৎকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাক্ষসী চলিয়া গেলে রাম লক্ষ্মণ অসমসাহসে চলিতে লাগি-

লেন,—কিয়ৎক্ষণ পরে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তেজস্বী সত্যবাদী সুশীল লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন,—আর্য্য! আমার বামবাহু অত্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে, মনও চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং অনিষ্টকর দুর্নিমিত্ত-সকল লক্ষিত হইতেছে। অতএব আপনি সজ্জীভূত হউন, আমার কথা অগ্রাহ্য করিবেন না। এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত অদ্য আমারই ভয় সূচনা করিয়া দিতেছে। কিন্তু ঐ পরম দারুণ বঞ্জুলক পক্ষী চীৎকার করিয়া যুদ্ধে আমাদেরই জয় ঘোষণা করিতেছে।

অনন্তর ইহাঁরা ঐ সমস্ত বনে সীতার অনুসন্ধান করিতে-ছেন, ইত্যবসরে একটী ঘোরতর শব্দ উত্থিত হইল। ঐ শব্দে সমস্ত বন যেন ভগ্ন ও পূর্ণ হইয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন ঐ প্রদেশ প্রচণ্ড বায়ুতে পরিবেষ্টিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন রাম লক্ষ্মণের সহিত খড়্গধারণ করিয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে এক প্রকাণ্ডকায় রাক্ষস, উহার বক্ষঃস্থল বিশাল, গ্রীবা ও মস্তক নাই, উদরে মুখ, ললাটে একটী মাত্র চক্ষু। চক্ষুর পক্ষ্ম গুলি বৃহৎ, উহা পিঙ্গল বর্ণ, দীর্ঘ ও ঘোর অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। উহাদ্বারা সমস্তই দেখিতে পাইতেছে। তাহার শরীর প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায়, বর্ণ নীলমেঘসদৃশ, কণ্ঠস্বর মেঘগর্জ্জনতুল্য। দন্ত বিকট, জিহ্বা লোল। সর্ব্বাঙ্গ তীক্ষ্ণরোমে পরিবৃত, বাহুদ্বয় এক যোজন দীর্ঘ ও ঘোর, উহা অনবরত বিক্ষেপ করিতেছে। কখন ভীষণ সিংহ, ভল্লুক, মৃগ ও পক্ষী ধরিয়া ভোজন করিতেছে, কখন উভয় হস্ত দ্বারা

বিবিধ মৃগ, পক্ষী ও ভল্লুক ধরিয়া আনিতেছে। কখনও বা যূথপতিদিগকে আকর্ষণ ও দূরে বিক্ষেপ করিতেছে। রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়কে সমাগত দেখিয়া উহাদের পথ আবরণ করিয়া দাঁড়াইল। তখন তাঁহারাও কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া দূর হইতে ঐ দীর্ঘ বাহু ভয়ানক কবন্ধকে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাক্ষস বিপুল বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক উহাঁদিগকে বলে পীড়ন করিয়া ধরিল। উহাঁরা উভয়েই খড়্গধারী, মহাধনুর্দ্ধর, অতিতেজস্বী ও মহাবল। তথাপি রাক্ষস কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া যেন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন মহাবীর রাম ধৈর্য্যবলে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না কিন্তু লক্ষ্মণ বালকত্ব নিবন্ধন ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং বিষণ্ণ বদনে রামকে কহিলেন;—বীর! আমি রাক্ষসের হস্তে পড়িয়া একেবারে অনায়াত্ত হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে আপনি আমাকে রাক্ষসের উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া সুখে পলায়ন করুন। আমার বোধ হইতেছে, আপনি অচিরকালের মধ্যেই জানকীকে পাইবেন। অতঃপর পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ ও রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া সর্ব্বদা আমায় স্মরণ করিবেন। রাম এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বীর! বৃথা ভয় করিও না, ভবাদৃশ লোক বিপদে কদাচ বিষণ্ণ হয় না।

তখন ক্রূরকর্ম্মা কবন্ধ রাম লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা দুইজন কে? দেখিতেছি, তোমাদের হস্তে ভীষণ খড়্গ ও উৎকৃষ্ট শরাসন রহিয়াছে, তোমাদের স্কন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায়, বল তোমাদের এখানে কি প্রয়োজন? তোমরা

এই ভীষণ প্রদেশে আসিয়াছ এবং দৈব গতিতে আমারও চক্ষে পড়িয়াছ। আমি ক্ষুধার্ত্ত, বোধ হয় আমারই ভাগ্য বলে তোমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছ, সুতরাং আজ তোমাদের জীবন নিতান্তই দুর্লভ।

দুরাত্মা কবন্ধের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম বিশুষ্ক-বদন লক্ষ্মণকে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! আমরা কষ্টের উপর দারুণ কষ্ট পাইতেছি, আবার প্রিয়াকে না পাইয়াই তাহার উপর এই প্রাণান্তকর বিপত্তি উপস্থিত। দৈবের কি মহৎ বীর্য্য, উহা কাহার নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই। দেখ, আমরাও দুঃখ পরম্পরায় মোহিত হইয়াছি! যাহারা সর্ব্বাস্ত্রবিৎ শূর মহাবল তাহারাও কাল বশতঃ বালুকা-সেতুর ন্যায় যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া থাকেন। প্রবল প্রতাপ সত্য-বিক্রম রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া স্বয়ং সাহস অবলম্বন করিয়া রহিলেন!

সপ্ততিতম সর্গ।

—:*:—

তখন কবন্ধ পাশবদ্ধ রাম লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—রে ক্ষত্রিয়দ্বয়! তোরা কি আমারে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া হতচেতন হইয়া রহিলি? বিধাতাই আমার আহারের নিমিত্ত তোদের দুইজনকে পাঠাইয়াছেন!

লক্ষ্মণ কবন্ধের বাক্যে আপনাকে ব্যথিত বোধ করিয়া বিক্রম

প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং তৎকালোচিত বাক্যে রামকে কহিলেন,—এই রাক্ষসাধম এখনই আমাদিগকে গ্রহণ করিবে, অতএব আসুন, আমরা অবিলম্বে খড়্গ দ্বারা ইহার প্রকাণ্ড বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া দিই। এই মহাকায় রাক্ষসের বাহু-বলই বল, ইহা দ্বারা সমস্ত লোককে পরাস্ত করিয়া সম্প্রতি আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাজন্! শস্ত্রাদি প্রয়োগ দ্বারা বিক্রম প্রদর্শনে অসমর্থ লোককে যজ্ঞার্থ উপনীত পশুর ন্যায় বধ করা রাজন্যগণের নিতান্ত গর্হিত। অতএব ইহাকে একবারে প্রাণে মারা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।

রাক্ষস উঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ ভীষণ মুখব্যাদান পূর্ব্বক উভয়কেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। তখন দেশ কালো-চিত কার্য্যাভিজ্ঞ রঘুতনয়দ্বয় হৃষ্টচিত্তে কদলীকাণ্ডের ন্যায় তাহার বাহুদ্বয় মহাবেগে খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন। রাম দক্ষিণদিকে ছিলেন, তিনি তাহার দক্ষিণ হস্ত, বাম পার্শ্বস্থ বীর লক্ষ্মণ বামহস্ত ছেদন করিলেন। ছিন্নবাহু কবন্ধ মেঘের ন্যায় মহাশব্দে আকাশ, পৃথিবী ও দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া রুধিরাক্ত দেহে পতিত হইল এবং অত্যন্ত কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বীর! তোমরা দুইজন কে? লক্ষ্মণ কহিলেন,—রাক্ষস! ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাবল রাম, আমি ইহাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ, বিমাতা রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত করিয়া ইহাঁকে বনবাস দিয়াছেন। তদনুসারে মহাপ্রভাব রাম ভার্য্যা ও আমাকে সমভিব্যাহারে বনে বনে

বিচরণ করিতেছেন। ইনি নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিতেছিলেন, ইত্যবসরে এক রাক্ষস আসিয়া ইহাঁর ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে; তাঁহারই অনুসন্ধানার্থ আমরা এই স্থানে আসিয়াছি। এক্ষণে বল দেখি, তুমি কে? তোমার বক্ষস্থলে প্রদীপ্ত বদন, জঙ্ঘা ভগ্ন, কি জন্য কবন্ধের ন্যায় এই স্থানে বিচরণ করিতেছ?

তখন কবন্ধ ইন্দ্রের বাক্য স্মরণ করিয়া পরম প্রীতি সহকারে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিল,—ভগবন্! আজ ভাগ্যতই আমি আপনাদের দর্শন পাইলাম। ভাগ্যবশতই অদ্য আপনারা আমার বাহু ছিন্ন করিলেন। নররাজ! আমি নিজের অবিনয় বশতঃ যেরূপে এই বিকৃতরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যথার্থত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

একসপ্ততিতম সর্গ।

—:০:—

রাম! পূর্ব্বে আমার ত্রিলোক বিখ্যাত অচিন্তনীয় রূপ ছিল। চন্দ্র, সূর্য্য ও ইন্দ্রের যাদৃশ রূপ, আমারও রূপ তাদৃশই ছিল। কিন্তু আমি ঐ রূপকে লোক-ভীষণ রাক্ষস রূপে পরিণত করিয়া বনবাসী ঋষিদিগের ত্রাসোৎপাদন করিয়া দিতাম। একদা স্থূলশিরা নামক এক মহর্ষি বিবিধ বন্যদ্রব্য আহরণ করিতেছিলেন, আমি সেই সময়ে তাঁহাকে ঐ মূর্ত্তিতে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তদ্দর্শনে তিনি

ক্রুদ্ধ হইয়া আমায় বিষম অভিসম্পাত প্রদান করিয়া কহিলেন,—দেখ্, তুই যে মূর্ত্তিতে আমাকে ভয় দেখাইয়াছিস্, লোক-নিন্দিত এই নিষ্ঠুর রূপই তোর থাকুক।

তখন আমি নিজেরই অপরাধকৃত অভিশাপের বিমুক্তির জন্য অনেক অনুনয় বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিলে, তিনি আমায় কহিলেন,—যখন রাম তোমার ভুজদ্বয় ছেদন করিয়া নির্জ্জন অরণ্যে তোমাকে দগ্ধ করিবেন, তখনই তুমি স্বীয় বিপুল শোভ-সম্পন্ন রূপ প্রাপ্ত হইবে। লক্ষ্মণ! আমি শ্রীনামক দানবের পুত্র, আমার নাম দনু। সম্প্রতি আমায় যেরূপ দেখিতেছ, ইহা ইন্দ্রশাপে ঘটিয়াছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি ঐ ঋষি শাপের পর ঘোর তপস্যা দ্বারা পিতামহ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম, তিনি প্রীত হইয়া আমায় দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। অতঃপর আমার মতিভ্রম ঘটিল। আমি মনে করিলাম, যখন আমি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছি, তখন ইন্দ্র আমার কি করিতে পারেন। এইরূপ স্থির করিয়া যুদ্ধে উহাকে আক্রমন করিলাম। ইন্দ্র শত-ধার বজ্রদ্বারা আমার ঊরু ও মস্তক শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি বিস্তর অনুনয় করিতে লাগিলাম, সেই জন্য আমায় প্রাণে মারিলেন না; বলিলেন,—পিতামহ বাক্য সত্য হউক। তখন আমি কহিলাম, আপনি আমার ঊরু ও মস্তক ভাঙ্গিয়া দিলেন, আমি অনাহারে দীর্ঘকাল কিরূপে জীবন ধারণ করিব?

অনন্তর ইন্দ্র আমার যোজন পরিমিত দীর্ঘ ভুজদ্বয় ও উদরের উপর তীক্ষ্ণ দশন আনন কল্পনা করিয়া দিলেন।

এক্ষণে আমি এইস্থানে থাকিয়া সেই সুদীর্ঘ বাহুদ্বারা বনেচর সিংহ, ব্যাঘ্র ও মৃগ প্রভৃতি জীবজন্তুকে সংগ্রহ করিয়া ভোজন করিয়া থাকি। তৎকালে ইন্দ্র আমাকে এরূপও বলিয়াছিলেন, যৎকালে রাম লক্ষ্মণ আসিয়া সমরে তোমার বাহুদ্বয় ছেদন করিবেন, তখনই তুমি স্বর্গে যাইতে পারিবে।

তাত! আমি এই বনে থাকিয়া শরীর দ্বারা যাহা যাহা দেখিতে পাই, তৎসমুদায় গ্রহণ করাই আমি সাধু বিবেচনা করি এবং ভাবিয়া থাকি এক সময়ে অবশ্যই রাম আমার হস্তগত হইবেন। ইহা আমি স্থির বিশ্বাস করিয়া দেহত্যাগার্থ হস্ত সঞ্চালন পরিভ্রমে নিয়ত যত্নবান্ রহিয়াছি, এক্ষণে তুমি সেই রাম আসিয়াছ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি ভিন্ন আমি অন্য কাহার বধ্য নহি ইহা ঋষি আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা আমাকে অগ্নি দ্বারা সংস্কৃত কর, অতঃপর আমিও তোমাকে সদ্বুদ্ধি ও তোমার সহকারী মিত্রেরও উপদেশ প্রদান করিব।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাম দনুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের সমক্ষে কহিতে লগিলেন;—কবন্ধ! আমি ভ্রাতার সহিত জনস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, সেই অবসরে রাবণ আমার ভার্য্যা যশস্বিনী সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি উহার নামমাত্র জানি, তদ্ভিন্ন উহার রূপ, নিবাস ও প্রভাব কিছু মাত্র জানি না। দেখ, আমরা শোকার্ত্ত ও নিরাশ্রয় হইয়া পর্য্যটন করিতেছি, আমরা পরোপকারেও অভ্যস্ত, তুমি আমাদের অবস্থোচিত করুণা প্রদর্শন কর। বীর! আমরা গজভগ্ন শুষ্ক

কাষ্ঠ আহরণ করিয়া এইস্থানে সুকল্পিত বৃহৎ গর্ত্তে তোমাকে দগ্ধ করিব। তুমি আমায় বল, সীতাকে কে কোথায় লইয়া গিয়াছে। যদি তুমি যথার্থত জান, তবে আমার শুভ-সাধন কর।

তখন বাকৃপটু দনু বক্তা রামকে কহিল,—আমি জানকীকে জানি না, আমার দিব্য জ্ঞানও নাই, দাহান্তে আমি স্বীয় রূপ ধারণ করিয়া যিনি রাক্ষস বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত আছেন, তাহার কথা বলিয়া দিব। হে প্রভো! আমি দগ্ধ না হইলে কে তোমার সীতা হরণ করিয়াছে, সেই মহাবীর্য্য রাক্ষসকে জানিবার আমার শক্তি নাই। আমি শাপ প্রভাবে দিব্যজ্ঞান একেবারেই হারায়াছি এবং স্বকৃত অপরাধে এই লোক-বিগর্হিত রূপও প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে সূর্য্য যাবৎ শ্রান্ত বাহণে অস্ত না যাইতেছেন, সেই সময়ের মধ্যে আমায় গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধি দগ্ধ কর; পরে যিনি ঐ রাক্ষসকে সম্যক্ পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহার পরিচয় বলিয়া দিব। রাম! তুমি ন্যায়পরায়ণ, তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিবে। রাম! তিনি তোমার উপস্থিত বিষয়ে অবশ্যই সাহায্য করিবেন। এই ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার অবিজ্ঞাত কিছু নাই, তিনি পূর্ব্বে এক সময়ে কোন কারণ বশতঃ সমস্ত লোকই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর বীরদ্বয় তাহাকে এক গিরিগর্ত্তে লইয়া গেলেন। এবং মহাবীর লক্ষ্মণ চিতা প্রস্তুত করিয়া মহোল্কা দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া দিলে, উহা চতুর্দ্দিকে জ্বলিয়া উঠিল। সেই মেদপূর্ণ ঘৃত-পিণ্ডবৎ কবন্ধের প্রকাণ্ড দেহ মৃদুমন্দভাবে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে সেই মহাবল কবন্ধ হৃষ্ট-চিত্তে সহসা চিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিধূম অগ্নির ন্যায় উত্থিত হইল। উহার পরিধান নূতন বস্ত্র, গলদেশে দিব্য মাল্য ও সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার শোভা পাইতে লাগিল। তখন সে হংসযুক্ত উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া স্বায শরীর-প্রভায় দশদিক্ উদ্ভাষিত করিল। এবং আকাশ পথে উত্থিত হইয়া রামকে কহিতে লাগিল;—রাম! তুমি যে উপায়ে সীতাকে প্রাপ্ত হইবে, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। এজগতে কার্য্য সিদ্ধির জন্য সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি ছয়টী গুণ নির্দ্দিস্ট আছে। উহা আশ্রয করিয়া বিচার পূর্ব্বক সকল বিষয়েই মীমাংসা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দুঃস্থ, দুঃস্থের সহিত সংসর্গ করা তাহাব কর্ত্তব্য। তুমি এখন লক্ষ্মণের সহিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও হীন হইয়া পড়িয়াছ। এই জন্য দারাপ-হরণ রূপ বিপদও তোমার উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এসময়ে তুমি তোমারই মত কোন দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা কর। তদ্ভিন্ন তোমার কার্য্য সিদ্ধির কোন উপায় আমি ভাবিয়াও দেখিতে পাইতেছি না।

কবন্ধ

Printed by K. V. Seyne & Bros.

রাম! শ্রবণ কর, সুগ্রীব নামে এক মহাবীর বানর আছেন। তিনি ঋক্ষরজার ক্ষেত্রজ ও সূর্য্যের ঔরস পুত্র। ইন্দ্রতনয় বালি ইহার ভ্রাতা। বালি ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন। ধৈর্য্যশালী সুগ্রীব এক্ষণে পম্পাতীরবর্ত্তী ঋষ্যমূক পর্ব্বতে চারিটী বানরের সহিত বাস করিতেছেন। মহাবল পরাক্রম বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তেজস্বী, সত্যসন্ধ, বিনীত, বুদ্ধিমান, উদার ও সর্ব্বকার্য্যদক্ষ। তাঁহার কান্তি অপরিচ্ছিন্ন। ভ্রাতা বালি রাজ্যের নিমিত্ত তাঁহাকে দূরীভূত করিয়াছেন। রাম! সীতার অন্বেষণে তিনিই তোমার সহায় ও মিত্র হইবেন। তুমি আর শোকে মন দিও না। যাহা হইবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে, তাহার অন্যথা কেহই করিতে পারিবেন না। কাল একান্ত দুর্নিবার। অতএব হে বীর! তুমি এখান হইতে শীঘ্র গমন কর। অদ্যই এখান হইতে যাইয়া সেই মহাবল সুগ্রীবের সহিত অগ্নি সাক্ষী করিয়া বন্ধুতা স্থাপন কর। ইহাতে তোমার অনিষ্ট নিবারণ ও ইষ্টসাধন উভয়ই হইবে। সুগ্রীবকে বানর বলিয়া তুমি তাঁহাকে অনাদর করিও না। তিনি কৃতজ্ঞ, কামরূপী, বীর্য্যবান্ ও সহায়ার্থী। তোমরা তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে, তুমি তাঁহার কার্য্যে কৃতার্থই হও বা অকৃতার্থই হও, তিনি তোমার কার্য্য অবশ্য করিবেন। বালির সহিত তাঁহার বিষম শক্রতা, তিনি তাহারই ভয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতেছেন।

রাম! তুমি তথায় শীঘ্র উপস্থিত হইয়া অগ্নি সমীপে অস্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক সত্যবন্ধনে সেই বনচরকে বয়স্য কর।

তিনি নৈপুণ্য বশতঃ রাক্ষসদিগের সমুদায় স্থানই অবগত আছেন। এজগতে কোন স্থানই তাঁহার অবিদিত নাই। সূর্য্য যে পর্য্যন্ত তাপ দান করিতেছেন, তন্মধ্যে কি নদী, কি অত্যুচ্চ পর্ব্বত, কি গিরিদুর্গ, কি পর্ব্বতগুহা, সর্ব্বত্র তিনি বানরদিগের সহিত গমন করিয়া সীতার অন্বেষণ করিবেন এবং অন্যান্য সমস্ত দিকেই বৃহৎকায় বানরদিগকে প্রেরণ করিবেন। অধিক কি, যদি তোমার বিরহে শোকাকুলা জানকী রাবণ গৃহেও অবস্থান করেন, তিনি তাহাও অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। পবিত্র-স্বভাবা জানকী সুমেরুশিখরেই থাকুন বা পাতালতলেই বাস করুন, ঐ বানরাধিপতি সুগ্রীব রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় তোমার হস্তে প্রদান করিবেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

—:*:—

কবন্ধ রামকে সীতার অন্বেষণের উপায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পুনরায় কহিতে লাগিল ;—রাম! পম্পাতীরে উপস্থিত হইতে হইলে এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার চতুর্দ্দিকে মনোহর কুসুমিত পাদপ সমূহ পশ্চিমদিক্ আশ্রয় করিয়া বিরাজমান রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন জম্বু, প্রিয়াল, পনস, ন্যগ্রোধ, প্লক্ষ, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, আম্র ধব, নাগকেসর, তিলক, নক্তমাল, নীল, অশোক, কদম্ব, কুসুমিত করবীর, অগ্নিমুখ্য, রক্তচন্দন ও মন্দার প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ আছে ;

তোমরা ঐ সমুদায় বৃক্ষে আরোহণ অথবা বল পূর্ব্বক উহার শাখা আকর্ষণ করিয়া অমৃতকল্প ফল ভক্ষণ পূর্ব্বক গমন করিবে। উহাকে অতিক্রম করিলেই আর একটী নন্দন-কানন-সদৃশ, উত্তরকুরু তুল্য কুসুমিত-পাদপ-শোভিত অরণ্য দেখিতে পাইবে। তথায় কুবেরোদ্যান চৈত্র রথের ন্যায় সর্ব্বদা সর্ব্বফলপ্রদ সর্ব্বঋতু বিরাজমান আছে। তরুগণ মেঘ ও পর্ব্বতের ন্যায় ঘনীভূত বৃহৎ শাখা প্রশাখায় প্রচ্ছন্ন হইয়া ফলভরে সতত অবনত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ করিয়াই হউক অথবা উহার শাখা সমুদায় ভূমিতে অবনত করিয়াই হউক, অমৃতবৎ সুস্বাদু ফল তোমায় দান করিবেন। এইরূপে তোমরা পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত, বন হইতে বন পর্য্যটন করিয়া পম্পা নদীতে উপস্থিত হইবে। ঐ পম্পা শর্করা শূন্য, অপিচ্ছিল ও শৈবল রহিত। উহার অবতরণ মার্গ সর্ব্বত্র সমান, পুলিন-প্রদেশ বালুকাকীর্ণ। উহাতে কমল ও রক্তোৎপল শোভা পাইতেছে। হংস, মণ্ডূক, ক্রৌঞ্চ ও কুবর প্রভৃতি জলচর-গণ মধুরস্বরে রব করিতেছে। উহারা মানুষ দেখিয়া কখন ভীত হয় না, বধবার্ত্তাও জানে না। তোমরা ঐ স্থানে যাইয়া ঘৃতপিণ্ড সদৃশ ঐ সকল স্থূল পক্ষী ভোজন করিবে। পম্পাসরোবরে বহুকণ্টক, স্থূল, উৎকৃষ্ট রোহিত, চক্রতুণ্ড ও নলমীন মৎস্য আছে। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত মৎস্য শরদ্বারা সংহার করিবেন এবং তোমার প্রতি ভক্তি বশতঃ উহাদের ত্বক্ (আইস) পক্ষ (ডানা) অপনয়ন পূর্ব্বক শূল পক্ক করিয়া তোমাকে প্রদান করিবেন। তুমি উহা ভক্ষণ

করিলে লক্ষ্মণ পম্পার সুস্বাদু পদ্মগন্ধি স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ সুপথ্য শীতল জল পদ্মপত্রে করিয়া আনিয়া তোমায় পান করাইবেন। ঐস্থানে গিরিগুহাশায়ী বনচারী বৃহৎ বানরগণ জললোভে আসিয়া জল পানান্তে বৃষের ন্যায় শব্দ করে, লক্ষ্মণ সায়ংকালে বিচরণ করিতে করিতে তোমায় দেখাইবেন। রাম! তুমিও সায়াহ্নে ভ্রমণকালে কুসুম পরিপূর্ণ বৃক্ষ ও পম্পার সুশীতল জল দেখিয়া শোক পরিহার করিবে। ঐস্থানে তিলক ও নক্তমাল সমুদায় পুষ্পিত, শ্বেত ও রক্ত পদ্ম বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। তথায় এমন কোন লোক নাই যে, ঐ সমস্ত পুষ্প গ্রহণ করে বা ধারণ করে। উহারা কখন ম্লান বা শীর্ণ হয না। ঐস্থানে মতঙ্গ শিষ্য ঋষিগণ সমাহিত চিত্তে বাস করিতেন। তাঁহারা সততই গুরুর নিমিত্ত বন্য ফলমূল আহরণ করিতেন। উহার ভারে শ্রান্ত হইলে তাহাদের শরীর হইতে যে ঘর্ম্মবিন্দু পতিত হইত, মুনিদিগের তপোবলে উহাই পুষ্পরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই বিন্দুসমুত্থিত পুষ্প কদাচ নষ্ট হয় না। এক্ষণে বহুদিন অতীত হইল, ঐ সমস্ত ঋষি লোকান্তর গমন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের পরিচারিকা শবরী নামে এক তাপসী চিরজীবিনী হইযা বাস করিতেছেন। রাম! তুমি সর্ব্বলোকের নমস্য ও দেবপ্রভাব, তোমাকে দর্শন করিয়া ঐ ধর্ম্মরতা তাপসী স্বর্গলোকে গমন করিবেন।

হে ককুৎস্থবংশাবতংস! তুমি এই পম্পার পশ্চিমতীর আশ্রয় করিযা গমন করিলেই শবরীর বাসভূমি

মতঙ্গাশ্রম প্রাপ্ত হইবে। ঐ আশ্রম অতি রমণীয়, উহার তুলনা নাই। মহর্ষি মতঙ্গের প্রভাবে মাতঙ্গগণ কখন উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্যই উহা মতঙ্গবন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। রাম! তুমি সেই বিবিধ বিহগাকীর্ণ দেবোদ্যান নন্দন-কাননতুল্য বনে পরম সুখ লাভ করিবে। এইস্থান হইতে অদূরে ঋষ্যমূক পর্ব্বত। তথায় বহুবিধ পুষ্পবৃক্ষ আছে। উহা নিতান্ত দুরারোহ এবং শিশু সর্প দ্বারা অভিরক্ষিত। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এই পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই পর্ব্বত এরূপ দাতা যে, যদি কোন পুরুষ ইহার শিখরে শয়ন করিয়া স্বপ্নযোগে কোন ধন লাভ করে, তবে জাগরিত হইয়া তৎসমুদায়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যদি কোন দুরাচার পাপিষ্ঠ ইহাতে আরোহণ করিয়া নিদ্রা যায়, তাহা হইলে রাক্ষসেরা আসিয়া তাহাকে প্রহার করিতে থাকে। যে সকল হস্তিশিশু পম্পানদীতে ক্রীড়া করে, এই পর্ব্বত হইতে তাহাদেরও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। তথায় মেঘবৎ কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎকায় মাতঙ্গসকল ঈষৎ রক্ত বর্ণ মদধারায় সিক্ত হইয়া দলে দলে কখন বা স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ করিতেছে, তাহারা পম্পায় সুগন্ধি নির্ম্মল সুখস্পর্শ সলিল পান করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তুমি তথায় ঋক্ষ, ব্যাঘ্র এবং নীলকান্তপ্রভ শান্ত রুরুগণকে দেখিয়া শোক শান্তি করিবে। রাম! ঐ পর্ব্বতে এক প্রকাণ্ড গহ্বর আছে, উহা শিলা দ্বারা আচ্ছন্ন, উহাতে প্রবেশ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য; উহার পূর্ব্বদ্বারে অতিবৃহৎ এক হ্রদ শোভা

পাইতেছে, উহার জল অতি শীতল, তীরদেশে ফল-মূল-সুশোভিত নানা প্রকার বৃক্ষ আছে। ঐ গহ্বরে ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বানরদিগের সহিত বাস করিতেছেন। কখন কখন ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশেও অবস্থান করেন। ভাস্কর-প্রভ বীর্য্যবান্ মাল্যধারী কবন্ধ রাম ও লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া আকাশে শোভা পাইতে লাগিল। রাম লক্ষ্মণও প্রস্থানে উদ্যত হইয়া কবন্ধকে কহিলেন,—তুমি এখন পুণ্যলোকে গমন কর। মহাবল কবন্ধও কহিল,—তোমরা এক্ষণে কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত প্রস্থান কর, এই কথা বলিয়া তাঁহাদের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক প্রীতচিত্তে প্রস্থান করিল।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

—:*:—

তখন নৃপতনয় রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধ নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া সুগ্রীব দর্শনার্থ পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে পর্ব্বতোপরিস্থিত পুষ্পসুশোভিত মধুর ফল পূর্ণ বৃক্ষ সমুদায় দেখিতে লাগিলেন। দিবা অবসান হইয়া আসিল। উহাঁরা পর্ব্বত পৃষ্ঠে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন পম্পার পশ্চিমতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাপসী শবরীর রমণীয় আশ্রম। তাঁহারা বহুবৃক্ষপরিবৃত মনোহর আশ্রম দর্শন করিয়া শবরী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন ঐ সিদ্ধা তাপসী উহা-

দিগকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া ধীমান্ রাম ও লক্ষ্মণের পাদগ্রহণ করিলেন এবং যথাবিধি পাদ্য আচমনীয় প্রদান করিলেন।

অনন্তর রাম ঐ ধর্ম্মচারিণী শ্রমণীকে কহিলেন,—অয়ি চারুহাসিনি! তোমার তপোবিঘ্ন সমুদায়পরাভূত হইয়াছে ত? তপস্যা ত বর্দ্ধিত হইতেছে? ক্রোধকে নিগ্রহ করিতে পারিয়াছ? আহার সংযত হইয়াছে? নিয়ম সমুদায় ত পালিত হয়? মনের সুখ কিরূপ? গুরুশুশ্রূষা সফল হইতেছে ত?

তখন সিদ্ধসম্মতা সিদ্ধা বৃদ্ধা তাপসী রামের সম্মুখীন হইয়া কহিলেন,—রাম! তোমার সন্দর্শনে অদ্য আমি তপঃসিদ্ধি লাভ করিলাম। আমার জন্ম সফল, গুরুসেবাও সার্থক হইল। হে পুরুষর্ষভ! তুমি সকলের অন্তরাত্মা। অদ্য তোমার পূজা করিলে আমার তপঃসিদ্ধ ও স্বর্গ হইবে। হে অরিন্দম! মানদ! তুমি যখন সৌম্যদৃষ্টিতে আমায় পবিত্র করিলে, তখন আমি তোমার প্রসাদে নিশ্চয়ই অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইব। রাম! তুমি চিত্রকূটে উপস্থিত হইলে, আমি যাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতাম, তাঁহারা অতুল প্রভ বিমানে আরোহণ করিয়া এই আশ্রমপদ হইতে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ঐ সকল ধর্ম্মজ্ঞ মহাভাগ মহর্ষিরা প্রস্থান কালে আমাকে কহিয়াছিলেন, রাম তোমার এই পবিত্র আশ্রমে আগমন করিবেন, এবং লক্ষ্মণের সহিত তোমার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া উৎকৃষ্ট অক্ষয়লোকে গমন করিবে। রাম! আমি

তৎকালে মহাভাগ মুণিগণের মুখে এই কথা শুনিয়া তোমার জন্য পম্পাতীরজাত বিবিধ বন্য ফল মূল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি।

ধর্ম্মাত্মা রাম এই সকল কথা শুনিয়া সেই তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন শবরীকে কহিলেন,—ভদ্রে! আমি দনুর নিকটে তোমার ও ঐ সকল মহাত্মাদিগের প্রভাব শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার অভিমত হয়, তবে আমি উহা সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।

রাম-মুখ-বিনিঃসৃত এইবাক্য শ্রবণ করিয়া শবরী কহিলেন,—রঘুনন্দন! এই নিবিড় মেঘতুল্য মৃগ-পক্ষি-সমাকুল মতঙ্গারণ্য অবলোকন কর। এই স্থানে বিশুদ্ধাত্মা আমার গুরুগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত দেহ পঞ্জর জ্বলন্তহুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রত্যক্স্থলী নাম্নী বেদী, এই স্থানে সেই পূজনীয় গুরুগণ শ্রমবশতঃ কম্পিতকরে দেবোদ্দেশে পুষ্পোপহার প্রদান করিতেন। দেখ, তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে অতুলপ্রভা ঐ বেদী অদ্যাপি শোভা দ্বারা সমস্ত দিক উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। আরও দেখ, যখন তাঁহারা উপবাসাদি পরিশ্রমে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া সাগরাদিতীর্থ গমনে অসমর্থ হইলেন, তৎকালে স্মৃতিমাত্রেই সপ্ত সমুদ্র আসিয়া ঐ স্থানে মিলিত হইয়াছে। তাঁহারা অবগাহনান্তে যে সকল বল্কল বৃক্ষে রাখিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি শুষ্ক হয় নাই। তাঁহারা যে সমস্ত পদ্ম প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা দেবকার্য্য করিয়াছিলেন, উহা এখনও ম্লান হয় নাই। রাম! তুমি এই সমস্ত বনই দেখিলে, এবং যাহা শ্রোতব্য তাহাও

শুনিলে, এক্ষণে অনুজ্ঞা কর, আমি এই কলেবর পরিত্যাগ করিব। যাঁহাদের এই আশ্রম, এবং আমিও যাঁহাদের পরিচারিণী ছিলাম, সেই বিশুদ্ধাত্মা মুনিদিগের সন্নিধানে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।

রাম লক্ষ্মণের সহিত ধর্ম্মচারিণী শবরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আনন্দলাভ করিলেন এবং আশ্চর্য্য সহকারে কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি আমাদের যথোচিত অর্চ্চনা করিয়াছ, এক্ষণে যথাভিলষিত প্রদেশে সুখে গমন কর।

রাম এই কথা বলিবামাত্র তাহারই অনুমতিক্রমে চীর-কৃষ্ণচর্ম্ম-ধারিণী জটিলা শবরী জ্বলন্ত হুতাশনে আত্মদেহ আহুতি প্রদান করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় কান্তিমতী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন তিনি সর্ব্বাঙ্গে দিব্য আভরণ, দিব্য মাল্য ও অনুলেপন এবং দিব্য বসনে প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন এবং সৌদামিনীর ন্যায় ঐ প্রদেশকে আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। অতঃপর শুদ্ধাত্মা মহর্ষিরা যে স্থানে বিহার করিতেছিলেন, শবরী আত্মসমাধি দ্বারা সেই পবিত্র লোকে গমন করিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

—:*:—

শবরী স্বীয় তপোবলে স্বর্গারোহণ করিলে, রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষিদিগের প্রভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর হিতকারী একাগ্রচিত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! বিশুদ্ধস্বভাব মহর্ষিদিগের আশ্রমে বহুআশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিলাম। এই আশ্রমে বিশ্বস্ত মৃগ ও ব্যাঘ্র রহিয়াছে, বিবিধ পক্ষী কোলাহল করিতেছে, এ সমস্তও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। সপ্ত সমুদ্রের তীর্থজলে স্নান ও পিতৃগণের যথাবিধি তর্পণ করিলাম। লক্ষ্মণ! এই সকল কার্য্যদ্বারা আমাদের যে অশুভ নাশ ও কল্যাণ উৎপন্ন হইল, সম্প্রতি তদ্দ্বারা আমার মনও প্রীত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, এখন আমাদের মঙ্গল হইবে। এস, আমরা অতঃপর পম্পা-দর্শনে যাই। পম্পার অনতিদূরেই ঋষ্যমূক পর্ব্বত। তথায় সূর্য্যতনয় ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বালীর ভয়ে চারিটী বানরের সহিত নিরন্তর বাস করিতেছেন। সেই বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দেখিবার জন্য আমার মন ত্বরা করিতেছে। সীতার অনুসন্ধান কার্য্য তাঁহারই আয়ত্ত।

তখন লক্ষ্মণ কহিলেন,—আর্য্য! আমারও মন ত্বরা করিতেছে, চলুন, আমরা সত্বর সেই স্থানে প্রস্থান করি।

অতঃপর মনুজপতি রাম ঐ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত পম্পার দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দিকে পুষ্পসমৃদ্ধিসম্পন্ন অত্যুচ্চ বহুতর বৃক্ষ দেখিতে লাগিলেন। কোযষ্টি, অর্জ্জুন, শতপত্র প্রভৃতি বহু পক্ষি-নিনাদিত ও কীচকবংশ মুখরিত ভীষণ অরণ্য এবং বিবিধ পাদপসমাবৃত বহু সংখ্যক সরোবর দেখিতে দেখিতে এক উৎকৃষ্ট হ্রদ প্রাপ্ত হইলেন। উহারই নাম মতঙ্গ সরোবর। পম্পারই একটী প্রদেশ বিশেষ, তথায় উপস্থিত হইয়া দূর-সলিলবাহিনী পম্পা দর্শন করিলেন। ঐ নদী পরম রমণীয়, উহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছসলিলে পঙ্কজদল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে, উহার তীরে তিলক, অশোক, পুন্নাগ, বকুল, উদ্দালক প্রভৃতি বৃক্ষরাজি রমণীয় উপবন শোভা পাইতেছে। উহার সর্ব্বত্র কোমল বালুকা এবং মৎস্য কচ্ছপ সমুদায় নিরিড়ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। কোন স্থানে সহচরী সখীর ন্যায় লতা সকল তীরস্থ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিতেছে। কোথায় কিন্নর, উরগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসেরা বিচরণ করিতেছে। কোন স্থান বহুবিধ বৃক্ষ লতায় আকীর্ণ, কোন স্থান পদ্ম ও কহ্লার পুষ্পে তাম্রবর্ণ, কোথায় কুমুদ পুষ্পে শুক্লবর্ণ, কোথায় কুবলয় সমূহে নীলবর্ণ, সুতরাং বিবিধবর্ণ গজাস্তরণের শোভা দৃষ্ট হইতেছে; কোথায় পুষ্পিত আম্রবন, কোথায়ও বা ময়ূররবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তেজস্বী রাম ঐ পম্পা দর্শনে শোকাকুল হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—দেখ, লক্ষ্মণ! এই পম্পা তিলক, বীজপূর বট, লোধ্র, পুষ্পিত করবী, কুসুমশোভিত পুন্নাগ, মালতী, কুন্দ, ভাণ্ডীর, বঞ্জুল, অশোক, সপ্তপর্ণ, কেতক ও অতিমুক্ত প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ-লতায় অলঙ্কৃত হইয়া

প্রমদার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহারই তীরে সেই কবন্ধনির্দ্দিষ্ট ঋষ্যমূক পর্ব্বত। মহাত্মা ঋক্ষরজার ক্ষেত্রজ-পুত্র মহাবীর সুগ্রীব এই পর্ব্বতেই বাস করিতেছেন। এক্ষণে তুমিই তাঁহার নিকট গমন কর।

রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া সীতা সংক্রান্তহৃদয়ে পুনরায় শোক করিতে করিতে পম্পার পরম রমণীয় শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন।

অরণ্য কাণ্ড সমাপ্ত
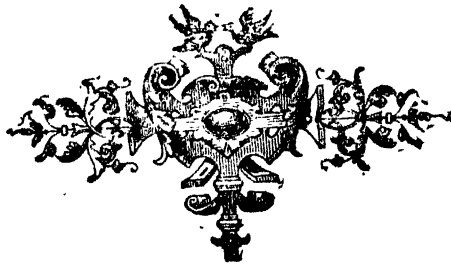
কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড

প্রথম সর্গ।

—:*:—

রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই পদ্ম, উৎপল ও মৎস্য সমাকুল পম্পাতীরে উপস্থিত হইয়া বিকলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে পম্পাদর্শনে তাঁহার আনন্দ জন্মিল। তখন চিত্তবিকার উপস্থিত হওয়াতে অনঙ্গতাপে তাপিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন;—বৎস! দেখ, এই পম্পার সলিল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় কেমন স্বচ্ছ। ইহাতে পদ্মদল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার তীরস্থ কানন পরম সুন্দর। ইহার বৃক্ষ সমুদায় উন্নত শাখা দ্বারা সশিখর পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যদিও আমি নানা প্রকার মানসিক কষ্টে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি, বিশেষতঃ ভরতের দুঃখে ও সীতা হরণে শোকার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি এই প্রিয়দর্শনা পম্পা আমার কাছে পরম সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছে। এখানে সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তু এবং মৃগ পক্ষিগণ পরম সুখে বিচরণ করিতেছে। ঐ দেখ, নীল পীতবর্ণ সাদ্বল প্রদেশেই বা কেমন সুন্দর, উহার উপর বৃক্ষ হইতে বিবিধ পুষ্প পতিত হওয়াতে যেন

বিচিত্র কম্বল আস্তীর্ণ হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে পুষ্পভারাবনত বৃক্ষাগ্র সমুদায় পুষ্পস্তবক শোভিত লতা দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! এক্ষণে বসন্তকাল উপস্থিত, এই সময় বিলাসী-দিগের প্রচুর আনন্দকর হইয়া থাকে। এই সময়ে সুখস্পর্শ বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষ সকল পুষ্প ফলে অবনত, সর্ব্বস্থান সুগন্ধময়। দেখ, এই পুষ্পরাজি বিরাজিত কানন-শোভাই বা কত! মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে, ইহারাও সেইরূপ পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। এই কাননস্থ বৃক্ষসকল বায়ুবেগে প্রচলিত হইয়া সুরম্য শিলাতলকে পুষ্পদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছে। অনেক পুষ্প পড়িয়াছে, অনেক পুষ্প পড়িতেছে, অনেক পুষ্প বৃক্ষে রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! দেখ, বায়ু যেন ঐ সকলকে লইয়া চতুর্দ্দিকে খেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বায়ু কুসুমাকীর্ণ বৃক্ষ শাখাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া চলিল, ভ্রমর-গণ স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাহার অনুসরণ পূর্ব্বক রব করিতে লাগিল। বায়ু গিরিগুহা হইতে নির্গত হইয়া মত্ত কোকিল কুলের কূজনচ্ছলে স্বয়ং গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যেন বৃক্ষগণকে নৃত্য শিক্ষা দিতে লাগিল। ঐ পবন বেগে বিক্ষিপ্ত হইয়া শাখা সমুদায় সংসক্ত হওয়াতে যেন একসূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। উহা সুখস্পর্শ চন্দন শীতল সুগন্ধী ও শ্রমাপহারী। মধুগন্ধামোদিত বনস্থলীতে বৃক্ষ সমুদায় বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রমর গুঞ্জনচ্ছলে যেন আক্ষেপ করিতেছে। রমণীয় শৈলপ্রস্থে সমুৎপন্ন মহাবৃক্ষ সকল পুষ্পিত হওয়াতে শৈলগণ যেন শিরোভূষণ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। দেখ, এই সমস্ত পাদপগণের শাখাগ্র

ভাগ বিকসিত কুসুমে সমাকীর্ণ, উহা আবার বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে, মধুকরগণ উহার শিরোদেশে গুঞ্জন করিতেছে; দেখিলেই মনে হয়, বৃক্ষ সমুদায় যেন নৃত্য সহকারে সঙ্গীত আলাপ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে এই সকল কর্ণিকার পুষ্পিত হইয়া স্বর্ণালঙ্কারভূষিত পীতাম্বরধারী মনুষ্যের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। বৎস! আমি সীতাবিরহিত হইয়াছি, এই সময় বসন্ত বিবিধ বিহগ-কূজনে আমার শোক উদ্দীপন করিতেছে, অনঙ্গও শোকাকুল আমাকে যারপর সন্তাপিত করিতেছে। কোকিলও সহর্ষে কুহুরব দ্বারা স্পর্দ্ধা করিয়া যেন আমাকে আহ্বান করিতেছে; ঐ দাত্যূহ পক্ষী রমণীয় বননির্ঝরে মধুরধ্বনি দ্বারা আমায় শোকাকুল করিতেছে। হায়! পূর্ব্বে যখন আমার প্রিয়া জানকী আশ্রমে থাকিয়া ইহার সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন, তখন হৃষ্টচিত্তে আমাকে আহ্বান করিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

ঐ দেখ, বিচিত্র পক্ষিসকল বিভিন্ন স্বরে রব করিতে করিতে কখন বৃক্ষ, কখন লতা, কখন বা গুল্মের উপর পতিত হইতেছে। এই পম্পাতীরে বিবিধ বিহঙ্গ বাস করে, তন্মধ্যে স্ব স্ব দলে অভিনন্দিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে প্রমুদিত ভৃঙ্গরাজের ন্যায় মধুরস্বরে দলে দলে বিচরণ করিতেছে। এই সমস্ত পাদপ দাত্যূহের রতিকর বিরাব ও পুংস্কোকিলদিগের শব্দে যেন স্বয়ং শব্দ করিয়া আমার চিত্ত বিকার উপস্থিত করিতেছে। অশোকস্তবক যাহার প্রদীপ্ত অঙ্গার, ভ্রমরগুঞ্জন যাহার শব্দ, নবপল্লব যাহার

শিখাস্বরূপ সেই বসন্তানলই আমাকে দগ্ধ করিবে। আমি সেই সূক্ষ্ম-পক্ষ্ম-নয়না সুকেশী মধুরভাষিণীকে দেখিতে না পাইলে, আমার জীবনে আর প্রয়োজন নাই। যাহার প্রভাবে কানন সমুদায় পরম মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে, কোকিলকুল বনমধ্যে মত্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই সেই বসন্ত আমার প্রিয়া জানকীর অত্যন্ত প্রিয়। এই সময়গুণে কামপীড়াজনিত শোকানল আমাকে অচির কালের মধ্যেই দগ্ধ করিবে। লক্ষ্মণ! এখন আমি সেই সীতাকে দেখিতে পাইতেছি না, রুচির মহীরুহগণকেই কেবল নিরীক্ষণ করিতেছি। এ অবস্থায় আমার হৃদয় যে চঞ্চল হইয়া উঠিবে, এবং তজ্জনিত শোকও নিরতিশয় বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। বৎস! অদৃশ্যা সীতা ও স্বেদা-পহারক দৃশ্যমান বসন্ত, এ উভয়ই আমার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। মৃগশাবাক্ষী সীতার চিন্তায় আমি শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছি, তাহার উপর আবার নিষ্ঠুর বসন্তবায়ু আমাকে সন্তাপিত করিতেছে। বৎস! দেখ, এই সকল মদমূর্চ্ছিত ময়ূরগণ ময়ূরীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া স্ফটিকময় গবাক্ষ তুল্য পবনোদ্ধূত স্ব স্ব পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক কেমন আনন্দে ইতস্তত নৃত্য করিতেছে। আমি কামার্ত্ত, আমারই সম্মুখে এই সকল ময়ূরী গিরিশিখরে স্ব স্ব কান্ত ময়ূরকে নৃত্য করিতে দেখিয়া মন্মথাবেশে উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। ঐ ময়ূরও নৃত্য প্রসঙ্গে অগ্রগামিনী ময়ূরীকে কেকারবে উপহাস করিয়াই যেন রুচির পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক অনন্যমনে উহার নিকট

গমন করিতেছে। বৎস! আমার বোধ হয়, রাক্ষস আমার প্রিয়তমা জানকীরে হরণ করিয়া এই ময়ূর-বনে আনে নাই, সেই জন্যই ইহারা এই রমণীয় বনে কান্তার সহিত নৃত্য করিতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সীতা ব্যতীত এই মধুমাসে এই স্থানে আমার বাস করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। লক্ষ্মণ! দেখ, পক্ষিজাতির মধ্যেও অনুরাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধুনা ময়ূরীও কামবশে স্বামীর অনুসরণ করিতেছে, যদি আমার প্রিয়া বিশালাক্ষী জানকী অপহৃতা না হইতেন, তাহা হইলে তিনিও অনঙ্গের বশবর্ত্তিনী হইয়া আমার অনুসরণ করিতেন।

দেখ লক্ষ্মণ! এই বসন্ত সময়ে পুষ্পসমৃদ্ধিশালী বনের কুসুম সকল আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্ফল হইল। ঐ দেখ, যে সকল পরম মনোহর কুসুমদাম বৃক্ষসকলকে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত করিয়া রাখিয়াছিল, উহারা এখন ভ্রমর-গণের সহিত নিরর্থক ভূতলে পতিত হইতেছে। আমার বিরহোদ্দীপক বিহঙ্গেরা হৃষ্টান্তঃকরণে দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আহ্বান পূর্ব্বকই যেন মধুর স্বরে কলরব করি-তেছে। আমার প্রিয়া যে দেশে বাস করিতেছেন, সে দেশেও যদি এই বসন্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে আমারই ন্যায় তাঁহাকেও শোকাকুল হইতে হইয়াছে। যদিও সে দেশে বসন্ত স্পর্শ করিয়া না থাকে, তথাপি আমার বিরহে জানকী কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন! অথবা তথায় বসন্তকাল উপস্থিত হইলেও এখন তিনি শত্রুকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া উহার কি করিবেন? আমার প্রিয়তমা

জানকী শ্যামা পদ্মপলাশলোচনা মৃদুভাষিণী। তিনি এই বসন্তকালে নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়, সেই পতিব্রতা সীতা কখনই আমার বিরহ সহ্য করিতে পারিবেন না। বলিতে কি, যথার্থতই আমার প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ, আমারও তাঁহার প্রতি সেই-রূপ অনুরাগ।

আমি নিরন্তর সীতার চিন্তায় আকুল হইয়া রহিয়াছি, এ সময়ে কুসুম সুবাসিত সুখস্পর্শ শীতল বায়ু আমার পক্ষে অগ্নিতুল্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি ইতঃপূর্ব্বে যে বায়ুকে সীতা সমভিব্যাহারে পরম সুখকর মনে করিতাম, এক্ষণে সীতাবিরহে তাহাই আমার নিকটে অত্যন্ত দুঃখ-দায়ক হইয়া উঠিয়াছে। আমি যখন সীতার সহিত একত্র বাস করিতাম, তৎকালে এই পক্ষী আকাশে থাকিয়া রব করিত, এখন আবার এই বৃক্ষে বসিয়া হৃষ্টমনে গান করিতেছে। পূর্ব্বে এই পক্ষীই সীতার বিয়োগ সূচনা করিয়াছিল, এখন আবার আমাকে সেই বিশালাক্ষী সীতার সমীপে লইয়া যাইবে বলিয়া দিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, বনমধ্যে পুষ্পিত বৃক্ষের উপরিভাগে বিহগগণ কলকূজিত স্বরে লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। ঐ সকল তিলক-মঞ্জরী পবনবেগে বিক্ষিপ্ত হইয়া মদস্খলিতচরণা বনিতার ন্যায় শোভা পাইতেছে, ষট্‌পদগণ সহসা উহাদের সমীপে উপস্থিত হইতেছে। এই অশোক তরু বিরহীদিগের অত্যন্ত শোকোদ্দীপক, উহা যেন বায়ুচালিত স্তবক দ্বারা আমাকে তর্জ্জনা করিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ কুসুমিত আম্র বৃক্ষ-

সমুদায় অঙ্গরাগ শোভিত কামার্ত্ত মানবের ন্যায় দৃষ্ট হই-তেছে।

বৎস! দেখ, পম্পায় এই বিচিত্র অরণ্যে কিন্নরগণ ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। এই স্বচ্ছ সলিলা পম্পা, ইহাতে সুগন্ধি রক্তোৎপল প্রস্ফুটিত হইয়া তরুণ সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হংস কারণ্ডবগণ চতুর্দ্দিকে কেলি করিতেছে, মাতঙ্গ ও মৃগ সকল পিপাসার্ত্ত হইয়া আসিতেছে। ষট্‌পদগণ যাহার রেণু চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপ করিতেছে, ঐ সকল পঙ্কজ ও নীলোৎপল দ্বারা পম্পাসলিল পরিব্যাপ্ত। ইহার নির্ম্মলজলে ঐ সমস্ত পঙ্কজ পবনাঘাত জনিত তরঙ্গবেগে আন্দোলিত হইয়া বিরাজ করিতেছে।

লক্ষ্মণ! সেই পদ্মপলাশলোচনা পদ্মপ্রিয়া জানকীকে দেখিতে না পাইয়া আমার জীবন ধারণে আর স্পৃহা নাই। হায়! অনঙ্গের কি প্রতিকূলতা, জানকী আমার চলিয়া গিয়াছেন, শীঘ্র পাইবারও আর আশা নাই, তথাপি সেই দুর্ব্বৃত্ত আমার প্রিয়বাদিনী কল্যাণীকে অনবরত স্মরণ করিয়া দিতেছে। আমি এই কামপীড়া অনায়াসে সহ্য করিতে পারিতাম, যদি এই বৃক্ষ-পুষ্প শোভিত বসন্ত আমায় ব্যথিত না করিত। সীতা সহযোগে যে সমুদায় বস্তু আমার পরম মনোহর ছিল, অদ্য তাঁহার বিয়োগে তৎসমুদায় নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্মণ! এই সকল পদ্মপত্র সীতার নেত্রকোশের সদৃশ বলিয়াই আমার দৃষ্টি এত আকৃষ্ট হইতেছে। এই যে পদ্মপরাগগন্ধী বৃক্ষান্তরবিনিঃসৃত মনোহর বায়ু, ইহাও সীতার নিশ্বাসবায়ুর তুল্য। লক্ষ্মণ!

দেখ, এই পম্পায় দক্ষিণ তীরস্থিত গিরিশিখরোপরি পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ কেমন শোভা পাইতেছে। আর ঐ শৈল-রাজও কেমন সুন্দর, উহাতে বিস্তর ধাতু আছে, উহা বায়ুবেগে বিঘট্টিত হইয়া রেণুর আকারে উড্ডীন হইতেছে। ঐ সকল পর্ব্বতের সমতল ক্ষেত্র পত্রশূণ্য সর্ব্বাবয়বে পুষ্পাবৃত অতি রমণীয় কিংশুক বৃক্ষে যেন প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই দেখ, পম্পাতীরে যে সমস্ত মধুগন্ধী বৃক্ষ আছে, উহারা ইহারই জলে সিক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। এখানে ঐ মালতী, মল্লিকা, পদ্মকরবীর কেতকী, সিন্ধুবার কুসুমিত বাসন্তী, মাতুলিঙ্গ, পূর্ণ কুন্দগুল্ম, চিরিবিল্ব, মধূক, বঞ্জুল ও বকুল। ঐ দেখ, চম্পক, তিলক, পুষ্পিত নাগ, পদ্মক ও পুষ্পিত নীলাশোক শোভা পাইতেছে। ঐ গিরিপৃষ্ঠে লোধ্র, সিংহকেশর, পিঞ্জর, অঙ্কোল, কুরণ্ট, শাল্মলী ও মন্দার। এই চূত, পাটল ও পুষ্পিত কোবিদার, মুচুকুন্দ, অর্জ্জুন, উদ্দাল, শিরীষ, শিংশপ, ধব, শাল্মলী, কিংশুক, রক্ত কুরুবক, তিনিশ, নক্তমাল, চন্দন, স্যন্দন, হিন্তাল, তিলক ও পুষ্পিত নাগবৃক্ষ। লক্ষ্মণ! এই সকল মনোহর বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, উহারা পুষ্পিত লতা-জালে পরিবেষ্টিত। প্রমত্ত বরাঙ্গনারা যেমন সন্নিহিত স্বামীর অনুবর্ত্তন করে, সেইরূপ লতা সমুদায় বায়ু বিক্ষিপ্ত পুষ্পিত বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিতেছে।

বৎস! এখানকার সমীরণও এক বৃক্ষ হইতে অন্যবৃক্ষে, এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে এবং এক বন হইতে অন্য বনে গমন করিয়া বিবিধ রসাস্বাদন পূর্ব্বক

প্রমোদ সহকারে বিচরণ করিতেছে। কোন বৃক্ষে মধুগন্ধী পুষ্প সুপ্রচুর রহিয়াছে, কোন কোন বৃক্ষ বা মুকুলিত হইয়া শ্যামবর্ণে শোভা পাইতেছে। মধুকরগণ মধুলোভে মত্ত হইয়া ইহা মিস্ট, ইহা স্বাদু, ইহা প্রফুল্ল, এইরূপ মনে করিয়া পুষ্পে পুষ্পে লীন হইতেছে। আবার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া অন্যত্র গমন করিতেছে। দেখ, এই ভূমি স্বয়ংপতিত কুসুমসমূহ-দ্বারা আস্তীর্ণ হইয়া যেন সুখকরী শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। শৈল শিখরে বিবিধ পুষ্প দ্বারা বিস্তীর্ণ হইয়া রক্ত পীতবর্ণের নানাপ্রকার শয্যা নির্ম্মিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! দেখ, বসন্তে বৃক্ষসকলের কিরূপ পুষ্পই জন্মিয়া থাকে, তরু-গণ চৈত্র-সংঘর্ষণবশতঃ যেন স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক পুষ্প প্রসব করিতেছে এবং শাখাসকল পুষ্পস্তবক সংলগ্ন ভ্রমর-গুঞ্জনচ্ছলে পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে। এই কারণ্ডব পক্ষী পম্পার স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করিয়া আমার মনো-বিকার উৎপাদনপূর্ব্বক কান্তার সহিত বিহার করিতেছে।

এই পম্পানদী স্বর্গ গঙ্গা মন্দাকিনীর ন্যায় মনোহর। জগতে ইহার গুণও যে প্রচারিত আছে, তাহাও সঙ্গত। যদি এইস্থানে আমি সেই সাধ্বী সীতার দর্শন পাই এবং তাঁহার সহবাসে কাল যাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমি আর ইন্দ্রপদ বা অযোধ্যা কামনা করি না। আমি এই রমণীয় শস্য শ্যামল প্রদেশে সীতার সহিত বাস করিলে কোন চিন্তা বা অন্য কোন বিষয়ের স্পৃহাও থাকে না। এই বিচিত্রপত্র বিবিধ-পুষ্প-সুশোভিত তরুসকল সীতাবিরহে আমাকে চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

বৎস! দেখ, এই পম্পাই বা কিরূপ শোভা পাইতেছে। ইহার জল অতি শীতল, সর্ব্বত্র পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ক্রৌঞ্চ, হংস ও চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষী ইহার জলে ক্রীড়া ও মধুর কূজন করিয়া বেড়াইতেছে। ইহার তীরে মৃগযূথ সমুদায় বিচরণ করিতেছে। ঐ সমস্ত বিবিধ পক্ষী আমোদে মত্ত হইয়া আমার পদ্মনিভাননা শ্যামা চন্দ্রমুখী সীতাকে স্মরণ করিয়া দিতেছে। দেখ, ঐ বিচিত্র শৈল-শিখরে মৃগগণ মৃগীদিগের সহিত বিচরণ করিয়া বিরহকাতর আমার চিত্তকে ব্যথিত করিতেছে। এক্ষণে যদি আমি এই পক্ষিকুলসমাকুল পর্ব্বতশিখরে আমার কান্তাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলেই আমি সুখী হইব। সেই বরা-রোহা সীতা এই পম্পায় সুগন্ধবাহী শোক বিনাশন সমীরণ যদি আমার সহিত সেবা করেন, তাহা হইলেই আমি জীবন ধারণ করিব। লক্ষ্মণ! যাঁহারা এই পম্পায় বনবায়ু উপ-ভোগ করেন, তাঁহারাই ধন্য। শ্যামা পদ্মপলাশলোচনা সীতা অন্যের বশীভূত হইয়া আমার বিরহে কিরূপে জীবন ধারণ করিতেছেন? ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী রাজা জনক যখন আমাকে সীতার কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি সকলের সমক্ষে কি বলিয়া উত্তর দিব? পিতার আদেশে আমি বনবাসার্থ যাত্রা করিলে যিনি কেবল ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া এই মন্দভাগ্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন সেই প্রিয়া সীতা এখন কোথায়? আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম, তথাপি যিনি আমার অনুসরণ করিতেছিলেন, এক্ষণে সেই প্রিয়াবিরহে শোচনীয় অবস্থায় কিরূপে দেহ ধারণ করিব!

বৎস! যাঁহার নেত্রযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় পরম সুন্দর, সেই সীতার পদ্মগন্ধি নিষ্কলঙ্ক মুখখানি না দেখিয়া আমার বুদ্ধি অবসন্ন হইয়া আসিতেছে! আমি কবে আবার সেই জনক-নন্দিনীর ঈষৎহাস্যযুক্ত মধুর হিতকর নিরুপম বাক্য শ্রবণ করিব? আমার সেই সাধ্বী সীতা অরণ্যবাসে দুঃখ পাইলেও সুখী ও সন্তুষ্টের ন্যায় আমায় প্রিয়কথাই বলিতেন। হায়! জননী যখন অযোধ্যায় আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন—আমার মনস্বিনী বধূ এখন কোথায়? কেমন আছেন? তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব? ভাই লক্ষ্মণ! তুমি অযোধ্যায় যাও, ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে দেখ, আমি সেই জনকনন্দিনী-ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

লক্ষ্মণ মহাত্মা রামকে অনাথের ন্যায় এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া যুক্তি ও অর্থসঙ্গত বাক্যে কহিলেন,—আর্য্য! আপনি শোক সংবরণ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, আপনার মঙ্গল হইবে। ভবাদৃশ পাপস্পর্শশূন্য লোকেরা শোকাকুল হইলে, তাঁহাদেরও বুদ্ধি হ্রাস হইয়া আসে। আপনি এক্ষণে প্রিয়-বিয়োগ-দুঃখ স্মরণ করিয়া প্রিয়জনের প্রতি অতি স্নেহ পরিত্যাগ করুন। দেখুন, দীপবর্ত্তি আর্দ্র হইলে অতিমাত্র স্নেহ (তৈল) সংযোগে দগ্ধ হইতে দেখা যায়। আর্য্য! রাবণ যদি পাতালে গিয়া থাকে, অথবা তদপেক্ষাও নিভৃত স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে, তথাপি তাহার নিস্তার নাই। সে সীতার সহিত দিতির গর্ভস্থ হইলে, সীতাকে প্রদান না করিলে আমি তাহাকে বিনাশ করিব। আর্য্য! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক দীনভাব পরিত্যাগ করুন।

অবশ্য রক্ষণীয় অর্থ নষ্ট হইলে বিনা যত্নে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উৎসাহই কার্য্য সিদ্ধির প্রধান উপায়, উৎসাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বল আর কিছুই নাই। পুরুষ উৎসাহশীল হইলে কোন কার্য্যেই অবসন্ন হন না। এক্ষণে আমরা উৎসাহ মাত্র আশ্রয় করিয়া জানকীকে লাভ করিব। আপনি শোককে দূরে পরিহার করিয়া কামুকতা পরিত্যাগ করুন। আপনার চিত্ত অতি উদার এবং গুরুজনের শিক্ষা প্রভাবে মহত্বলাভ করিয়াছে, তাহা কি একেবারে বিস্মৃত হইলেন!

রাম লক্ষ্মণকর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া শোকমোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। এবং অব্যগ্রহৃদয়ে বায়ুকম্পিত তীরদ্রুমসুশোভিত রমণীয় পম্পা অতিক্রম করিলেন। অচিন্ত্যপরাক্রম রাম দুঃখসন্তপ্ত ও উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেও লক্ষ্মণের বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বন, নির্ঝর ও কন্দর সমুদায় দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। রাম কিরূপে প্রবোধ লাভ করিবেন, লক্ষ্মণের এই চিন্তাই তৎকালে প্রবল হইল। তিনি নিরাকুলচিত্তে মত্তমাতঙ্গগমনে রামের অনুগমন পূর্ব্বক নীতি ও বীরত্ব প্রদর্শন দ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মাতঙ্গগামী বানরাধিপতি সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সমীপে বিচরণ করিতেছিলেন, বিচরণ করিতে করিতে সহসা সেই অপূর্ব্বদর্শন রাজকুমারদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র চিন্তাকুল ও নিতান্ত ভীত হইয়া নিশ্চেষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন।

তখন অন্যান্য বানরেরা তদ্দর্শনে শঙ্কিত হইয়া যথায় কপিকুল নিরাপদে বাস করে, সেই পবিত্র সুখকর শরণ্য এক আশ্রমে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় সর্গ।

—:*:—

সুগ্রীব মহাস্ত্রধারী বীর রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন এবং উদ্বিগ্ন চিত্তে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বানররাজ কোন স্থানে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মন একান্ত অস্থির ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব কার্য্যের গুরুলাঘব বিবেচনা ও উদ্বিগ্ন চিত্তে চিন্তা করিয়া সমস্ত বানরদিগের সহিত কর্ত্তব্য স্থির করিবার উদ্দেশে কহিলেন,—দেখ, কপিগণ! এই দুই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বালিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে, ইহারা চীরবসন ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে বিচরণ করিতে করিতে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে।

তখন মন্ত্রিগণ ঐ ধনুর্দ্ধারী বীরযুগলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তথা হইতে সুগ্রীবের সহিত অন্য গিরিশিখরে প্রস্থান করিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া যূথপতি সুগ্রীবকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইল। এই সময়ে অন্যান্য মহাবল বানরসকল মহাবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গিরিশিখর কম্পিত এবং মৃগ, মার্জ্জার ও ব্যাঘ্রদিগকে ত্রাসিত করিয়া এক শৈল

হইতে অন্য শৈলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল এবং দুর্গম অরণ্য মধ্যে পুষ্পিত বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যে সমুদায় বানরমন্ত্রী বালিভয়ত্রস্ত কপিবর সুগ্রীবকে বেষ্টন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতেছিল, তন্মধ্যে বাক্যবিশারদ হনুমান্ কহিলেন,—বীর! তুমি ভয় পরিত্যাগ কর। ইহা ঋষ্যমূক পর্ব্বত, এস্থানে বালী হইতে ভয় সম্ভাবনা নাই। তুমি যাহার ভয়ে ভীত হইয়া এস্থানে আসিলে, সেই ক্রূরদর্শন দুরাত্মা বালীকে এখানে দেখিতেছি না। যে পাপিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হইতে তোমার এত ভয়, সেই দুষ্টাত্মা এখানে আসে নাই। তুমি যখন লঘুচিত্ততা নিবন্ধন বুদ্ধি স্থির রাখিতে পার না, তখন তোমার বানরত্ব যে স্পষ্টই প্রকাশ পাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি ইঙ্গিত দ্বারা পরকীয় অভিপ্রায় বুঝিয়া সর্ব্বকার্য্যের অনুষ্ঠান কর। দেখ, রাজা বুদ্ধিহীন হইলে কখনই সর্ব্বলোককে শাসন করিতে পারে না।

তখন সুগ্রীব হনুমানের এই শুভকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—মন্ত্রিবর! ঐ দীর্ঘবাহু, বিশালনেত্র, শর, চাপ ও খড়্গধারী দেবকুমার তুল্য বীরদ্বয়কে দর্শন করিলে কাহার না ভয় জন্মে? আমার বোধ হইতেছে, এই দুই জন পুরুষশ্রেষ্ঠ বালীরই প্রেরিত হইবে। কেন না, রাজাদিগের বহু মিত্র থাকে। অতএব ইহাদের উপর সহসা বিশ্বাস করা উচিত নহে। ছদ্মবেশধারী শত্রুকে বিশ্বাস করিলে, তাহারা নিজে অবিশ্বস্ত থাকিয়া বিশ্বাসের ভাণ করিয়া সুযোগ পাইলে বিশ্বস্তের প্রাণ সংহার করে।

অতএব ইহাদের অভিপ্রায় জানা কর্ত্তব্য হইতেছে। বালী সর্ব্বকার্য্যেই বিলক্ষণ চতুর, বিশেষতঃ রাজারা বঞ্চনা বিষয়ে বিবিধ উপায়াভিজ্ঞ ও শত্রুঘাতক। অতএব ছদ্মবেশধারী চরদ্বারা তাহাদের জানা উচিত। হনুমান্! এক্ষণে তুমি সাধারণ বেশে যাইয়া আকার, ইঙ্গিত ও আলাপদ্বারা উহাদের উভয়ের মনোগত ভাব লক্ষ্য কর। যদি উহাদিগকে প্রহৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে উহাদের সম্মুখীন হইয়া বারংবার আমার প্রশংশা ও আমার মনোগত ভাব বুঝাইয়া উহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিবে। অতঃপর উহাদের কথা বার্ত্তা ও আকার প্রকারে কোন রূপ দুরভিসন্ধি জানিতে না পারিলে, তখন উহাদের বনপ্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিবে।

অনন্তর পবনতনয় হনুমান্ বানররাজ সুগ্রীবের আদেশে যথায় রাম লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং অনতিবিলম্বে ভয়াকুল সুগ্রীবের বাক্য সাদরে অভিনন্দন করিয়া রামলক্ষ্মণসমীপে গমন করিলেন।

তৃতীয় সর্গ।

—:*:—

হনুমান, মহাত্মা সুগ্রীব-বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়া খলবুদ্ধি নিবন্ধন বানররূপ পরিত্যাগ ও ভিক্ষুরূপ আশ্রয় করিয়া ঋষ্য-মূক পর্ব্বত হইতে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন।

এবং বিনীতের ন্যায় সন্নিহিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক মৃদুমধুর বচনে যথাবিধি অর্চ্চনা ও স্তুতিবাদ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কহিলেন,—বীরদ্বয়! তোমরা কে? তোমাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমরা রাজর্ষি ও দেবতুল্য, অথচ কঠোর ব্রতাবলম্বী তপস্বী। তোমরা ব্রহ্মচারিশ্রেষ্ঠ হইয়া বনচারী মৃগ ও অন্যান্য জীবজন্তুকে ত্রাসিত করিয়া পম্পাতীরস্থিত বৃক্ষ সকলকে অবলোকন করিতেছ। তোমাদের শরীরশোভায় স্বচ্ছসলিলা এই নদীও শোভিত হইতেছে। তোমরা চীরবসনধারী, ধৈর্য্যশালী ও সুবর্ণবৎ কান্তিসম্পন্ন। এক্ষণে বল, তোমরা কিজন্য এই দেশে উপস্থিত হইয়াছ? তোমরা বীর ও মহাবলপরাক্রান্ত। তোমাদের দৃষ্টি সিংহের ন্যায়, তোমাদের হস্তস্থিত ধনু ইন্দ্রধনুর ন্যায়, তোমরা শত্রুনাশন ও সুরূপ। তোমাদের বাহু হস্তিশুণ্ডের ন্যায় বর্ত্তুল ও দীর্ঘ। তোমরা মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছ। তোমাদের দেহপ্রভায় এই পর্ব্বতও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তোমরা অমরতুল্য, রাজ্যে বিহারেরই সম্পূর্ণ যোগ্য। বল, কি কারণে এই বনে উপস্থিত হইয়াছ। তোমাদের চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায় সুদৃশ্য, মস্তকে জটাজুট, তোমরা পরস্পর পরস্পরের অনুরূপ বীর, দেখিলেই বোধ হয়, যেন তোমরা দেবলোক হইতে এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছ। চন্দ্র সূর্য্যই যেন যদৃচ্ছাক্রমে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমাদের বক্ষঃস্থল বিশাল, স্কন্ধ সিংহের স্কন্ধের ন্যায়, দেবরূপী মানুষ, মদমত্ত মহোৎসাহী বৃষভের ন্যায় প্রিয়দর্শন। তোমাদের বাহু দীর্ঘ সুগোল পরিঘতুল্য, উহা সর্ব্ববিধ ভূষণেরই

যোগ্য, জানি না, কিজন্য তোমরা ধারণ কর নাই। আমার মনে হয়, তোমরা দুই জনে এই বিন্ধ্য-মেরু-বিভূষিত বনপূর্ণ সসাগরা সমস্ত পৃথিবীকেও রক্ষা করিতে সমর্থ। তোমাদের এই স্বর্ণভূষিত বিচিত্র ধনুও ইন্দ্রের হেমবিভূষিত বজ্রের ন্যায়, তোমাদের এইসকল সুদৃশ্য তূণীর প্রাণান্তকর জ্বলন্ত সর্পসদৃশ ভীষণ শাণিত শরদ্বারা পরিপূর্ণ। তোমাদের হস্তে এই তপ্তকাঞ্চনখচিত অতি দীর্ঘ প্রশস্ত খড়্গদ্বয় নির্ম্মোক-মুক্ত ভুজগের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। বীর! আমি তোমাদিগকে এই সকল কথা কহিতেছি, তোমরা কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছ না কেন? দেখ, সুগ্রীব নামে বানর-শ্রেষ্ঠ এক মহাবীর এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণ সুগ্রীব, ভ্রাতা বালিকর্ত্তৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দুঃখিতহৃদয়ে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করি-তেছেন। আমি সেই বানররাজ মহাত্মা সুগ্রীবের আদেশেই তোমাদের নিকট আসিলাম। আমি পবনতনয়, নাম আমার হনুমান্, জাতিতে বানর। এক্ষণে সেই ধর্ম্মশীল সুগ্রীব তোমাদের সখ্য ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহার মন্ত্রী, কামচারী ও সর্ব্বত্র অপ্রতিহত গতি। আমি তাঁহারই প্রিয় কামনায় ভিক্ষুরূপ ধারণপূর্ব্বক ঋষ্যমূক হইতে এইস্থানে উপস্থিত হইতেছি। বাক্‌পটু হনুমান্ রাম ও লক্ষ্মণকে এই সকল কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর শ্রীমান্ রাম হনুমানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লবদনে পার্শ্বস্থিত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! আমরা যে সুগ্রীবকে অন্বেষণ করিতেছিলাম, সেই মহাত্মা

কপীন্দ্রের এই মন্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি বাক্যরচনায় বিলক্ষণ অভিজ্ঞ, তুমি সস্নেহে মধুরবাক্যে ইহার সহিত আলাপ কর। যিনি ঋক্‌বেদে শিক্ষিত হন নাই, যজুর্ব্বেদ যাঁহার অভ্যাস নাই, সামবেদেও প্রবেশ নাই, তিনি এরূপ বাক্য বলিতে পারেন না। সমস্ত ব্যাকরণ শাস্ত্রেও ইহাঁর বিশিষ্ট অধিকার আছে। দেখ, ইনি বিস্তর কথা কহিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে একটীও অপশব্দ প্রয়োগ করেন নাই। বলিবার সময় মুখ, নেত্র, ললাট ও ভ্রূ প্রভৃতি কোন অঙ্গেই কিঞ্চিন্মাত্র দোষ লক্ষিত হইল না। ইহার বাক্য গুলি নাতিবিস্তার, অসন্দিগ্ধ, স্বল্পাক্ষর ও শ্রুতিসুখকর, বক্ষ ও কণ্ঠ হইতে মধ্যম স্বরে উচ্চারিত। বাক্যের পৌর্ব্বা-পর্য্যেরও কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহাঁর কথা গুলি যেমন বিচিত্র ও কল্যাণকর, তেমনই হৃদয়াকর্ষক। অধিক কি, উহা খড়্গপ্রহারোদ্যত শত্রুরও মন প্রসন্ন করে। যে রাজার এরূপ দূত নাই, বলিতে পারি না, তাঁহার কার্য্য কিরূপে সিদ্ধ হয়। ফলতঃ এতাদৃশ গুণগ্রামসম্পন্ন মন্ত্রী যাহার কার্য্যসাধক, তাহার সমস্ত কার্য্যই কেবল উহার বাক্য গুণেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

রামের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ, সুগ্রীব-সচিব হনুমান্‌কে কহিলেন,—বিদ্বন্! আমরা মহাত্মা সুগ্রীবের গুণ সমুদায় জানিতে পারিয়াছি, আমরা তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিতেছি। তুমি তাঁহার বাক্যানুসারে যাহা বলিলে, আমরা তাহাই করিব।

পবনতনয় হনুমান্ লক্ষ্মণের সুনিপুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সুগ্রীবের জয়াভিলাষে মনঃসমাধান

পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার সখ্যস্থাপনে অভিলাষী হইলেন।

চতুর্থ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর হনুমান্ রামের ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ এবং সুগ্রীবের প্রতি তাঁহার সৌম্যভাব দর্শন করিয়া পরম সন্তুষ্টচিত্তে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—রাম যখন কোন কার্য্যো-পলক্ষ্যে সুগ্রীবকে অন্বেষণ করিতেছেন এবং সেই কার্য্যও সুগ্রীবের প্রয়োজন সাপেক্ষ, তখন মহাত্মা সুগ্রীবের রাজ্যা-ধিগম অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ ভাবিয়া হনুমান্ পরম আহ্লাদ সহকারে রামকে কহিলেন,—বীর! তুমি কি জন্য অনুজ লক্ষ্মণের সহিত পম্পাকাননমণ্ডিত নানা হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ দুর্গম নিবিড় অরণ্যে আগমন করিয়াছ?

তখন লক্ষ্মণ, রামের আদেশে কহিতে লাগিলেন,—ভদ্র! দশরথ নামে দ্যুতিশীল ধর্ম্মবৎসল এক রাজা ছিলেন, তিনি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে নিয়ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের পালন করিতেন। কেহ তাঁহার বিদ্বেষ্টা ছিল না এবং তিনিও কাহাকে বিদ্বেষ করিতেন না। সেই রাজা সমস্ত জীবলোকের প্রতি দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় প্রতি-পালক রূপে বিরাজ করিতেন। তিনি যথেষ্ট দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক অগ্নিষ্টোমাদি বিবিধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ইনি তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইহাঁর নাম রাম। ইনি সর্ব্ব-জীবের শরণ্য, পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী। মহারাজ দশরথের পুত্রদিগের মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ। ইহাঁতে সমস্ত রাজ লক্ষণ বিদ্যমান আছে এবং রাজ্যও প্রাপ্ত হইতে ছিলেন, ইতোমধ্যে কোন কারণ বশতঃ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আমার সহিত এই বনে আগমন করিয়াছেন। মহাভাগ! দিবাবসানে সূর্য্য-প্রভা যেমন অস্তোন্মুখ দিবাকরের অনুগমন করে, সেইরূপ ভার্য্যা জানকীও এই মহাপুরুষের অনুসরণ করিয়াছিলেন। আমি ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার নাম লক্ষ্মণ। আমি এই কৃতজ্ঞ, বহুশাস্ত্র দর্শীর গুণগ্রামে বশীভূত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করিয়া আছি। ইনি সুখভোগের যোগ্য, মহাপূজ্য এবং সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী। ইনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বন-বাসে অবস্থান করিতেছিলেন, ইত্যবসরে কোন এক কামরূপী রাক্ষস আসিয়া আমাদের অসাক্ষাতে ইহার পত্নী সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। যে রাক্ষস ইহাঁর ভার্য্যা-হরণ করিয়াছে, তাহাকে আমরা জানিতে পারিতেছি না। দিতির পুত্র দনু শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। সে এই-মাত্র কহিল,—মহাবীর্য্য বানরাধিপতি সুগ্রীব সর্ব্বকার্য্যদক্ষ, তিনি তোমার ভার্য্যাপহারীকে জানিবেন। এই কথা বলিয়া দনু স্বতেজে শোভমান হইয়া স্বর্গারোহণ করিল।

হনুমান্! আমি তোমাকে এই সমস্ত রামগত বৃত্তান্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি ও রাম, আমরা উভয়েই সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতেছি। ইনি অর্থীদিগকে প্রচুর অর্থদান করিয়া উৎকৃষ্ট যশোলাভ করিয়াছেন। যিনি

পূর্ব্বে জগতের নাথ ছিলেন, তিনি এক্ষণে সুগ্রীবকে নাথ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, যিনি সর্ব্বলোকের শরণ্য, ধর্ম্মবৎসল, সীতা যাঁহার পুত্রবধূ, তাঁহার পুত্র রাম এক্ষণে সুগ্রীবের শরণাগত। যে ধর্ম্মাত্মা সকলকে আশ্রয় দান করিয়াছেন, সেই রঘুতনয় আমার গুরু রাম সুগ্রীবের শরণাগত। যিনি প্রসন্ন হইলে এই সমস্ত প্রজা পরম প্রীতি লাভ করিত, তিনি এখন বানররাজ সুগ্রীবের অনুগ্রহ-প্রার্থী। যে মহারাজ দশরথ পৃথিবীর সর্ব্বগুণশালী রাজণ্যগণকে সতত সম্মান প্রদান করিতেন, তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রিলোক বিশ্রুত এই রাম কপীন্দ্র সুগ্রীবের শরণাগত। রাম শোকার্ত্ত হইয়া যখন সুগ্রীবের শরণাগত হইয়াছেন, তখন সুগ্রীব যূথপতির সহিত ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হউন।

লক্ষ্মণ সজলনয়নে করুণ বচনে এইরূপ বলিলে, বাগ্মিবর হনুমান্ কহিতে লাগিলেন,—তোমরা যখন এরূপ বুদ্ধিমান্, শান্তস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয়, তখন সুগ্রীব তোমাদের সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহারই ভাগ্যক্রমে তোমরা তাঁহার দর্শন পথে উপস্থিত হইয়াছ, বালীর সহিত তাঁহার বিষম বৈরীভাব উপস্থিত। বালী তাঁহার দারাকে অপহরণ করিয়া রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। তদবধি সুগ্রীব নিতান্ত ভীত ও অপমানিত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে তিনি আমাদিগকে লইয়া সীতার অন্বেষণে অবশ্য তোমাদের সাহায্য করিবেন। হনুমান্ মৃদুমধুরবাক্যে এই কথা বলিয়া পুনরায় কহিলেন,—এখন এস, আমরা সুগ্রীবের নিকট যাই।

তখন ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ হনুমানকে যথোচিত সৎকার করিয়া রামকে কহিলেন;—এই পবন তনয় হনুমান্ প্রফুল্লচিত্তে যাহা কহিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, সেই সুগ্রীবও আপনার সাহায্যে কোন কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন। আপনিও এই স্থানে আসিয়া চরিতার্থ হইলেন। এই মহাবীর হনুমান্ প্রসন্নবদনে ও হৃষ্টচিত্তে যে সকল কথা কহিলেন, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, ইনি কখনই মিথ্যা বলিবেন না।

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ হনুমান্ বীরদ্বয় রাম লক্ষ্মণকে লইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট যাইতে মনঃস্থ করিলেন এবং অবিলম্বে ভিক্ষুরূপ পরিত্যাগ ও বানররূপ ধারণ করিয়া উহাঁদিগকে পৃষ্ঠে আরোপণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। অতঃপর বিপুলকীর্ত্তি মহাবল শুদ্ধমতি হনুমান্ কৃতার্থ পুরুষের ন্যায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

—:।,—

অনন্তর হনুমান্ ঋষ্যমূক হইতে মলয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবকে কহিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ! এই দৃঢ়বিক্রম রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারাজ দশরথের পুত্র। ইনি পিতার

আজ্ঞাকারী, তাঁহারই সত্যপালন রূপ ধর্ম্মরক্ষার্থ এস্থানে আগমন করিয়াছেন। যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অগ্নির তৃপ্তি সাধন এবং ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা স্বরূপ শত সহস্র গো দান করিয়াছেন। যিনি ধর্ম্ম ও সত্য দ্বারা পৃথিবী শাসন করিতেন, তাঁহারই স্ত্রীর নিমিত্ত এই পুত্র রাম বনবাসী হইয়াছেন। এই জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা অরণ্যে বাস করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাবণ ইহাঁর ভার্য্যা-হরণ করিয়াছে। ইনি এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলেন, রাম লক্ষ্মণ এই দুই ভ্রাতাই তোমার সহিত বন্ধুতা করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাঁরা অত্যন্ত পূজনীয়, তুমি সাদরে গ্রহণ করিয়া ইহাঁদের অর্চ্চনা কর।

তখন সুগ্রীব হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পরম প্রীতি সহকারে কহিলেন ;—রাম! আমি তোমার গুণ সমুদায় বায়ু পুত্র হনুমানের মুখে যথার্থতঃ শ্রবণ করিয়াছি, তুমি ধর্ম্মবিষয়ে সুশিক্ষিত, তপঃ পরায়ণ এবং সর্ব্বলোকের প্রিয়। আমি বানর, তুমি যে আমার সহিত সৌহার্দ্দ ইচ্ছা করিতেছ, হে প্রভো! উহা আমারই সৌভাগ্য ও আমারই পরম লাভ। যদি আমার সহিত সখ্যভাব তোমার প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে আমি এই বাহু প্রসারণ করিলাম, তুমি হস্তদ্বারা গ্রহণ কর, এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হও। সুগ্রীবের এই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম পুলকিত চিত্তে স্বীয় হস্তদ্বারা তাঁহার পাণি পীড়ন করিলেন এবং সৌহৃদ্য সূত্রে বদ্ধ হইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর অরিন্দম হনুমান্ দুইখানি কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত

করিয়া পুষ্পদ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিয়া উভয়ের মধ্য-স্থলে স্থাপন করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে ঐ প্রদীপ্ত হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরম প্রীতিভরে পরস্পরকে দর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সুগ্রীব হৃষ্টচিত্তে রামকে কহিলেন,—রাম! তুমি আমার প্রিয় বয়স্য হইলে, অদ্য হইতে সুখ দুঃখ উভয়ের একই হইল। এই কথা বলিয়া পত্রবহুল সুপুষ্পিত এক সাল শাখা ভাঙ্গিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবেশন করিলেন। এই সময়ে হনুমান্‌ও চন্দনবৃক্ষের এক পুষ্পিত শাখা আনিয়া হৃষ্টচিত্তে উপবেশনার্থ লক্ষ্মণকে প্রদান করি-লেন।

তখন সুগ্রীব হর্ষোৎফুল্ললোচনে মধুরবাক্যে রামকে কহিলেন;—রাম! আমি নিতান্ত নিগৃহীত হইয়া ভয়ে ভয়ে এই বনে বিচরণ করিতেছি। বালী আমার ভার্য্যা হরণ করিয়াছে, আমি ভীতচিত্তে এই দুর্গ আশ্রয় করিযাছি। বালীর সহিত আমার বিষম বিরোধ। আমি তাহারই ভয়ে উদ্ভ্রান্তচিত্তে এই অরণ্যে বাস করিতেছি। হে মহাভাগ! আমি সেই বালী হইতে যাহাতে আর ভয়াকুল না হই, তুমি আমার জন্য তাহাই কর।

তেজস্বী ধর্ম্মবৎসল রাম সুগ্রীবের বচন শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন;—হে মহাকপে! উপকারই যে মিত্রতার ফল, তাহা আমি বিদিত আছি। আমি তোমার ভার্য্যাপহারী বালীকে বধ করিব। আমার এই অমোঘ

সূর্য্যপ্রতিম শাণিত শর সেই দুর্ব্বৃত্ত বালীর উপর মহাবেগে পতিত হইবে। কঙ্কপত্রযুক্ত তীক্ষ্ণাগ্র সরলগ্রন্থি আমার এই বাণ সমুদায় দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র সদৃশ। উহারা ক্রুদ্ধ-ভুজঙ্গের ন্যায় বালীর মস্তকে পড়িয়া তাহাকে নিহত করিবে। তুমি তাহাকে বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত দেখিবে।

সুগ্রীব আত্মহিতকর রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতচিত্তে কহিলেন,—বীর! নরোত্তম! আমি তোমার প্রসাদে ভার্য্যা ও রাজ্য উভয়ই প্রাপ্ত হইব। হে নরদেব! তুমি আমার সেই বিষম শত্রু অগ্রজকে সেইরূপ কর, যাহাতে সে আর আমার হিংসা করিতে না পারে।

রাম ও সুগ্রীবের এই প্রণয়প্রসঙ্গে সীতার পদ্মকলিকাকার বামনেত্র, কপীন্দ্রের পিঙ্গল চক্ষু ও রাক্ষসদিগের অনলোপম বামলোচন যুগপৎ স্পন্দিত হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর সুগ্রীব প্রীত হইয়া পুনরায় কহিলেন,—রাম! তুমি যে জন্য এই নির্জ্জন অরণ্যে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়াছ, তাহা আমার এই মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সেবক হনুমান্ সমস্তই কহিয়াছেন। তুমি লক্ষ্মণের সহিত বনে বাস করি-তেছিলে, এই অবসরে এক রাক্ষস তোমার ভার্য্যা জনক-

তনয়া সীতাকে অপহরণ করে। তুমি ও ধীমান্ লক্ষ্মণ জানকীকে একাকিনী রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছিলে, ছিদ্রান্বেষী সেই রাক্ষস গৃধ্র জটায়ুকে বিনাশ করিয়া তোমাকে স্ত্রী-বিরহ জনিত দুঃখ প্রদান করিয়াছে। তুমি অচিরাৎ সেই দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে। আমি সেই দৈত্যাপহৃত দেব-শ্রুতির ন্যায় তাঁহাকে আনয়ন করিব। হে অরিন্দম! তিনি রসাতলে অথবা আকাশেই থাকুন, আমি তোমার ভার্য্যাকে আনিয়া দিব। আমার বাক্য সত্য বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণও বিষযুক্ত খাদ্যের ন্যায় তাঁহাকে কেহ জীর্ণ করিতে পারিবে না। আমি তোমার কান্তাকে নিশ্চয়ই আনিব, তুমি শোক পরিহার কর। আমি অনুমানে এখন বুঝিতেছি, তিনিই মৈথিলী হইবেন। আমি একদা দেখিতে পাইলাম, নিষ্ঠুর রাক্ষস তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে,— তিনি হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন, এবং রাবণের ক্রোড়ে তিনি ভুজগবধূর ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি এই শৈলতলে আমাদের পাঁচজনকে উপবিষ্ট দেখিয়া উত্তরীয় বস্ত্র এবং কএক খানি সুন্দর আভরণ ফেলিয়া দিয়াছিলেন, আমরা উহা গ্রহণ করিয়া গহ্বরে রাখিয়া দিয়াছি, দেখ, উহা চিনিতে পার কি না।

তখন রাম প্রিয়বাদী সুগ্রীবকে কহিলেন,—সখে শীঘ্র আনয়ন কর, বিলম্ব করিতেছ কেন? এই কথা বলিবা-মাত্র সুগ্রীব দুষ্প্রবেশ্য শৈলগুহায় প্রবেশ করিলেন,— এবং অবিলম্বে রামের প্রিয়কামনায় ঐ সমস্ত অলঙ্কার ও

উত্তরীয় আনিয়া কহিলেন,—এই দেখ! রাম ঐ সমস্ত লইয়া নীহারাবৃত চন্দ্রমার ন্যায় বাষ্প বারিতে আচ্ছন্ন হইলেন। তিনি সীতাস্নেহ প্রবৃত্ত বাষ্পজলে সিক্ত হইয়া ধৈর্য্য লোপ হওয়াতে,—হা প্রিয়ে! বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। এবং ঐ অলঙ্কারগুলি বারংবার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া বিল মধ্যস্থ ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় অনর্গল অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলেন ও পার্শ্বস্থিত লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দীনভাবে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন,—দেখ লক্ষ্মণ! হরণ-কালে জানকী এই সমুদায় অলঙ্কার ও উত্তরীয় বসন গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বোধ হয়, এই সমস্ত ভূষণ তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল; সেই জন্য অবিকৃত রূপেই রহিয়াছে।

তখন লক্ষ্মণ কহিলেন,—আর্য্য! আমি কেয়ূর জানি না, কুণ্ডলও চিনি না। প্রতি দিন পাদ বন্দনা করিতাম, সেই জন্য তাঁহার নূপুরদ্বয়ই জানি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে কহিলেন,—সখে! বল, সেই রাক্ষস ভীষণ মূর্ত্তিতে আমার প্রিয়তমা জানকীকে কোথায় লইয়া গেল। যে আমায় এই ঘোর বিপদে ফেলিয়াছে, সে কোথায় বাস করে। আমি উহারই জন্য সমুদায় রাক্ষসকুল ধ্বংস করিব। যে, জানকীকে হরণ করিয়া আমার ক্রোধ উৎপাদন করিয়া দিয়াছে, সে আত্ম জীবন বিনাশের জন্য মৃত্যুদ্বারেই উপস্থিত হইয়াছে। যে রাত্রিচর বঞ্চনা করিয়া আমার প্রিয়তমাকে বন হইতে হরণ করিয়াছে, সে বিষম শত্রু কে? আমাকে বল, আমি তাহাকে অদ্যই যমসদনে প্রেরণ করিব।

সপ্তম সর্গ।

—:*:—

শোকার্ত্ত রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্প-গদ্‌-গদ-স্বরে কহিলেন,—রাম! পাপ রাক্ষসের গুপ্ত নিবাস কোথায়, তাহা আমি জানি না। কিন্তু তাহার বল, বিক্রম ও কুল এই সমস্তই অবগত আছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি যাহাতে জানকী প্রাপ্ত হইতে পার, সেইরূপ যত্ন করিব। তুমি এক্ষণে শোক পরিহার কর। আমি আত্মপৌরুষ অবলম্বনপূর্ব্বক রাবণকে সগণে বিনাশ করিয়া যাহাতে তুমি প্রীত হইতে পার, অচিরকালে তাহাই করিব। তুমি চিত্ত বৈকল্য পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ধৈর্য্য স্মরণ কর। ভবাদৃশ লোকের ঈদৃশ বুদ্ধিলঘুতা যোগ্য নহে। আমিও ভার্য্যা-বিরহজনিত ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, কিন্তু আমি সামান্য বানর হইলেও এইরূপে শোক করি না, ধৈর্য্যও পরিত্যাগ করি নাই। তুমি মহাত্মা, শিক্ষিত, ধৈর্য্যশালী ও মহৎ। তোমার নেত্রজল তুমিই ধৈর্য্যগুণে সংবরণ কর। ধৈর্য্য সত্ত্বগুণাবলম্বী লোকের মর্য্যাদা স্বরূপ, উহা ত্যাগ করা ভবাদৃশ লোকের কর্ত্তব্য নহে। বিপৎকালে, অর্থকষ্টে, জীবন সঙ্কটেও যিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্য আশ্রয় করিতে পারেন, তিনি কখনই অবসন্ন হন না। আর যে ব্যক্তি নিতান্ত অজ্ঞ, সকল কার্য্যে অধীর হইয়া পড়ে, সে নদী প্রবাহে অতিভারাক্রান্ত নৌকার

ন্যায় শোকে অবশ হইয়া মগ্ন হয়। সখে! এই আমি তোমার কাছে কৃতাঞ্জলি হইতেছি, প্রণয় বশতঃ প্রসন্ন করিতেছি, তুমি পৌরুষ আশ্রয় কর, শোককে অবসর প্রদান করিও না। যাহারা শোকের অনুসরণ করে, তাহাদের সুখ তিরোহিত হয়, তেজও ক্ষীণ হইয়া আসে, অতএব শোক করিও না। শোকার্ত্ত লোকের জীবনেও সংশয় উপস্থিত হয়। হে রাজেন্দ্র! অতএব তুমি সেই শোককে আর প্রশ্রয় দিও না। আমি বয়স্যভাবে তোমাকে হিতই কহিতেছি, উপদেশ নহে। তুমি এক্ষণে বন্ধুতার গৌরব রক্ষা করিয়া শোক পরিহার কর।

তখন রাম বয়স্য সুগ্রীবের মধুর সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ লাভ করিয়া অশ্রুক্লিন্ন মুখ বস্ত্রান্তে মার্জ্জনা করিলেন। এবং সুগ্রীব বাক্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন,—সুগ্রীব! হিতকারী স্নিগ্ধ বন্ধুর যাহা কর্ত্তব্য ও অনুরূপ, তাহা তুমি করিলে। সখে! তোমার অনুনয়ে এই আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। এইরূপ বিপৎকালে ঈদৃশ বন্ধু নিতান্তই দুর্লভ। এক্ষণে জানকীর অনুসন্ধান-কার্য্যে এবং দুরাত্মা রাক্ষসের বধ সাধন বিষয়ে তোমায় বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। অতঃপর তোমার জন্য আমাকেই বা কি করিতে হইবে, তাহাও তুমি বিশ্বস্তচিত্তে বল। বর্ষাকালে সুক্ষেত্রে উপ্ত বীজের ন্যায় তোমার সমস্ত কার্য্য সফল হইবে। আমি অভিমান বশতঃ যাহা কিছু বলিলাম, তাহা তুমি সত্যই বুঝিবে। আমি পূর্ব্বে কখন মিথ্যা কহি নাই, কখন কহিবও না। ইহা প্রতিজ্ঞা ও সত্য বাক্যে শপথ করিয়াই বলিতেছি।

তখন সুগ্রীব রামের এই বিশেষরূপে প্রতিজ্ঞাত বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদায় বানরসচিবের সহিত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর উভয়ে নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া উভয়ের অনুরূপ সুখ দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। কপিবীর-শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব মনুজপতি মহানুভব রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে নিঃসংশয়ই হইলেন।

অষ্টম সর্গ।

—:∗:—

তখন তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া রামকে কহিলেন,—'রাম! তোমার মত গুণশালী সখা যখন পাইয়াছি, তখন আমি দেবতাদিগেরও অনুগ্রহ পাত্র হইব, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। হে প্রভো! তুমি যখন আমার সহায়, তখন সুররাজ্যও অধিকার করিতে আমি সমর্থ, স্বীয় রাজ্যের কথা আর কি বলিব? আমি অগ্নিসমক্ষে রঘুকুল তিলক তোমাকে মিত্র লাভ করিলাম। এক্ষণে সুহৃদ্বর্গের নিকটেও পূজ্য হইব। আমি তোমার মত মিত্রের সমক্ষে আত্ম-গৌরব প্রকাশ করিতে অভিলাষ করি না। ক্রমশঃ জানিতে পারিবে, আমিও তোমার অনুরূপ বয়স্য হইব। হে স্বাধীন প্রবর! তোমার তুল্য সুশিক্ষিত মহাত্মাদিগের প্রীতি প্রায়ই নিশ্চল হইয়া থাকে। সাধুরা বলিয়া থাকেন;—স্বর্ণ, রৌপ্য ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যজাত বয়স্যদিগের অবিভক্ত

সম্পত্তি। বয়স্য আঢ্য, দরিদ্র, সুখী বা দুঃখী হউন, নির্দ্দোষ বা দোষীই থাকুন, বয়স্যের পরম গতি। বন্ধুর তথাবিধ স্নেহ দর্শনে তদর্থে ধনত্যাগ, সুখত্যাগ, বা দেশত্যাগও দুষ্কর হয় না।

তখন রাম ইন্দ্রতুল্য শ্রীমান্ ধীমান্ লক্ষ্মণের সম্মুখে প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে কহিলেন,—সখে! তুমি যাহা কহিলে, তৎসমুদায়ই সত্য।

অনন্তর পরদিন সুগ্রীব, মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে ভূমি-তলে উপবিষ্ট দেখিয়া বনের সর্ব্বত্র চঞ্চলভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পরে অবিদূরে সুপুষ্প পত্রবহুল ভ্রমর শোভিত এক শালবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাহারই পত্র বহুল অন্যতম শাখা ভাঙ্গিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবেশন করিলেন। তাহাদিগকে আসীন দেখিয়া হনুমান্ও এক শালশাখা উৎপাটনপূর্ব্বক বিনীত লক্ষ্মণকে বসাইলেন।

শালপুষ্পাবকীর্ণ সেই গিরিশিখরে রাম প্রশান্ত সাগরের ন্যায় সুখে উপবেশন করিলে সুগ্রীব হৃষ্টচিত্তে প্রণয় বশতঃ মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন,—রাম! আমি ভ্রাতা বালী কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছি, সে আমার ভার্য্যাকে হরণ করি-য়াছে; এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছি। বালী আমার পরম শত্রু, তাহার ভয়ে আমি সততই উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া রহিয়াছি। তুমি সর্ব্ব লোকের ভয়ভঞ্জক, এক্ষণে আমি অনাথ, এই অনাথের প্রতি প্রসন্ন হও।

সুগ্রীবের এই সমুদায় কথা শুনিয়া তেজস্বী ধর্ম্মবৎসল

রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—সখে! লোকে উপকা-রেই মিত্র ও অপকারেই শত্রু হইয়া থাকে। আমি অদ্যই তোমার ভার্য্যাপহারীকে বধ করিব। মহাভাগ! আমার এই সুবর্ণখচিত তিগ্মতেজ শরসমুদায় কার্ত্তিকেয়-বনে উদ্ভূত হইয়াছে। উহা কঙ্কপত্রবিভূষিত, সুপর্ব্ব, তীক্ষ্ণাগ্র ও বজ্রসদৃশ। তুমি আমার এই ক্রুদ্ধ ভুজগ সদৃশ শরদ্বারা বালি সংজ্ঞক দুরাচার ভীষণ শত্রু নিহত ও বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত-বৎ পতিত দেখ। সেনাপতি সুগ্রীব রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং সাধুবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন;—রাম! আমি শোকে অভিভূত হইয়াছি, তুমি শোকার্ত্তদিগের গতি ও আমার বয়স্য। এই জন্যই তোমার নিকট মনের যাতনা প্রকাশ করিতেছি, তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমায় বয়স্য বলিয়া পাণি প্রদান করি-য়াছ, আমিও সত্য দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর বন্ধু হইয়াছ। তুমি সখা, এই বলিয়া এক্ষণে যে হৃদ্‌গত দুঃখ নিয়তই আমার মনকে ব্যথিত করিতেছে, উহা অকুণ্ঠিত চিত্তে তোমায় বলি।

এইমাত্র বলিয়া তাঁহার লোচন বাষ্পে আকুল হইয়া উঠিল এবং বাষ্পভরে বাক্যও রুদ্ধ হইয়া গেল, তৎকালে উচ্চস্বরে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। রাম সকাশে নদীবেগের ন্যায় সহসা সমাগত বাষ্পবেগ তিনি ধৈর্য্যবলে নিরোধ করিলেন—এবং একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অশ্রু মার্জ্জনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন;—রাম! পূর্ব্বকালে অতি বলবান্ বালী আমাকে রাজ্যচ্যুত করে

এবং কঠোর বাক্য শুনাইয়া আবাস হইতে দূর করিয়া দেয়। প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমাকে হরণ ও মদীয় সুহৃদ্‌গণকে কারাগারে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। আমাকে বিনাশ করিবার জন্য তাহার বিশেষ যত্ন, সে জন্য দুষ্টাত্মা অনেক বার অনেক বানর প্রেরণ করিয়াছিল। আমিও তাহাদিগকে নিহত করি। অধিক কি, প্রথমে তোমাকে দেখিয়াও এই ভয়েই তোমার নিকট যাইতে পারিলাম না। দেখ, ভীত ব্যক্তি অল্পমাত্র ভয় উপস্থিত হইলেও অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়ে। হনুমান্ প্রভৃতি এই কএকটী বানর মাত্র আমার সহায়, অতি কষ্টে পড়িয়াও কেবল ইহাদের জন্য আমি প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। এই স্নেহবান্ বানরগণেই আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা করিতেছেন। আমি কোথায়ও যাইলে ইহাঁরা সঙ্গে যান, অবস্থান করিলে অবস্থান করেন। রাম! আমি অধিক আর তোমায় কি কহিব, সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতেছি, বিখ্যাতপৌরুষ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী আমার ঘোর শত্রু, তাহাকে বিনাশ করিলেই আমার এই দুঃখ তিরোহিত হইতে পারে। আমার জীবন ও সুখ তাহারই বিনাশের উপর নির্ভর করিতেছে। রাম! আমি শোকার্ত্ত হইয়া শোক বিনাশের উপায় তোমাকে কহিলাম, তুমি দুঃখিত হও বা সুখেই থাক, তোমার মত সখাই আমার একমাত্র গতি।

রাম এই সকল কথা শুনিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন,—সখে! বালীর সহিত তোমার বৈরভাবের কারণ কি? তাহা আমি স্বরূপতঃ শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি উহার কারণ শুনিয়া উভয়ের বলাবল ও কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক

যাহাতে তুমি সুখী হও, তাহা আমি অবশ্য করিব। তোমার অবমাননা শুনিয়া আমার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, এবং বর্ষাকালীন জলবেগের ন্যায় আমার হৃৎকম্পনও বৃদ্ধি পাইতেছে। এক্ষণে যাবৎ আমি ধনুতে জ্যারোপণ না করি, তাবৎ তুমি হৃষ্ট হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে সমস্তই বল। আমার বাণ, বিমুক্ত হইবামাত্র তোমার শত্রু বিনষ্ট হইবে। সুগ্রীব মহাত্মা রঘুতনয়ের বাক্য শুনিয়া চারিটী বানরের সহিত অতুল আনন্দ লাভ করিলেন। অনন্তর প্রফুল্ল-বদনে বৈরকারণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

নবম সর্গ।

—:*:—

রাম! অরিন্দম বালী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং আমিও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিতাম। পরে পিতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে মন্ত্রিগণ পিতার অভিমত জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া বালীকেই কপিরাজ্যে আধিপত্য প্রদান করিলেন। তিনি অতিবৃহৎ পিতৃরাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি দাসের ন্যায় সর্ব্বদাই প্রণত থাকিতাম। এই সময়ে মায়াবী নামে এক তেজস্বী অসুর ছিল। সে দুন্দুভি নামক দানবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্ব্বে উহার সহিত বালীর স্ত্রীঘটিত বিষম শত্রুতা জন্মে। একদা রাত্রিকালে সমস্ত লোক নিদ্রিত হইলে, ঐ অসুর কিষ্কিন্ধ্যা দ্বারে উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে

লাগিল এবং ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ বালীকে আহ্বান করিল। ঐ সময়ে আমার ভ্রাতা নিদ্রিত ছিলেন। কিন্তু উহার সেই ভৈরব রব শ্রবণে জাগরিত হইয়া উহা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ মহাবেগে নির্গত হইলেন। তিনি যখন মহাক্রোধে অসুর সংহারার্থ নিঃসৃত হইতেছেন তৎকালে পুরনারীসকল তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিল। আমি প্রণত হইয়া নিষেধ করিলাম কিন্তু সেই মহাবল সকলকে অনাদর করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন আমিও ভ্রাতৃস্নেহ-বশতঃ তাঁহার সহিত বহির্গত হইলাম।

অনন্তর মায়াবী দূর হইতে আমার ভ্রাতা ও আমাকে দেখিয়া ভীতচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। সে ভীত হইয়া দ্রুতপদে ধাবিত হইলে আমরাও দ্রুতবেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। সেই সময়ে চন্দ্র উদিত হইতেছিলেন, পথ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এই সময়ে সে এক তৃণাচ্ছন্ন দুর্গম ভূবিবরে মহাবেগে প্রবেশ করিল। আমরাও সেই বিলদ্বারে উপস্থিত হইলাম। তখন বালী শত্রুকে বিলপ্রবিষ্ট দেখিয়া রোষপরবশ ও ক্ষুভিতমনে আমায় কহিলেন,—সুগ্রীব! এই বিলদ্বারে সমাহিত চিত্তে অবস্থান কর। আমি বিবরে প্রবেশ করিয়া সমরে শত্রু বিনাশ করিয়া আসিতেছি। আমি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলাম কিন্তু তিনি আমাকে তাঁহার পাদস্পর্শপূর্ব্বক শপথ করাইয়া ঐ স্থানে রাখিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর এক বৎসরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হইল,

আমিও সেই বিলদ্বারে দাড়াইয়া ঐ সমস্ত কাল অতিবাহিত করিলাম। অতঃপর ভাবিলাম, যখন আমি ভ্রাতাকে দেখিতে পাইতেছি না, তখন হয়ত তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না। স্নেহবশতঃ মনে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল এবং নানা প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা হইতে লাগিল। পরে দীর্ঘকাল অতীত হইলে সেই বিলমধ্য হইতে সফেন রুধির নির্গত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। অসুরদিগের বীরনাদ আমার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল কিন্তু সংগ্রামরত আমার ভ্রাতার বীরনাদ কিছুমাত্র শুনিতে পাইলাম না। তখন আমি ঐ সকল চিহ্নে তাঁহার মৃত্যু অবধারণ করিয়া এক পর্ব্বতাকার শিলাদ্বারা বিলদ্বার আচ্ছাদন করিলাম এবং শোকার্ত্তহৃদয়ে উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইলাম আমি বহু যত্নে এই বৃত্তান্ত গোপন করিলেও মন্ত্রিগণ উহা শ্রবণ করিলেন,—অতঃপর তাঁহারা সমাগত ও সমবেত হইয়া আমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর আমি ন্যায়ানুসারে তাঁহার রাজ্য পালন করিতেছি, ইত্যবসরে তিনি শত্রু দানবকে সংহার করিয়া আগমন করিলেন এবং আমাকে অভিষিক্ত দেখিয়া তাঁহার লোচন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং আমার মন্ত্রিগণকে বন্ধনপূর্ব্বক কটূক্তি করিতে লাগিলেন। রাম! আমি তৎকালে তাঁহাকে বিলক্ষণ নিগ্রহ করিতে পারিতাম কিন্তু ভ্রাতৃ-গৌরব-বশতঃ সঙ্কুচিত হইয়া আমি নিরস্ত হইলাম। আমার সেই ভ্রাতা শত্রু বিনাশ করিয়া গৃহে আসিয়াছেন মনে করিয়া, আমি যথেষ্ট

সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার চরণে অভিবাদন করিলাম। তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন না। আমি তাঁহার চরণে কিরীটস্পর্শপূর্ব্বক প্রণত হইলাম কিন্তু ক্রোধ বশতঃ তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না।

দশম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর আমি আপনার হিতকামনায় সেই ক্রোধাবিষ্ট ভ্রাতাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলাম ;—কহিলাম,—তুমি ভাগ্য-ক্রমে শত্রুকে নিপাত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়াছ। হে অনাথ শরণ! আমি অনাথ, তুমি আমার একমাত্র অধীশ্বর। এই বহুশলাকাযুক্ত সমুদিত পূর্ণচন্দ্রসদৃশ ছত্র ও চামর আমি ধারণ করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। রাজন্! আমি সেই বিলদ্বারে সংবৎসর কাল নিতান্ত কাতর হইয়া দণ্ডায়মান ছিলাম। বিলদ্বার পর্য্যন্ত শোণিত উত্থিত হইতেছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত শোকাকুল হইলাম। আমার মনও ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন আমি শৈল শৃঙ্গদ্বারা বিলদ্বার প্রচ্ছন্ন করিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলাম। অনন্তর পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ আমাকে দেখিয়া ইচ্ছা না করিলেও আমাকে রাজ্যে অভিষেক করি-লেন। এক্ষণে তুমি অপরাধ মার্জ্জনা কর। তুমিই আমার সম্মানার্হ রাজা, আমি তোমার পূর্ব্ববৎ দাস হইয়া রহিলাম।

তোমার বিরহেই ইহাঁরা আমাকে এই রাজপদে নিয়োগ করিয়াছেন। অমাত্য ও পৌরগণের সহিত নগর নিষ্কণ্টক রহিয়াছে, তোমারই রাজ্য আমার হস্তে গচ্ছিত স্বরূপে ছিল, আমি তোমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি, তুমি ক্রোধ পরিহার কর। রাজন্! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত-মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হই-বেন না। এই রাজশূন্য দেশের জিগীষা নিবারণের নিমিত্তই পুরবাসী ও মন্ত্রিগণ আসিয়া বলপূর্ব্বক আমায় রাজ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

রাম! আমি স্নেহসহকারে এই সকল কহিতেছি-লাম, তথাপি বালী আমাকে ধিক্কার দিয়া বহুতর অবাচ্য বাক্য কহিতে লাগিলেন এবং অভিমত মন্ত্রী ও প্রজা-গণকে আনয়ন পূর্ব্বক সমস্ত সুহৃদ্গণমধ্যে পরম গর্হিত বাক্যে আমাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—মন্ত্রিগণ! প্রকৃতিবর্গ! তোমরা জান, একদা রাত্রিকালে মায়াবী নামে এক মহাসুর যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে আমাকে আহ্বান করিয়াছিল। আমি তাহার সেই আহ্বান শ্রবণে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। এই সুদারুণ ভ্রাতাও আমার অনুসরণ করে। অনন্তর সেই মহাবল অসুর রাত্রিকালে আমাদিগকে সমাগত দেখিবামাত্র ভয়ে ধাবিত হইল। আমরাও মহাবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সে এইরূপে বেগে দৌড়িয়া গিয়া এক বৃহৎ ভূবিবরে প্রবেশ করিল। তখন আমি এই ক্রূরদর্শন ভ্রাতাকে কহিলাম;— দেখ, এই শত্রুকে সংহার না করিয়া আমি এখান হইতে

কদাপি পুর প্রতিগমন করিতে পারিব না। আমি যাবৎ-কাল ইহাকে নিপাত করিয়া প্রত্যাগমন না করিতেছি, তাবৎ তুমি এই বিলদ্বারে আমার জন্য প্রতীক্ষা কর। সুগ্রীব বিলদ্বারে রহিল, এই বিশ্বাস করিয়া আমি সেই দুর্গম গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তাহাকে অন্বেষণ করিতে আমার সংবৎসর কাটিয়া গেল। সংবৎসর অন্বেষণেও যখন দেখিতে পাইলাম না, তখন আমার ভয় উপস্থিত হইল। অতঃপর আমি তাহার দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমস্ত বন্ধু বান্ধবের সহিত নিহত করিলাম। তখন সে ভূগর্ভ মধ্যে ঘোর রবে শব্দ করিতে লাগিল এবং তাহার দেহনিঃসৃত রুধির প্রবাহে সেই গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া দুর্গম হইয়া উঠিল। তখন আমি সেই বিক্রান্ত অসুরকে অনায়াসে সংহার করিয়া নিক্রান্ত হইলাম কিন্তু বিলদ্বার দেখিতে পাইলাম না, গর্ত্তের মুখ প্রচ্ছন্ন ছিল। আমি বারংবার সুগ্রীব সুগ্রীব বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলাম, উত্তর পাইলাম না। তখন আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পরে পুনঃ পুন পদাঘাত করাতে প্রস্তর পতিত হইল। তখন আমি সেই পথ দিয়া নিক্রান্ত হইয়া স্বনগরে উপস্থিত হইলাম। দেখ, এই নৃশংস সুগ্রীব ভ্রাতৃস্নেহ বিস্মৃত হইয়া রাজ্য কামনায় আমায় রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছিল।

এই কথা বলিয়া নির্লজ্জ বালী আমাকে এক বস্ত্রে নির্বাসিত করিল। সে আমাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আমার ভার্য্যাকেও হরণ করিয়াছে। আমি তাঁহারই ভয়ে সকাননা সসাগরা পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছি। এবং

ভার্য্যা হরণে দুঃখিত হইয়া এই গিরিবর ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি। কোন কারণে বালী এস্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। রাম! বালীর সহিত আমার মহৎ বৈরকারণ সমস্তই কহিলাম। সখে! দেখ, নিরপরাধে আমাকে এই বিপদ সহ্য করিতে হইতেছে। হে সর্ব্বলোক ভয় ভঞ্জন! বীর! আমি দুর্দ্দান্ত বালী হইতে নিতান্তই ভীত হইয়াছি। এক্ষণে যাহাতে তাহার নিগ্রহ হইতে পরিত্রাণ পাই, তুমি আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।

ধর্ম্মজ্ঞ তেজস্বী রাম এইরূপ ধর্ম্মসংহিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—সখে! আমার এই অমোঘ প্রখর শাণিত শর রোষে উন্মুক্ত হইয়া দুর্ব্বৃত্ত বালীর উপরে পড়িবে। আমি যাবৎ তোমার ভার্য্যাপহারী দুরাচার পাপিষ্ঠকে না দেখিতেছি, তাবৎ তাহার জীবন। আমি স্বদৃষ্টান্তেই বুঝিতে পারিতেছি, তুমি কিরূপ শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছ। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি তোমার ভার্য্যা ও সম্পূর্ণ রাজ্য অচিরকালের মধ্যেই প্রাপ্ত হইবে।

একাদশ সর্গ।

—:*:—

সুগ্রীব, রামের আনন্দদায়ক ও পৌরুষবিবর্দ্ধন বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া ভূয়সী প্রশংসা পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,— সখে! তুমি ক্রুদ্ধ হইলে যুগান্ত কালীন সূর্য্যের ন্যায়

মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিতে পার, সন্দেহ নাই। কিন্তু বালীর যাদৃশ পৌরুষ, বার্য্য ও যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্য্য, তাহা তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ কর।

বালী প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পশ্চিমসাগর হইতে পূর্ব্বসাগর এবং দক্ষিণসাগর হইতে উত্তরসাগরপর্য্যন্ত অক্লান্ত দেহে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ঐ বীর পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া অতি বৃহৎ শিখরও কন্দুকবৎ মহাবেগে উর্দ্ধে উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক পুনরায় গ্রহণ করে। এবং নিজের বল প্রদর্শনের নিমিত্ত বনমধ্যে বহুতর সারবান্ বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া থাকে।

পূর্ব্বে কৈলাসশিখরাকার মহিষরূপধারী দুন্দুভি নামে এক অসুর ছিল। সে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিত। একদা সেই মহাকায় দুষ্টাত্মা বরলাভে মুগ্ধ ও বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া উর্ম্মিমালাকুল রত্নালয় সমুদ্রের নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে অনাদর পূর্ব্বক কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর।

তখন ধর্ম্মাত্মা মহাবল সমুদ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আসন্ন মৃত্যু অসুরকে কহিলেন,—হে যুদ্ধ বিশারদ! আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ। যে সমর্থ হইবে তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর! মহারণ্যে হিমালয় নামে এক গিরিরাজ আছেন। উহাতে বহু কন্দর ও নির্ঝর শোভা পাইতেছে। তিনি শঙ্করের শ্বশুর ও তপস্বীদিগের আশ্রয়। তিনিই তোমার অতুল প্রীতি দান করিতে পারিবেন।

তখন অসুরশ্রেষ্ঠ দুন্দুভি সমুদ্রকে ভীত জানিয়া শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় দ্রুতবেগে হিমালয়বনে উপস্থিত হইল। তথায় গজেন্দ্র সদৃশ শ্বেত-শিলা সমুদায় লইয়া ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন শুভ্রমেঘাকৃতি শান্ত মূর্ত্তি প্রিয়দর্শন হিমালয় স্বশিখরে উপবেশন করিয়া কহিলেন ;—ধর্ম্মবৎসল! আমি তপস্বীদিগের আশ্রয় যুদ্ধ ব্যাপারে নিতান্ত অপটু, অতএব আমাকে কষ্ট দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে।

ধীমান্ গিরিরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুন্দুভি ক্রোধারক্তলোচনে কহিল ; যদি তুমি যুদ্ধে অসমর্থ, অথবা আমার ভয়েই নিরুদ্যম হইয়া থাক, তবে বল, কে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে ? আমি যুদ্ধার্থী।

ধর্ম্মাত্মা বাক্‌পটু হিমালয় তাহার এই অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—রমণীয় কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে ইন্দ্রতনয় মহাপ্রতাপশালী শ্রীমান্ বালী নামে এক বানর বাস করেন। সেই যুদ্ধ বিশারদ বালীই নমুচির সহিত দেবরাজের ন্যায় তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে সমর্থ। এক্ষণে যদি তোমার যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হয়, তবে শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর। তিনি সমরবীর, তাঁহার বীর্য্য অন্যের অসহনীয়।

তখন সেই ক্রোধোন্মত্ত দুন্দুভি হিমালয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ অতিভীষণ মহিষ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বর্ষাকালে আকাশতলে বারিপূর্ণ মহামেঘের ন্যায় কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে গমন করিল। সে নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দুন্দুভিবৎ ঘোরনাদে ভূতল কম্পিত করিয়া তুলিল। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ

তখন অসুরশ্রেষ্ঠ, দুন্দুভি সমুদ্রকে ভীত জানিয়া শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় দ্রুতবেগে হিমালয়বনে উপস্থিত হইল। তথায় গজেন্দ্র সদৃশ শ্বেত-শিলা সমুদায় লইয়া ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন শুভ্রমেঘাকৃতি শান্ত মূর্ত্তি প্রিয়দর্শন হিমালয় স্বশিখরে উপবেশন করিয়া কহিলেন;—ধর্ম্মবৎসল! আমি তপস্বীদিগের আশ্রয় যুদ্ধ ব্যাপারে নিতান্ত অপটু, অতএব আমাকে কষ্ট দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে।

ধীমান্ গিরিরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুন্দুভি ক্রোধারক্তলোচনে কহিল; যদি তুমি যুদ্ধে অসমর্থ, অথবা আমার ভয়েই নিরুদ্যম হইয়া থাক, তবে বল, কে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে? আমি যুদ্ধার্থী।

ধর্ম্মাত্মা বাক্‌পটু হিমালয় তাহার এই অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—রমণীয় কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে ইন্দ্রতনয় মহাপ্রতাপশালী শ্রীমান্ বালী নামে এক বানর বাস করেন। সেই যুদ্ধ বিশারদ বালীই নমুচির সহিত দেবরাজের ন্যায় তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে সমর্থ। এক্ষণে যদি তোমার যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হয়, তবে শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর। তিনি সমরবীর, তাঁহার বীর্য্য অন্যের অসহনীয়।

তখন সেই ক্রোধোন্মত্ত দুন্দুভি হিমালয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ অতিভীষণ মহিষ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বর্ষাকালে আকাশতলে বারিপূর্ণ মহামেঘের ন্যায় কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে গমন করিল। সে নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দুন্দুভিবৎ ঘোরনাদে ভূতল কম্পিত করিয়া তুলিল। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ

সমুদায়কে ভগ্ন ও খুর প্রহারে পৃথিবী বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কখন কখন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সদর্পে শৃঙ্গদ্বারা দ্বারদেশ খুঁড়িতে লাগিল। তৎকালে বালী অন্তঃপুরে ছিলেন, তিনি উহার বীরনাদ শ্রবণ করিয়া তারাগণের সহিত চন্দ্রমার ন্যায়, পুরনারীদিগের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বানরাধিপতি বালী বহির্গত হইয়াই দুন্দুভিকে স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে কহিলেন,—মহাবল! তুমি কি জন্য নগরদ্বার অবরোধ করিয়া সিংহনাদ করিতেছ? আমি তোমাকে বিলক্ষণ জানি। তুমি প্রাণ লইয়া পলায়ন কর।

তখন দুন্দুভি বানররাজের এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া কহিল,—বীর! তুমি স্ত্রীলোকের সম্মুখে কোন কথা বলিও না। অগ্রে আমার সহিত যুদ্ধ কর, পরে তোমার বল বুঝিব। অথবা অদ্যকার রাত্রি আমি ক্রোধ সংবরণ করিয়া রাখিতেছি, কল্য সূর্য্যের উদয়কাল পর্য্যন্ত তোমার ভোগ-সুখের জন্য প্রতীক্ষা করিব। তুমি সমস্ত কপিকুলের অধীশ্বর, তুমি আলিঙ্গনপূর্ব্বক বানরগণকে প্রীতি উপহার প্রদান কর। আর কিষ্কিন্ধ্যাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লও এবং সুহৃদ্‌গণকে আহ্বান করিয়া আত্মতুল্য কাহাকেও রাজ্যভার অর্পণ কর। আমি কল্য তোমার দর্প চূর্ণ করিব, অদ্য স্ত্রীগণের সহিত বিহার করিয়া লও। যে ব্যক্তি মদপান-মত্ত, অথবা অসাবধান, নিরস্ত্র বা কৃশ এবং তোমার মত মদ-মোহিত লোককে হত্যা করে, সে ভ্রূণ হত্যার পাপে লিপ্ত হয়। অতএব আমি নিরস্ত হইলাম।

বালী এই কথা শুনিয়া তারা প্রভৃতি স্ত্রীগণকে বিদায় দিয়া ক্রোধ বশতঃ ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন,—দেখ্! তুই আমাকে মত্ত মনে করিস না, যদি যুদ্ধে তুই নির্ভীক হইয়া থাকিস, তবে আমার এই মত্ততা উপস্থিত যুদ্ধে বীরপান বলিয়া সমর্থন কর্।

বালী এই কথা বলিয়া পিতা মহেন্দ্র দত্ত কাঞ্চনী মালা কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন এবং পর্ব্বতাকার সেই দুন্দুভিকে শৃঙ্গে ধারণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন তাহার কর্ণ-বিবর দিয়া রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। উভয়েই জয়া-ভিলাষী হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত বালী তখন মুষ্টি, জানু, পাদ, শিলা ও বৃক্ষ দ্বারা দুন্দুভিকে প্রহার করিতে লাগিলেন। দুন্দুভিও তাহার প্রতিপ্রহার করিতে লাগিল। এইরূপে পরস্পর আঘাত প্রতিঘাত করিতে করিতে অবশেষে মহাসুর হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল। তখন বালী বলবিক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া দুন্দুভিকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরণীতলে নিক্ষেপ করিলেন। দুন্দুভি সেই প্রাণহর যুদ্ধে চূর্ণ হইয়া গেল। উহার নাসা কর্ণ হইতে স্রোতোবেগে রুধির নিঃসৃত হইতে লাগিল। ভূতলে পতিত হইবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর বালী সেই হতচেতন মৃত অসুরকে বাহুদ্বয়ে উত্তোলন করিয়া একমাত্র বেগে এক যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বেগপ্রক্ষিপ্ত তাহার মুখ হইতে উৎক্ষিপ্ত শোণিতবিন্দু বায়ু প্রভাবে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে গিয়া পতিত হইল। মহামুনি

ঐ সমুদায় শোণিতবিন্দু পতিত দেখিয়া সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং এ কি ব্যাপার বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে দুরাত্মা আমায় এই শোণিতস্পর্শে দূষিত করিল, সেই দুর্ব্বৃত্ত নির্ব্বোধ মূর্খ কে? এই কথা বলিয়া আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, এক পর্ব্বতাকার মৃত মহিষ ভূতলে পতিত রহিয়াছে। তখন তিনি তপঃপ্রভাবে ইহা বানরের কার্য্য জানিতে পারিয়া এই বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলেন, যে বানর রুধিরপাতে আমার আশ্রয় এই তপোবনকে দূষিত করিয়াছে, সে কদাচ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ মরিবে। অসুর-দেহ নিক্ষেপ করিয়া যে আমার আশ্রমস্থ বৃক্ষ সমুদায়কে ভগ্ন করিয়াছে, সেই নির্ব্বোধ যদি আমার আশ্রমপদের চতুর্দ্দিকে একযোজনের মধ্যেও আসে, তবে তদ্দণ্ডেই তাহার মৃত্যু হইবে। আর তাহার যে সকল সহচর আমার এই বন আশ্রয় করিয়া আছে, তাহারাও এ স্থানে বাস করিতে পাইবে না। যথেচ্ছা চলিয়া যাউক। অতঃপর যদি কেহ থাকে, তবে তাহাদিগকে শাপ প্রদান করিব। তাহারা আমার পুত্রবৎ পালিত বনে পত্র, অঙ্কুর ও ফল মূল বিনাশ করিয়া আসিতেছে, অদ্য তাহার শেষ দিন, যদি তাহাদের কোন বানরকে কল্য দেখিতে পাই, তবে সে বহু সহস্র বর্ষ ধরিয়া পাষাণ হইয়া থাকিবে।

অনন্তর বানরেরা মহর্ষির এই অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া বন হইতে চলিয়া গেল। তখন বালী তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হে মতঙ্গবনবাসী বানর-

গণ! তোমরা সকলে কি জন্য আমার নিকট উপস্থিত হইলে?, বনবাসী তোমাদের সকলের কুশল ত?

অতঃপর বানরেরা যে কারণে মতঙ্গ মুনি অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তৎসমুদায় সুবর্ণমালাধারী বালীকে কহিল। বালী বানরগণের মুখে শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে শাপ-শান্তির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন কিন্তু মহর্ষি তাহাকে অনাদর করিয়াই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে বালী ভয় বিহ্বল হইলেন। তদবধি শাপভয়ে তিনি আর এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে প্রবেশ করেন না। এমন কি, এদিকে দৃষ্টিপাত করিতেও ইচ্ছা করেন না। রাম! আমি তাহার প্রবেশাধিকার নাই জানিয়া, এই মহাবনে অমাত্যদিগের সহিত নিঃশঙ্কে বাস করিতেছি। রাম! ঐ দেখ, বীর্য্যমদে নিহত সেই দুন্দুভির গিরিশৃঙ্গাকার কঙ্কাল সকল দেখা যাইতেছে। আর এই শাখা প্রশাখাযুক্ত সাতটী বিশাল তালবৃক্ষ। মহাবল বালী নিজের বীর্য্য প্রভাবে ইহাদিগকে এক সময়েই কম্পিত করিয়া নিষ্পত্র করিতে পারেন। রাম! এই তাহার অসাধারণ বীর্য্যের কথা তোমাকে কহিলাম, এখন দেখ, তাহাকে কিরূপে যুদ্ধে বিনাশ করিতে পারিবে? তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন;— সুগ্রীব! উনি কোন্ কার্য্য করিলে তুমি বালীর বধ বিশ্বাস করিতে পার? তখন সুগ্রীব কহিলেন,—পূর্ব্বে মহাবীর বালী এক সময়ে অনেকবার এই সাতটী তালবৃক্ষ ভেদ করিয়াছেন। এক্ষণে রাম যদি একবাণে ইহার একটীকে

ভেদ করিতে পারেন, আর এই মৃত মহিষের অস্থি যদি এক পদে তুলিয়া দুইশত ধনু পরিমিত দূরে বেগে নিক্ষেপ করিতে পারেন, তাহা হইলে রামের বিক্রম দেখিয়া আমি নিশ্চয়ই মনে করিব, বালী নিহত হইয়াছে। সুগ্রীব এই কথা বলিয়া রক্তপ্রান্ত লোচনে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা পূর্ব্বক পুনরায় রামকে কহিতে লাগিলেন,—দেখ, রাম! বালী বীর ও শূরাভিমানী, ইহার বল ও পৌরুষ সর্ব্বত্র বিখ্যাত; সে যুদ্ধে দুর্জয়, দুর্দ্ধর্ষ ও দুঃসহ। দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কার্য্য সমুদায় দেবগণেরও অসাধ্য। ঐ সমুদায় চিন্তা করিয়া ভয়ে এই ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি। এবং সর্ব্ব প্রধান হনুমান্ প্রভৃতি অনুরক্ত মন্ত্রিগণের সহিত এই মহারণ্যে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিতচিত্তে বিচরণ করিতেছি। রাম! তুমি মিত্রবৎসল, এক্ষণে তোমার মত সাধু শ্লাঘ্য মিত্র লাভ করিয়া আমি যেন হিমালয়কে আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু সেই দুরন্ত ভ্রাতা বালীর বল বিক্রম আমি বিশেষরূপে জানি। তোমার সাংগ্রামিক বীর্য্যেও আমার অবিশ্বাস নাই। যাহা হউক, আমি উহার সহিত তোমাকে তুলনা করিতেছি না, অবজ্ঞাও করিতেছি না, ভয় প্রদর্শনও করিতেছি না, কিন্তু তাহার ভয়ঙ্কর কার্য্য দেখিয়া আমি স্বয়ংই ভীত হইতেছি। রাম! তোমার বাক্যই আমার যথেষ্ট প্রমাণ, তোমার আকৃতি, সাহস, ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় তোমার তেজকে সূচনা করিয়া দিতেছে।

রাম মহাত্মা সুগ্রীবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন;—সুগ্রীব! আমাদের বিক্রমে তোমার

বিশ্বাস জন্মিয়া না থাকে, তবে সমরে যাহার প্রতি শ্লাঘা করিতে পার, তাদৃশ প্রত্যয় তোমাকে জন্মিয়া দিতেছি। এই কথা বলিয়া সুগ্রীবকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক রাম দুন্দুভির দেহ পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অবলীলাক্রমে উত্তোলন ও দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে সুগ্রীব পুনরায় কহিলেন,—সখে! এই অসুর-দেহ পূর্ব্বে যখন বসার্দ্র, মাংসল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাইয়াছে, তৎকালীন মদমত্ত আমার ভ্রাতা বালী দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এক্ষণে উহা শুষ্ক, লঘু ও তৃণ তুল্য হইয়াছে। সুতরাং তুমি উহা অনায়াসে হাসিতে হাসিতে নিক্ষেপ করিলে, ইহাতে তোমার বা বালীর বল অধিক, তাহা আমি নির্ণয় করিতে পারিলাম না। শুষ্ক ও আর্দ্র এই উভয়ের অনেকটা পার্থক্য আছে বলিয়া আমারও মনে সংশয় হইতেছে। অতএব এক্ষণে তুমি ধনুতে জ্যারোপণপূর্ব্বক এই সম্মুখবর্ত্তী একটী তাল বৃক্ষকে বাণদ্বারা ভেদ কর, উহা দ্বারা উভয়ের বলাবল বুঝিতে পারিব। রাম! তুমি শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক হস্তিশুণ্ডাকৃতি এক শর আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া নিক্ষেপ কর। তাহা হইলে, তোমার শর নিশ্চয়ই এই শালবৃক্ষ ভেদ করিবে। রাজন্! তোমার আর বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমি দিব্য করিয়া কহিতেছি, তুমি আমার পক্ষে যাহা প্রিয় বোধ কর, তাহারই অনুষ্ঠান কর। যেমন তেজস্বী মধ্যে সূর্য্য, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, চতুষ্পদের মধ্যে সিংহ, সেইরূপ মনুষ্য মধ্যে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা বিক্রমে শ্রেষ্ঠ।

দ্বাদশ সর্গ

—:*:—

অনন্তর মহাতেজা রাম সুগ্রীবের যুক্তিযুক্ত বচন শ্রবণ করিয়া তাহারই বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত শরাসন ও এক ভীষণ শর গ্রহণ করিলেন। এবং তালবৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া টঙ্কার ধ্বনিতে সমস্ত দিক পূর্ণ করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শর এক তাল উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইলেও সপ্ত তাল ভেদ করিয়া পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিদারণপূর্ব্বক রসাতলে প্রবেশ করিল। এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ঐ মহাবেগ বাণ তূণীর মধ্যে উপস্থিত হইল। তখন বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব রামের শরবেগে সপ্ততাল বিদীর্ণ হইল দেখিয়া, নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং লম্বিত ভূষণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন,—রাম! তুমি সর্ব্বাস্ত্রবেত্তাদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বীর। বালীর কথা আর কি বলিব, তুমি সমরাঙ্গনে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিতে সমর্থ। যিনি একমাত্র শরদ্বারা সপ্ততাল, পর্ব্বত ও রসাতল পর্য্যন্ত ভেদ করিলেন, রণমুখে তাঁহার সম্মুখে কে অবস্থান করিতে পারে? তুমি মহেন্দ্র ও বরুণ তুল্য প্রভাবশালী, অদ্য তোমাকে মিত্ররূপে লাভ করিয়া আমার সমস্ত শোক অপগত হইল, প্রীতিরও আর সীমা রহিল না। তুমি অদ্যই আমার প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ ভ্রাতৃরূপী সেই বিষম শত্রু বালীকে বিনাশ কর।

হে কাকুৎস্থ! আমি তোমার কাছে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিতেছি।

অনন্তর রাম প্রিয়দর্শন ও লক্ষ্মণ তুল্য অনুগত সুগ্রীবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রিয়বচনে কহিলেন,—সখে! এস, আমরা এই স্থান হইতে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করি। তুমি সত্বর হইয়া অগ্রে গমন কর। অগ্রে যাইয়া সেই ভ্রাতৃনামধারী বালীকে আহ্বান কর।

এই কথা বলিয়া সকলেই কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইলেন, এবং নিবিড় অরণ্য মধ্যে বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুগ্রীব কটিতটে দৃঢ় বস্ত্র বন্ধন পূর্ব্বক ঘোর রবে আকাশকে ভেদ করিয়াই যেন বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল বালী সুগ্রীবের এই সিংহনাদ শ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। এবং ভাস্কর যেমন অস্ত শিখর হইতে উদয়াচলে গমন করেন, সেইরূপ শীঘ্রই নির্গত হইলেন। গগনতলে বুধ ও মঙ্গলের ন্যায় বালী ও সুগ্রীবের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই ক্রোধে অধীর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বজ্রতুল্য মুষ্টিপ্রহার, কখন বা ভীষণ চপেটাঘাতে প্রহার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাম বৃক্ষের অন্তরালে ধনুর্দ্ধারণ করিয়া উভয়কে দেখিতেছিলেন। তিনি ঐ উভয় বীরকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় অভিন্ন রূপই দেখিতে লাগিলেন। তখন কে সুগ্রীব, কেই বা বালী স্থির করিতে না পারিয়া, প্রাণান্তকর শর মোচন করিতে পারিলেন না।

এই সময়ে সুগ্রীব বালীর নিকট পরাস্ত হইলেন এবং

রক্ষাকর্ত্তা রামকেও দেখিতে না পাইয়া ঋষ্যমূক অভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন, বালীও মহাক্রোধে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। সুগ্রীব বালীর প্রহারে জর্জ্জরীভূত, নিতান্ত ক্লান্ত ও রুধিরাক্তদেহে এক নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবল বালী তদ্দর্শনে "তুই খুব রক্ষা পাইলি" এই কথা বলিয়া শাপভয়ে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এদিকে রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও হনুমানের সহিত যে স্থানে সুগ্রীব সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে সুগ্রীব রামকে লক্ষ্মণের সহিত আসিতে দেখিয়া, অধোবদনে লজ্জিত হইয়া কাতর বচনে কহিলেন,—রাম! তুমি আমাকে আহ্বান করিতে বলিয়া বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক পরে আমাকে শত্রুর প্রহারও সহ্য করাইলে, এ তোমার কিরূপ ব্যবহার!

রাম! সেই সময় তোমার বলা উচিত ছিল, যে আমি বালীকে বিনাশ করিব না, আমি এস্থান হইতে যাইবও না।

দীন ও করুণ বাক্যে সুগ্রীব এই কথা বলিলে, রাম তাহাকে প্রবোধ বাক্যে পুনরায় কহিলেন,—সখে সুগ্রীব! তুমি ক্রোধ করিও না। যে কারণে আমি বাণ পরিত্যাগ করিতে পারি নাই, তাহা শ্রবণ কর; তুমি ও বালী তোমরা উভয়েই তুল্যাকৃতি। কি স্বর, কি শরীর লাবণ্য, কি দৃষ্টিবিক্ষেপ, কি বিক্রম, কি বাক্য, ইহার কোন বিষয়েই উভয়ের কোন পার্থক্য দেখিতে পাইলাম না। তোমাদের সৌসাদৃশ্য বশতঃ মোহিত হইয়া মহাবেগ শত্রু বিনাশন ভীষণ শর নিক্ষেপ করিতে পারিলাম না। আমি তোমাদিগের রূপসাদৃশ্যে ভ্রান্ত হইয়া পাছে আমাদের

উভয়ের মূল বিনষ্ট করি, এই শঙ্কায় বিলক্ষণ শঙ্কিত হইয়াছিলাম। যদি অজ্ঞান বশতঃ বা চিত্তের চপলতা হেতু তুমি নিহত হইতে, তাহা হইলে আমার মূর্খতা ও বালকত্ব পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘোষিত হইত। এবং তোমাকে অভয় দান করিয়া বধ করিলে তজ্জন্য মহাপাতকগ্রস্তও হইতাম। বিশেষতঃ এই মহাবনে আমি, লক্ষ্মণ ও বরবর্ণিনী সীতা, আমাদের উদ্ধার তোমারই অধীন; এই বনে তুমিই আমাদের আশ্রয়। অতএব তুমি পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না। তুমি পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তদ্দণ্ডেই দেখিতে পাইবে, বালী সমরে নিহত ও ভূতলে পতিত হইয়াছে।

হে বানরেশ্বর! তুমি যুদ্ধ কালে যাহাতে আমি তোমাকে চিনিতে পারি, সেইরূপ অভিজ্ঞা (চিহ্ন) ধারণ কর। লক্ষ্মণ! তুমি এই প্রফুল্ল গজপুষ্পী নামক লতা উৎপাটন করিয়া সুগ্রীবের কণ্ঠে বাঁধিয়া দাও। অতঃপর লক্ষ্মণ গিরিতটোৎপন্ন কুসুমাবৃত লতা উত্তোলন করিয়া মহাত্মা সুগ্রীবের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। তৎকালে শ্রীমান্ সুগ্রীব কণ্ঠাশক্ত সেই লতা দ্বারা বলাকাশ্রেণী যুক্ত সান্ধ্য মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এবং রামের বাক্যানুসারে সমাহিত চিত্তে কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে পুনরায় গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ

ধর্ম্মাত্মা রাম সুবর্ণখচিত প্রকাণ্ড কোদণ্ড উত্তোলন এবং সূর্য্য সদৃশ প্রভাসম্পন্ন সমরোপযোগী কয়েকটী শর গ্রহণ পূর্ব্বক ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যার দিকে যাইতে লাগিলেন। দৃঢ়গ্রীব মহাবল সুগ্রীবও মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের অগ্রে অগ্রে চলিলেন, তৎপশ্চাৎ বলবান বীর নল, বীর্য্যবান নীল, যূথপতিদিগের শ্রেষ্ঠ হনুমান্ ও মহাতেজা তার গমন করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হইয়া যাইতে যাইতে দেখিতে লাগিলেন,—কোনস্থানে বৃক্ষ সমুদায় পুষ্পভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে। কোথায়ও স্বচ্ছসলিলা সাগরগামিনী নদী, কোথায়ও বিবিধ কন্দর, শৈল, নির্ঝর গুহা, প্রিয়দর্শন অত্যুচ্চশিখর এবং গহ্বর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কোথায়ও বৈদূর্য্যমণিবৎ নির্ম্মলজলপরিপূর্ণ কমলকোরকশোভিত তড়াগ সমুদায় শোভা পাইতেছে।

ঐ সমুদায় তড়াগে হংস, কারণ্ডব, সারস, বঞ্জুল, জল-কুক্কুট ও চক্রবাক প্রভৃতি বিবিধ জলচর পক্ষী বিচরণ করিতেছে এবং উহাদের কলরবে তড়াগ প্রতিধ্বনিত হই-তেছে। কোথায়ও কোমল তৃণাঙ্কুরভোজী হরিণগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। কোথায়ও তড়াগবৈরী শুভ্রদন্ত অতি ভীষণ পর্ব্বতাকার একচারী বন্য দ্বিরদগণ কূলবিদারণ

করিতেছে। ঐ সমুদায় হস্তিসদৃশ ধূলিধূসরিত বানর এবং অন্যান্য সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বনচর ও আকাশবিহারী বিহঙ্গমগণ দেখিতে দেখিতে সত্বর গতিতে চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে রাম, বিবিধ বৃক্ষ সমাকীর্ণ এক কানন দেখিয়া সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সখে! এই যে আকাশস্থ মেঘবৃন্দের ন্যায় নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যাহার চতুর্দ্দিক্ কদলী তরুতে সমাচ্ছন্ন, ইহা কোন্ স্থান? উহা জানিবার জন্য আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। তুমি ইহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার ঔৎসুক্য নিবারণ কর। তখন সুগ্রীব কহিতে লাগিলেন,—রাম! ইহা একটী বিস্তীর্ণ আশ্রম, এখানে সুস্বাদু ফল মূল প্রচুর পরিমাণে আছে, উহা বন ও উদ্যানে সমাকীর্ণ। এখানে স্বচ্ছ ও সুস্বাদু জলের অভাব নাই। এই আশ্রমে সপ্তজন নামে কঠোর ব্রতাচারী সাতজন মহর্ষি বাস করিতেন। তাঁহারা সকলেই অধোমস্তকে জল মধ্যে নিয়ত তপশ্চরণ করিতেন এবং সাতদিনের পর কেবল মাত্র বায়ু ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন। এইরূপে সাতশত বর্ষ কঠোর তপস্যার পর তাঁহারা সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহাদের তপঃ প্রভাবে অদ্যাপি এই বৃক্ষরূপ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত আশ্রম ইন্দ্রাদিদেবগণ ও অসুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া রহিয়াছে। অধিক কি, এস্থানে পক্ষী বা অন্য বনচরেরা প্রবেশ করিতে পারে না। যদি কেহ অজ্ঞান বশতঃ প্রবেশ করে, তাহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। এই স্থানে প্রমদাগণের ভূষণ-রব-মিশ্রিত সুস্পষ্ট গীতশব্দ

ও তূর্য্য ধ্বনি সর্ব্বদাই শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। দিব্য গন্ধও নিয়ত নাসিকাকে তৃপ্ত করে। এখানে ত্রিবিধ অগ্নিও সর্ব্বদা প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ দেখ, তাহাদেরই কপোত বর্ণ ধূম বৃক্ষাগ্রভাগকে বেষ্টন করিয়া উত্থিত হইতেছে। বোধ হইতেছে, যেন বৈদূর্য্যগিরি মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। রাম! তুমি ধর্ম্মাত্মা, তুমি কৃতাঞ্জলি হইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত ঐ সকল ঋষিদিগকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম কর। ঐ সমুদায় বিশুদ্ধাত্মা ঋষিদিগকে যাঁহারা প্রণাম করেন, তাঁহাদিগের শরীরে কিঞ্চিৎমাত্রও অশুভ ঘটে না।

অনন্তর রাম ভ্রাতা লক্ষণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাভাগ ঋষিদিগকে অভিবাদন করিলেন এবং বানররাজ সুগ্রীব অন্যান্য বানরদিগের সহিত প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সপ্তজনাশ্রম হইতে নির্গত হইয়া ক্রমশঃ অতিদূর পথ অতিক্রম করিয়া অন্যদুর্দ্ধর্ষ বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যা দেখিতে পাইলেন। তখন উগ্রতেজা রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ সকলেই অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রপুত্র বালীর নিধন কামনায় পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যার নিকটবর্ত্তী হইলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ

অনন্তর তাঁহারা সকলে সত্বর বালী-নগরী কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়া এক নিবিড় বনে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব অত্যন্ত বন ভাল বাসিতেন। সেই বিশাল গ্রীব সুগ্রীব বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহার পর, বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, ঘোররবে গগনতল বিদীর্ণ করিয়া যেন বালীকে সংগ্রামের নিমিত্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সুগ্রীব নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় বর্ণ ধারণ করিলেন। তাঁহার গতিও গর্ব্বিত সিংহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন একটী বিশাল মেঘ বায়ুবেগবলে ভয়ানক গর্জ্জন করিতেছে। অনন্তর কার্য্যকুশল রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—এক্ষণে আমরা বালী-নগরী কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছি। ইহা এরূপ ভাবে বানরে পরিপূর্ণ, যে দেখিবামাত্র বানরেরই জাল বলিয়া মনে হয়। ইহা সুবর্ণ খচিত, এবং ইহাতে অনেক যন্ত্র ও ধ্বজ-দণ্ড শোভা পাইতেছে। যেমন ঋতু বিশেষ উপস্থিত হইয়া লতাকে ফলবতী করে, হে বীর! তুমিও সেইরূপ বালিবধের নিমিত্ত পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা এক্ষণে সফল কর।

সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া রাম বলিতে লাগিলেন,—হে বীর! লক্ষ্মণ এই নাগপুষ্পী লতা উৎপাটন করিয়া তোমার কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা গগনমণ্ডলে সূর্য্য নক্ষত্রে বেষ্টিত হইলে যেরূপ শোভা হইত, তোমারও ঠিক্ সেইরূপই হইয়াছে। বালী তোমার ভ্রাতা হইলেও পরম শত্রু। এক্ষণে সেই শত্রু আমায় দেখাইয়া দাও। আজ আমি একটীমাত্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া বালী হইতে তোমার যে ভয় ও শত্রুতা জন্মিয়াছে, তাহা দূর করি।

সে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র এই অরণ্যের ধূলিতে লুণ্ঠিত হইবে। আমার নয়নগোচর হইয়াও সে যদি জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে আমাকে দোষী করিও এবং সেই মুহূর্ত্তেই আমার নিন্দা করিও। দেখ, আমি তোমার সমক্ষে একবাণে সপ্ততাল ভেদ করিলাম। অতএব মনে কর, আজ বালী আমার সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আমি প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলি নাই এবং ধর্ম্মলাভ লোভেও কখন বলিব না। অতএব তোমার ভয় নাই। আমি নিশ্চয়ই আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব। ইন্দ্র যেমন বৃষ্টিদ্বারা অঙ্কুরিত ধান্যক্ষেত্র গুলিকে সফল করিয়া থাকেন, আমিও তদ্রূপ প্রতিজ্ঞা সফল করিব। হে সুগ্রীব! তুমি এক্ষণে এইরূপ শব্দ কর, যাহাতে সেই স্বর্ণহারধারী বালী বহির্গত হয়। বালী নির্ভয়, জয়গর্ব্বিত এবং সমর-প্রিয়। তুমি তাহাকে আহ্বান করিলে, সে নিশ্চয়ই অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীর সংস্রব ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবে। যাহারা আপনাকে যথার্থ বীর বলিয়া মনে করে, তাহারা শত্রুকৃত

অপমান কদাচ সহ্য করিতে পারে না ; বিশেষতঃ স্ত্রীর সমক্ষে তাহা কখনই পারিবে না।

সুগ্রীবের শরীর সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ। তিনি রামের এই কথা শ্রবণমাত্র ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন। তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া গেল। যথারীতি প্রজাপালন না করায় রাজার দোষে কুলস্ত্রী সকল পরপুরুষের স্পর্শে যেরূপ ব্যাকুল হইয়া থাকে, সেইরূপ বৃষভগণ সুগ্রীবের গর্জ্জনে ভীত ও শক্তিহীন হইতে লাগিল।

যুদ্ধে পরাজিত হইলে অশ্বগণ যেমন দ্রুতবেগে পলায়ন করে, মৃগগণও সেইরূপ করিতে লাগিল। পুণ্যক্ষয় হইলে দেবগণ যেরূপ ভূপতিত হইয়া থাকেন, পক্ষিগণও সেইরূপ ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। রামের উপর সুগ্রীবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তিনি যখন মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাকে বায়ুভরে বিক্ষোভিত সমুদ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর বালী অন্তঃপুর হইতে স্বীয় ভ্রাতা সুগ্রীবের সেই ভীষণ গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। সেই গর্জ্জনে সকল প্রাণীই ভীত হইতে লাগিল। বালীর পক্ষেও তাহা নিতান্ত অসহ্য হইল। তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল দেখিয়া, ক্রোধে সমস্ত শরীর কাঁপিতে

লাগিল। তাঁহার দেহকান্তি সুবর্ণের ন্যায় ছিল কিন্তু এক্ষণে অতিশয় ক্রোধ বশতঃ লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। তাঁহাকে রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশূন্য বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার দন্তগুলি অতি ভীষণ এবং চক্ষু দুইটী ক্রোধ বশতঃ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় হইয়াছে। যে হ্রদে মৃণাল আছে কিন্তু পদ্মশ্রী নাই, তাঁহাকে সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। সেই অসহ্য শব্দ শ্রবণ করিয়া তিনি বহির্গত হইলেন। তাঁহার দ্রুতপাদ বিক্ষেপে পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

এই সময়ে তারা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও স্নেহভরে প্রীতি-প্রদর্শন করিয়া ভীত ও চঞ্চলচিত্তে হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন। হে বীর! লোকে প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যেরূপ উপভুক্ত মাল্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তুমিও সেইরূপ নদীবেগের ন্যায় আগত এই ক্রোধ এখনই দূর কর। কল্য প্রভাতে সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিও। যদিও শত্রুপক্ষ তোমা অপেক্ষা প্রবল নহে, যদিও তোমার কোন অংশে লঘুতা নাই, তথাপি তোমার সহসা গমন আমার প্রীতিকর হইতেছে না। কি কারণে তোমাকে নিবারণ করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সুগ্রীব আসিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিল। তুমি নিক্রান্ত হইয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়াছিলে। সেও তোমার প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া পলায়ন করে। যে একবার তোমার নিকট পরাজিত ও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেই পুনরায় আসিয়া যুদ্ধে তোমায় আহ্বান করিতেছে, ইহাই আমার আশঙ্কার কারণ। তাহার যেরূপ দর্প, যেরূপ উৎসাহ,

এবং যেরূপ গর্জ্জনের বৃদ্ধি, তাহাতে বোধ হয়, ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। আমার বোধ হয়, সুগ্রীব অসহায় হইয়া আইসে নাই। সে কাহারও সাহায্য লাভ করিয়াছে এবং তাহারই বলে এরূপ ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে। সুগ্রীব বুদ্ধিমান্ এবং কার্য্যদক্ষ, পরাক্রমের পরীক্ষা না করিয়া সে কখনই কাহারও সহিত মিত্রতা করিবে না। অতএব যিনি সুগ্রীবের প্রধান সহায়, তিনিই আমাদের আশঙ্কার প্রধান কারণ। হে বীর! আমি পূর্ব্বে কুমার অঙ্গদের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, আজ তোমার নিকট তাহার উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা তোমার পক্ষে হিতকর হইবে। এক দিন অঙ্গদ বনে গিয়াছিল। সে দূত মুখে শুনিয়া আমায় আসিয়া বলিল,—'অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের দুই পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ বনবাসী হইয়াছেন। ইক্ষ্বাকুবংশে তাঁহাদের জন্ম। তাঁহারা বীর এবং যুদ্ধে দুর্জ্জয়। শুনিলাম, তাঁহারা সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিয়াছেন। সেই মহাবলশালী রামই তোমার ভ্রাতাকে যুদ্ধে সাহায্য করিবেন। তিনি অনায়াসে শত্রু বল বিনষ্ট করিতে পারেন। তাঁহাকে দেখিলে প্রলয় কালের অগ্নি বলিয়া বোধ হয়। তিনি সাধু-গণের আশ্রয় এবং বিপন্নদিগের একমাত্র ভরসাস্থল। যশ কেবল তাঁহাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি শত্রুপীড়িত ব্যক্তিদিগের আশ্রয়দাতা। তাঁহার বিলক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্য আছে। তিনি পিতার নিতান্ত আজ্ঞাবহ। হিমালয় যেরূপ ধাতু সমূহের আকর, তিনিও সেইরূপ সমস্ত গুণেরই আধার। তিনি যুদ্ধে দুর্জ্জয় এবং জগতে অতুল।

অতএব সেই মহাত্মার সহিত বিরোধ করা তোমার পক্ষে কখনই কর্ত্তব্য নহে।

আমি তোমার ক্রোধ উদ্দীপন করিতে ইচ্ছা করি না। আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর এবং যে সকল হিতকর বাক্য বলিতেছি, তাহা পালন কর। তুমি শীঘ্রই সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর, কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিরোধ করিও না। শক্রুতা পরিত্যাগ করিয়া রামের সহিত মিত্রতা এবং সুগ্রীবের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করা তোমার কর্ত্তব্য। সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহাকে প্রতিপালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি দূরে অথবা নিকটেই থাকুন, তোমার বন্ধু, সন্দেহ নাই। এই পৃথিবীতে তাঁহার তুল্য তোমার আর কোন বন্ধু আছেন বলিয়া মনে করি না। অতএব শক্রুতা দূর করিয়া দানে, মানে তাঁহাকে আপনার করিয়া লও। তিনি এক্ষণে তোমার পার্শ্বে থাকুন। ভ্রাতৃসৌহার্দ ভিন্ন তোমার আর অন্য গতি নাই। যদি তুমি আমার কোন প্রিয় কার্য্য করিতে চাও, যদি আমাকে তোমার হিতৈষী বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আমার কথা রক্ষা কর। আমি তোমার হিতের জন্যই বলিতেছি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। যাহা বলিতেছি, শুন। রাগ করিও না। রাম ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী। তাঁহার সহিত বিবাদ করিও না।

বালীর মৃত্যুকাল অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, তারার হিতকর বাক্য তাঁহার প্রীতিকর হইল না। তিনি তদনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না।

ষোড়শ সর্গ

—ঃ+ঃ—

চন্দ্রমুখী তারা এইরূপ বলিলে পর, বালী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন। আমার ভ্রাতা বিশেষতঃ একজন শত্রু গর্জ্জন করিতেছে। হে সুন্দরি! আমি কি কারণে তাহার ক্রোধ সহ্য করিব। হে ভীরু! যে বীর-পুরুষগণ কখনই রণস্থল হইতে পলায়ন করেন না এবং কখনই পরাজিত হন নাই, অপমান সহ্য করা তাঁহাদের পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর। সুগ্রীব এক্ষণে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। অতএব আমি কিরূপে তাহার এই যুদ্ধমূলক ক্রোধ ও গর্জ্জন সহ্য করি। তুমি রাম ভয়ে ভীত হইয়া আমার জন্য বিষণ্ণ হইও না। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ, আমাকে বধ করিয়া পাপ করিবেন কেন? তুমি সহচরীগণের সহিত ফিরিয়া যাও। আবার কেন আমার অনুগমন করিতেছ? তুমি আমার প্রতি অনুরাগ ও ভক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছ। তুমি ভয় করিও না। আমি সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া কেবল তাহার দর্প চূর্ণ করিব, তাহাকে বধ করিব না। এই যুদ্ধে আমি তোমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যই করিব। সুগ্রীবকে মুষ্টি ও বৃক্ষ দ্বারা প্রহার করিব, তাহাতেই পীড়িত হইয়া সে পলায়ন করিবে। সেই দুরাত্মা আমার দর্প এবং যুদ্ধ বিষয়ে দৃঢ়যত্ন সহ্য করিতে পারিবে না। প্রিয়ে! তুমি সৎপরামর্শ দিয়াছ এবং আমার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ দেখাই-

য়াছ। আমার প্রাণের দিব্য, তুমি এই সমস্ত স্ত্রী-লোকের সহিত ফিরিয়া যাও। আমি সুগ্রীবকে কেবলমাত্র পরাজিত করিয়াই ফিরিয়া আসিব। সেই সময়ে মধুরভাষিণী তারা বালীকে আলিঙ্গন করিয়া মৃদুস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। এবং পতির জয়লাভের জন্য মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্বস্ত্যয়ন করিয়া শোকাকুলচিত্তে সহচরীদিগের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তারা স্ত্রীগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলে, বালী ক্রুদ্ধ মহাসর্পের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে নগরী হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি ক্রোধভরে এবং মহাবেগে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব কটিদেশ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। মহাবাহু বালী সুগ্রীবকে সেইভাবে অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং গাঢ় বন্ধনে বস্ত্র পরিধান করিলেন। সেই বলশালী দৃঢ়রূপে বস্ত্র বন্ধন করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত মুষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক সুগ্রীবের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সুগ্রীবও ক্রোধভরে দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া বালীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব রণনিপুণ ছিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়াছিল। তাঁহাকে মহাবেগে ধাবিত হইতে দেখিয়া বালী বলিতে লাগিলেন,—আমি অঙ্গুলি সংশ্লিষ্ট করিয়া এই সুদৃঢ় মুষ্টি বন্ধন করিয়াছি। আজ মহাবেগে এই মুষ্টি প্রহার

করিয়া তোর প্রাণ সংহার করিব। এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বালীকে কহিলেন,—এই আমার মুষ্টি তোর প্রাণবধ করিতে তোর মস্তকে পতিত হউক।

অনন্তর বালী সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন সুগ্রীবের সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। বোধ হইল, যেন পর্ব্বত হইতে নির্ঝর জল পতিত হইতেছে। যেমন পর্ব্বতের উপর বজ্র নিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ সুগ্রীবও নির্ভয়ে শাল বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক মহাবেগে বালীর উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন বালী বৃক্ষ প্রহারে আহত হইয়া সাগর মধ্যে গুরুভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দুই জনই মহাবল এবং পরাক্রমশালী, উভয়েরই বেগ গরুড়ের তুল্য, উভয়েরই ভীম মূর্ত্তি এবং উভয়েই রণনিপুণ ও পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর এবং শত্রু বধে বিলক্ষণ পটু। তাঁহারা আকাশে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাহার পর বালীর বৃদ্ধি এবং সূর্য্যপুত্র সুগ্রীবের হীনতা দৃষ্ট হইল। বালী তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশই তাঁহার বিক্রম লোপ পাইতে লাগিল। তাহাতে সুগ্রীব বালীর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রামকে স্বীয় হীনাবস্থা দেখাইতে লাগিলেন। ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ, পর্ব্বত শৃঙ্গ, বজ্রকোটি সদৃশ নখ, মুষ্টি, জানু, হস্ত ও পদদ্বারা তাঁহারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বনচারী বানরদ্বয় রক্তাক্তদেহে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন

দুইখানি প্রকাণ্ড মেঘ মহাশব্দে পরস্পর গর্জ্জন ও আস্ফালন করিতেছে।

রাম দেখিলেন, সুগ্রীব হীনবল হইয়া পুনঃ পুন চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বানরপতি সুগ্রীবকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া তেজস্বী রাম বালিবধের নিমিত্ত শর লক্ষ্য করিলেন। অনন্তর, যম যেমন কালচক্র আকর্ষণ করেন, রামও সেইরূপ শরাসনে সর্পতুল্য বাণ যোজনা করিয়া আকর্ষণ করিলেন। তখন মৃগ ও পক্ষিগণ রামের জ্যাশব্দে ভীত হইয়া যেন প্রলয়কাল উপস্থিত মনে করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ প্রদীপ্ত বজ্র সদৃশ শর নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র বজ্রের ন্যায় ঘোর রবে বালীর বক্ষস্থলে পতিত হইল। তেজস্বী ও বীর বানররাজ মহাবেগে বাণে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতিথিতে উৎসবান্তে ইন্দ্রধ্বজ যেরূপ ভূমিতে পতিত হয়, বালীও সেইরূপ দুর্ব্বল ও অচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। বাষ্পভরে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল এবং স্বরও ক্রমশঃ কাতর হইয়া আসিল।

শিব যেমন ললাট নেত্র হইতে ধূমের সহিত অগ্নি উদ্গিরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নরশ্রেষ্ঠ কৃতান্তসদৃশ রাম স্বর্ণ রৌপ্য জড়িত শক্রনাশক প্রদীপ্ত শর নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রতনয় বালীও যুদ্ধে রুধির ধারায় সিক্ত এবং অচেতন হইয়া পর্ব্বতজাত পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায়, অথবা উৎসবান্তে পতিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন।

সপ্তদশ সর্গ।

—:*—

রামের বাণে বিদ্ধ হইয়া ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় বালী সহসা ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারে শোভিত সর্ব্বাঙ্গ ভূমিতে প্রসারিত হইয়া পড়িল। বোধ হইল, যেন রজ্জুবন্ধন মুক্ত হওয়াতে ইন্দ্রধ্বজ ভূমিতে পতিত হইয়াছে। বালী ভূমিতে নিপতিত হইলে, চন্দ্রবিহীন আকাশের ন্যায় তাঁহার রাজ্যের শোভা বিনষ্ট হইল। সেই মহাত্মা ভূমিতে পতিত হইলেও তাঁহার কান্তি, প্রাণ, তেজ ও পরাক্রম, তখনও তাঁহার দেহ পরিত্যাগ করে নাই। ইন্দ্রদত্ত রত্ন-খচিত স্বর্ণহারের প্রভাবে তখনও তাঁহার প্রাণ, তেজ ও দেহ-কান্তি বিনষ্ট হয় নাই। সেই বানরদলপতি মহাবীরের কণ্ঠ-দেশে স্বর্ণহার দেখিয়া বোধ হইল, যেন মেঘের প্রান্তভাগ সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়াছে। তিনি পতিত হইলেও তাঁহার মালা, দেহ এবং মর্ম্মঘাতী শর এই তিন স্থানে লক্ষ্মী যেন তিনভাগে বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই মহাবীর রামচন্দ্রের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত স্বর্গসাধন শর হইতে তাঁহার পরম গতি লাভ হইল। রণস্থলে পতিত বালীকে নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায়, অথবা পুণ্যক্ষয়ে দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট রাজা যযাতির ন্যায় অথবা প্রলয়কালে কাল কর্ত্তৃক ভূতলে নিক্ষিপ্ত সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় দুঃসহ। তাঁহার বক্ষঃ বিশাল, বাহু আজানু-

লম্বিত, মুখ উজ্জ্বল ও নেত্র হরিদ্বর্ণ। নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় ভূমি-পতিত সেই বীরকে দেখিবার জন্য রাম লক্ষ্মণের সহিত অগ্রসর হইলেন। মহাবীর দুই ভ্রাতা বহুমানপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সেই বীরের নিকটে গমন করিলেন।

তখন বালী রণগর্ব্বিত রাম ও মহাবল লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধর্ম্মানুকূল সুসঙ্গত বাক্যে কঠোর ভাবে বলিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রাণ ও তেজ অল্প হইয়া আসিল। চেষ্টা প্রায় বিলুপ্ত হইল। তিনি গর্ব্বিত-ভাবে বলিতে লাগিলেন,—আমি যুদ্ধের নিমিত্ত অন্যের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তোমার অভিমুখে ধাবিত হই নাই। অতএব আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? তুমি সদ্বংশজাত, বলশালী, তেজস্বী, দয়ালু, ব্রত-পালনে তোমার বিশেষ যত্ন আছে; তুমি প্রজাবর্গের হিত-সাধন করিয়া থাক, তুমি উৎসাহশীল, কাল ও অকাল তোমার অবিদিত নাই। পৃথিবীর সকল লোকেই এই বলিয়া তোমার যশ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় জয় করা, ক্ষমা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, সত্য, পরাক্রম এবং অপরাধীকে দণ্ডদান,—এইগুলি রাজার গুণ। তোমার এই সকল গুণ আছে এবং তুমি মহাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই মনে করিয়া আমি তারার নিষেধ না শুনিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি তোমার সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলাম না, অন্যের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলাম। তোমাকে দেখিবার পূর্ব্বে আমার ইহাই মনে হইয়াছিল, যে আমার অসাবধান অবস্থায় তুমি আমায় মারিবে না।

কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি অতি দুরাত্মা, ধার্ম্মিকের বেশধারী, কিন্তু ঘোর অধার্ম্মিক। তুমি তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায়, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, সাধুগণের বেশধারী এবং পাপাচারী। তুমি যে ধর্ম্ম-কঞ্চুকে সংবৃত, তাহা আমি জানিতাম না। আমি তোমাদের গ্রাম বা নগরে কোন অনিষ্ট করি নাই এবং তোমাকে কোনরূপ অবজ্ঞাও করি নাই। আমি নিতান্ত নির্দ্দোষ। অতএব কি হেতু আমায় বধ করিলে। আমি বনবাসী বানর। ফল মূল ভক্ষণ করিয়া থাকি। তোমার সহিত যুদ্ধ করি নাই। অন্যের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলাম। আমায় কেন বধ করিলে? তুমি রাজপুত্র, প্রিয়দর্শন ও সুবিখ্যাত। তোমার অঙ্গে জটা বল্কলাদি ধর্ম্মচিহ্ন দেখিতেছি। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ, সংশয় শূন্য এবং ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়া, ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক এইরূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়া থাকে। তুমি রঘুকুলে জাত ও ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু তুমি এরূপ অসাধু হইয়া কি নিমিত্ত সাধু বেশে বিচরণ করিতেছ? সাম, দান, ক্ষমা, ধর্ম্ম, সত্য, ধৈর্য্য, পরাক্রম, অপকারীর প্রতি দণ্ড বিধান,—এইগুলি রাজার গুণ। আমরা বানর, বনে বিচরণ করা এবং ফল মূল ভক্ষণ করাই আমাদের স্বভাব। তুমি গ্রামবাসী ও অন্নভোজী মনুষ্য হইয়া কি জন্য আমায় বধ করিলে? ভূমি, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি পদার্থই বধ করিবার কারণ। কিন্তু আমার বন্য ফল মূলে তোমার কিরূপে লোভ জন্মিতে পারে? স্বেচ্ছাচারী হওয়া কখনই রাজার পক্ষে উচিত নহে। নীতি, বিনয়, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিষয়ে

রাজার উদারতা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু তুমি স্বেচ্ছাচারী, ক্রোধী ও অস্থিরচিত্ত। রাজকার্য্যে তোমার কিছুমাত্র উদারতা নাই। তুমি কেবল যেখানে সেখানে শর নিক্ষেপে বিলক্ষণ পটু। তোমার ধর্ম্মে গৌরব নাই, অর্থে যত্ন নাই। তুমি কামের বশীভূত হইয়াছ। ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদাই তোমাকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি নিরপরাধ, তথাপি তুমি আমায় বাণদ্বারা বধ করিলে। এইরূপ ঘৃণিত কর্ম্ম করিয়া সাধুগণের মধ্যে তুমি কি বলিবে?

রাজহন্তা, ব্রহ্মঘাতক, গোবধকারী, চোর, প্রাণিনাশক, নাস্তিক, পরিবেত্তা—ইহারা সকলে নরকে যায়। খল, কদর্য্য, মিত্রঘাতী, গুরুপত্নীগামী, ইহারাও নিশ্চয়ই পাপাত্মাদিগের লোকে গমন করে। সাধুলোকেরা আমার চর্ম্ম ধারণ করেন না, আমার লোম ও অস্থি অস্পৃশ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন। তোমার ন্যায় ধার্ম্মিকেরা আমার মাংসও ভক্ষণ করেন না। গণ্ডার, শজারু, গোসাপ, শশক ও কচ্ছপ, ইহারা পঞ্চ নখ বলিয়া কথিত হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ইহাদিগকে ভক্ষণ করিতে পারেন। রাম! আমার চর্ম্ম ও অস্থি পণ্ডিতেরা স্পর্শ করেন না, আমার মাংসও ভক্ষণ করেন না। অতএব আমি পঞ্চ নখ হইলেও অভক্ষ্য। হায়! সর্ব্বজ্ঞ তারা আমাকে হিত ও সত্য কথাই বলিয়াছিলেন, আমি মোহবশতঃ তাহা অবহেলা করিয়া কালের বশীভূত হইলাম। কোন সুশীলা রমণী যেরূপ বিধর্ম্মী পতি বিদ্যমান থাকিতেও অনাথা হন, সেইরূপ তুমি বিদ্যমান থাকিতেও বসুমতী অনাথা হইয়াছেন। তুমি গুপ্তভাবে পরের অনিষ্ট

করিয়া থাক, তুমি পরের অপকারী, ক্ষুদ্র এবং অসংযতচিত্ত। মহাত্মা দশরথ হইতে তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠ কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিল! তুমি সাধু চরিত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছ, সাধুগণের ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছ, এবং দুষ্ট হস্তী যেরূপ অঙ্কুশের বাধা মানে না, সেইরূপ ধর্ম্মের বাধা না মানিয়া আমায় বধ করিলে। তুমি এইরূপ অশুভ, অনুচিত ও নিন্দিত কার্য্য করিয়া সাধুজনের নিকটে কি বলিবে? আমরা তোমার কোন সংস্রবে ছিলাম না। তুমি আমাদের উপরই এইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিলে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাহারা তোমার অপকারী, সেই সীতাহরণকারী রাক্ষসগণের কিছুই করিতে পারিলে না। হে রাজপুত্র! যদি তুমি আমার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে আমি আজ তোমায় বধ করিয়া যমালয়ে পাঠাইতাম। আমাকে আক্রমণ করা অতি কঠিন। কিন্তু সর্প যেমন নিদ্রিত ব্যক্তিকে দংশন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি অদৃশ্য হইয়া আমায় বধ করিলে। এই কার্য্যে অবশ্যই তোমার পাপ হইয়াছে। তুমি সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় আমায় বধ করিয়াছ। কিন্তু যদি তুমি সীতাকে উদ্ধার করিবার কথা আমায় পূর্ব্বে বলিতে, তাহা হইলে আমি একদিনেই তাহা করিতে পারিতাম। আমি তোমার সেই ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা রাবণকে কণ্ঠে বন্ধন পূর্ব্বক জীবিত অবস্থায় তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিতাম। হয়গ্রীব যেমন শ্বেতাশ্বতরীরূপিণী শ্রুতিকে আনিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ তোমার আদেশে সীতাকে সাগর-গর্ভ অথবা পাতালতল হইতে আনিতে পারিতাম। আমি

স্বর্গে গমন করিলে সুগ্রীব রাজ্য পাইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু অধর্ম্ম করিয়া আমায় বধ করিলে, ইহা নিতান্ত অন্যায় হইল। প্রাণি মাত্রেই মৃত্যুর বশীভূত, সুতরাং মৃত্যুর জন্য আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। কিন্তু আমাকে বধ করিয়া তোমার যে কি লাভ হইল, এক্ষণে তাহারই প্রকৃত উত্তর চিন্তা কর। এই কথা বলিতে বলিতে বালীর মুখ শুষ্ক হইল। শরাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ কাতর হইয়াছিল। তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী রামকে দেখিতে দেখিতে মৌনাবলম্বন করিলেন।

———

অষ্টাদশ সর্গ।

-:*:-

কপীশ্বর বালী রাম কর্ত্তৃক নিহত ও হতচেতনপ্রায় হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মার্থযুক্ত ও হিতবাক্যবৎ প্রতীয়মান, অথচ পরুষ বাক্যে এইরূপ তিরস্কার করিয়া অস্তোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায়, বর্ষণান্তে জলশূণ্য জলদের ন্যায়, নির্ব্বাণ প্রায় অগ্নির ন্যায়, নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। তখন রাম বালি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া তাহাকে ধর্ম্ম ও অর্থসঙ্গত এবং গুণ সমন্বিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন,—কপিরাজ! তুমি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ এবং লৌকিক আচার বিশেষ না জানিয়া কি জন্য অজ্ঞান বশতঃ আমায় নিন্দা করিতেছ?

তুমি ধীমান্, বৃদ্ধাচার্য্যদিগের নিকট বংশ পরম্পরাগত কুলাচার কখন শিক্ষা কর নাই, কেবল বানর সুলভ চপলতা নিবন্ধনই আমাকে এইরূপ বলিতে সাহসী হইয়াছ। দেখ, পর্ব্বত কাননের সহিত বর্ত্তমান এই সমস্ত পৃথিবী ইক্ষ্বাকু বংশীয়দিগের অধিকৃত। ঐ বংশীয় ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদী সরল স্বভাব ভরত এক্ষণে পৃথিবীর ঈশ্বর। তিনিই এখন মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্যদিগের নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সম্পূর্ণ সমর্থ। তিনিই এখন ধর্ম্ম, কাম, অর্থতত্ত্বানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন। তাঁহাতে নীতি, বিনয় ও সত্যও অবস্থান করিতেছে। তিনি দেশ ও কাল বিষয়েও বিলক্ষণ অভিজ্ঞ। যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার বিক্রমও যথেষ্ট আছে। আমি ও অন্যান্য ধার্ম্মিক নরপতিরা তাঁহার ধর্ম্মানুগত 'আদেশ অনুসারে ধর্ম্ম বিস্তারে অভিলাষী হইয়া সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতেছি। সেই ধর্ম্মবৎসল নৃপতিশ্রেষ্ঠ ভরত সমস্ত পৃথিবী যখন শাসন করিতেছেন, তখন কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারে? সেই আমরাও ভরতের আদেশানুসারে স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিকে যথাবিধি দণ্ড দিয়া থাকি। তুমি সেই ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইয়া অতি গর্হিত কার্য্যই করিয়াছ। তুমি কাম পরতন্ত্র হইয়া একেবারে রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা ও যিনি বিদ্যা দান করেন, ধর্ম্ম পথবর্ত্তী লোকদিগের এই তিন জন পিতৃপদ বাচ্য। কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র ও গুণবান্ শিষ্য, এই তিন জনকে পুত্র বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যবস্থার ধর্ম্মই মূল কারণ।

সাধুদিগের ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, উহা সকলের বিজ্ঞেয় নহে। সর্ব্বপ্রাণীর হৃদ্গত আত্মাই তাঁহার শুভাশুভ জানিতেছেন। তুমি চপল, তোমার অন্যান্য সহচরেরাও অস্থির ও মূর্খ, সুতরাং তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কিরূপে ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে? একজন জন্মান্ধ, সে কি অন্য জন্মান্ধকে পথ দেখাইতে পারে? এই বাক্যের তাৎপর্য্য তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি কেবল ক্রোধপরবশ হইয়াই আমার নিন্দা করিও না। আমি যে জন্য তোমাকে নিহত করিয়াছি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

তুমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃ জায়াতে আসক্ত হইয়াছ। মহাত্মা সুগ্রীব এখনও বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার ভার্য্যা রুমা শাস্ত্রানুসারে তোমার পুত্রবধূ, তাঁহাকে কামতঃ গ্রহণ করাতে তোমার পাপ অর্শিয়াছে। তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট ও যথাচ্ছাচারী, এই জন্যই তোমাকে এই দণ্ড প্রদান করিলাম। হে বানর যূথপতে! যে ব্যক্তি লোকবিরুদ্ধাচারী এবং লোকমর্য্যাদার অতিক্রমকারী, এই বধদণ্ড ব্যতীত তাহার আর অন্যবিধ নিগ্রহ দেখিতে পাই না। আমি সৎকুলোৎ-পন্ন ক্ষত্রিয় (দণ্ডাধিকারী)। তোমার এ পাপ ক্ষমা করিতে পারিলাম না। যে ব্যক্তি কামবশতঃ ঔরসী কন্যা, ভগিনী ও অনুজ ভ্রাতৃ ভার্য্যাতে আসক্ত হয়, তাহার প্রাণ দণ্ডই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। এক্ষণে ভরত পৃথিবীশ্বর, আমরা তাঁহার নিদেশবর্ত্তী হইয়া কিরূপে তোমার মত ধর্ম্মপথ-ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিব? প্রাজ্ঞ ভরত, ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতেছেন, এবং যথেচ্ছাচারীদিগকে নিগ্রহ

করিতেছেন, আমরা সেই ভরতাদেশ পালন করিতে গিয়া তোমার মত অধার্ম্মিক লোককে দণ্ড করিতেছি। লক্ষ্মণের সহিত আমার যেরূপ সৌহার্দ্দ্য, সুগ্রীবের সহিতও আমার সেইরূপ। সুগ্রীব, স্ত্রী ও রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত আমার কর্ম্ম সাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমিও প্রধান প্রধান বানরদিগের সমক্ষে তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধিবিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। এক্ষণে তদনুসারে যাহা যুক্ত, তাহারই সাধন করিলাম। ধর্ম্মাপেক্ষী লোকদিগের মিত্রের উপকার করাও কর্ত্তব্য, তদনুসারে তোমার নিগ্রহ করাও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। দেখ, মনু চরিত্রসংশোধক দুইটী শ্লোক বলিয়াছেন। মানবগণ পাপ কার্য্য করিলে রাজার দণ্ড গ্রহণ করিয়া নিষ্পাপ হয়, এবং পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গলাভ করে। নিগ্রহ বা মুক্তি দান বশতঃই হউক, পাপী পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে কিন্তু রাজা যদি দণ্ডের পরিবর্ত্তে মুক্তি দিয়া থাকেন, তবে সেই পাপ রাজাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কপিরাজ! পূর্ব্বকালে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তোমারই ন্যায় ঘোরতর পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, আমার পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য মান্ধাতা তাহার দণ্ড বিধান করেন, এবং অন্যান্য প্রমত্ত রাজারাও পাপানুষ্ঠান করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা তাহাদের পাপক্ষালন হয়। অতএব হে বানর শার্দ্দূল! তুমি পরিতাপ পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মানুসারেই তোমার এই দণ্ড বিধান হইয়াছে। আমরা স্বাধীন নহি, ধর্ম্মের অধীন।

হে বানরশ্রেষ্ঠ! ইহার আর একটী কারণ আছে, তাহা

তুমি শ্রবণ কর। তাহা শুনিয়া তুমি আর ক্রোধ করিবে না। আমি তোমাকে প্রচ্ছন্নভাবে বধ করিয়া আমার মনস্তাপ বা শোক হইতেছে না। লোকে দৃশ্য বা অদৃশ্যভাবে থাকিয়া বাগুরা ও পাশ প্রভৃতি বিবিধ কূট উপায় দ্বারা বহুতর মৃগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ সকল মৃগ প্রধাবিত বা ভীতই হউক, বিশ্বস্তই হউক বা অবিশ্বস্তই হউক, প্রমত্ত হউক বা অপ্রমত্তই হউক; মাংসাশী মানুষ তাহাদিগকে বধ করিয়া থাকেন। ধার্ম্মিক রাজর্ষিরাও মৃগয়ার্থ গমন করিয়া থাকেন, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ বর্ত্তে না। তুমিও সেই শাখামৃগ, সেই জন্যই তুমি যুদ্ধ কর বা নাই কর, মৃগ বলিয়াই তোমাকে বধ করিয়াছি। বীর! রাজা প্রজাগণের দুর্লভ ধর্ম্ম, জীবন ও শুভকার্য্যেরও বিধাতা। রাজা দেবতা, মনুষ্যরূপে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে হিংসা বা অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাকে অপ্রিয় বাক্য বলাও উচিত নহে। তুমি ধর্ম্ম না জানিয়া কেবল রোষভরে আমাকে অকারণ দোষ দিতেছ, আমি কিন্তু কুলধর্ম্মই রক্ষা করিয়াছি।

অনন্তর বালী রামের বাক্যে প্রবোধিত ও যার পর নাই ব্যথিত হইয়া চিন্তা করিলেন;—রাম নিতান্তই নির্দ্দোষ, তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই সত্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি ধর্ম্ম বিষয়ে উৎকৃষ্ট, আমি অপকৃষ্ট বানরজাতি হইয়া কিরূপে তোমার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিব? যাহা হউক, এক্ষণে আমি প্রমাদ বশতঃ যাহা কিছু অপ্রিয় কথা বলিয়াছি, তাহাতে আমাকে আর দোষ দিও না। তুমি ধর্ম্মাদি বিষয়ের সম্যক

তত্ত্ব অবগত আছ, প্রজাগণের হিতসাধনে তুমি নিয়ত আসক্ত, পাপ ও তদনুরূপ দণ্ড বিধান বিষয়ে তোমার বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ ও প্রসন্ন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যাহারা ধর্ম্মকে অতিক্রম করে, তাহাদের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য, তুমি আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা রক্ষা কর।

এই সময়ে বাষ্পভরে বালীর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তখন তিনি পঙ্কমগ্ন হস্তীর ন্যায় অত্যন্ত কাতর হইয়া রামের মুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্ষীণস্বরে কহিতে লাগিলেন,—রাম! আমি নিজের জন্য দুঃখিত নহি, তারা বা বন্ধু-বান্ধবের জন্যও শোকাকুল হই নাই। এক্ষণে কেবল স্বর্বর্ণাঙ্গদধারী গুণশ্রেষ্ঠ পুত্র অঙ্গদের নিমিত্তই চিন্তাকুল হইতেছি, তাহাকে বাল্যকাল হইতে লালন পালন করিতেছি। সে আমাকে দেখিতে না পাইয়া অতি দীন হইয়া পীতাম্বু জলাশয়ের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। সে নিতান্ত বালক অপরিণতবুদ্ধি। সে আমার একমাত্র পুত্র, তাহাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। এক্ষণে তুমি তাহাকে রক্ষা করিবে। সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি যেন তোমার সুমতি থাকে। তুমি তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে রক্ষাকর্ত্তা ও অকার্য্যে শাস্তা হইবে। হে নরপতে! ভরত ও লক্ষ্মণে তোমার যাদৃশী বৃত্তি, সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতিও যেন তদ্রূপই থাকে। তপস্বিনী তারা কেবল আমারই নিমিত্ত সুগ্রীবের নিকট কৃতাপরাধা। অতএব সুগ্রীব যেন তাহার অবমাননা না করেন, যে ব্যক্তি তোমার অনুগ্রহ লাভ করে, সে রাজ্য শাসন করিতেও সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি তোমার বশংবদ হইয়া তোমার চিত্তানুবর্ত্তন করে, সে তোমার

প্রসাদে স্বর্গও অধিকার করিতে পারে। তারা আমাকে নিবারণ করিলেও আমি তোমার হস্তে বধকামনা করিয়া সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই বানরেশ্বর এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন রাম বালীকে প্রবুদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন দেখিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সাধুসম্মত ও ধর্ম্ম প্রমাণ বাক্যে কহিলেন,—বানররাজ! আমি তোমাকে গুপ্ত বধ করিয়া অকার্য্য করিয়াছি, ইহা তুমি মনে করিও না। আপনাকেও অকার্য্য করণ দোষে অপরাধী বোধ করিও না। আমরা তোমা অপেক্ষা ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং আমি যাহা বলি, অনন্য মনে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি দণ্ডার্হকে দণ্ড দেন এবং যিনি দণ্ডার্হ হইয়া দণ্ড গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই কার্য্য কারণ গুণে অবসন্ন হন না। অতএব তুমি এই দণ্ড সংযোগ বশতঃ বিগতপাপ হইয়াছ। দণ্ডবিধায়ক শাস্ত্রানুসারে স্বীয় ধর্ম্মানুগত প্রকৃতিও লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি শোক, মোহ ও হৃদ্‌গত ভয়ও পরিত্যাগ কর। জন্মান্তরীয় কর্ম্ম কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। তোমার অঙ্গদ যেরূপ তোমার নিকট স্নেহে নিত্য পালিত হইত, আমার ও সুগ্রীবের নিকটেও সেইরূপেই থাকিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

অনন্তর বালী সেই সমরাবমর্দ্দী মহাত্মা রামের মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া যুক্তি সঙ্গত বাক্যে কহিলেন,—হে বিভো! আমি শরপীড়িত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া যাহা না জানিয়া তোমাকে বলিয়াছি, হে দেবেন্দ্র ভীমবিক্রম! তজ্জন্য তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি, আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর।

———

একোনবিংশ সর্গ।

—:*:—

বানরাধিরাজ বালী রামশরে ব্যথিত হইয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রস্তর ও বৃক্ষ দ্বারা আহত হইয়া ক্রমে জীবনান্তকালে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।

এদিকে তারা রামের শরে বালীর প্রাণান্ত হইয়াছে শুনিতে পাইলেন। তখন স্বামীর সেই নিদারুণ নিধনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে পুত্রের সহিত কিষ্কিন্ধ্যা হইতে নির্গত হইলেন। ঐ সময়ে অঙ্গদের সহচর মহাবল বানরেরা ধনুর্দ্ধারী রামকে অবলোকন করিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে। যূথপতি নিহত হইলে হরিণগণ যূথ-পরিভ্রষ্ট হইয়া যেমন পলায়ন করে, বানরগণ সেইরূপ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভীত চিত্তে চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিতেছে দেখিতে পাইলেন। সকলেই রামের ভয়ে অত্যন্ত ভীত ও দুঃখিত, যেন রামের শর তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তদ্দর্শনে তারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বানরগণ! তোমরা যে রাজসিংহের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভীত চিত্তে এরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছ কেন? যদি রামের জন্য ক্রূর ভ্রাতা সুগ্রীব রাম নিক্ষিপ্ত দূরগামী বাণ দ্বারা ভ্রাতা বালীকে নিপাতিত করিয়া থাকে, তাহাতেই বা তোমাদের পলায়নের প্রয়োজন কি? রাম দূরস্থ, তাহা হইতে তোমাদের ভয় সম্ভাবনা নাই।

বালীপত্নী তারার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কামরূপী বানরগণ তৎকালোচিত একবাক্যে কহিল,—অয়ি পুত্রবতি! ক্ষান্ত হও, পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা কর। যমই রামরূপে বিনাশ করিয়া বালীকে লইয়া গেল। বালী-প্রক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও বিপুল শিলাও প্রতিহত করিয়া বজ্রসম বাণ দ্বারা যেন বজ্র দ্বারাই নিহত হইয়াছেন। সেই ইন্দ্রসমপ্রভ বানর-শ্রেষ্ঠ বালী নিহত হইলে, তদীয় বানরসৈন্য সমুদায় ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে প্রধান প্রধান বীরগণ দ্বারা নগরীকে রক্ষা করুন এবং অঙ্গদকেও রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। বালি পুত্র অঙ্গদ রাজ্যাভিষিক্ত হইলে, সমস্ত বানরই তাঁহাকে সেবা করিবে। অথবা হে রাজমহিষি! তোমার আর এ স্থানে থাকাই উচিত হয় না। কারণ, অঙ্গদ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেও যদি রামের সহিত সুগ্রীব পুরপ্রবেশ করে, তবে হনুমান প্রভৃতি বানরগণ কিষ্কিন্ধ্যাস্থিত দুর্গ সমুদায় অদ্যই অধিকার করিয়া লইবে। এবং তাহারা প্রবেশ করিলে তৎপক্ষীয় সভার্য্যই হউক কিম্বা ভার্য্যারহিতই হউক, তাহারাও আসিয়া উপস্থিত হইবে। পূর্ব্বে আমরা উহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছিলাম, সেই সকল লুব্ধ ও পূর্ব্বপ্রতারিত বানরদিগের হইতে আমাদের বিশেষ ভয় সম্ভাবনা আছে।

অনন্তর অনতিদূরবর্ত্তী বানরদিগের এই সকল কথা শুনিয়া তারা অনুরূপ বাক্যে কহিলেন,—আমার স্বামী মহাভাগ কপি-সিংহ লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, এখন আর পুত্রে কি করিবে? রাজ্যেই বা প্রয়োজন কি? আত্মরক্ষাই বা কি জন্য? যিনি রাম-কর-প্রমুক্ত শরে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারই চরণে

শরণ লইব। এই কথা বলিয়া শোক-মূৰ্চ্ছিতা তারা দুঃখভরে বক্ষঃস্থল ও মস্তকে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে ধাবিত হইলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিতে পাইলেন;—সমরে অপরাঙ্মুখ বানর বীরদিগের যিনি নিধনকারী, যিনি বজ্র-পাণি ইন্দ্রের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতের নিক্ষেপকর্ত্তা, যিনি রণস্থলে ঘোর বায়ুচালিত মেঘমালার ন্যায় সিংহনাদ করিতেন, সেই ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী একজন অদ্বিতীয় বীর অন্য বীর কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। দেখিলেই মনে হয়, যেন পক্ষিরাজ গরুড়, সর্পের জন্য পতাকা-যুক্ত সর্ব্বলোক পূজিত বেদিসনাথ চতুষ্পথস্থিত বল্মীককে মথিত করিয়া রাখিয়াছে। আমিষলুব্ধ শার্দ্দূল যেন মহাকেশরীকে নিহত করিয়াছে। মহাবায়ুসহকৃত ঘোরতর মেঘ যেন বর্ষণান্তে স্থিরভাব ধারণ করিয়াছে। অদূরে প্রকাণ্ড ধনুতে আত্মদেহ নির্ভর করিয়া রাম অনুজ লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টি-পাত পূর্ব্বক রণনিহত স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যথিত হৃদয়ে সসম্ভ্রমে ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া “হা আর্য্যপুত্র” এই-মাত্র বলিয়া শোকভরে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন কুররীর ন্যায় রোরুদ্যমানা তাঁহাকে এবং অঙ্গদকে সমাগত দেখিয়া সুগ্রীবও যারপর নাই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন।

বিংশ সর্গ।

—:*:—

চন্দ্রমুখী তারা দেখিলেন, বালী রামের ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত, প্রাণান্তকর বাণে নিহত হইয়া ভূমিতে পতিত রহিয়াছেন। বোধ হইল, যেন একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ উন্মূলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে। গিরিবরাকৃতি হস্তি সদৃশ বালীকে বাণবিদ্ধ দেখিয়া তারা শোকে নিতান্ত অধীর হইলেন এবং ভর্ত্তাকে আলিঙ্গন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হে বানরশ্রেষ্ঠ, পরাক্রমশালিন্ বীর! তুমি আজ এই অপরাধিনীর সহিত কি জন্য বাক্যালাপ করিতেছ না? হে বানররাজ! উঠ, উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন কর; তোমার তুল্য শ্রেষ্ঠ রাজগণ কখন ভূতলে শয়ন করেন না।' বোধ হয়, তুমি আমা অপেক্ষাও বসুমতীকে অধিক ভালবাস, কারণ আমাকে ত্যাগ করিয়া প্রাণান্ত কালেও ইহাঁকে আলিঙ্গন করিতেছ! হে বীর! তুমি যখন কিষ্কিন্ধ্যার মায়া পরিত্যাগ করিয়া এখানে শয়ন করিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই বুঝিলাম, যে আজ তুমি ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বর্গে কিষ্কিন্ধ্যার ন্যায় কোন এক রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছ। তুমি মধুগন্ধি অরণ্য মধ্যে আমাদিগকে লইয়া নানারূপ বিহার করিতে, এক্ষণে তাহা সমাপ্ত হইল। তোমার বিনাশে আজ আমি নিরানন্দ ও হতাশ হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। আজ তোমাকে ধরাশায়ী দেখিয়া যখন আমার এই শোকাকুল হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া সহস্র ভাগে বিভক্ত হইল না, তখন

বুঝিলাম, ইহা নিতান্তই কঠিন। হে বানররাজ! তুমি সুগ্রীবকে নির্ব্বাসিত করিয়াছ এবং তাহার ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছ। এক্ষণে তাহার এইরূপ ফল প্রাপ্ত হইলে! আমি তোমার হিতৈষিণী, তোমারই মঙ্গল কামনায় যাহা বলিয়াছিলাম, মোহবশতঃ তুমি তাহাতে কর্ণপাত কর নাই। আমার বোধ হইতেছে, আজ তুমি রূপ-যৌবন-গর্ব্বিত, সুচতুর অপ্সরাদিগের মন উন্মত্ত করিয়া তুলিবে। হায়! এক্ষণে কালই তোমার বিনাশ করিল। তুমি অন্যের বশীভূত না হইলেও কালই তোমাকে বলপূর্ব্বক সুগ্রীবের নিকট আনিল। যখন তুমি অপর লোকের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, তখন তোমাকে বধ করিয়া অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াও রাম কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই, ইহা নিতান্ত অনুচিত। আমি পূর্ব্বে কখনও ক্লেশ পাই নাই। এখন আমাকে দয়ার পাত্র ও দীন হইয়া অনাথার ন্যায় বৈধব্য যন্ত্রণা ও শোক তাপ সহ্য করিতে হইবে। এই মহাবীর অঙ্গদ সুকুমার, চিরকাল সুখভোগ করাই ইহার অভ্যাস। আমি অনেক যত্নে ইহাকে লালন পালন করিয়াছি। এক্ষণে পিতৃব্য ক্রোধান্ধ হইলে, ইহার কিরূপ অবস্থা হইবে? বৎস অঙ্গদ! তুমি এই ধর্ম্মবৎসল পিতাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লও, তোমার ভাগ্যে আর ইহাঁর দর্শন ঘটিবে না।

নাথ! তুমি এখন প্রবাস গমনে উদ্যত হইয়াছ। অতএব মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক অঙ্গদকে আশ্বস্ত কর, আমার নিকট যাহা বক্তব্য আছে, বল। তোমাকে বধ করিয়া রামের একটী মহৎ কার্য্য-সিদ্ধ হইল। তিনি সুগ্রীবের নিকট যাহা

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিলেন। সুগ্রীব! তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক, তুমি রুমাকে পাইবে, তোমার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ কর।

হে বানররাজ! আমি এত করিয়া বিলাপ করিতেছি, তথাপি কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না? এখানে তোমার এই সমস্ত সুন্দরী পত্নী রহিয়াছেন, ইঁহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।

তখন বানরীগণ তারার এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় কাতর হইয়া অঙ্গদকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টনপূর্ব্বক দুঃখিত মনে রোদন করিতে লাগিল।

তারা বলিতে লাগিলেন,—নাথ! তুমি অঙ্গদকে রাখিয়া চিরকালের জন্য প্রবাসে চলিলে? অঙ্গদ সুদর্শন ও সুবেশ এবং গুণে প্রায় তোমারই অনুরূপ। ইহাকে ফেলিয়া যাওয়া তোমার উচিত নয়। হে বীর! আমি যদি কখন অজ্ঞাতসারে তোমার কিছু অপ্রিয় আচরণ করিয়া থাকি, তবে তোমার পায়ে ধরি, আমায় ক্ষমা কর। তারা বানরীগণের সহিত এইরূপ করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে বালীর অদূরে অনশন ব্রত অবলম্বনের সঙ্কল্প করিলেন।

একবিংশ সর্গ

-ঃ*ঃ

অনন্তর হনুমান্ আকাশ হইতে চ্যুত তারকার ন্যায় ভূতলে তারাকে পতিত দেখিয়া ধীরে ধীরে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। যে যেমন কর্ম্ম করে, সে সেইরূপ ফল ভোগ করে। গুণ হইতে শুভ এবং দোষ হইতে অশুভ ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ পাপ করিলে অমঙ্গল এবং পুণ্য করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে। জীব পরলোকে অনাকুল হইয়া সেই শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে। পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ থাকায় তুমি স্বয়ংই শোচনীয়, তুমি আবার কোন্ শোচনীয় ব্যক্তির জন্য শোক করিতেছ? কর্ম্মফলের বশীভূত বলিয়া তুমি নিজেই দীন, তুমি আবার কোন্ দীনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছ? এই জলবিম্বপ্রায় দেহে কে কাহার জন্য দুঃখিত হইতে পারে? তোমার পুত্র জীবিত আছে। এক্ষণে তোমায় এই কুমার অঙ্গদকে দেখিতে হইবে। বালীর মরণান্তে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই এক্ষণে চিন্তা কর। এই সংসারে জীবের জন্ম মৃত্যুর কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, ইহা তোমার অবিদিত নহে। অতএব পতি-পুত্রাদির বিয়োগ কাল উপস্থিত হইলে রোদনাদি পরিত্যাগ করিয়া যে সকল কার্য্য পরলোকে শুভজনক হইয়া থাকে, তাহা করাই কর্ত্তব্য। যিনি জীবিত থাকিলে বহু সংখ্যক বানর নানা আশায় জীবন ধারণ করিত, তিনিই আজ দেহত্যাগ করিলেন। ইনি নীতিশাস্ত্রানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা

করিতেন এবং বানরগণের প্রতি সাম, দান ও ক্ষমাশীল ছিলেন। এক্ষণে ইনি ধর্ম্মজয়ি-রাজগণের লোক লাভ করিলেন, সুতরাং ইহাঁর জন্য আর শোক করিও না। হে অনিন্দিতে! এই সকল বানর-বীর, এই অঙ্গদ এবং এই বানর-রাজ্য, এ সমস্তই তোমার। এক্ষণে এই সুগ্রীব ও অঙ্গদ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন। তুমি বালীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য এই দুই জনকে প্রেরণ কর। কুমার অঙ্গদ তোমার মতে থাকিযা রাজ্য শাসন করুন। যে জন্য পুত্রের প্রয়োজন, এক্ষণে বালীর পরলোক-হিতার্থে তাহার অনুষ্ঠান হউক। ইহাই বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত কার্য্য। অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর। পুত্রকে সিংহাসনে বসিতে দেখিলে, অবশ্যই শান্তি লাভ করিবে।

হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া তারা ভর্ত্তৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন,—আমি অঙ্গদের ন্যায় শত পুত্রও চাহি না। এক্ষণে এই মৃত বীরের দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক সহমরণই আমার পক্ষে ভাল বলিযা বোধ হইতেছে। বানররাজ্য ও অঙ্গদের অভিষেক—ইহাতে আমার কি ক্ষমতা আছে? সুগ্রীব অঙ্গদের পিতৃব্য, সুতরাং এই বিষয়ে তাঁহারই অধিকার। হে হনুমন্! তুমি এরূপ মনেও করিও না যে, আমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে যাইব। পুত্রের পক্ষে পিতাই বন্ধু, মাতা নহে। এক্ষণে বালীর আশ্রয় ব্যতীত ইহলোক এবং পরলোকে শুভজনক আমার আর কিছুই নাই। সুতরাং আমি এই মৃত মহাবীরের পার্শ্বে শযন করাই কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

দ্বাবিংশ সর্গ।

—:*:—

আসন্নমৃত্যু বালী চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অল্প অল্প নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রথমেই সম্মুখে অনুজ সুগ্রীবকে দেখিতে পাইলেন। বিজয়ী সেই বানরাধিপতি সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া সুস্পষ্ট বাক্যে স্নেহ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন,—বৎস সুগ্রীব! পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত বশতঃ অবশ্যম্ভাবী বুদ্ধিমোহ আমার উপস্থিত হইয়াছিল, তজ্জন্যই তোমার উপর শত্রু-বুদ্ধিতে যথেষ্ট অনিষ্টাচরণ করিয়াছি। এখন আর তাহা মনে করিয়া আমাকে দোষী করিও না। ভ্রাতঃ! বোধ হয়, বিধাতা আমাদের উভয়ের যুগপৎ রাজ্যভোগ সৌভ্রাত্র-সুখের বিধান করেন নাই, সেই জন্যই তাহার অন্যথা হইয়াছে। যাহা হউক, তুমি অদ্যই এই বন-রাজ্য গ্রহণ কর। জীবন, রাজ্য, বিপুল ঐশ্বর্য্য ও অনিন্দিত যশ এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অদ্যই আমি যমসদনে প্রস্থান করিতেছি, জানিবে। এই অবস্থায় আমি যাহা বলিতেছি, তাঁহা দুষ্কর হইলেও তাহা তোমার পালন করা কর্ত্তব্য। বীর! ঐ দেখ, আমার পুত্র অঙ্গদ বাষ্পাকুল বদনে ভূতলে পতিত রহিয়াছে, এই অঙ্গদ সুখোচিত, চিরদিন সুখেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; বালক অথচ সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ, ইহার সমস্ত অভিলাষই অপূর্ণ রহিয়াছে, আমার অবিদ্যমানে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর এই পুত্রকে তোমার ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে লালন পালন

করিবে। হে বানরেশ্বর! আমি যেরূপ ইহার পিতা, প্রার্থিত বস্তু দাতা, রক্ষাকর্ত্তা এবং ভয়ের সময় অভয়দাতা, তুমিও ইহার সেইরূপ হইবে। তোমারই ন্যায় পরাক্রমশালী শ্রীমান্ অঙ্গদ রাক্ষসদিগের বধের সময় তোমার অগ্রগামী হইবে। এই তারাতনয় অঙ্গদ তেজস্বী, বলবান্ যুবা, রণস্থলে আমারই অনুরূপ বিক্রম প্রদর্শন করিবে। আর এই সুষেণ-দুহিতা তারা অর্থ বিষয়ক সূক্ষ্ম বিচারে বিলক্ষণ পটু এবং অন্যান্য বিপত্তিকর বিষয়েও ইহাঁর বুদ্ধি অপ্রতিহত। ইনি যে কার্য্য সাধু বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাতে আর তুমি কোন সন্দেহ করিবে না। ইহাঁর অভিমত বিষয়ে কখন অন্যথা হয় না। রামের সমুদায় কার্য্যই তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে করিবে। উহার অকরণে তোমার অধর্ম্ম আছে। তিনি অবমানিত হইলে আমার ন্যায় তোমাকেও সংহার করিবেন। সুগ্রীব! আমার এই কাঞ্চনী দিব্যমালাও তুমি ধারণ কর। ইহাতে উদার রাজলক্ষ্মী বাস করিতেছেন। আমার মৃত্যু হইলে মৃত সংস্রবে সেই লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিবেন।

বালীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ বশতঃ জয়জনিত আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া রাহুগ্রস্থ চন্দ্রমার ন্যায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। অতঃপর বালীর সান্ত্বনাবাক্যে শান্ত হইলেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে পরস্পর স্নেহ সম্ভাষণপূর্ব্বক সেই মালা গ্রহণ করিলেন। সুগ্রীবকে মালা প্রদান করিয়া আসন্নমৃত্যু বালী নিকটবর্ত্তী আত্মজ অঙ্গদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

সস্নেহে কহিলেন,—বৎস! তুমি অদ্য হইতে কোন কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার না করিয়া দেশ ও কালোচিত কার্য্যই করিবে। তুমি সুগ্রীবের সুখে সুখী ও দুঃখ সময়ে দুঃখ সহিষ্ণু হইয়া সেবাপর হইবে। তোমাকে আমি বালক বোধে যে-রূপে পালন করিয়াছি, এক্ষণে তুমি সেইরূপে থাকিলে সুগ্রীব তোমাকে আদর করিবেন না। সুগ্রীবের অপকারী বা শত্রুর সহিত কখন মিত্রতা করিবে না। তুমি সর্ব্বদা কষ্ট সহিষ্ণু হইয়া প্রভুর কার্য্য সাধনে তৎপর থাকিবে। প্রভুর সহিত অতি প্রণয় বা একেবারে অপ্রণয় এ উভয়ই শ্রেয়স্কর নহে, অতএব মধ্যভাব অবলম্বন করিবে। এই কথা বলিয়া বালী শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার চক্ষু ঘুরিতে লাগিল এবং ভীষণ দন্ত বহির্গত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর যূথপতি বালী নিহত হইল দেখিয়া, সমস্ত বানর-গণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল;—কহিতে লাগিল, অদ্য বানরেশ্বর স্বর্গগত হওয়ায় কিষ্কিন্ধ্যা, উদ্যান, পর্ব্বত ও কানন সমুদায় শূন্য হইল। প্লবগরাজ নিহত হওয়াতে সমস্ত বানর আজ প্রভাহীন হইয়া পড়িল। যিনি মহাবল মহাবাহু গন্ধর্ব্বরাজ গোলভের সহিত পঞ্চদশ বৎসর অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, দিবারাত্রি কিছুমাত্র ভেদ ছিল না। এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধের পর ষোড়শবর্ষে ঐ যুদ্ধ নিবৃত্ত হয়। গোলভ ঐ যুদ্ধে নিহত হইল। সেই করালদর্শন বালী দুর্ব্বিনীত যক্ষপতিকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া-ছিলেন, এক্ষণে কি জন্য তিনি নিহত হইলেন?

সিংহসেবিত মহাবনে গোপতি বিনষ্ট হইলে যেমন তথায় ধেনুগণ সুখী হইতে পারে না, সেইরূপ বানরাধিপতি বালী নিহত হইলে, বনেচর বানরগণ কিছুতেই সুখ লাভ করিতে পারিল না। অতঃপর তারা মৃত স্বামীর বদন নিরীক্ষণ করিয়া বিষাদ সাগরে মগ্ন হইয়া ছিন্ন মহাবৃক্ষের আশ্রিতা লতার ন্যায় বালীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর তারা কপিরাজ বালীর সেই মুখখানি আঘ্রাণ পূর্ব্বক লোকবিখ্যাত মৃত পতিকে বলিতে লাগিলেন। হে বীর! তুমি আমার কথা না শুনিয়া এই উন্নতানত ক্লেশকর পাষাণ পরিপূর্ণ ভূমিতে অতি কষ্টে শয়ন করিয়া আছ। বোধ হয়, আমা অপেক্ষাও বসুন্ধরা তোমার নিকটে অধিক প্রিয়পাত্র। কারণ তুমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছ এবং আমার সহিত কথাও কহিতেছ না। হে সাহসী বীর! রাম যে সুগ্রীবের বশীভূত হইলেন, ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা। সুতরাং এখন হইতে সুগ্রীবই বীর বলিয়া গণ্য হইবেন। যে সকল ভল্লূক ও বানর তোমার সেবা করিত তাহাদের বিলাপ, অঙ্গদের শোক এবং আমার এই দুঃখপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও তুমি কেন জাগরিত হইতেছ না? হায়! এই সেই বীরশয্যা। পূর্ব্বে তুমিই ইহাতে

শত্রুদিগকে বধ করিয়া শয়ন করাইয়াছ, কিন্তু এক্ষণে যুদ্ধে হত হইয়া তুমি স্বয়ংই শয়ন করিয়াছ। বিশুদ্ধবংশে তোমার জন্ম, তুমি অতিশয় যুদ্ধপ্রিয়। এখন এই অনাথাকে একাকিনী রাখিয়া কোথায় গমন করিলে? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা আর যেন বীরপুরুষে কন্যাদান না করেন। দেখ, আমি বীরপত্নী হইয়াও সহসা বিধবা হইলাম। রাজপত্নী বলিয়া আমার মনে যে অভিমান ছিল, তাহা দূর হইল। আমাকে সুখ লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। আমি অগাধ ও দুস্তর শোক সাগরে মগ্ন হইলাম। বোধ হয়, আমার এই কঠিন হৃদয় প্রস্তরের সারাংশ দিয়া নির্ম্মিত, নতুবা আজ পতিবিনাশ দেখিয়াও শতভাগে বিভক্ত হইল না কেন। তুমি আমার সুহৃৎ, পতি এবং যথার্থই প্রিয়। এক্ষণে অপর ব্যক্তি যুদ্ধে আক্রমণ করিয়া তোমায় বধ করিল। ইহাতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না। পতিহীনা নারী পুত্রবতী হউক অথবা ধনধান্যশালিনী হউক, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিধবা বলিয়া থাকেন। হে বীর! তুমি নিজদেহ নিঃসৃত রক্তধারা মধ্যে শয়ন করিয়াছ। বোধ হইতেছে, যেন লাক্ষারাগ-রঞ্জিত আস্তরণে শয়ন করিয়াছ। তোমার সর্ব্বাঙ্গে ধূলি ও রক্ত। আমারও দুই হস্ত শোকে অতি দুর্ব্বল। হে বানররাজ! এই জন্য আমি তোমায় আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। রামের একমাত্র শরে যাহার ভয় দূর হইল, সেই সুগ্রীবই এই নিদারুণ শত্রুতায় কৃতকার্য্য হইলেন। তোমার হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ রহিয়াছে। গাত্রস্পর্শ করিলে পাছে তুমি ব্যথিত হও, এই জন্য অন্যে আমাকে সেই বিষয়ে নিবারণ করিতেছে।

তুমি পঞ্চত্ব পাইয়াছ, এক্ষণে কেবল আমি তোমায় দেখিতেছি।

অনন্তর নীল বালীর শরীর হইতে বাণ উদ্ধৃত করিলেন। বোধ হইল, যেন একটী ভীষণ সর্প গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইল। সেই বহিষ্কৃত-বাণ রুধির-রঞ্জিত হওয়ায়, অস্ত গমন-কালে সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যেমন পর্ব্বত হইতে অনবরত গলিত তাম্র ও গৈরিক জল পতিত হয়, তদ্রূপ বালীর শরীর হইতে শর নির্গত হইবামাত্র ব্রণমুখ দিয়া অনর্গল রক্তধারা বহিতে লাগিল। বালীর সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে আর্দ্র এবং রণস্থলের ধূলি সমূহে আচ্ছন্ন। তারা তাহা মার্জ্জনা করিয়া নেত্রজলে অভিষিক্ত করিলেন। তাহার পর পিঙ্গলচক্ষু অঙ্গদকে বলিলেন,—বৎস! তোমার পিতার এই নিদারুণ শেষ দশা উপস্থিত। ইনি পূর্ব্ব-পাপবশতঃ যে শত্রুতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অবসান হইল। ইঁহার শরীর নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল। ইনি এক্ষণে পরলোক গমন করিতে উদ্যত। অতএব বৎস! তোমার এই পিতাকে অভিবাদন কর। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র, অঙ্গদ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "আমি অঙ্গদ" এই কথা বলিয়া স্থূল ও বর্ত্তুল হস্তদ্বয়ে পিতার চরণ গ্রহণ করিলেন। তাহা দেখিয়া তারা বলিলেন,—নাথ! অঙ্গদ তোমাকে প্রণাম করিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে তুমি যেমন "দীর্ঘায়ু হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে, এক্ষণে কেন সেরূপ করিতেছ না? সিংহ বৃষকে বধ করিলে যেমন ধেনু বৎস লইয়া তাহার কাছে উপস্থিত থাকে, আমিও সেইরূপ পুত্রের সহিত

তোমার নিকটে রহিয়াছি। তুমি রণযজ্ঞ করিয়া রামের অস্ত্র-জলে যজ্ঞান্ত স্নান করিয়াছ। কিন্তু এই কার্য্যে কি জন্য সহধর্ম্মিণীকে ত্যাগ করিলে? ইন্দ্র যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে যে স্বর্ণমালা দিয়াছিলেন, এক্ষণে আর তাহা দেখিতেছি না কেন? সূর্য্য অস্তগত হইলেও প্রভা যেমন অস্তাচল পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ তুমি বিনষ্ট হইলেও রাজশ্রী তোমায় ত্যাগ করিতেছেন না। আমি তোমার হিতের নিমিত্ত যাহা বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা পালন কর নাই। আমিও তখন তোমায় নিবারণ করিতে পারি নাই। তুমি যুদ্ধে হত হইয়াছ। অঙ্গদকে লইয়া আমিও তোমার সহিত হত হইলাম এবং শ্রী তোমার সহিত আমাকেও ত্যাগ করিল।

চতুর্ব্বিংশসর্গ।

—:*:—

তারাকে প্রবল ও ভীষণ শোক-সাগরে নিমগ্ন দেখিয়া. সুগ্রীব স্বীয় ভ্রাতার অসদৃশ বধের নিমিত্ত নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। সেই মনস্বী সুগ্রীব ক্ষণকালের জন্য তারার বাষ্প-পূর্ণ মুখ অবলোকন করিয়া খিন্ন হইলেন ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পরে ভৃত্যগণে পরিবৃত হইয়া ধীরে ধীরে রামের নিকট গমন করিলেন। রামের হস্তে ধনুক এবং সর্প তুল্য ভয়ঙ্কর বাণ। তিনি যশস্বী। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ

রাজচিহ্নে বিভূষিত। সুগ্রীব রামকে বলিতে লাগিলেন,—রাজন্! তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইল। তুমি যে কার্য্য করিলে, তাহার ফল প্রত্যক্ষ দেখা গেল। আমি রাজ্য পাইলাম, বালীও বিনষ্ট হইল। কিন্তু হে রাজপুত্র! এই কুৎসিত প্রাণ দ্বারা রাজ্যসুখ ভোগ করিতে আমার মন কিছুতেই প্রবৃত্ত হইতেছে না। রাজমহিষী তারা অনবরত রোদন করিতেছেন, পুরবাসীরা দুঃখে কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, রাজার মৃত্যু হইয়াছে, অঙ্গদেরও জীবন সংশয় উপস্থিত। এরূপ অবস্থায় রাজ্য লইয়া আমার মনের তৃপ্তি হইতেছে না। পূর্ব্বে ভ্রাতা আমাকে অপমানিত করিয়াছিলেন। তাহা আমার নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল বলিয়া আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম। সেই জন্যই ভ্রাতৃ-বধের কামনা করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমি তাঁহার মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। এখন আমার মনে হইতেছে যে, চিরকাল ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিয়া স্বজাতিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যে কোন প্রকারে কালযাপন করাই আমার পক্ষে ভাল ছিল। বালিবধ পূর্ব্বক স্বর্গলাভও এখন আমার ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। সেই মতিমান্ মহাত্মা আমায় বলিয়াছিলেন,—"তুমি চলিয়া যাও, তোমায় বধ করিব না"। একথা তাঁহারই অনুরূপ হইয়াছিল। কিন্তু আমার এই ভ্রাতৃবধ কার্য্য এবং সেই নিমিত্ত আহ্বানবাক্য আমারই অনুরূপ হইল। এমন কি, যাহার উৎকট ভোগ লালসা আছে, সেও কি কখন রাজ্যসুখ এবং ভ্রাতৃবধ দুঃখের তারতম্য বিবেচনা করিয়া গুণ-

বান্ ভ্রাতার মৃত্যু কামনা করিতে পারে? বালী নিতান্ত অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া পাছে তাঁহার অপযশ হয়, এই ভয়ে আমাকে বধ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমি দুর্বুদ্ধি বশতঃ এরূপ অন্যায় কার্য্য করিলাম, যে তাঁহার প্রাণান্ত হইল। যখন আমি বৃক্ষ শাখা প্রহারে পলায়ন পূর্ব্বক তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আক্রোশ করিতেছিলাম, তখন বালী আমায় সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "এরূপ কার্য্য আর করিও না"। তিনি যথার্থই ভ্রাতৃত্ব, সাধুভাব ও ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আমি ক্রোধ, কাম ও কপিত্ব দেখাইলাম। সখে! ইন্দ্র যেমন বিশ্বরূপ বধ করিয়া পাপভাগী হইয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ ভ্রাতৃ-বধ করিয়া পাপে লিপ্ত হইয়াছি। এই পাপ চিন্তারও অযোগ্য। সাধুগণের ইহা নিতান্তই পরিত্যাজ্য, কখনই প্রার্থনীয় নহে এবং সর্ব্বপ্রকারে দর্শনের অযোগ্য পৃথিবী, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীজাতি ইন্দ্রের পাপের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু বানরের পাপ কে গ্রহণ করিবে এবং কেই বা সহ্য করিবে? অধর্ম্মে কুলক্ষয় হয়। আমি সেই অধর্ম্ম করিয়াছি। এক্ষণে প্রজাগণের নিকট সম্মান লাভ আমার পক্ষে উচিত নহে। রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, আমি যৌবরাজ্য লাভেরও যোগ্য নহি। আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহা অতি জঘন্য, লোক নিন্দিত, এবং পরলোকে পরমার্থনাশক। জলবেগ যেমন নিম্নদিকে ধাবিত হয়, সেই রূপ প্রবল শোকাবেগ আমায় আক্রমণ করিতেছে। গর্ব্বিত হস্তী যেমন নদীকূল বিদীর্ণ করে, সেইরূপ একটী প্রকাণ্ড

পাপময় হস্তী আমায় আঘাত করিয়া জর্জ্জরিত করিতেছে। ভ্রাতৃ বিনাশই এই হস্তীর দেহ, সন্তাপই তাহার শুণ্ড, মস্তক চক্ষু ও দন্ত। হে নরশ্রেষ্ঠ! অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবার সময় স্বর্ণ বিবর্ণ হয়, এবং তাহা হইতে যেমন মল নির্গত হইয়া যায়, সেইরূপ এই অসহ্য পাপ সংস্পর্শে আমার পূর্ব্বজন্মের সমুদায় পুণ্য দূর হইল। রাম! আমারই নিমিত্ত বালী বধ হইল, অঙ্গদ শোকে ও তাপে অধীর হইল। এই দুই কারণে মহাবল বানরগণের এই বংশের যেন অর্দ্ধেক প্রাণ বাহির হইয়া গেল। সুজন ও বশীভূত পুত্র সুলভ হইলেও অঙ্গদের তুল্য পুত্র কোথায়? হে বীর! সহোদরকে পাওয়া যাইতে পারে এমন স্থান আর কোথাও নাই। আজ যদি বীরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ জীবিত না থাকে তাহা হইলে, তারা নিশ্চয়ই পুত্রশোকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। যদি অঙ্গদ জীবিত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিপালনের নিমিত্ত তারা জীবিত থাকিতে পারেন। অতএব আমি ভ্রাতা ও তৎপুত্রের সহিত সমান হইবার আশায় প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিব। এই বানরগণ তোমার আদেশানুসারে সীতার অন্বেষণ করিবে। আমার মৃত্যু হইলেও তোমার এই কার্য্য অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। এই কুলনাশক অপরাধীর প্রাণধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। অতএব তুমি আমায় অগ্নি প্রবেশের নিমিত্ত আদেশ কর।

সুগ্রীবের এইরূপ কাতর বাক্য শ্রবণে রাম ক্ষণকালের জন্য দুঃখিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু বাষ্পে পরিপূর্ণ হইল। রাম ভুবনপালক ও পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল। তারা

শোকাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন। রাম পুনঃপুন তাহাই দেখিতে লাগিলেন এবং তারার শোক নিবারণের জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন। সেই সময়ে চারুনয়না তেজস্বিনী তারা পতিকে আলিঙ্গন করতঃ শয়ান ছিলেন। প্রধান মন্ত্রিগণ তাঁহাকে তথা হইতে তুলিলেন। যখন তাঁহাকে পতির নিকট হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া হইল, তখন তিনি দেখিলেন, রাম সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় তেজে উজ্জ্বল হইয়া শর ও শরাসন হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সেই হরিণলোচনা তারা পূর্ব্বে কখনও পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে দর্শন করেন নাই। এক্ষণে সেই চারুনেত্র রামের অঙ্গে রাজচিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে রাম বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তারা শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ইন্দ্র তুল্য, দুর্দ্ধর্ষ, মহানুভব রামের সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য সত্বর হইলেন, তাঁহার পদস্খলন হইতে লাগিল। তিনি শোকে স্বীয় মহিষী-গৌরব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রাম বিশুদ্ধসত্ত্ব এবং রণোৎকর্ষে লক্ষ্য বেধ করিয়াছেন। এক্ষণে তারা রামের নিকট গিয়া বলিতে লাগিলেন,—বীর! তোমাকে দেশ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না। তোমার গুণের সীমা নাই বলিয়া তোমাকে সহজে জানা যায় না। যোগীরাও সহজে তোমাকে প্রাপ্ত হন না। তুমি জিতেন্দ্রিয় ও পরমধার্ম্মিক। তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি বিচক্ষণ ও পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল। তোমার নেত্রযুগল রক্তবর্ণ, গাত্র সুদৃঢ়, হস্তে ধনুর্ব্বাণ। তুমি মনুষ্যদেহের শ্রীবৃদ্ধি সুখ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেহের সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছ। তুমি যে বাণে

আমার প্রিয়তমকে বধ করিলে, আমাকেও তাহারই দ্বারা বধ কর। আমি হত হইয়া তাঁহার নিকটে যাইব। আমা ব্যতীত বালীর মনস্তুষ্টি হইবে না। হে পদ্মপলাশলোচন! স্বর্গে অপ্সরা সকল বালীর চিত্তহরণের নিমিত্ত নানাবিধ রক্তপুষ্পে কেশপাশ অলঙ্কৃত করিয়া বিচিত্র বেশে তাঁহার নিকটে আসিবে। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবেন এবং তাহাদের সহিত মিলিত হইবেন। কিন্তু আমাকে দেখিতে না পাইয়া সুখী হইবেন না। হে বীর! এই রমণীয় শৈলশিখরে তুমি যেমন জানকীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, সেইরূপ বালী স্বর্গেও আমার বিরহে শোকাকুল ও বিবর্ণ হইবেন। সুন্দর পুরুষ স্ত্রীবিরহে কিরূপ কাতর হয়, তাহা তোমার অবিদিত নাই। অতএব আমাকে বধ কর। আমাকে না দেখিলে বালীর অসহ্য ক্লেশ হইবে। তুমি মহাত্মা। এরূপ মনে করিও না যে, আমাকে বধ করিলে স্ত্রী হত্যার পাপ হইবে। আমি বালীর আত্মা, আমাকে বধ করিলে, বালীকেই বধ করা হইল। অতএব আমাকে বধ কর। ইহাতে স্ত্রীবধের পাপ হইবে না। পত্নী পতি হইতে ভিন্ন নয়, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে। যাগাদির অনুষ্ঠানে অধিকার হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয়। আরও, ইহলোকে স্ত্রীদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান জ্ঞানীদিগের পক্ষে আর কিছুই নাই। তুমি ধর্ম্মের অনুরোধে আমাকে প্রিয়তমের হস্তে প্রদান করিবে, সুতরাং এই দান বলে তোমার স্ত্রীবধ জনিত অধর্ম্ম হইবে না। আমি অনাথা ও শোকার্ত্তা। এক্ষণে আমায় ভর্ত্তার নিকট হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায়

আমাকে বধ না করা তোমার উচিত নয়। যিনি হস্তীর ন্যায় বিলাসগামী, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের যোগ্য স্বর্ণমালায় সুশোভিত, সেই ধীমান্ বানররাজের বিরহে কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। মহাত্মা রাম এই কথা শুনিয়া তারাকে সান্ত্বনা করিয়া হিতকথা বলিতে লাগিলেন। হে বীরপত্নি! তুমি এইরূপ দুর্বুদ্ধি করিও না। বিধাতা জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বেদে বলে, তিনিই উহাদিগকে সুখ দুঃখের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। ত্রিলোকের স্থাবর জঙ্গমাদি সকলেই বিধাতৃ বিহিত বিধানের বশবর্ত্তী, কেহই তাহার অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে আমার সঙ্কল্পা-নুসারে বালী তোমার সম্বন্ধ জন্য প্রীতি লাভ করিবেন এবং তুমিও বালীর সম্বন্ধ জন্য প্রীতি-লাভ করিবে। তোমার পুত্রও যৌবরাজ্য লাভ করিবেন। আমি যাহা বলিলাম এবং করিলাম ইহাই বিধাতার বিধান। এইরূপে সকলই ঈশ্বরকৃত মনে করিয়া বীর পত্নীগণ শোক করেন না।

বীরপত্নী তারা বিলাপ করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রভাব-শালী, শত্রুতাপন, মহাত্মা রামের সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

—:*:—

রাম তুল্যরূপ শোকে আক্রান্ত হইয়া সুগ্রীব, তারা ও অঙ্গদকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—শোক ও পরিতাপ-দ্বারা মৃত ব্যক্তির কোন উপকারই হয় না। মৃত্যুর পর যে সকল কার্য্য করিতে হয়, এক্ষণে তাহারই অনুষ্ঠান করা উচিত। লোকাচারের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমরাও অশ্রুপাত করিয়া তাহা রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে আর বৃথা শোক করিয়া কাল হরণ করিও না। ইহাতে বিহিত কর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। অকালে কোন কার্য্য করা এবং সেই কার্য্যটী একেবারে না করা, প্রায় একই কথা। এই সংসারে কালই লোক সৃষ্ট্যাদির কারণ, কালই দিনাদি-রূপে আমাদিগকে লৌকিক ও অলৌকিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছে, এবং কালই বসন্তাদিরূপে প্রাণিগণকে জ্যোতি-ষ্টোমাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে। ফলতঃ কালের অপেক্ষা না করিয়া কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না। লোক পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের অধীন এবং কাল সেই কর্ম্মের অধীন ও কাল সেই কর্ম্মের সহকারী। স্বয়ং ঈশ্বরও কালকে অতিক্রম করিতে পারেন না। কাল অক্ষয়। এমন কি অতি উৎকৃষ্ট জীবগণ ও প্রাক্তন কর্ম্মের ফল অতিক্রম করিতে পারেন না। যাহা উৎপত্তি যোগ্য তাহার উৎপত্তি এবং যাহা নশ্বর তাহার নাশ অবশ্যই হইবে। কালের নিকট পক্ষপাত নাই, যথাকালে সমস্ত বস্তুই সংহার করিয়া

থাকে; মন্ত্র-তন্ত্র ঔষধাদি কোন কারণেই কালকে নিবৃত্ত করিতে পারে না। কাল কোন কারণেই স্বকৃত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করে না। কাল উপস্থিত হইলে, মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তিরও অবশ্যই বিনাশ হইবে। বহুমিত্র ও বহুজ্ঞাতি আছে বলিয়া কাল কখনও সংহার কার্য্যে নিবৃত্ত হইবে না। কাল কখনই জীবগণের অধীন নয়। সর্ব্বপ্রকার সুখ দুঃখ লাভই কালকৃত স্ব স্ব কর্ম্মের পরিণাম, ইহা বিবেকি ব্যক্তিগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য। হর্ষ, বিষাদ অথবা নিজ সামর্থ্যের নিন্দা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সকলই কাল-প্রভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বালী সামদান প্রভৃতি রাজগুণে উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যে ভোগ সুখ লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পরলোকে গমন করিয়া আপনার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। সেই মহাত্মা স্বীয় ধর্ম্মবলে স্বর্গ জয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে যুদ্ধে দেহ ত্যাগ করিয়া তাহা অধিকার করিলেন। এই বানরপতির এক্ষণে যে অবস্থা ঘটিল, ইহাই কালকৃত উত্তম ব্যবস্থা। সুতরাং সে জন্য পরিতাপ করা উচিত নহে। এক্ষণে বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য।

রামের বাক্য শেষ হইলে, বীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে বিনয় বাক্যে বলিতে লাগিলেন। তখন সুগ্রীব শোকে অচেতনপ্রায় হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন,—সুগ্রীব! তুমি তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালীর দাহাদি কার্য্য সম্পন্ন কর। অগ্নিসংস্কারের নিমিত্ত প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ এবং দিব্য চন্দন আনয়ন করিতে আদেশ কর। অঙ্গদ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর

হইয়াছেন, তুমি ইহাঁকে সান্ত্বনা কর। এই পুরী এক্ষণে তোমার অধীন। তুমি আর জড়প্রায় হইয়া থাকিও না। এক্ষণে অঙ্গদ মাল্য, বিবিধ বস্ত্র, ঘৃত, তৈল ও গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহ করুন। তার! তুমিও অবিলম্বে শিবিকা লইয়া আইস। এ সময়ে ত্বরাই বিশেষ প্রয়োজন। বল-বান্ বহনসমর্থ শিবিকাবাহক বানরগণ সজ্জিত হউক। তাহারা বালীকে দাহস্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া রামের নিকট গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

তখন তার লক্ষ্মণের আদেশে সসম্ভ্রমে গুহামধ্যে প্রবেশ করিল এবং শিবিকা লইয়া পুনরায় আসিল। বলবান্, বহনপটু বানরেরা ঐ শিবিকা বহন করিতেছে। উহার মধ্যে রাজযোগ্য বহুমূল্য আসন, চারিদিকে বৃক্ষ, পক্ষী ও পদাতির প্রতিকৃতিতে অঙ্কিত। শিবিকাখানি প্রকাণ্ড ও দেখিতে রথের মত এবং সুসন্নিবিষ্ট। ঠিক যেন সিদ্ধগণের বিমান। উহার সন্ধি সকল সুশ্লিষ্ট। উহাতে কাষ্ঠময় ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও জাল বেষ্টিত গবাক্ষ আছে। শিল্পিগণ বিশেষ নৈপুণ্য-সহকারে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহা উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যে খচিত, পুষ্প মাল্যে সুশোভিত, রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত, রমণীয় আভরণ ও হারে বিভূষিত, উপরিভাগে প্রসারিত পঞ্জর দ্বারা আচ্ছন্ন এবং নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ পরম শোভা-শালি পদ্মমালায় সুসজ্জিত।

রাম ঐরূপ শিবিকা দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—বৎস! এক্ষণে বালীকে শীঘ্র শ্মশানে লইয়া যাও এবং ইহাঁর প্রেত-কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

অনন্তর সুগ্রীব অঙ্গদের সহিত রোদন করিতে করিতে বালীকে লইয়া শিবিকায় তুলিলেন। তিনি মৃত বালীকে শিবিকায় স্থাপনপূর্ব্বক বিবিধ বসন ভূষণ ও মাল্যে সুসজ্জিত করিয়া বাহকগণকে আজ্ঞা করিলেন,—তোমরা এক্ষণে নদী-তীর সমীপে আর্য্যের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর। বানরগণ প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ রত্ন বর্ষণ করিতে করিতে অগ্রে গমন করুক, তাহার পর শিবিকা যাইবে। পৃথিবীতে রাজাদিগের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখা যায়, সেইরূপ সমারোহের সহিত বানরেরা ভর্ত্তার সৎকার করুক।

অনন্তর তার প্রভৃতি সকলেই বালীর সৎকারের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। বানরগণ বন্ধুহীন হইয়া রোদন করিতে করিতে যাইতে লাগিল। বালীর আশ্রিত বানরীগণ এবং তারা প্রভৃতি বানরী সকলে বন্ধুহীন হইয়া পরস্পর মিলিত হইলেন এবং হা বীর! হা বীর! এই বলিয়া পুনঃপুনঃ কাতরস্বরে রোদন করিতে করিতে ভর্ত্তার অনুগমন করিতে লাগিলেন। সেই বানরীগণের ক্রন্দন শব্দের প্রতিধ্বনি বশতঃ বন পর্ব্বত সমস্তই যেন রোদন করিতে লাগিল।

অনন্তর বনচারী বানরেরা গিরিনদীর পুলিনে উপস্থিত হইয়া পবিত্র জলার্দ্র স্থানে চিতা প্রস্তুত করিল। বাহকগণ স্কন্ধ হইতে শিবিকা নামাইয়া শোকাকুল হইয়া প্রান্তভাগে দাঁড়াইল। তখন তারা পতিকে শিবিকাতলে শয়ন করিতে দেখিয়া তাঁহার মস্তক স্বীয় অঙ্কদেশে স্থাপন পূর্ব্বক দুঃখিত মনে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা বানর মহা-রাজ! হা নাথ! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! একবার

আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতে। এখন আমি তোমার শোকে কাতর হইয়াছি, একবার দেখ। তুমি প্রাণত্যাগ করিয়াছ। তথাপি তোমার মুখখানি যেন হাস্যপূর্ণ রহিয়াছে। জীবিতকালের ন্যায় এখনও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে স্বয়ং যমই রামরূপ ধারণ করিয়া তোমায় লইয়া চলিলেন। সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে ইহাঁর একশরে আমরা সকলেই বিধবা হইলাম। হে রাজেন্দ্র! এই তোমার সেই বানরীগণ। ইহারা প্লুতগতি জানে না, পদব্রজে এতদূর আসিয়াছে। তুমি কি ইহা বুঝিতেছ না? এই চন্দ্রমুখী বানরীগণ তোমার অতি প্রিয়। হে বানররাজ! তুমি এক্ষণে সুগ্রীবকে কেন দেখিতেছ না? এই তার প্রভৃতি সচিবগণ, ঐ পুরবাসিগণ, তোমাকে বেষ্টন করিয়া বিষণ্ণভাবে রহিয়াছে। এক্ষণে তুমি ইহাঁদিগকে পূর্ব্ববৎ বিদায় দাও। তাহার পর আমরা সকলে কামোন্মত্ত হইয়া অরণ্যে বিহার করিব। তারাকে শোকাকুল চিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া বানরীগণ দুঃখিত হইয়া তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল।

অনন্তর অঙ্গদ সুগ্রীবের সহিত রোদন করিতে করিতে পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন। তৎকালে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল শোকে অভিভূত হইল। যথানিয়মে অগ্নি প্রদান করিয়া ব্যাকুল মনে সুদূর-প্রস্থিত পিতাকে দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পরে বানরগণ যথাবিধি বালীর অগ্নি সংস্কার করিয়া নদীর পুণ্য সলিলে তর্পণের নিমিত্ত গমন করিল। তাহারা সুগ্রীব ও তারার সহিত

অঙ্গদকে অগ্রে রাখিয়া তর্পণজল সেচন করিতে লাগিল। মহাবল রাম সুগ্রীবের ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জলদান প্রভৃতি প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। অনন্তর সুগ্রীব পৌরুষশালী অগ্নিতুল্য তেজস্বী, জাজ্বল্যমান এবং রামবাণে হত বালীর অগ্নি সংস্কার করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

—:*:—

যখন সুগ্রীব আর্দ্রবসন পরিধান করিয়া শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, সেই সময়ে প্রধান প্রধান বানরগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। যেমন ঋষিগণ ব্রহ্মার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করেন, সেইরূপ বানরেরা মহাবাহু রামের সমীপে গমন করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর মরুৎপুত্র হনুমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে বলিতে লাগিলেন। হনুমানের দেহকান্তি সুবর্ণ শৈলের ন্যায় এবং মুখ নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় লোহিতবর্ণ। তিনি বলিলেন,—রাম! তোমারই প্রসাদে সুগ্রীব এই বিশাল পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। যে বানরগণের দন্তসমূহ অতিসুন্দর এবং যাহারা নিতান্ত বলশালী, সেই মহাত্মা বানরগণের রাজ্য ইহাঁর পক্ষে অতিদুর্লভ ছিল; কিন্তু তাহাও তিনি এক্ষণে প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে অনুমতি

কর, ইনি সুহৃদগণের সহিত শুভনগরে প্রবেশ করিয়া রাজকার্য্য করিবেন। ইনি বিবিধ গন্ধদ্রব্য ও ঔষধদ্বারা যথাবিধি স্নান করিয়াছেন। এক্ষণে তোমাকে বিবিধমাল্য ও রত্নে সবিশেষ অর্চ্চনা করিবেন। তুমি ঐ রমণীয় গিরিগুহায় চল এবং রাজ্যাভিষেক দ্বারা সুগ্রীবকে বানরগণের আধিপত্য প্রদান করতঃ তাহাদিগকে আনন্দিত কর। হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাবীর, বুদ্ধিমান্ ও বাক্‌পটু রাম উত্তর করিলেন। পিত্রাদেশ পালনের অনুরোধে আমি চতুর্দ্দশ বৎসর গ্রাম বা নগরে প্রবেশ করিব না। বানরশ্রেষ্ঠ মহাবীর সুগ্রীব রমণীয় ও সমৃদ্ধিশালি গুহায় গমন করুন এবং তুমিই শীঘ্র ইহাঁকে যথাবিধি রাজ্যে অভিষিক্ত কর।

রাম হনূমান্‌কে এই কথা বলিয়া বলবিক্রমশালী সুগ্রীবকে বলিলেন। তুমি এই বীর অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। ইনি বালীর জ্যেষ্ঠপুত্র এবং পরাক্রমে তাঁহারই অনুরূপ এবং তেজস্বী। অতএব ইনিই যৌবরাজ্য লাভের উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে বর্ষাকাল উপস্থিত। বর্ষার চারি মাসের মধ্যে এই শ্রাবণই প্রথম। এই মাসে অনবরত বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। বর্ষাকাল যুদ্ধযাত্রার সময় নহে। তুমি এই শুভপুরীতে প্রবেশ কর। আমি লক্ষ্মণের সহিত এই পর্ব্বতে বাস করিব। এই বিশাল গিরিগুহা অতি রমণীয়। ইহাতে প্রভূত পরিমাণে জল ও বায়ু আছে এবং পদ্মও প্রচুর। কার্ত্তিক মাস আসিলে রাবণ বধের উদ্যোগ করিও। আমাদের এই সঙ্কল্প স্থির থাকিল। তুমি স্বীয় আলয়ে গমন পূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণ করিয়া সুহৃদগণের আনন্দ বর্দ্ধন কর।

তাহার পর সুগ্রীব রামের অনুমতি লইয়া বালিরক্ষিত রমণীয় কিষ্কিন্ধ্যা পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহস্র সহস্র বানর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রজাগণ কপিরাজকে দর্শন করিবামাত্র অবনত হইয়া একাগ্র চিত্তে দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইল। তিনি তাহাদিগকে সম্ভাষণ ও উত্থাপন করত ভ্রাতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

যেমন দেবগণ ইন্দ্রের অভিষেক করেন, সেইরূপ সুহৃদ্গণ অন্তঃপুর প্রবিষ্ট ভীম পরাক্রম বানররাজ সুগ্রীবের অভিষেক করিতে লাগিলেন। স্বর্ণ খচিত শ্বেতচ্ছত্র এবং স্বর্ণদণ্ড শোভিত শ্বেত চামর আনীত হইল। বিবিধ রত্ন, বিবিধ বীজ, সর্ব্বৌষধি, ক্ষীরবৃক্ষের অঙ্কুর ও পুষ্প, শুক্ল বস্ত্র, শ্বেত চন্দন, সুগন্ধি মাল্য, স্থলজ ও জলজ পুষ্প, দিব্য চন্দন, প্রচুর পরিমাণে বিবিধ গন্ধদ্রব্য, অক্ষত, সুবর্ণ, প্রিয়ঙ্গু, ঘৃত, মধু, দধি, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উত্তম পাদুকা, অনুলেপনদ্রব্য, কুঙ্কুম এবং মনঃশিলা লইয়া ষোড়শটী কুমারী প্রফুল্ল মনে আগমন করিল। অনন্তর সেই সুহৃদ্গণ সুগ্রীবের অভিষেকের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে রত্ন, বস্ত্র ও ভক্ষ্যবস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। পরে যাঁহারা মন্ত্রজ্ঞ, তাঁহারা কুশনির্ম্মিত আস্তরণে প্রজ্বলিত অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক মন্ত্রপূত ঘৃতদ্বারা হোম করিতে লাগিল।

অনন্তর মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সুগ্রীবকে রাজপ্রাসাদের শিখর দেশে উৎকৃষ্ট আসনে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করান হইল। এই শিখরদেশ অতি রমণীয় এবং বিচিত্র মাল্যে সুশোভিত। বানরগণ নদ, নদী, বিবিধ তীর্থ ও সকল সমুদ্র হইতে বিমল

জল আহরণ করিয়া স্বর্ণকুম্ভে রাখিতে লাগিল। গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনূমান্ ও জাম্ববান্—ইহারা সকলে বৌধায়নাদি মহর্ষি নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে সেই জলপূর্ণ শুভ কাঞ্চনকলস ও বৃষশৃঙ্গদ্বারা সুগ্রীবকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা সুগ্রীবের উপর সুগন্ধ ও নির্ম্মল বারি সেচন করিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল, যেন বসুগণ সহস্র লোচন ইন্দ্রের অভিষেক করিতেছেন। সুগ্রীব অভিষিক্ত হইলে, শত সহস্র মহাত্মা বানর পুঙ্গব আহ্লাদে আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল।

সুগ্রীব রামের আদেশানুসারে অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অঙ্গদ অভিষিক্ত হইলে মহাত্মা বানরগণ পরমপ্রীত হইয়া "সাধু সাধু" বলিয়া সুগ্রীবের পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃপুন রাম-লক্ষ্মণের স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী পরম রমণীয় হইয়া উঠিল। ধ্বজ ও পতাকায় শোভিত হইল এবং সকল লোককেই হৃষ্টপুষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

কপিরাজ সুগ্রীব মহাত্মা রামকে অভিষেকের সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক ভার্য্যা রুমাকে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ।

—:*:—

সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবিষ্ট এবং অভিষিক্ত হইলে, রাম লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্ব্বতে গমন করিলেন। এই পর্ব্বত ব্যাঘ্র, মৃগ ও সিংহে পরিপূর্ণ। সিংহগণের গর্জ্জন অতি ভয়ঙ্কর। চারিদিক্ নানা লতা, গুল্মে ও বহুবিধ বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। ভল্লূক, বানর, গোপুচ্ছ ও বিড়ালেরা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। এই পর্ব্বত মেঘ রাশির ন্যায় নীলবর্ণ, সর্ব্বদাই পবিত্র ও মঙ্গলময়। রাম লক্ষ্মণের সহিত বাস করিবার নিমিত্ত উহারই শিখর দেশে এক বিশাল গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নিষ্পাপ রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবের সহিত কথা বার্ত্তা স্থির করিয়া বিনীত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে তৎকালোচিত মহদ্বাক্য বলিতে লাগিলেন। হে শত্রুনাশক সুমিত্রানন্দন! এই গিরিগুহা অতি বিশাল, রমণীয় এবং যথোচিত বায়ুপূর্ণ। আমরা ইহাতে বর্ষাকালে বাস করিব। হে রাজপুত্র! দেখ, এই গিরিশৃঙ্গ কেমন সুন্দর এবং শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্ত শিলা সকলে শোভিত। ইহাতে নানাবিধ ধাতু ও অনেক নদীজাত দর্দুর আছে। বিবিধ বৃক্ষ ও বিচিত্র লতায় কেমন সুন্দর হইয়াছে। নানাবিধ পক্ষিকুল কলরব করিতেছে, ময়ূরগণ কেকারব করিতেছে। মালতী, কুন্দ, সিন্ধুবার, শিরীষ, কদম্ব, অর্জ্জুন ও সালপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

হে রাজপুত্র! ঐ দেখ, আমাদের গুহার অনতিদূরে একটী বিকসিত সরোজ-শোভিত সুরম্য সরোবর। এই গুহা ঈশান দিকে ক্রমশঃ সন্নত হইয়াছে এবং ইহার পশ্চাদ ভাগে উচ্চ, সুতরাং ইহাতে পূর্ব্ব দিকের বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না। গুহাদ্বারে এক সমতল সুপ্রশস্ত সুন্দর শিলা আছে, উহা দলিত অঞ্জন রাশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। এই শিলার জন্য আমাদের বাহিরে উপবেশনের বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। বৎস! ইহার উত্তর ভাগে কেমন একটী সুন্দর শৃঙ্গ রহিয়াছে, দেখ। উহা দলিত অঞ্জন রাশির ন্যায় এবং গগনে উদিত মেঘের ন্যায় গাঢ় নীলবর্ণ। দেখ, উহার দক্ষিণ দিকেও একটী শৃঙ্গ রহিয়াছে। উহাতে নানাবিধ ধাতু আছে। শৃঙ্গটী যেন শুভ্র বস্ত্রের ন্যায়, অথবা কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায়। চিত্রকূট পর্ব্বতে মন্দাকিনীর ন্যায়, এই গুহার সম্মুখে একটী নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। উহাতে কর্দ্দমের লেশমাত্রও নাই। উহার তীরে চন্দন, তিলক, সাল, অতিমুক্ত, পদ্মক, সরল, অশোক, বানীর, স্তিমিদ, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ, কদম্ব, বেতস, কৃতমালক প্রভৃতি বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ঐ নদী বসনভূষণে অলঙ্কৃতা রমণীর ন্যায় মনোহারিণী। উহাতে শত শত পক্ষী নিনাদ করিতেছে, চক্রবাকগণ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে, হংস সারসগণ ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে। ইহার পুলিন অতি রমণীয়। চারিদিকে নানা রত্ন বিরাজ করিতেছে। বোধ হয়, যেন নদী হাস্য করিতেছে। কোন স্থান নীলোৎপলে, কোন স্থান রক্তোৎপলে, আবার কোন

স্থান শুভ্র রমণীয় কুমুদ কলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া কি রমণীয় শোভাই ধারণ করিয়াছে। ইহাতে শত শত জলচর পক্ষী রহিয়াছে, বক ও ময়ূরগণ শব্দ করিতেছে। মুনিগণ এই মনোহর নদীতে স্নান করিয়া থাকেন।

বৎস! দেখ, ঐ চন্দন ও ককুভ বৃক্ষশ্রেণী কেমন সুন্দর। উহারা যেন মনের বেগে উত্থিত হইয়াছে। হে শত্রুনাশক সুমিত্রানন্দন! এই স্থান অতি রমণীয়। ইহাতে বাস করিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিব। ইহারই অনতিদূরে সুগ্রী-বের সেই বিচিত্র কানন পরিপূর্ণ পরমরমণীয় কিষ্কিন্ধ্যা পুরী। হে জয়িশ্রেষ্ঠ! বানরগণের শব্দ, মৃদঙ্গধ্বনি এবং গীতবাদ্য এখান হইতেও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কপিবর সুগ্রীব রাজ্য ও ভার্য্যালাভ করত সুহৃদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যলাভে নিশ্চয়ই বিশেষ আনন্দভোগ করিতেছেন। প্রস্রবণ পর্ব্বতের গুহায় ও কুঞ্জে নানাবিধ উত্তম বস্তু আছে, সেই জন্য রাম এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই পর্ব্বতে বহু সুখকর বস্তু থাকিলেও তথায় বাস করিয়া রাম কিছুমাত্র সুখলাভ করিতে পারি-লেন না। বিশেষতঃ চন্দ্র উদিত হইতেছেন দেখিয়া, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে স্মরণ করত কিছুতেই শান্তি পাইলেন না। তিনি রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না। সীতাশোকে কাতর হইয়া অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে লক্ষ্মণও রামের ন্যায় দুঃখিত হইয়া অনুনয় পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—বীর! আপনি শোক করিবেন না,

শোকে সকলই বিনষ্ট হয়, ইহা আপনি অবগত আছেন। আপনি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আপনি দেব-পূজক আস্তিক, ধার্ম্মিক ও উদ্যমশীল। রণস্থলই বিক্রম প্রকাশের স্থান। এক্ষণে আপনি শোকে নিরুৎসাহ হইলে, যুদ্ধে সেই কুটিল রাক্ষসকে কখনই বিনাশ করিতে পারিবেন না। অতএব আপনি শোক দূর করুন, উৎসাহ অবলম্বন করুন। তাহা হইলে সেই রাক্ষসকে সপরিবারে বধ করিতে পারিবেন। রাবণের কথা দূরে থাকুক, বন ও পর্ব্বতের সহিত এই সসাগরা পৃথিবীকেও আপনি বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ। এখন বর্ষাকাল উপস্থিত। শরৎকালের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। তাহা হইলেই রাজ্য এবং দলবলের সহিত রাবণকে বধ করিতে পারিবেন। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি যেমন হোমকালে আহুতি দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আমিও তদ্রূপ উত্তেজক বাক্যে আপনার প্রচ্ছন্ন শক্তি উদ্দীপিত করিতেছি।

রাম, লক্ষ্মণের এই হিতকর বাক্যের প্রশংসা করিয়া হিতৈষী ভ্রাতাকে স্নেহ পূর্ণ বাক্য বলিতে লাগিলেন,—লক্ষ্মণ! বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়কালেই অনুরক্ত, হিতৈষী এবং মহাবীর পুরুষে যাহা বলিয়া থাকেন, তুমি তাহাই বলিলে। আমি এই সর্ব্বকার্য্যবিনাশক শোক পরিত্যাগ করিলাম। বিক্রম প্রকাশ কালে তেজ অপ্রতিহত থাকাই উচিত। আমার সেই তেজ প্রচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে উদ্দীপিত করিলাম। এক্ষণে তোমার কথানুসারে শরৎকালের প্রতীক্ষায় থাকিলাম। শরৎকাল উপস্থিত হইলে নদীর জল নির্ম্মল হইবে। তখন

সুগ্রীবও প্রসন্ন হইবেন। বীরগণ উপকৃত হইলে কখনই প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ হন না। যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া প্রত্যুপকারে বিরত হন, তাহা হইলে সাধুগণের মিত্রতা নাশ হইয়া থাকে।

অনন্তর লক্ষ্মণ প্রিয়দর্শন রামের বাক্য সঙ্গত মনে করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং স্বীয় শুভ বুদ্ধি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—রাজন্! সুগ্রীব অচির-কাল মধ্যেই আপনার এই সকল অভীষ্ট সাধন করিবেন। আপনি শত্রু বধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শরতের প্রতীক্ষায় বর্ষাগম সহ্য করুন। আপনি এক্ষণে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বর্ষাকাল অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত চারিমাস আমার সহিত এই সিংহ সেবিত পর্ব্বতে বাস করুন। তাহা হইলেই আপনি শত্রু বধে সমর্থ হইবেন।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

—:*:—

রাম বালীকে বিনাশ ও সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতে বাস করিতেছেন, ইত্যবসরে বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। তখন লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—বৎস! এইত সেই বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। দেখ, আকাশ মণ্ডল পর্ব্বতাকার মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন হইল। উহা সূর্য্য রশ্মি দ্বারা সমুদ্রের রস পান করিয়া নয় মাস ধরিয়া

গর্ভ ধারণ করিয়াছিল। সম্প্রতি উহা সুস্বাদু জল রূপে প্রসব করিতেছে।

এই সমুদায় মেঘরূপ সোপান-শ্রেণীদ্বারা আকাশে আরোহণ করিয়া কুটজ ও অর্জ্জুন পুষ্পের মালা দ্বারা সূর্য্যকে অলঙ্কৃত করিতে পারা যায়। দেখ, এই সমুদায় মেঘ সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হওয়ায় তাম্রবর্ণ হইয়াছে, উহার প্রান্ত ভাগ শুভ্রবর্ণ, জল সম্পর্কে নিতান্ত স্নিগ্ধ, দেখিয়া বোধ হইতেছে, আকাশের ব্রণমুখ যেন বস্ত্র খণ্ড দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে। এই সময়ের আকাশ যেন বিরহীর ন্যায় শোভা পাইতেছে, মন্দ মারুত ইহার নিশ্বাস, সন্ধ্যারাগ ইহার চন্দন চর্চ্চা, প্রান্তে পাণ্ডুরমেঘ ইহার পাণ্ডুতা। পৃথিবী এত দিন গ্রীষ্মতাপে সন্তপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে নূতন বারিবর্ষণে আর্দ্র হইয়া শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায় বাষ্প পরিত্যাগ করিতেছে। এই মেঘোদর নির্ম্মুক্ত কর্পূরশীতল—জলবৎ শীতল কেতকসুগন্ধি মন্দ বায়ু যেন অঞ্জলি দ্বারা পানের যোগ্য হইয়াছে। প্রস্ফুটিত অর্জ্জুন পুষ্পে সুশোভিত কেতকীকুসুম সুবাসিত এই পর্ব্বত নিঃশত্রু সুগ্রীবের ন্যায় ধারাবর্ষণে অভিষিক্ত হইতেছে। এই পর্ব্বত মেঘরূপ কৃষ্ণাজিন ও ধারারূপ যজ্ঞ সূত্র ধারণ করিয়া গুহা মুখ বায়ু সংযোগে শব্দায়মান হইয়া অধ্যায়নাসক্ত ব্রাহ্মণ কুমারের ন্যায় বোধ হইতেছে।

আকাশতল বিদ্যুৎরূপ সুবর্ণময়ী কশা দ্বারা আহত হইয়া মেঘ গর্জ্জন দ্বারা কশাঘাতে ব্যথিত অশ্বের ন্যায় শব্দ করিতেছে। বিদ্যুৎ, সুনীল মেঘরাজিতে বিরাজিত হইয়া রাবণাঙ্কে স্ফূর্ত্তিমতী তপস্বিনী বৈদেহীর ন্যায় শোভা

পাইতেছে। দিক্ সমুদায় মেঘে আছন্ন হওয়াতে গ্রহ চন্দ্রাদি কিছুই লক্ষিত হইতেছে না, সুতরাং পূর্ব্ব পশ্চিম বলিয়া দিঙনির্ণয় না হওয়াতে ভোগাসক্তদিগের বড়ই প্রীতিকর হইয়াছে।

লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, গিরিশিখরে কুটজ পুষ্পসকল বিকসিত ও পৃথিবীর উষ্মায় আবৃত হইয়া যেন বর্ষার আগমনে পুলকিত হইয়াছে এবং জানকী-শোকাভিভূত আমারও মন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। এই বর্ষাপ্রভাবে ধূলি আর কুত্রাপি নাই, বায়ু এখন অত্যন্ত শীতল, গ্রীষ্ম জনিত উত্তাপাদি দোষ একবারে শান্ত হইয়াছে, রাজন্যগণের যুদ্ধ যাত্রা নিবৃত্ত হইয়াছে, প্রবাসী লোকেরা স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতেছে। এখন চক্রবাকসমুদায় মানস সরোবরে বাস করিবার আশায় প্রিয়া সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিতেছে। অনবরত বর্ষাজলে পথ সকল কর্দ্দমময় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এ সময়ে আর যানের গমনাগমন নাই। আকাশ কোথায় সুপ্রকাশ, কোথাও বা মেঘাবৃত হওয়াতে একেবারেই অপ্রকাশ হইয়া রহিয়াছে, বোধ হইতেছে, যেন শৈলনিকরাবৃত্ত প্রশান্ত সাগরের রূপই দৃষ্ট হইতেছে। গিরিনদীসকল এখন তীব্র বেগে বহিয়া যাইতেছে। উহার জল পর্ব্বতধাতু দ্বারা তাম্রবর্ণ, সর্জ্জ ও কদম্ব পুষ্প মিশ্রিত হইয়া চলিয়াছে, উহার তীরে ময়ূরগণ কেকারব করিতেছে। উহাতে সুপক্ক বিবিধ বর্ণ আম্রফল বায়ু বেগে পতিত হইতেছে। এবং ঐ সকল ভ্রমর তুল্য রসপূর্ণ জম্বুফল মনুষ্যগণ যথেচ্ছ ভোজন করিতেছে।

আবার এদিকে দেখ, শৈলশৃঙ্গাকার মেঘ, বিদ্যুৎরূপ পতাকা ও বলাকাশ্রেণীরূপ মালা যুক্ত হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রস্থিত ভীষণ শব্দায়মান মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। দেখ, অপরাহ্নে বনের কিরূপ শোভা হইয়াছে, উহার তৃণাচ্ছন্ন ভূভাগ বর্ষার জলে সিক্ত, ময়ূরগণ তথায় নৃত্য করিতেছে। এবং বারিধরগণ জলভারে শ্রান্ত হইয়া মহীধরের অত্যুচ্চ শিখরে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিয়া গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে পুনরায় গমন করিতেছে। বলাকা সকল গর্ভ ধারনার্থ মেঘ সংসর্গ কামনা করিয়া আকাশে আহ্লাদের সহ উড্ডীন হইতেছে, বোধ হইতেছে, যেন রুচির বসনপ্রান্তে বায়ুবেগ চালিত লম্বমান শ্বেত পদ্মমালা শোভা পাইতেছে। ভূমিতল নবতৃণাচ্ছন্ন, তাহার মধ্যে মধ্যে নব ইন্দ্রগোপকীটে সংসৃষ্ট হওয়াতে লাক্ষারসরঞ্জিত কম্বলাবৃত শুকশ্যামা রমণীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। নিদ্রা ক্রমশঃ নারায়ণকে প্রাপ্ত হইতেছে, নদী সাগরাভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল, বলাকা হৃষ্টচিত্তে মেঘ সমীপে উপস্থিত হইল, কান্তা সোৎসুকচিত্তে প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হইল। ময়ূরগণ বন প্রান্তে সুখে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, কদম্বশাখাতে কদম্বপুষ্প প্রস্ফুটিত হইল, বৃষভ গণের ধেনুর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল, শস্যক্ষেত্র অভিনব শস্যে পরম রমণীয় হইয়া উঠিল, নদী সমুদায় প্রবাহিত হইতেছে, মেঘগণ অজস্রধারায় বর্ষণ করিতেছে, মত্তমাতঙ্গগণ বনের নির্ঝর শব্দে আকুল হইয়া কেতকী পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক ময়ূরগণের সহিত সগর্ব্বে নৃত্য করিতেছে। বিরহীরা

চিন্তাকুল, বানরগণ সুগ্রীবের রাজ্যলাভে আনন্দোৎসব করিতেছে।

অলিকুল কদম্বশাখায় উপবিষ্ট হইয়া ক্ষণকাল পুষ্পরস আস্বাদ করিতেছিল, ইত্যবসরে বৃষ্টিধারায় উদ্বেজিত হইয়া ক্রমে মধুপান মত্ততা পরিত্যাগ করিল। জম্বুবৃক্ষের অঙ্গার-চূর্ণ সদৃশ পর্য্যাপ্তরসসমৃদ্ধ ফল লম্বমান থাকাতে বোধ হইতেছে, যেন ভৃঙ্গগণ শাখাই পান করিতেছে। বিদ্যুৎরূপ পতাকাশোভিত মেঘদল ঘোররবে গর্জ্জন করিতেছে, বোধ হইতেছে, যেন রণোৎসাহী হস্তিগণ পতাকাধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে মহাশব্দে বিচরণ করিতেছে। একটী হস্তী শৈল-বনোদ্দেশে গমন করিতেছিল, সহসা মেঘ গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া প্রতিযোদ্ধার শব্দ মনে করিয়া যুদ্ধাভিলাষে ফিরিল। কোথায়ও ভ্রমরগণ গান করিতেছে, কোথায়ও ময়ূরগণ নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে, কোথায়ও গজেন্দ্রগণ প্রমত্তের ন্যায়; সুতরাং এ সময়ে বনের নানাভাব উপস্থিত হইয়াছে। এই বনভূমিতে কদম্ব, সর্জ্জ ও অর্জ্জুন পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ইহা মধু সদৃশ সলিলে পূর্ণ হইয়াছে, মত্ত ময়ূরদিগের নৃত্য এই সমুদায় দ্বারা পানভূমির শোভা ধারণ করিয়াছে।

বৃষ্টিজলে বিহঙ্গদিগের পক্ষ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, উহারা পদ্মদললগ্ন সুরেন্দ্র দত্ত মুক্তাকার নির্ম্মলজলবিন্দু তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া হৃষ্টমনে পান করিতেছে। ঐ শুন, বনমধ্যে যেন সঙ্গীত লহরী উত্থিত হইতেছে, ষট্পদরব যেন উহার মধুর বীণা, ভেকগণের উদীরিত শব্দই উহার কণ্ঠতাল, মেঘগর্জ্জন উহার মৃদঙ্গনাদ। ময়ূরগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া কোথায়ও

নৃত্য করিতেছে, কোথায়ও উচ্চৈঃস্বরে রব করিতেছে, কোথায়ও বা বৃক্ষাগ্রভাগে শরীরভার অর্পণ করিয়া সুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। নানা রূপ ও আকৃতিধারী এবং বিবিধ বর্ণ ভেক সমুদায় মেঘ রবে চির প্রবৃদ্ধ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগরিত হইয়াছে। উহারা নূতন জলধারায় আহত হইয়া নানা প্রকার শব্দও করিতেছে। নদীতে চক্রবাক্ প্রবাহিত, তীরদেশ স্খলিত, নদী সদর্পে স্বীয় পতির উদ্দেশে চলিতেছে। নববারি পূর্ণ নীল মেঘ অন্য নীল মেঘের উপর পতিত হইতেছে, বোধ হইতেছে, যেন দাবানল দগ্ধ পর্ব্বতের উপর অন্য এক ঐরূপ পর্ব্বত আসিয়া বদ্ধ-মূল হইল। যেখানে ময়ূরগণ প্রমত্ত হইয়া কেকারব করিতেছে, যথায় শাদ্বল সকল ইন্দ্রগোপকীটে আচ্ছন্ন, সেই কদম্ব ও অর্জ্জুন পুষ্প সুবাসিত রমণীয় অরণ্যে মাতঙ্গ দল বিচরণ করিতেছে। ভৃঙ্গগণ ধৌত কেশর কমলদলকে আলিঙ্গন করিয়া, কেশর যুক্ত নূতন কদম্ব পুষ্পে হৃষ্টচিত্তে মধুপান করিতেছে। গজেন্দ্রগণ মদমত্ত, বৃষ সকল হৃষ্ট, বনমধ্যে কেশরী বিক্রান্ত, পর্ব্বত রমণীয়, নৃপতিগণ নিশ্চেষ্ট, সুরেন্দ্র যেন মেঘের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, মেঘ জলভারে গগনতলে লম্বিত ও সমুদ্রের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিয়া নদী, তড়াগ, সরোবর, দীর্ঘিকা ও সমস্ত পৃথিবীকে জলবর্ষণে আপ্লাবিত করিল। প্রবলবেগে বৃষ্টি পতিত হইতেছে, বায়ুর বেগও অত্যন্ত প্রবল, নদী তটভগ্ন করিয়া মনুষ্যের গমনা-গমনের পথ অবরোধপূর্ব্বক খরতরবেগে চলিয়াছে। পর্ব্বত নরপতির ন্যায় সুরেন্দ্রোপনীত পবনচালিত মেঘরূপ জল-

কুম্ভ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় অপূর্ব্বশোভা প্রদর্শন করিতেছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, গ্রহনক্ষত্রের আর দর্শন নাই, দিক্ সকল অন্ধকারে লিপ্ত, উহাদের আর প্রকাশ নাই। পৃথিবী নব জলধারায় তৃপ্ত হইয়াছে। অতিবৃহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ জলধারায় বিধৌত হইয়া নিরতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রবল জলপ্রপাত মুক্তামালার ন্যায় লম্বমান হইয়া শোভা পাইতেছে। নির্ঝর সমুদায় বেগে প্রস্তর খণ্ডে স্খলিত হইয়া ছিন্ন মুক্তাহারের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দিকে বারিধারা পতিত হইতেছে, বোধ হইতেছে, যেন স্বর্গ-রমণীগণের ক্রীড়াবশে ছিন্ন হইয়া মুক্তা-হার পতিত হইতেছে। বিহঙ্গগণ বৃক্ষে লীন, পঙ্কজদল নিমীলিত, মালতী বিকসিত ও সূর্য্য অস্তমিত বলিয়া বোধ হইতেছে। রাজন্যগণের যুদ্ধ যাত্রা নিবৃত্ত, সেনাগণ প্রস্থান করিলেও গমন পথে অবস্থান করিতেছে, বৃষ্টি, শত্রুতা ও পথ উভয়কেই তুল্যরূপে নিরোধ করিয়া রাখিয়াছে। সাম বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরা যে ভাদ্র মাসের প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন, তাঁহাদের এই সেই অধ্যয়ন কাল উপস্থিত। কোশলাধিপতি ভরত এই সময়ে গৃহসংস্কার সমাপন করিয়া সাংসারিক দ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক এই আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে কোন একটা ব্রত সঙ্কল্প করিতেছেন। সরযূ বর্ষাজলে পূর্ণ হইয়াছে, উহার বেগ বর্দ্ধিত হইতেছে, বোধ হয়, অযোধ্যা আমাকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত মনে করিয়াই যেন আনন্দধ্বনি করিতেছেন। বর্ষা এখন অত্যন্ত প্রবল, এ সময়ে সুগ্রীব সুখভোগ করিতেছেন। তাঁহার

শত্রু পরাজিত, তিনি সস্ত্রীক হইয়া প্রকাণ্ড রাজ্যের অধী-কারী হইয়াছেন। কিন্তু বৎস! আমি এখন হৃতদার ও বিপুলরাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া জীর্ণ নদী কূলের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, আমার শোক অত্যন্ত প্রবল, বর্ষা কালও শীঘ্র যাইবার নহে। রাবণ দুর্দ্দান্ত শত্রু, এ সময়ে বৈর নির্য্যাতনের সম্ভাবনা নাই, সুগ্রীব আমার বশীভূত হইলেও বর্ষা নিবন্ধন পথ সমুদায় নিতান্ত দুর্গম সুতরাং যাত্রার সময় নহে দেখিয়া আমি তৎকালে কিছুই বলিতে পারি নাই। বিশেষতঃ বহুকালের পর সুগ্রীব অতি কষ্টে ভার্য্যাকে লাভ করিয়াছেন, এদিকে আমার কার্য্যের গুরুতা থাকিলেও আমি তাঁহাকে বলিতেও ইচ্ছা করি না। তিনি স্বয়ংই বিশ্রাম সুখ অনুভব করিয়া যথা সময়ে আমার উপকার করিবেন, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই। লক্ষ্মণ! এই জন্যই আমি সুগ্রীবের চিত্ত প্রসাদ ও নদী সকলের সচ্ছতা কামনা করিয়া শরৎকালের প্রতীক্ষা করিতেছি। বীর পুরুষের উপকার করিলে তাঁহারা কখনই প্রত্যুপকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহারা প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে সাধুদিগের মন কখনই তাহার উপর প্রসন্ন হয় না।

তখন লক্ষ্মণ, প্রিয়দর্শন রামের এই সমুদায় বাক্য প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্যের যথেষ্ট প্রশংসাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—হে নরেন্দ্র! আপনি যাহা কহি-লেন তাহা আমারও অভীপ্সিত, বানররাজ শীঘ্রই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবেন। আপনি এক্ষণে বৈর নির্য্যাতনে

কৃতনিশ্চয় হইয়া শরৎকালের অপেক্ষায় এই বর্ষাকাল সহ্য করুন।

একোনত্রিংশ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর আকাশ নির্ম্মল হইয়া উঠিল, উহাতে মেঘ বা বিদ্যুতের সম্পর্কও রহিল না; সারসকুল আকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে রব করিতে লাগিল, রমণীয় জ্যোৎস্না বিকাশে সমস্ত দিক্ উদ্ভাসিত হইল। এদিকে সুগ্রীব বালীকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছেন, তাঁহার কার্য্য সমুদায় শেষ ও মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি স্বীয় প্রিয়তমা রুমা ও তারা প্রভৃতি প্রমদাগণকে পাইয়া দিনরাত্রি পরম সুখে আছেন, গন্ধর্ব্বী ও অপ্সরাগণের মধ্যে যেন দেবরাজ ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি স্বয়ং নিশ্চিন্ত, মন্ত্রীদিগের প্রতি কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে, মন্ত্রিগণের কোন কার্য্যই দেখেন না। তাহাদের বিশ্বাসে নিঃসন্দেহ হইয়া স্বয়ং কামবৃত্তি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন।

এই সময়ে অর্থতত্ত্বজ্ঞ কাল ও ধর্ম্মের বিশেষাভিজ্ঞ হনূমান্ শরৎকাল উপস্থিত দেখিয়া সুগ্রীব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এবং বিবিধ মনোজ্ঞ বাক্যে প্রসন্ন করিয়া সামাদি নীতিযুক্ত হিত ও সত্য বাক্যে কহিতে লাগিলেন,—রাজন্! তুমি রাজ্য ও যশ প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং কুলক্রমাগত শ্রী ও

তোমার বর্দ্ধিত হইয়াছে। এক্ষণে মিত্র সংগ্রহ অবশিষ্ট আছে, তদ্বিষয়ে তোমার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইতেছে। দেখ, যিনি যথাকালে মিত্রের প্রতি সাধু ব্যবহার করেন, তাঁহার রাজ্য, কীর্ত্তি ও প্রতাপ বর্দ্ধিত হয়। রাজন্! যাহার কোষ, দণ্ড, মিত্র ও আত্মা এই সকল বিষয়ে তুল্য বোধ আছে, সেইই বিস্তীর্ণ রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ। কপিরাজ! তুমি চরিত্রবান্, ধর্ম্মপথাবলম্বী, তুমি মিত্রের জন্য যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহার অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। যিনি অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সম্ভ্রমবশতঃ উৎসাহ পূর্ব্বক মিত্রকার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাঁহার নানা বিপদ উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি যথাসময়ে মিত্র কার্য্য না করিয়া পরে যদি তাঁহার কোন মহৎ কার্য্যও সম্পন্ন করেন, তাহা অকৃত কার্য্যের মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে। অতএব হে অরিন্দম! আমাদের মিত্রকার্য্যের সময় অতীত প্রায় হইয়া উঠিতেছে, এক্ষণে তুমি রামের সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হও। প্রাজ্ঞ রাম কাল বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, তিনি কাল অতীত হইতেছে দেখিয়াও তোমাকে কিছু বলিতেছেন না। তিনি এক্ষণে ব্যস্ত হইলেও তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি তোমার মহৎ কুল বৃদ্ধির হেতু এবং দীর্ঘকালের বন্ধু। তাঁহার ও লক্ষ্মণের গুণের সীমা নাই। তাঁহার প্রভাবও অপরিচ্ছেদ্য। তুমি তাঁহার নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহার অনুষ্ঠান কর। রাজন্! এখন তুমি প্রধান প্রধান বানরদিগকে সীতার অন্বেষণে আজ্ঞা কর। তিনি না বলিতে কালবিলম্ব ততদোষেয় নহে; কিন্তু বলিলে পর না

করাই দোষাবহ। হরীশ্বর! যে তোমার কোন কার্য্য করে নাই তুমি তাহারও কার্য্য করিয়া থাক, যিনি তোমার শত্রু সংহার করিয়া রাজ্য অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কথা আর কি বলিব? তুমি মহাবীর, অদ্বিতীয় শক্তিশালী, এবং সমস্ত বানর ও ঋক্ষগণের অধীশ্বর, তুমি রামের প্রীতি সাধনের জন্য ইহা-দিগকে আজ্ঞা করায় লজ্জাই বা কি আছে। রাম অস্ত্র প্রভাবে দেবতা, অসুর ও উরগগণকেও আত্মবশে আনিতে পারেন, কেবল তোমার প্রতিজ্ঞাত কালই অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি নিরপরাধ বালিবধ অনুচিত বোধ করিলেও কেবল বন্ধু কার্য্যকে স্বকার্য্য মনে করিয়া তোমার মহৎ প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা পৃথিবী, আকাশ প্রভৃতি সর্ব্বত্রে পর্য্যটন করিয়া জানকীর অনুসন্ধান করিব, রাক্ষসের ত কথাই নাই, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও মরুদ্‌গণও যুদ্ধে রামের ভয়োৎপাদন করিতে পারে না। হে বানরেশ্বর! সেই-রূপ শক্তিযুক্ত তোমার পূর্ব্বোপকারী রামের প্রিয়কার্য্য সাধনে তুমি প্রাণপণে চেষ্টা কর। এস্থানে অসংখ্য দুর্দ্ধর্ষ বানর আছে। তোমার আজ্ঞা হইলে আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে তাহার অবজ্ঞা করিতে পারে। করিলে, কি জল কি স্থল বা ভূতল অথবা আকাশবিবর কোথাও তাহাদের নিস্তার নাই। অতএব আজ্ঞা কর তাহাদের মধ্যে কে, কোন কার্য্য কিরূপে করিবে।

সুবুদ্ধি সুগ্রীব হনূমানের এই কালোচিত সুসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার কথায় সম্মত হইলেন, এবং নিত্যোৎ-সাহী নীলকে আহ্বান করিয়া সমস্ত দিক্ হইতে সৈন্য সংগ্রহ

করিতে আদেশ দিলেন। কহিলেন,—দেখ, আমার সৈন্য ও যূথপতিগণ যাহাতে শীঘ্র আগমন করে, তুমি তাহাই কর। যাহারা আমার রাজ্যে প্রান্তদেশ রক্ষা করিতেছে, তাহারাও যেন আমার আদেশে শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা আসিলে তুমি স্বয়ং যাইয়া অনন্তর করণীয় কার্য্য সমুদায় স্থির করিবে। পঞ্চদশ দিবসের পর যাহারা আগমন করিবে, তাহাদের আমি প্রাণদণ্ড করিব, তাহার আর কোন বিচার নাই। অতঃপর তুমিও বৃদ্ধবানরদিগকে আনিবার জন্য অঙ্গদের সহিত প্রস্থান কর। সুগ্রীব এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

—:*:—

সুগ্রব গৃহপ্রবিষ্ট, এদিকে বর্ষাবসানে আকাশ মেঘমণ্ডল বিমুক্ত। রাম কামশোকে অভিপীড়িত হইয়া শুভ্রবর্ণ আকাশ, নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডল, জ্যোৎস্না ধবলিতা শারদী রজনী অবলোকন করিলেন এবং ভোগসুখাসক্ত সুগ্রীব জনকনন্দিনী অনুদ্দিষ্টা কালও অতিক্রান্ত হইয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত কাতর ও মুর্চ্ছিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সীতা হৃদয়বাসিনী হইলেও তাঁহাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তিনি সুবর্ণবর্ণ ধাতু বিভূষিত পর্ব্বত শিখরে উপবিষ্ট

হইয়া শরৎ শোভা দর্শনে কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। দীনমনে কহিতে লাগিলেন ;—যিনি স্বয়ং সারসস্বরে রব করিয়া আশ্রমের সারসগণকে মধুর রব করাইয়া সুখী হইতেন, যিনি কাঞ্চনবৎ রমণীয় অসনবৃক্ষকে পুষ্পিত দেখিয়া কতই প্রীত হইতেন, যিনি কলহংসের মধুর অব্যক্তশব্দে প্রবোধিত হইতেন, অদ্য সেই চারু সর্ব্বাঙ্গী বালিকা সীতা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া কিরূপে সুখী হইবেন ? হায় ! আমার সেই পদ্মপলাশ লোচনা দ্বন্দ্বচর চক্রবাকদিগের শব্দ শুনিয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবেন ! আমিই বা সেই মৃগলোচনা সীতা ব্যতীত সরোবর, নদী, দীর্ঘিকা, কানন ও বনে বিচরণ করিয়া অদ্য কিরূপে সুখ লাভ করিব ? এক্ষণে অনঙ্গ, শরদ্ গুণে বর্দ্ধিত হইয়া সেই সুকুমারী বিরহকাতরা নারীকে যারপর নাই পীড়া প্রদান করিবেন। চাতক মেঘের নিকট হইতে সলিলবিন্দু পাইবার প্রত্যাশায় যেমন কাতর হয়, রাজকুমার রামও সীতার জন্য সেইরূপ আকুল হইয়া এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় শ্রীমান্ লক্ষ্মণ ফলসংগ্রহের নিমিত্ত গিরিশিখরে বিচরণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, মনস্বী রাম এক নির্জ্জন স্থানে দুঃসহ চিন্তায় অভিভূত হইয়া শূন্য মনে উপবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া দীনভাবে কহিতে লাগিলেন,—আর্য্য ! কামের বশীভূত হইয়া আত্ম পৌরুষ পরাভবে আপনার ফল কি ? এক্ষণে কামপরতা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগে মনঃ সমাধান করুন। কামপরতা শোক

আনয়ন করে, সেই শোক আপনার সমাধি নষ্ট করিতেছে। অতএব আপনি সমাধি অবলম্বন করিয়া শোক নিবারণে যত্নবান্ হউন। আর্য্য! আপনি কর্ম্মযোগ বলে উৎসাহী হইয়া সতত প্রসন্ন মনে স্বকার্য্য সাধনের মূলীভূত কারণ, সহায় ও সামর্থ্য আশ্রয় করুন। বীর! আপনি যাহার নাথ, সেই জানকীকে অন্যে গ্রহণ করা সহজ নহে, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা স্পর্শ করিয়া কে না দগ্ধ হয়?

রাম, লক্ষ্মণের ন্যায়সঙ্গত, ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি যাহা কহিলে, তৎসমুদায় বাক্য ঐহিক ও পারলৌকিক সুখকর, রাজনীতি ও শাস্ত্রানুমোদিত, শান্ত ও ধর্ম্মার্থ প্রতিপাদক, সুতরাং উহার অনুষ্ঠান করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। সমাধিদ্বারা তত্ত্ব দর্শন, এবং কর্ম্মযোগের অনুবর্ত্তন ও বিহিত হইতেছে। ইহা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম ফলের অনুসন্ধান বিধেয় নহে।

রাম, লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া তৎকালে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেও জানকীকে স্মরণ করিয়া পুনরায় শুষ্ক মুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! ইন্দ্রদেব বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীকে তৃপ্ত ও শস্য সমুদায় উৎপন্ন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। জলধরনিকর গভীর গর্জ্জনে তরু শৈলাদির উপর বর্ষণ করিয়া বিরত হইয়াছে। নীলোৎপলদলবৎ শ্যামকান্তি উহারা দশদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিত, এক্ষণে নির্ম্মদ মাতঙ্গের ন্যায় শান্তভাব আশ্রয় করিয়াছে। জলগর্ভ মহা মেঘ এবং বৃষ্টিসংকৃত বায়ু মহাবেগে বিচরণ করিতেছিল, এক্ষণে উহারাও নিবৃত্ত হইয়াছে, মেঘের ঘোর গর্জ্জন, হস্তীর বৃংহিতধ্বনি, ময়ূরগণের

কেকারব, প্রশ্রবণের ঝর ঝর শব্দ সহসা শান্ত হইয়া গিয়াছে। বিচিত্র শিখর পর্ব্বত সমুদায় বৃষ্টিজলে বিধৌত হইয়া নির্ম্মল ও চন্দ্ররশ্মিতে অনুলিপ্ত হইয়া পরমশোভা ধারণ করিয়াছে। সপ্তপর্ণের শাখা, চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রের প্রভায়, হস্তীর লীলায় শরৎশোভা অদ্য বিভক্ত হইয়াছে। শরৎশোভা এক্ষণে অনেক পদার্থ আশ্রয় করিলেও সূর্য্যরশ্মি-প্রস্ফুটিত-পদ্মাকরে অধিক শোভা পাইতেছে। শরৎকাল সপ্তপর্ণের কুসুম গন্ধ বিস্তার ষট্‌পদগণ কর্ত্তৃক অনুগীয়মান, মত্ত মাতঙ্গগণের দর্পবৃদ্ধি এবং জলাশয়ের জল শোষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, হংসগণ, বিচিত্র বিশাল পক্ষ স্মরপ্রিয় পদ্মপরাগরঞ্জিত চক্রবাকের সহিত মানস সরোবর হইতে সমাগত হইয়া মহানদী পুলিনে ক্রীড়া করিতেছে। ময়ূরগণ আকাশকে জলধর শূন্য দেখিয়া পুচ্ছরূপ আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তিত ও কানন মধ্যে নিরুৎসব হইয়া রহিয়াছে, প্রিয়তমা ময়ূরীর প্রতি আর তাহাদের অনুরাগ মাত্র নাই। সুবর্ণ বর্ণ অসনবৃক্ষের শাখাসমুদায় পুষ্পভারে অবনত হইয়া কুসুম গন্ধে বনান্তর পর্য্যন্ত কেমন আমোদিত করিতেছে। মাতঙ্গগণ মদমত্ত ও মদলালস হইয়া প্রিয়ার সহিত কখন নলিনী বনে, কখন বন মধ্যে, কখন বা সপ্ত পর্ণের গন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। আকাশ বিধৌত অস্ত্র শ্যামল, নদীজল ক্ষীণপ্রবাহ, বায়ু কহ্লার সুগন্ধী ও শীতল, দিক্ সমুদায় অন্ধকারবিমুক্ত ও সুপ্রকাশ। অদ্য সূর্য্যের উত্তাপে পথের পঙ্ক শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। বহুদিনের পর ভূমি হইতে ঘনীভূত ধূলি উত্থিত হইতেছে। যে সকল নৃপতির পরস্পর বৈরভাব আছে,

তাহাদের যুদ্ধ যাত্রার সময় উপস্থিত হইয়াছে। শরৎ প্রভাবে যে সকল বৃষের রূপ ও শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহারা মদমত্ত হৃষ্ট ও ধুলি লুণ্ঠিত হইয়া যুদ্ধ লোভে গো সকলের মধ্যে শব্দ করিতেছে। করিণী বন মধ্যে মন্মথাবেশে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত মদমত্ত মাতঙ্গের অনুসরণ করিতেছে। ময়ূরগণ আত্মভূষণস্বরূপ পুচ্ছবিস্তার পরিত্যাগ করিয়া নদীতীরে আসিয়াছিল, সেখানে সারসগণ কর্ত্তৃক যেন তিরস্কৃত হইয়া দীনমনে গমন করিতেছে। মদস্রাবী গজেন্দ্রগণ ভীষণ শব্দে কারণ্ডব ও চক্রবাক্গণকে ত্রাসিত করিয়া প্রফুল্ল-কমল-ভূষিত সরোবর আলোড়িত করিয়া জল পান করিতেছে। পঙ্কবিরহিত বালুকাকীর্ণ স্বচ্ছসলিলা গোকুলসেবিত, সারস রব নিনাদিত নদী সকলে হংসগণ হৃষ্টচিত্তে পতিত হইতেছে। এক্ষণে নদী, মেঘ, প্রস্রবণ, উদক্, প্রবৃদ্ধবায়ু, ময়ূর, উৎসব-হীনভেক, ইহাদের রব আর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। বিবিধবর্ণ ঘোরবিষ সর্পসকল বর্ষারম্ভে আহারাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া গর্ত্তমধ্যে নিবিষ্ট ছিল, উহারা এক্ষণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বহুদিনের পর নির্গত হইতেছে। লক্ষ্মণ! দেখ, কি আশ্চর্য্য! অনুরাগবতী নারী যেমন প্রিয় করস্পর্শে হর্ষবশতঃ ঈষৎ নিমীলিত নেত্রে বসনগ্রন্থি স্খলিত করে, সেইরূপ রক্তবর্ণা সন্ধ্যা নবোদিত চন্দ্রকরস্পর্শে তারকাগণকে অল্প অল্প বিকসিত করিয়া স্বয়ং বস্ত্রস্বরূপ আকাশ পরিত্যাগ করিতেছে। শশাঙ্ক যাহার সুন্দর মুখমণ্ডল, তারাগণ যাহার উন্মীলিত চারুনেত্র, জ্যোৎস্না যাহার গাত্রাবরণ বসন, সেই রজনী শুক্লবসনাবৃতা কামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। মনোহর

সারসশ্রেণী সুপক্বধান্য আহার করিয়া মনের আনন্দে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মহাবেগে বায়ু কম্পিত মালার ন্যায় আকাশ পথে যাইতেছে। দেখ দেখ, এই মহাহ্রদের সুনীল সলিলে একটী মাত্র হংস নিদ্রিত অসংখ্য কুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়া কেমন অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়াছে, বোধ হইতেছে, যেন রাত্রিকালে মেঘনির্ম্মুক্ত সুনীল আকাশে তারাগণাকীর্ণ পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে চঞ্চল হংসমালারূপ মেখলা দ্বারা পরিবৃতা প্রফুল্ল পদ্ম ও উৎপল রূপ মালা সুশোভিতা বাপীও অন্য বিবিধভূষণভূষিতা বরাঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রভাতকালোৎপন্ন বায়ু সঞ্জাত গহ্বর-শব্দ ও বৃষের রব পরস্পর মিলিত হইয়া বেণু স্বররূপ বাদ্য-ঘোষে যেন বর্দ্ধিত করিতেছে। নদীতটে কাশকুসুম বিকসিত হইয়াছে, উহা মন্দমারুতহিল্লোলে কম্পিত হইয়া ধৌত নির্ম্মল পট্টবস্ত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ভ্রমরগণ বনে মধুপানমত্ত পদ্মপরাগে গৌরবর্ণ হইয়া সস্ত্রীক হৃষ্টমনে প্রচণ্ড বেগে পবনের অনুসরণ করিতেছে। জল স্বচ্ছ, কুসুম বিকসিত, ক্রৌঞ্চের রব, ধান্য সুপক্ব, বায়ু মৃদু, নির্ম্মল চন্দ্র, এই সমুদায় বর্ষাকাল অতীত হইয়াছে, বলিয়া দিতেছে। নদীরূপ বধূ মৎস্যরূপ মেখলা ধারণ করিয়া প্রভাতকালে কান্তোপভুক্তা অলসগামিনী কামিনীর ন্যায় ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। নদী মুখ সমুদায় দুকুলবৎ কাশকুসুমে আচ্ছন্ন চক্রবাক ও শৈবালে আকীর্ণ হইয়া পত্ররচনা ও গোরোচনায় অলঙ্কৃত বধূমুখের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। দেখ, অন্য প্রফুল্ল কুসুম ধনু দ্বারা চিত্রিত ও প্রহৃষ্ট অলিকুল মুখরিত

অরণ্য মধ্যে অনঙ্গদেবের কি প্রাদুর্ভাব, ইনি প্রচণ্ড কোদণ্ড গ্রহণ করিয়া বিরহিগণকে দণ্ড দিতেছেন। জলধরগণ সুবৃষ্টি দ্বারা লোককে তৃপ্ত করিয়া নদীতড়াগকে পূর্ণ করিয়া বসুধাকে শস্যশালিনী করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। নারীগণ নবসঙ্গম লজ্জিতা হইয়া যেমন ক্রমে ক্রমে জঘন দেশ প্রদর্শন করায়, সেইরূপ শরৎনদীসকল ক্রমশঃ পুলিনদেশ প্রদর্শন করিতেছে। বৎস! দেখ, সমুদায় জলাশয়ের জলই নির্ম্মল হইয়াছে, কুররপক্ষীরা কলরব করিতেছে, চক্রবাকগণও বিচরণ করিতেছে, ইহা অন্যোন্য বদ্ধ বৈরজিগীষু নৃপতিদিগের উদ্যোগ সময় উপস্থিত, কিন্তু আমি যুদ্ধযাত্রার তাদৃশ কোন উদ্যোগ বা সুগ্রীবকে দেখিতে পাইতেছি না। গিরি শিখরে অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধুজীব ও শ্যাম প্রভৃতি বৃক্ষ সকল পুষ্পিত। লক্ষ্মণ! দেখ, নদী সকলের পুলিনদেশ হংস, সারস, চক্রবাক ও কুররদিগের দ্বারা আকীর্ণ। আমি সীতাকে দেখিতে না পাইয়া শোকে নিতান্ত অভিতপ্ত হইয়াছি, এই বর্ষার চারি মাস আমার পক্ষে শতবর্ষ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, চক্রবাকী যেমন বনে ভর্ত্তার অনুগমন করে, সীতা ভীষণ দণ্ডকারণ্য উদ্যানবৎ মনে করিয়া আমার অনুগমন করিতেন। হায়! সেই সীতা এখন কোথায়? আমি প্রিয়াবিরহিত দুঃখকাতর, রাজ্যভ্রষ্ট, নির্ব্বাসিত, তথাপি সুগ্রীব আমাকে কৃপা করিতেছেন না। রাম হৃতরাজ্য অনাথ, দূরদেশী, রাবণ কর্ত্তৃক অবমানিত, দীন, আমারই শরণাপন্ন, এই ভাবিয়াই বোধ হয়, দুরাত্মা বানররাজ সুগ্রীব আমায় অবমাননা করিতেছে। সে সীতার অন্বেষণের

জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং কৃতকার্য্য হইয়া তাহা এখন বিস্মৃত হইয়াছে। তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাও। যাইয়া সেই গ্রাম্যসুখাসক্ত মূর্খ বানর পুঙ্গবকে আমার বাক্যে বলিবে, যে ব্যক্তি, বল বীর্য্যশালী পূর্ব্বোপকারী অর্থীকে আশা দিয়া পশ্চাৎ তাহার স্বার্থ সাধনে পরাঙ্মুখ হয়, লোকে তাহাকে পুরুষাধম বলে। বাক্য ভালই হউক আর মন্দই হউক, একবার ওষ্ঠের বাহির হইলে উহা পালন করাই বীর পুরুষের লক্ষণ। যাহারা স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া অকৃতার্থ মিত্রের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করে, ঐ কৃতঘ্ন মরিলে মাংসাশী শৃগাল কুক্কুরেরাও তাহাকে ভোজন করে না। এক্ষণে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার স্বর্ণপৃষ্ঠ আকৃষ্ট শরাসনের বিদ্যুৎগুণ যুক্ত রূপ দেখিতে নিশ্চয়ই ইচ্ছা করিয়াছ। তুমি, রোষাবিষ্ট আমার বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ ঘোর জ্যাতল শব্দ পুনরায় শুনিতে অভিলাষী হইয়াছ। বীর! তুমি যাহার সহায়, তাহার এইরূপ পরাক্রম জানিয়াও সুগ্রীব যে নিশ্চিন্ত ইহাই আশ্চর্য্য। আমি যে জন্য তাহার সহিত মিত্রতা করিয়াছিলাম, এখন সে কৃতকার্য্য হইয়া তাহা কি বিস্মৃত হইয়া গেল। বর্ষাকালের অবসানেই সে সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু চারিমাস অতীত হইল, সুগ্রীব প্রমদাগণের সহিত বিহার বশতঃ তাহা কি জানিতেই পারিল না। সে অমাত্যগণকে লইয়া মদ্যপানে মত্ত আছে, আমরা শোকার্ত্ত হইয়া দুঃখ পাইতেছি, আমাদের উপর তাহার দয়ার সঞ্চারও হইতেছে না। মহাবল! বীর! তুমি যাও, সুগ্রীবকে বল। বালী নিহত হইয়া যে

পথে গিয়াছে, উহা সঙ্কুচিত নহে। তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর, বালীর পথ অনুসরণ করিও না। আমি যুদ্ধে শরদ্বারা একমাত্র বালীকে বধ করিয়াছি, সত্যরক্ষা না করিলে তোমাকে সবান্ধবে বিনাশ করিব। হে নরশ্রেষ্ঠ! এই বিষয়ে যাহা হিতকর, তাহাই তুমি তাহাকে বল। আর কাল বিলম্ব করিও না, সত্বর যাও। আরও বলিবে,—বানরেশ্বর! তুমি যেরূপ সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়াছ, সনাতন ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া উহা পালন কর। আমার শরে প্রেরিত হইয়া যমালয়ে ভ্রাতা বালীকে দেখিও না।

উগ্রতেজা লক্ষ্মণ অগ্রজ রামকে এইরূপ তীব্র কোপাবিষ্ট এবং দীনভাবে বিলাপ করিতে দেখিয়া সুগ্রীবের প্রতি বিষম কোপ করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

—:*:—

তখন অনুজ লক্ষ্মণ অতুল পরাক্রম শোকাকুল ক্রোধাবিষ্ট অগ্রজ রামকে কহিলেন,—আর্য্য! সুগ্রীবের বুদ্ধি প্রীতির অনুগামিনী নহে, বানর কখন সদাচার রক্ষা করিতে পারিবে না। সে যে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতেছে, আপনার সহিত মিত্রতাই তাহার মূল, ইহা যদি সে না মানে, তবে বানররাজ্যলক্ষ্মী তাহার ভোগের হইবে না। আপনার প্রসাদে

তাহার বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, প্রত্যুপকারের ইচ্ছা আর তাহার নাই, সুতরাং সে নিহত হইয়া অগ্রজ বালীকে দর্শন করুক। এরূপ নির্গুণ লোকের হস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করা উচিত নহে। আমি উদ্রিক্তবেগে কোপ আর সংবরণ করিতে পারিতেছি না, অদ্যই সেই মিথ্যাবাদী সুগ্রীবকে বিনাশ করিব, এক্ষণে বালীর পুত্র অঙ্গদ প্রধান প্রধান বানরগণকে লইয়া রাজপুত্রী জানকীর অনুসন্ধান করুন। এই কথা বলিয়া প্রচণ্ডকোপে লক্ষ্মণ শর শরাসন গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইলেন।

তদ্দর্শনে রাম কালোচিত বিনয় সহকারে কহিলেন,—বৎস! ভবাদৃশ লোক কখন এরূপ মিত্রবধ রূপ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হন না। যিনি বিবেক বলে ক্রোধকে দমন করিতে পারেন, তিনিই বীর, তিনিই পুরুষশ্রেষ্ঠ; তুমি মিত্র বধ সংকল্প না করিয়া তাহার সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন কর এবং প্রীতির অনুবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বকৃত সখ্য স্মরণ কর। রুক্ষভাব পরিত্যাগ করিয়া সান্ত্ববাক্যে কহিবে, সখে! তোমার প্রতিশ্রুত কাল অতীত হইয়া যায়।

লক্ষ্মণ রামকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন সুবুদ্ধি প্রাজ্ঞ ভ্রাতার হিতকর লক্ষ্মণ ক্রোধভরে ইন্দ্র ধনুতুল্য কালান্তক সদৃশ গিরিশৃঙ্গাকার ধনু গ্রহণপূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। বোধ হইতে লাগিল, যেন সশৃঙ্গ মন্দর পর্ব্বত চলিয়াছেন। বৃহস্পতি সম ধীমান্ লক্ষ্মণ রামের বচনানুসারে উত্তর প্রত্যুত্তর সমুদায় স্থির করিয়া লইলেন, কিন্তু রামের নৈরাশ্যজনিত

ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া অপ্রসন্নমনে বায়ুবেগে চলিতে লাগিলেন। তিনি বলপূর্ব্বক গমন করাতে উঁহার বেগে শাল, তাল, তমাল, অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদায় পতিত এবং গিরিশৃঙ্গও বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পদভরে শিলা সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। কার্য্যগৌরবে এক এক পদ দূরে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতগামী মাতঙ্গের ন্যায় চলিতে লাগিলেন। অদূরে বানরসেনাসমাকীর্ণ ভূধরপরিবেষ্টিত দুর্গম বানর-রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যাপুরী দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই সুগ্রীবের প্রতি রোষ বশতঃ তাঁহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল, ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইলেন। তৎকালে কিষ্কিন্ধ্যার বহির্ভাগে ভীমকায় বানরগণ বিচরণ করিতেছিল। উহারা পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া শত শত শৈলশৃঙ্গ এবং বৃহৎ বৃহৎ মহীরুহ উৎপাটনপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ বহুকাষ্ঠসংযোগে অগ্নির ন্যায় দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিলেন।

অনন্তর বানরগণ যুগান্তকালীন কালান্তক যমের ন্যায় লক্ষ্মণকে কুপিত দেখিয়া ভয় বিহ্বলচিত্তে নানাদিকে পলায়ন করিল। কেহ কেহ সুগ্রীবভবনে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণের আগমন ও ক্রোধের কথা নিবেদন করিল। তৎ-কালে কপিরাজ তারার সহিত ভোগসুখে আসক্ত ছিলেন, সুতরাং ঐ সকল কপিশ্রেষ্ঠদিগের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না।

অনন্তর সচিবগণের আদেশে ঐ সকল গিরি, কুঞ্জর ও মেঘের ন্যায় বৃহদাকার রোমহর্ষণ বানর সকল নগর হইতে

নির্গত হইল। উহারা বিকৃত দর্শন, নখ দন্ত উহাদের অস্ত্র ও শার্দ্দূলদর্শন। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ দশ হস্তীর, কেহ কেহ শত হস্তীর, কেহ কেহ বা সহস্র হস্তীর বল ধারণ করে। লক্ষ্মণ ঐ সকল মহাবল বানর কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত নিতান্ত দুর্গম কিষ্কিন্ধ্যাকে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। বানরেরাও প্রাকারের অদূরে পরিখা উল্লঙ্ঘন করিয়া ভীষণমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে দণ্ডায়মান হইল। তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রমাদ ও অগ্রজের অর্থ সিদ্ধির বিষয় বিচার করিয়া পুনর্ব্বার ক্রোধের বশীভূত হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি সধূম পাবকের ন্যায় লক্ষ্য হইতে লাগিলেন এবং পঞ্চমুখ ভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার বাণাগ্রভাগ লোলজিহ্বা; শরাসন ফণামণ্ডল; স্বীয় তেজই তীব্রবিষ বলিয়া অনুমিত হইল।

অনন্তর অঙ্গদ তাঁহাকে প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায় এবং কুপিত নাগেন্দ্রের ন্যায় দেখিয়া ভয়ে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া উহাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ রোষারুণিত লোচনে কহিলেন;—বৎস! তুমি সুগ্রীবকে শীঘ্র আমার আগমন সংবাদ দাও। বলিবে, রামানুজ লক্ষ্মণ, তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ভ্রাতার দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। এক্ষণে যদি তাঁহার বাক্য রুচিকর হয়, তবে শীঘ্র আগমন কর। বৎস! তুমি সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া সত্বর আমার নিকট আসিবে।

অঙ্গদ লক্ষ্মণের এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া সভয়চিত্ত এবং অত্যন্ত দীনমুখে তথা হইতে নির্গত হইয়া পিতৃব্যের নিকট গমন করিলেন। তথায় যাইয়া তাঁহাকে এবং রুমা ও তারাকে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মণের আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৎকালে সুগ্রীব মদমত্ত ও কাম-মোহিত ও ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, সুতরাং অঙ্গদের কথা কিছুমাত্র ধারণা করিতে পারিলেন না।

অতঃপর বানরগণ লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ভয়মোহিত চিত্তে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার আশায় কিল কিলা শব্দে রব করিতে আরম্ভ করিল এবং সুগ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য ভীষণ বজ্রের ন্যায় মহা প্রবাহবৎ সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর সুগ্রীব সেই উচ্চরবে জাগরিত হইলেন। তৎ-কালে তাঁহার লোচনদ্বয় মদবিহ্বল ও আরক্ত, কণ্ঠদেশে লম্বমান কাঞ্চনী মালা। ঐ সময় যক্ষ ও প্রভাব নামে দুইজন মন্ত্রী অঙ্গদের মুখে সমস্ত শুনিয়া তাঁহারই সহিত আগমন করিয়াছিল। ইহারা রাজার অভিমত মন্ত্রী ও প্রিয়-দর্শন। উহারা ইন্দ্রতুল্য সিংহাসনোপবিষ্ট সুগ্রীবের সম্মুখে আসীন হইয়া ধর্ম্মার্থ সঙ্গত এবং সদর্থযুক্ত বচনে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন;—রাজন্! মনুষ্যদেহধারী রাম ও লক্ষ্মণ, যাঁহারা আপনাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, ঐ সত্য-প্রতিজ্ঞ ত্রিলোকরাজ্যোচিত মহাভাগ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বীর লক্ষ্মণ ধনুষ্পাণি হইয়া আপনার দ্বারে দণ্ডায়মান। ইহাঁরই ভয়ে বানরগণ কম্পিতকলেবর হইয়া কলরব করিতেছে। তিনি রামের আদেশে কর্ত্তব্য অবধারণার্থ আপনাকে কিছু

বলিতে আসিয়াছেন। রাজন্! এই অঙ্গদ তাঁহারই প্রেরণায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি পুরদ্বারে দণ্ডায়-মান হইয়া রোষারুণিত নেত্রে যেন বানরদিগকে দগ্ধই করিতে-ছেন। অতএব মহারাজ! আপনি শীঘ্র যাইয়া পুত্র ও বন্ধুগণের সহিত তাঁহাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করুন, অদ্য তাঁহার ক্রোধ শান্তি হউক। ধর্ম্মাত্মা রাম যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা সমাহিতচিত্তে পালন করুন। আপনি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সত্য হউক।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

—:*:—

তখন মনস্বী সুগ্রীব, লক্ষ্মণ কুপিত হইয়াছেন শুনিয়া আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। এবং স্বয়ং মন্ত্রণা কুশল হইলেও রাজবৃত্ত অনুসরণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অবধারণ পূর্ব্বক মন্ত্রবিশারদ মন্ত্রিগণকে কহিলেন,—দেখ, আমিত কোন অনুচিত বাক্য বলি নাই এবং অসদ্ব্যবহারও করি নাই। তবে কি জন্য রাঘব-ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, ইহাই আমার চিন্তা। বোধ হয়, আমার কোন ছিদ্রান্বেষী শত্রু আমার মিথ্যা দোষ উদ্ভাবন করিয়া লক্ষ্মণকে শুনাইয়া থাকিবে। এক্ষণে তোমরা সকলে স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কোপের প্রকৃত কারণ নিশ্চয় করিয়া আমাকে বল। আমি রাম বা লক্ষ্মণ হইতে অপরাধ মূলক কোন শঙ্কা

করিতেছি না, তবে মিত্র অকারণ ক্রোধ করিয়াছেন, ইহাই আমার ভয়ের বিষয়। অনায়াসেই মিত্রতা হইতে পারে। কিন্তু উহা রক্ষা করাই দুঃসাধ্য। চিত্তের চঞ্চলতা নিবন্ধন অল্প কারণেই প্রীতির বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই আমি ভীত হইতেছি। মহাত্মা রাম আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহার কোন প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই।

তখন বানর-মন্ত্রীদিগের শ্রেষ্ঠ হনুমান্ যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন,—রাজন্! কৃতোপকার বিস্মৃত না হওয়া তোমার পক্ষে বিস্ময়কর নহে। বীর রাম লোকাপবাদ ভয় পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্র তুল্য দুর্জ্জয় বালীকে তোমার প্রীতি সাধনার্থ বধ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার প্রণয়কোপ উপস্থিত, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। সেই জন্যই তিনি শ্রীমান্ লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিয়াছেন। দেখ, এখন শরৎকাল উপস্থিত; সপ্তপর্ণ প্রফুল্ল হইয়াছে, গ্রহনক্ষত্র সকল নির্ম্মল, আকাশে আর মেঘের সঞ্চার নাই, সমস্ত দিক্ পরিষ্কৃত, নদী সরোবরও স্বচ্ছ সলিলা। তুমি মদভরে মত্ত হইয়া ইহার কিছুই বুঝিতেছ না। ইহাই যে যুদ্ধোদ্যোগের প্রকৃত সময় তাহা তুমি কিছুই বুঝিতেছ না। তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী ইহা স্পষ্ট বুঝিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। রাম পত্নীবিরহে নিতান্ত কাতর, সেই কাতরতা নিবন্ধন যদি লক্ষ্মণের মুখে কোন কঠোর বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা তোমার অবশ্য সহ্য করা কর্ত্তব্য। তুমি অপরাধী, তুমি

স্বয়ং যাইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে প্রসন্ন কর, তদ্ব্যতীত তোমার আর শ্রেয় দেখিতেছি না। হিতার্থী মন্ত্রীদিগের নৃপতিগণকে হিতকথা বলাই অবশ্য কর্ত্তব্য, এইজন্য আমি নির্ভয়ে অবধারিত কথা তোমায় কহিলাম। রাম ক্রুদ্ধ হইলে ধনুরুত্তোলনপূর্ব্বক দেবাসুর গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমস্ত পৃথিবীকে বশে আনিতে পারেন। তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করা তোমার উচিত নহে, বিশেষতঃ তিনি তোমার পূর্ব্বো-পকারী, তাঁহার সেই উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে প্রসন্ন করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। রাজন্! এক্ষণে তুমি পুত্র ও বন্ধুবান্ধবের সহিত তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া ভার্য্যা যেমন পতির নিকটে থাকে, তুমি সেই ভাবে তাঁহার বশতাপন্ন হও। রাম ও লক্ষ্মণের আদেশ মনেও তোমার উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। সুরেন্দ্রপ্রভাব রাম ও লক্ষ্মণের লোকাতীত বল তুমি বিলক্ষণ জানিতেছ।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

—:•:—

অনন্তর লক্ষ্মণ অঙ্গদের মুখে সমস্ত শুনিয়া রামের আদেশে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলেন। দ্বারদেশে ভীমকায় মহাবল বহুসংখ্যক বানর ছিল, তাহারা লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু তাঁহাকে ক্রুদ্ধ ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া বানরগণ

ভয়ে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আর সঙ্গে যাইতে সাহস করিল না।

লক্ষ্মণ তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গুহাটী অত্যন্ত প্রশস্ত, রত্নখচিত রমণীয় হর্ম্ম ও প্রাসাদ নিবিড়, উহা ফল-ভারাবনত পুষ্পিত কাননে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এবং দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্রধারী প্রিয়দর্শন দেবকুমার ও গন্ধর্ব্ব কুমার এবং কামরূপী বানরগণ কর্ত্তৃক উপশোভিত। স্থানে স্থানে চন্দন, অগুরু ও পদ্মগন্ধে মহাপথ সমুদায় আমোদিত করিয়া রহিয়াছে এবং সুরভিত সলিলে সিক্ত হইয়া আছে। বিন্ধ্য ও সুমেরু তুল্য অত্যুচ্চ বহুতল প্রাসাদ এবং স্বচ্ছ সলিলা গিরিনদীও বহুতর দেখিতে পাইলেন। তিনি রাজমার্গে যাইতে যাইতে অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গজ, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, সূর্য্যাক্ষ, হনুমান্, বীরবাহু, সুবাহু, মহাত্মা নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, জাম্ববান্, দধিবক্ত্র, নীল, সুপাটল, সুনেত্র, এই সমস্ত প্রধান প্রধান বানরের উৎকৃষ্ট গৃহ সমুদায় দর্শন করিলেন। ঐ সমস্ত গৃহ শুভ্র মেঘের ন্যায় সুধাধবলিত, গন্ধমাল্য সুসজ্জিত ও প্রভূত মহাসার ধন ও ধান্যে পরিপূর্ণ। তথায় পরম সুন্দরী রমণীগণ বাস করিতেছেন। ক্রমে ঐ সমস্ত গৃহ অতিক্রম করিয়া সুগ্রীবের রমণীয় ইন্দ্রভবন তুল্য বাসগৃহ দেখিতে পাইলেন। ঐ গৃহ শুভ্র শৈলাভ স্ফটিকময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। সুতরাং দুষ্প্রবেশ্য। উহার শুভ্র প্রাসাদশিখর কৈলাস শিখরের ন্যায়। চতুর্দ্দিকে সর্ব্ববিধ অভীষ্ট ফলপ্রদ পুষ্পিত তরুশ্রেণী এবং মহেন্দ্র-দত্ত

নীল মেঘ সদৃশ সর্ব্বকাল সুলভ দিব্য পুষ্প, ফলদায়ী কল্পবৃক্ষ সমুদায় নিরন্তর শীতল ছায়া বিতরণ করিতেছে। মহাবল বানরগণ শস্ত্রপাণি হইয়া উঁহার মাল্যবিভূষিত কাঞ্চনময় তোরণ সুশোভিত দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে।

ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ মহামেঘ মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় অনিবার্য্য গতিতে সুগ্রীবের সুরক্ষিত বিস্তীর্ণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া যান আসনে সুসজ্জিত সাতটী কক্ষ্যা অতিক্রম করিয়া সুমহৎ অন্তঃপুর দেখিতে পাইলেন। তথায় মহামূল্য আস্তরণাবৃত সুবর্ণরজতময় পর্য্যঙ্ক ও উৎকৃষ্ট আসন সজ্জিত রহিয়াছে এবং বিশুদ্ধ তাল-লয়-সঙ্গত বীণা রব বিমিশ্রিত মৃদঙ্গের মধুর রব সতত শ্রুত হইতেছে। এবং সদ্বংশ সম্ভূত রূপ-যৌবন-গর্ব্বিত বিবিধ-ভূষণ-ভূষিত বহুবিধ রমণীগণ বিরাজ করিতেছে। উহারা উৎকৃষ্ট মাল্য রচনায় ব্যগ্র, কোন স্থানে সুগ্রীবের অনুচরগণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া অনাকুলিত বিশুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। লক্ষ্মণ ক্রমে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর নূপুরধ্বনি ও কাঞ্চীরব সহসা উত্থিত হইল। তৎশ্রবণে শ্রীমান্ লক্ষ্মণ লজ্জিত হইলেন। এবং রোষভরে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া শরাসনে টঙ্কার প্রদান করিলেন। স্ত্রী সমাজে প্রবেশ করা আচার বিরুদ্ধ, এইরূপ আলোচনা করিয়া অন্তঃপুর গমনে পরাঙ্মুখ হইয়া একান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্তু সুগ্রীবের রামকার্য্যে উপেক্ষা দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ হৃদয়ে জাগরূক রহিল।

অনন্তর প্লবগাধিপতি সুগ্রীব সেই ধনুষ্টঙ্কার শব্দে

লক্ষ্মণের আগমন জানিতে পারিয়া ত্রস্ত হইয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইতঃপূর্ব্বে অঙ্গদ আমাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই সত্য; ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ উপস্থিত হইয়াছেন, এই কথা বলিতে বলিতে ভয়ে তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া আসিল। তিনি ভয়-বিহ্বল চিত্ত হইলেও স্থির ভাবে প্রিয়দর্শনা তারাকে কহিলেন,—প্রিয়ে! লক্ষ্মণ স্বভাবতঃ শান্তচিত্ত, তথাপি সরোষে উপস্থিত হইয়াছেন। এইরূপ ক্রোধের কারণ কি? যাহাতে তাঁহার ক্রোধ উৎপন্ন হইতে পারে, এরূপ কোন অপরাধ আমার দেখিয়াছ কি? তিনিত অল্প কারণে ক্রুদ্ধ হন না। যদি আমি তাঁহার কোন অপ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকি, তবে বুদ্ধি পূর্ব্বক অবধারণ করিয়া আমায় শীঘ্র বল; অথবা তুমি স্বয়ংই যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর এবং সান্ত্ববাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন কর। তোমাকে দর্শন করিলে তাঁহার ক্রোধ দূর হইবে। দেখ, মহাপুরুষেরা স্ত্রীলোকের প্রতি কদাচ নিষ্ঠুরাচরণ করেন না। সেই কমললোচন তোমার সান্ত্বনাবাক্যে প্রসন্নচিত্ত হইলে, পশ্চাৎ আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তখন সুলক্ষণা তারা মদ বিহ্বল লোচনে স্খলিত পদে লক্ষ্মণের নিকট যাইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহযষ্টি স্তনভরে নত, এবং তদুপরি সুবর্ণময় কাঞ্চীদাম লম্বিত হইয়া পড়িল। রাজপুত্র মহাত্মা লক্ষ্মণ, বানর রাজমহিষী তারাকে দেখিবামাত্র তটস্থ হইলেন, এবং স্ত্রীলোকের সন্নিকর্ষ বশতঃ ক্রোধ পরি-হার পূর্ব্বক অধোমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

তারা মধুপানে নির্লজ্জা। তিনি রাজপুত্রের সৌম্যভাব দর্শনে প্রণয়গর্ভ মহার্থ প্রতিপাদক সান্ত্ববাক্যে কহিলেন,—রাজপুত্র! তোমার কোপের কারণ কি? কোন্ ব্যক্তি তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিল? শুষ্ক বৃক্ষময় কাননে দাবানল প্রজ্বলিত হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহার মধ্যে নিঃশঙ্কে পতিত হইল!

লক্ষ্মণ তারার এইরূপ সান্ত্বনাপূর্ণ মধুর বাক্য শ্রবণে নিঃশঙ্কে প্রীতিপূর্ণবচনে কহিতে লাগিলেন,—অয়ি ভর্তৃহিতৈষিণি! তোমার স্বামী কামবশীভূত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই হারাইতেছেন, ইহা কি তুমি বুঝিতেছ না? তিনি রাজ্যের স্থৈর্য্য সম্পাদনার্থ, নিকৃষ্ট পরিষদগণকে লইয়া ইন্দ্রিয়সুখসেবাতেই মত্ত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা যে শোকাকুল, তাহা একবার মনেও করেন না। তিনি বর্ষার অবসানে সৈন্যসংগ্রহ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সেই চারিমাস অতীত হইয়াছে তাহা বুঝিতেছেন না, মদমত্ত হইয়া বিহারসুখ অনুভব করিতেছেন। মদ্যপান কোনরূপে প্রশস্ত নহে। মদ্যপানে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ লোপ হয়। উপকারীর প্রত্যুপকার অকরণে মহান ধর্ম্ম লোপ হয়। গুণবান্ মিত্রের সহিত মিত্রতা নাশে অর্থ লোপ হয়। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও মিত্রের কার্য্যসাধন-তৎপরতাই মিত্রতার লক্ষণ। এই দুইটী গুণই তোমার স্বামী পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের উপস্থিত কার্য্য বিষয়ে অতঃপর যাহা করণীয়, তাহা তুমি সুগ্রীবের নিকট বলিয়া দাও।

অনন্তর তারা লক্ষ্মণের এই ধর্ম্মার্থ সঙ্গত মধুরবাক্য

শ্রবণ করিয়া রামের যে কার্য্য সকল অসম্পন্ন আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বিশ্বাস সহকারে পুনরায় কহিতে লাগিলেন ;—রাজপুত্র! এখন কোপের সময় নহে। স্বজনের প্রতি কোপ প্রকাশ করাও বিধেয় নহে। বীর! যিনি তোমার ইষ্ট সাধনের জন্য সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহার প্রমাদবশতঃ যাহা অপরাধ হইয়াছে, তাহা তুমি ক্ষমা কর। অপকৃষ্টের প্রতি উৎকৃষ্টের কোপ নিতান্তই অসম্ভব, বিশেষতঃ ভবাদৃশ বিশুদ্ধ সত্ত্ব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কখন কোপবশীভূত হন না। বানরবীরবন্ধু রামের কিজন্য কোপ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি জানি, কি জন্য তাঁহার কার্য্যে কাল বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহাও আমি জানি। তিনি আমাদের যাহা করিয়াছেন, তাহা আমি জানি, উপস্থিত বিষয়ে যাহা করিতে হইবে, তাহাও আমি জানি। দেখ, কামপ্রবৃত্তির বল যে নিতান্ত দুঃসহ, তাহাও আমার জানা আছে, অদ্য সেই কাম পরতন্ত্র সুগ্রীব অনন্যকর্ম্মা হইয়া স্ত্রীজন সংসর্গে আবদ্ধ রহিয়াছেন, তাহাও আমার অবিদিত নাই। কিন্তু তুমি যখন ক্রোধের বশীভূত, তখন তোমার কামতন্ত্রে অধিকার নাই। কামাসক্ত মনুষ্যও দেশকাল, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। তাহাতে পশুজাতির কথা আর কি বলিব? বীর! কপিরাজ সুগ্রীব সেই কাম বশীভূত হইয়া কেবল আমার সমীপে থাকেন, কামাবেশ বশতঃ তাঁহার লজ্জা সরম আর কিছুই নাই। বানরবংশনাথ সুগ্রীব তোমারই ভ্রাতা, তুমি তাহাকে ক্ষমা কর। ধর্ম্মপরায়ণ তপস্যাসক্ত মহর্ষিরাও মোহবশতঃ কামানুরক্ত হইয়া থাকেন, ইনি বানর,

চপল এবং রাজা, ভোগসুখে আসক্ত হওয়া ইহাঁর পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

তারা সঙ্গত বাক্যে মহাত্মা লক্ষ্মণকে এই সকল কথা বলিয়া পতির হিতকামনায় মদবিহ্বল লোচনে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে পুনর্ব্বার কহিলেন ;—নরশ্রেষ্ঠ ! সুগ্রীব কামবশীভূত হইলেও তোমার আগমনের পূর্ব্বেই সৈন্য সংগ্রহের আদেশ করিয়াছেন। নানা পর্ব্বত হইতে অসংখ্য কামরূপী মহাবীর্য্য বানর সকল আগত প্রায়। এক্ষণে তুমি এস ; তোমার চরিত্র পবিত্র, তোমার মত সাধুচরিত্র লোকের মিত্রভাবে পরদারাবলোকনে অধর্ম্ম হইবে না। তখন মহাবাহু লক্ষ্মণ তারার অনুজ্ঞানুসারে সত্বর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সুগ্রীব মহামূল্য আস্তরণাবৃত উৎকৃষ্ট সুবর্ণ সিংহাসনে রুমাকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উঁহার সর্ব্বাঙ্গে নানাপ্রকার দিব্য-মাল্য ও আভরণ, কণ্ঠে উৎকৃষ্ট হার। তৎকালে তাঁহার দিব্য-মূর্ত্তি দর্শনে সাক্ষাৎ ইন্দ্র বলিয়া বোধ হয়। চতুর্দ্দিকে দিব্য-মাল্যাভরণালঙ্কৃত প্রমদাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃতান্তদর্শন বিশাললোচন লক্ষ্মণ ক্রোধে আরক্ত নেত্র হইয়া উঠিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

:*:-

পুরুষর্ষভ দশরথ তনয় লক্ষ্মণ ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়া ক্রোধে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় অপ্রতিহত গতিতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া, সুগ্রীব নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সুবর্ণময় আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুসজ্জিত মহেন্দ্রধ্বজের ন্যায় উত্থিত হইলেন। রুমা প্রভৃতি প্রমদাগণও আকাশে পূর্ণচন্দ্রের পশ্চাৎ তারাগণের ন্যায় উত্থিত হইলেন। তৎকালে সুগ্রীবের নেত্রদ্বয় মদরাগে রঞ্জিত ছিল, তিনি কৃতাঞ্জলি পুটে লক্ষ্মণের সম্মুখে বৃহৎ কল্প বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন।

তখন লক্ষ্মণ তারাগণ পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় রুমা প্রভৃতি রমণীমণ্ডল মধ্যস্থিত সুগ্রীবকে দর্শন করিয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন ;—কপিরাজ ! যিনি মহাসত্ত্ব, সদ্বংশজাত, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ এবং যাঁহার দয়া ও সত্যবাদিতা আছে, তাদৃশ রাজাই জগতে পূজ্য হন। যে রাজা অধার্ম্মিক; উপকারী মিত্রের নিকট মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে, তাহা অপেক্ষা ক্রুর নরাধম আর কে আছে ? দেখ, একটী অশ্বের নিমিত্ত মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ হইলে শত অশ্বের এবং একটী ধেনুর জন্য প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইলে সহস্র ধেনু হত্যার পাতকগ্রস্ত হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ, সে আত্মঘাতীর পাপভাগী হয় এবং পূর্ব্ব পুরুষদিগের সদ্গতি নাশ করে। আর যে

দুরাত্মা আপনার কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়া পরে মিত্র কার্য্য করে না, সে কৃতঘ্ন সকলের বধ্য। প্লবগরাজ! পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোকনমস্কৃত ব্রহ্মা কৃতঘ্ন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। সাধুরা গোহত্যাকারী, সুরাপায়ী, চোর ও ভগ্নব্রতের নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছে, কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি দেন নাই। বানর! তুমি অনার্য্য, কৃতঘ্ন ও মিথ্যাবাদী। সেই জন্যই অগ্রে স্বকার্য্য সাধন করিয়া পরে রামের কার্য্যে উপেক্ষা করিতেছ। যদি তোমার প্রত্যুপকারের ইচ্ছা থাকিত, তবে জানকীর অনুসন্ধানে অবশ্যই যত্ন করিতে। তুমি গ্রাম্য সুখে আসক্ত ও মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ, তুমি যে মণ্ডূকরাবী সর্প,* রাম তাহা জানিতেন না। করুণা সাগর মহাত্মা রাম পাপিষ্ঠ দুরাত্মা তোমাকে রাজ্যদান করিয়াছেন। এক্ষণে মহাত্মা রামের কৃত কার্য্য তুমি যদি বিস্মৃত হও, তবে তাঁহার নিশিত শরে নিহত হইয়া এই দণ্ডে বালীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। বালী নিহত হইয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সঙ্কুচিত নহে। সুগ্রীব! তোমার অঙ্গীকার পালন কর, বালীর পথ অনুসরণ করিও না। তুমি এখনও ইক্ষ্বাকু রাজের বজ্র কঠিন শর চাপনির্ম্মুক্ত দেখ নাই। সেই জন্যই গ্রাম্য সুখে আসক্ত হইয়া তাঁহার কার্য্য মনেও করিতেছ না।

* সর্প মণ্ডূকগণকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত মণ্ডূকের ন্যায় রব করিতে থাকে, মণ্ডূক তৎশ্রবণে স্বজাতি বোধে তাহার নিকট উপস্থিত হয়। তখন সর্প আহারের সুবিধা করিয়া লয়। ইহাকেই মণ্ডূকরাবী-সর্প বলে।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

—:*:—

যখন লক্ষ্মণ এইরূপ বলিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাহা দেখিয়া চন্দ্রাননা তারা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—লক্ষ্মণ! সুগ্রীবকে এরূপ কথা বলা উচিত নহে। বিশেষতঃ আপনার মুখ হইতে বানররাজ এইরূপ কর্কশ কথা শ্রবণ করিবেন, ইহা নিতান্ত অনুচিত। কারণ সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ, শঠ, নিষ্ঠুর, মিথ্যাবাদী ও কুটিল নহেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যের পক্ষে যাহা দুষ্কর, রাম ইহাঁর সেই উপকার করিয়াছেন এবং এই বীর সুগ্রীবও তাহা বিস্মৃত হন নাই। হে শত্রুনাশক! রামের প্রসাদেই সুগ্রীব কীর্ত্তি, চিরস্থায়ি-বানররাজ্য, স্বীয় পত্নী রুমা এবং আমাকে লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে নিতান্ত দুঃখ ভোগ করিয়া এক্ষণে পরম সুখ লাভ করিয়া, ইনি বিশ্বামিত্র মুনির ন্যায় স্বীয় কর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। মহামুনি বিশ্বামিত্র নিতান্ত ধার্ম্মিক ও কালজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনিও ঘৃতাচী নামক অপ্সরার প্রতি আসক্ত হইয়া দশ বৎসর কালকে একদিন মনে করিয়াছিলেন। তিনিও যখন কালোচিত কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমুখ হইয়াছিলেন, তখন ইতর লোকের কথা আর কি বলিব? অতএব পশুধর্ম্মাক্রান্ত, পরিশ্রান্ত ও কাম ভোগে অতৃপ্ত, এই সুগ্রীবকে ক্ষমা করাই রামের কর্ত্তব্য। স্থির-ভাবে কর্ত্তব্য নিরূপণ না করিয়া ইতর লোকের ন্যায় সহসা

ক্রোধ করা উচিত নয়। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার ন্যায় সাত্ত্বিক পুরুষেরা বিবেচনা না করিয়া সহসা ক্রোধের বশীভূত হন না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি সুগ্রীবের জন্য একাগ্রচিত্তে আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া ক্রোধ জনিত এই চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করুন। আমি নিশ্চয় জানি যে, সুগ্রীব রামের প্রীতি সাধনের নিমিত্ত, রুমা, অঙ্গদ, ধন ধান্য, পশু, রাজ্য ও আমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন। সুগ্রীব সেই রাক্ষসাধম রাবণকে বধ করিয়া, রোহিণীর সহিত চন্দ্রের ন্যায়, সীতার সহিত রামকে আনয়ন করিবেন। লঙ্কায় অসংখ্য রাক্ষস আছে। তাহারা কাম-রূপী এবং অতি দুর্দ্ধর্ষ। ইহাদিগকে বধ করিতে না পারিলে, সীতাপহারী রাবণকে বধ করা অসম্ভব হইবে। বিশেষতঃ রাবণ অতি ক্রূর এবং সুগ্রীবও সহায় শূন্য। সুতরাং তিনি রাবণকে ও সেই রাক্ষসগণকে সংহার করিতে পারিবেন না। সর্ব্বজ্ঞ বানররাজ বালী আমায় এইরূপ বলিয়াছিলেন। নতুবা এরূপ ঘটনা আমি কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। যুদ্ধে আপনার সাহায্যার্থ বহুসংখ্যক রণনিপুণ বানরসৈন্য আনাইবার জন্য প্রধান প্রধান বানরগণকে প্রেরণ করা হইয়াছে। সুগ্রীব এখনও মহাবলশালী সেই বানরগণের প্রতীক্ষায় আছেন। সেই জন্যই রামের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত এখনও বহির্গত হন নাই। সুগ্রীবের আদেশানুসারে সেই মহাবলশালী বানরগণ অদ্যই আসিবে। হে শত্রুনাশক! আপনি কোপ পরিত্যাগ করুন, আজই সহস্র কোটি ঋক্ষ এবং শত শত গোলাঙ্গুল এবং বহুকোটি তেজস্বী বানর-

সৈন্য আপনার নিকট উপস্থিত হইবে। বানর বনিতাগণ পূর্ব্বে বালিবধে যেরূপ ভীত হইয়াছিল, এক্ষণে আপনার ক্রোধে আরক্ত লোচন এই মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তাহারা সেইরূপ ভীত হইতেছে।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

—:*:—

লক্ষ্মণের স্বভাব নিতান্ত মৃদু ছিল। সেই জন্য, তারা যখন তাঁহাকে এইরূপ বিনয়পূর্ণ ও ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন, তখন তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন। লক্ষ্মণ বীতক্রোধ হইলে, সুগ্রীব আর্দ্র বস্ত্রের ন্যায় লক্ষ্মণের ভয় পরিত্যাগ করিলেন। পরে সুগ্রীব স্বীয় কণ্ঠস্থিত বহুগুণযুক্ত মনোহর মাল্য ছেদন করতঃ গর্ব্বশূন্য হইয়া পরাক্রমশালী লক্ষ্মণের প্রীতি সম্পাদন পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন,—হে সুমিত্রা-নন্দন! আমার যে সকল সম্পত্তি, কীর্ত্তি এবং শাশ্বত বানর-রাজ্য পূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই সমুদায় আমি এক্ষণে রামের প্রসাদে পুনরায় লাভ করিয়াছি। রাম দেবতা। তিনি স্বীয় কর্ম্মে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আংশিক প্রত্যুপকার কে করিতে পারে? আমি কেবল সহায়মাত্র হইব। তিনি স্বীয় তেজোবলেই রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন। যিনি একটী বাণে সাতটী মহাবৃক্ষ,

পর্ব্বত এবং পৃথিবী ভেদ করিয়াছেন এবং যাঁহার বিস্ফারিত ধনুকের শব্দে পর্ব্বত ও পৃথিবী কম্পিত হয়, তাঁহার সহায়ের প্রয়োজন কি ? রাম যখন অগ্রগামী সৈন্যগণের সহিত শত্রু রাবণকে বধ করিতে যাইবেন, তখন আমি তাঁহার অনুগমন করিব মাত্র। আমি আপনার দাস ; যদি বিশ্বাস বা প্রণয়বশতঃ কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করিবেন। কারণ, ভৃত্য কখনও প্রভুর অনিষ্ট সাধনে অভিলাষ করে না।

মহাত্মা সুগ্রীবের এই কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন এবং সস্নেহ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, —তোমার ন্যায় বিনীত মিত্রলাভ করিয়া আমার ভ্রাতা বিশেষরূপে সহায়বান্ হইয়াছেন। তোমার যেরূপ প্রভাব এবং অন্তরের পবিত্রতা, তাহাতে তুমিই এই বানররাজ্যের উৎকৃষ্ট সম্পত্তি ভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র। তুমি সহায় হওয়াতেই রামের প্রতাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই জন্যই তিনি অচিরকাল মধ্যেই যুদ্ধে শত্রুগণকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তুমি ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ এবং যুদ্ধে কখনই পরাঙ্মুখ হও না। সুতরাং তুমি যাহা বলিলে, তাহা যুক্তিসঙ্গত। হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি এবং রাম ব্যতীত কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি সামর্থ্য থাকিতেও এরূপ বলিতে পারে ? হে বানররাজ! তুমি বল ও বিক্রমে রামের সদৃশ বলিয়াই দৈববলে রামের চিরসহায় হইয়াছ। তোমার বয়স্য রামচন্দ্র ভার্য্যাহরণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন। অতএব শীঘ্রই আমার সহিত এই স্থান হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা কর। সখে! রাম শোকাকুল

হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমি তোমাকে যে সকল কর্কশ কথা বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

—:*:—

মহাত্মা লক্ষ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া, সুগ্রীব পার্শ্ব-স্থিত হনূমানকে বলিলেন,—হিমালয়, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, কৈলাস ও মন্দর এই পঞ্চ পর্ব্বতে যে বানরগণ বাস করিতেছে; যাহারা নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, পর্ব্বত মধ্যে, সমুদ্র পারে এবং পশ্চিমদিকে আছে; যে ভীষণ বানরগণ সন্ধ্যা-কালের মেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ উদয়াচল এবং পদ্মাচলের বন আশ্রয় করিয়াছে, যাহারা বর্ণে অঞ্জন ও মেঘ সদৃশ এবং বলে হস্তিরাজ তুল্য এবং অঞ্জন পর্ব্বতে বাস করে; যাহাদের কান্তি সুবর্ণের ন্যায়, যাহারা মহাপর্ব্বতের গুহায় ও সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে এবং ধূম্রগিরিতে অবস্থান করে; যাহাদের বর্ণ প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় এবং বেগ অতি ভয়ঙ্কর এবং যাহারা মৈরেয় মধু পান করত মহারুণ পর্ব্বতে বাস করে; যাহারা সুগন্ধযুক্ত মনোহর মহারণ্যে এবং বন-ভূমির চতুর্দ্দিকে তপস্বিগণের রমণীয় আশ্রমে বাস করে, তুমি সামদানাদি উপায় অবলম্বন করিয়া বেগবান্ বানর দ্বারা অবিলম্বে সেই সেই বানরগণকে আনয়ন কর। আমি পূর্ব্বে

যে বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছি, তাহারা আমার বিশেষ পরিচিত। তাহারা যাহাতে সত্বর প্রত্যাগমন করে, সেইজন্য পুনরায় বানরগণকে প্রেরণ কর। যাহারা কামাসক্ত ও দীর্ঘসূত্র, তাহাদের সকলকেই শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর। আমার আদেশানুসারে যাহারা দশদিনের মধ্যে না আসিবে, রাজার আদেশ লঙ্ঘন করায় সেই দুরাত্মাদিগকে বধ করিবে। আমার আজ্ঞাবহ বানরগণের মধ্যে শত, সহস্র এবং কোটি বানর সৈন্য আমার আদেশে যাত্রা করুক। যাহারা মেঘ ও পর্ব্বত তুল্য এবং যাহাদের আকৃতি অতি ভীষণ, সেই কপিশ্রেষ্ঠগণ গগণতল আচ্ছাদনপূর্ব্বক আমার আদেশে এই স্থান হইতে যাত্রা করুক। যে বানরেরা পৃথিবীর নানা স্থান বিলক্ষণ অবগত আছে, তাহারা সেই সেই স্থানে গমন করিয়া আমার আদেশে বানর সকলকে শীঘ্র আনয়ন করুক।

বায়ুপুত্র হনূমান্ বানররাজ সুগ্রীবের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সকল দিকেই বিক্রমশালী বানরগণকে প্রেরণ করিলেন। সেই বানরগণ সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পক্ষী ও নক্ষত্রমণ্ডলের পথ অবলম্বন করত ক্ষণকাল মধ্যেই আকাশমার্গে প্রস্থান করিল। তাহারা সমুদ্র, পর্ব্বত, বন ও সরোবরে গমন করিয়া রামের কার্য্য সাধনার্থ বানরগণকে প্রেরণ করিতে লাগিল। মৃত্যু ও কাল সদৃশ মহারাজ সুগ্রীবের আদেশ শ্রবণ করিয়া বানরগণ তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া আসিতে লাগিল। অনন্তর অঞ্জন পর্ব্বত হইতে অঞ্জনবর্ণ মহাবলশালী তিন কোটি বানর রামের সমীপে উপস্থিত হইল। যে পর্ব্বতে সূর্য্য অস্ত যান, সেই পর্ব্বত হইতে তপ্ত-

কাঞ্চনের ন্যায় আভা বিশিষ্ট দশ কোটি বানর উপস্থিত হইল। সিংহ কেসরের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট সহস্র কোটি বানর কৈলাস পর্ব্বত হইতে আসিল। যাহারা ফল মূল ভোজন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে বাস করে, এরূপ সহস্র গুণিত সহস্র কোটি বানর সৈন্য আসিল। অঙ্গার তুল্য, ভীষণ ও ভীমকর্ম্মা সহস্রকোটি বানর বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে দ্রুতবেগে আগমন করিল। ক্ষীর সমুদ্রের তীর এবং তমালবন হইতে কত যে নারিকেল ভোজী বানর আসিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। বন, গহ্বর এবং নদী সমূহ হইতে মহাবল বানরসৈন্য সকল যেন সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদন করিয়া আসিতে লাগিল।

যে বানরগণ সৈন্যদিগের ত্বরার নিমিত্ত গিয়াছিল, তাহারা হিমালয় পর্ব্বতে একটী মহাবৃক্ষ দেখিতে পাইল। পুরাকালে পবিত্র গিরিরাজ হিমালয়ের এই বৃক্ষ মূলে মহাদেব মনোরম যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবগণের মনস্তুষ্টি হয়। বানরগণ তথায় ক্ষরিত যজ্ঞীয় ঘৃতাদি হইতে উৎপন্ন, অমৃত তুল্য সুস্বাদু ফলমুল সকল দেখিল। সেই যজ্ঞীয় ঘৃতাদি সম্ভূত ফলমূল যদি কেহ একবার ভক্ষণ করে, তাহা হইলে এক মাসের জন্য তাহাদের আর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। সেই ফলমূলাহারী বানরগণ সুগ্রীবের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত সেই যজ্ঞ স্থান হইতে দিব্য ফলমূল, ঔষধ ও সুগন্ধি পুষ্প সমূহ আনয়ন করিল।

সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ পৃথিবীস্থ বানর সকলকে সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ করিয়া দ্রুতবেগে সকলের অগ্রেই প্রস্থান করিল। সেই শীঘ্রগামী বানরগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবের

নিকটে উপস্থিত হইয়া ফলমূল ও ঔষধ সমূহ উপহার প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—"আমরা সমস্ত পর্ব্বত, নদী ও বন মধ্যে গমন করিয়া আপনার আদেশানুসারে পৃথিবীর সমস্ত বানরকেই আপনার নিকটে আনিয়াছি।"

বানররাজ সুগ্রীব এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাহাদের উপহার সমূহ গ্রহণ করিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

—:০:—

সুগ্রীব পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের আনীত উপহার গ্রহণ করিলেন। এবং ঐ সকল কৃতকার্য্য দূতগণকে অভিনন্দন পূর্ব্বক বিদায় করিয়া আপনাকে ও মহাবল রামকে কৃতার্থ মনে করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ মহাবল সুগ্রীবের আনন্দ বর্দ্ধন পূর্ব্বক বিনয় বাক্যে কহিলেন,—কপি-রাজ! এক্ষণে যদি তোমার অভিমত হয়, তবে আমরা কিষ্কিন্ধ্যা হইতে প্রস্থান করি।

তখন লক্ষ্মণের এইরূপ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—বীর! আমি তোমার নিদেশবর্ত্তী। চল আমরা গমন করি, এই কথা বলিয়া তারা প্রভৃতি নারীগণকে বিদায় দিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে বাণরগণকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর অন্তঃপুরচারী বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা তৎক্ষণাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সুগ্রীবের নিকট দণ্ডায়মাণ হইল। তখন সূর্য্যপ্রভ সুগ্রীব তাহাদিগকে সন্নিহিত দেখিয়া কহিলেন,—তোমরা শীঘ্র আমার জন্য শিবিকা

আনয়ন কর। শীঘ্রগামী পরিচারকগণ এইরূপ আদেশ শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ একখানি প্রিয়দর্শন শিবিকা আনয়ন করিল। তখন সুগ্রীব কহিলেন,—লক্ষ্মণ! তুমি ইহাতে আরোহণ কর। এই কথা বলিয়া সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত সেই বহু বানরবাহ্য কাঞ্চনময় সমুজ্বল যানে আরোহণ করিলেন। উহাঁদের মস্তকে শ্বেত ছত্র ধৃত হইল। চতুর্দ্দিকে শ্বেত চামর বিধূনিত হইতে লাগিল। শঙ্খ ও ভেরী ধ্বনি হইতে লাগিল, বন্দিগণ স্তুতিবাদ আরম্ভ করিল। সুগ্রীব রাজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং রাজার যোগ্য মহাড়ম্বরে যাইতে লাগিলেন। বহু সংখ্যক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী বানরে পরিবেষ্টিত হইয়া চলিলেন। যথায় রামের আশ্রম, বাহকেরা শিবিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মহাতেজা সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে রাম সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। বানর-সৈন্য সমুদায় সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমান্ ছিল, তাহারাও অদূরে কৃতাঞ্জলি হইয়া কমলকোরক-সুশোভিত তড়াগের ন্যায় দণ্ডামান রহিল। তদ্দর্শনে রাম সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

তৎকালে সুগ্রীব তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন। রাম তাঁহাকে উত্তোলন পূর্ব্বক প্রেম ও বহুমান প্রদর্শন করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কহিলেন,—সখে! উপবেশন কর। তখন সুগ্রীব নিরাসনে উপবিষ্ট হইলে রাম কহিতে লাগিলেন,—বীর! যিনি সতত কালবিভাগ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করেন, তিনিই রাজা, যে ধর্ম্ম অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল

কাম সেবা করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিতের ন্যায় পতিত হইলে চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ শত্রু ক্ষয় ও মিত্র সংগ্রহে আসক্ত হইয়া যিনি ত্রিবর্গের ফল ভোগ করিতে পারেন, সেই রাজাই ধার্ম্মিক।

বীর! এক্ষণে যুদ্ধের উদ্যোগ সময় উপস্থিত, অতএব তুমি তোমার মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ কর।

তখন সুগ্রীব রামকে কহিলেন,—সখে! আমি তোমার প্রসাদে প্রণষ্ট রাজশ্রী, কীর্ত্তি ও চিরন্তন রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছি। দেব! যে ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রত্যুপকার করিতে পরাঙ্মুখ, সে অত্যন্ত অধার্ম্মিক, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই সমস্ত প্রধান প্রধান বানরেরা পৃথিবীর সমস্ত বানরকে লইয়া আসিয়াছে। ঐ সকল বানর এবং ভল্লুক ও গোলাঙ্গুল, ইহারা সকলেই বন ও দুর্গ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ঘোর দর্শন ও কামরূপী, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের ঔরসে উহাদের জন্ম হইয়াছে। উহারা স্ব স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পথে বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল সুমেরু-নিবাসী ও বিন্ধ্যাচল স্থায়ী মেঘ-পর্ব্বত-সঙ্কাশ মহেন্দ্রবিক্রম বানর ও বানরযূথপতিগণ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে রাক্ষস যুদ্ধে তোমার সহিত গমন করিবে এবং যুদ্ধে রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীকে আনয়ন করিবে।

অনন্তর রাজাধিরাজ তনয় রাম আজ্ঞানুবর্ত্তী বানর-প্রবীর সুগ্রীবের এইরূপ সামরিক যুদ্ধোদ্যোগ দর্শন করিয়া আনন্দে প্রস্ফুটিত নীলোৎপলের ন্যায় পরম রমণীয় মুখশ্রী ধারণ করিলেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ।

—:০:—

সুগ্রীব কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিলে, ধার্ম্মিকবর রাম তাঁহাকে কহিলেন,—দেবরাজ ইন্দ্র যে বারিবর্ষণ করেন, সহস্রাংশু দিবাকর যে আলোকে তিমির নাশ করেন, চন্দ্রমা প্রভাজাল বিস্তারে রজনীকে নির্ম্মল করিয়া থাকেন, উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হে পরন্তপ! তোমার মত ধর্ম্মশীল ব্যক্তি যে মিত্রের প্রীতিসাধন করিবেন, তাহাও বিস্ময়ের বিষয় হইতেছে না। সৌম্য! আমি জানিলাম, তুমি নিরন্তর প্রিয়বাদী। সখে! আমি তোমাকে সহায় করিয়া সমস্ত শত্রুকে জয় করিব। তুমিই আমার সুহৃদ্, তুমিই আমার মিত্র, এক্ষণে তোমার সাহায্য করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। পূর্ব্বকালে অনুহ্লাদ পুলোমের অনুমতি লইয়া শচীকে হরণ করিয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্র উহাকে বিনাশ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাক্ষসাধম রাবণ আত্মবিনাশের জন্য আমার মৈথিলীকে অপহরণ করিয়াছে। আমিও সুতীক্ষ্ণ-শরদ্বারা অচিরকালের মধ্যে উহাকে বিনাশ করিয়া জানকীর উদ্ধার করিব।

এই সময়ে আকাশে সহসা ধূলিজাল আবির্ভূত হইল। উহার প্রভাবে সূর্য্যের প্রখর কিরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত দিক্ আকুল হইয়া উঠিল। শৈল ও কাননের

সহিত সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। অতঃপর মুহূর্ত্ত মধ্যে অসংখ্য বানরসৈন্য সমস্ত আচ্ছাদিত করিয়া মেঘবৎ গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র ও বন হইতে আগমন করিতেছে। ঐ সকল বানর-সৈন্য তীক্ষ্ণ-দশন, মহাবল ও নরেন্দ্র সদৃশ প্রতাপশালী। উহারা তরুণ সূর্য্যের ন্যায় আরক্ত, চন্দ্রের ন্যায় গৌরবর্ণ, এবং পদ্মকেশরবৎ পীতবর্ণ।

এই সময়ে সুগ্রীব দেখিতে পাইলেন,—বীর শতবলি নামে বানর হিমাচলবাসী দশসহস্র কোটি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আসিয়াছেন। পরে কাঞ্চনপর্ব্বতাকৃতি মহাবীর্য্য তারার পিতা সুষেণ বহু সহস্র কোটি সৈন্য সমভিব্যাহারে দেখা দিলেন। পরে রুমার পিতা তার সহস্র কোটি সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। পদ্মকেশরপ্রভ, তরুণ সূর্য্যের ন্যায় আনন বুদ্ধিমান্ সর্ব্ব বানরশ্রেষ্ঠ হনূমানের পিতা শ্রীমান্ কেশরী বহু সহস্র বানরের সহিত দৃষ্ট হইল। গোলাঙ্গুলাধি-পতি ভীম বিক্রম গবাক্ষ সহস্র কোটি বানরের সহিত আসি-লেন। ভীমবেগ ঋক্ষাধিপতি শত্রু বিনাশক ধূম্র দুই সহস্র কোটি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হইলেন। যূথপতি পনস মহাবীর্য্য তিন কোটি, নীলাঞ্জন বর্ণ মহাকায় নীল নামক যূথপতি দশ কোটি, কাঞ্চন শৈলকান্তি মহাবীর্য্য গবয় পাঁচকোটি, যূথপতি বলবান্ দরীমুখ সহস্র কোটী, মহাবল অশ্বিপুত্র মন্দ ও দ্বিবিদ কোটি কোটি সহস্র, বীর গজ তিনকোটি, অতি তেজস্বী ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ দশ কোটি, তেজস্বী রুমন শত কোটি, গন্ধমাদন শত সহস্র কোটি, বালিবৎ মহাবল যুবরাজ

অঙ্গদ সহস্রপদ্ম ও শতসংখ্য, তারকাকান্তি তার ভীম বিক্রম পাঁচ কোটি, একাদশ কোটির অধিপতি বীর ইন্দ্রজানু, তরুণ সূর্য্যসন্নিভ রম্ভ শত সহস্র অযুত, দুর্ম্মুখ নামে বানর দুই কোটি, কৈলাস শিখরাকৃতি ভীম পরাক্রম সহস্র কোটি বানরে পরিবৃত হইয়া হনূমান, মহাবীর্য্য নল ও দশ কোটি বানর পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হইলেন। অতঃপর শরভ, কুমুদ, বহ্নি প্রভৃতি বীরগণ এবং অন্যান্য কামরূপী বহু বানর পৃথিবী, পর্ব্বত ও বন সমুদায় আবৃত করিয়া তন্মধ্যে কতকগুলি সুগ্রীব সমীপে আগমন করিল, কেহ বা দূরে বসিয়া রহিল, কেহ কেহ বা লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। কেহ কেহ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর জলদজাল যেমন সূর্য্যকে আবৃত করে, সেইরূপ তাহারা সুগ্রীবকে বেষ্টন করিল। মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ যূথপতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ দূর হইতে আত্ম পরিচয় প্রদান করিল, কেহ কেহ কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিল, কেহ বা প্রণাম করিয়া প্রত্যাগমন করিল।

তখন রাজধর্ম্মবিৎ সুগ্রীব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রামের নিকট যূথপতিদিগের পরিচয় প্রদান করিয়া উহাদিগকে কহিলেন,—তোমরা এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে পর্ব্বত, নির্ঝর ও বন মধ্যে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিয়া তোমাদিগের মধ্যে যাঁহারা সেনা তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া সৈন্য নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হও।

চত্বারিংশ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর প্লবগাধিপতি সুগ্রীব এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়া নরশ্রেষ্ঠ রামকে কহিলেন,—সখে! যাহারা আমার রাজ্যে বাস করে, ঐ সমুদায় ইন্দ্রতুল্য বলবান কামচারী বানর উপস্থিত হইয়া সেনা নিবেশে বাস করিতেছে। উহারা দৈত্যদানব সদৃশ অত্যন্ত বিক্রমশালী, বলবান্, ভীষণাকৃতি ও ঘোরদর্শন; যুদ্ধক্ষেত্রে উহাদের বীরত্ব ও বিক্রম প্রদর্শন সর্ব্বত্র বিখ্যাত, উহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, পরিশ্রমে ক্লান্তিবোধ করে না। স্ব স্ব কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পর্ব্বতবাসী, কেহ কেহ বা দ্বীপবাসী, কেহ কেহ বা অরণ্যে বাস করে। কোটি কোটি বানর এখানে উপস্থিত হইয়াছে। উহারা সকলেই তোমারই কিঙ্কর, এবং নিদেশবর্ত্তী ও হিতকর। তোমার অভিপ্রেত কার্য্য সাধনে সকলেই সমর্থ, ইহাদের অধীনে আবার বহু সহস্র ঘোরাকৃতি বিক্রমশালী বানর আছে, তাহারাও তোমারই বশতাপন্ন, তোমারই সৈন্য। এক্ষণে যে কাজ করিতে হইবে, তাহা যদিও আমার অজ্ঞাত নাই, তথাচ তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, উহাদিগকে আজ্ঞা কর।

তখন রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—সখে! অগ্রে আমার জানকী জীবিত আছেন কি না, তাহাই জান। পরে রাবণ যে দেশে বসতি করে, তাহার সন্ধান লও। অতঃপর

তোমারই সহিত যাহা কর্ত্তব্য হয়, করা যাইবে। এখন আমি বা লক্ষ্মণ বানরদিগকে কোন কার্য্যেই নিয়োগ করিতে পারিতেছি না। তুমিই এই কার্য্যনির্ব্বাহের হেতু ও প্রভু, সুতরাং যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তুমিই ইহাদিগকে তাহার আদেশ কর। বীর! তোমার অজ্ঞাত আমার কোন কার্য্যই নাই। তুমি আমার দ্বিতীয় সুহৃৎ, বিজ্ঞ, কালদর্শী, হিতকারী ও বিশ্বাসভাজন।

অনন্তর সুগ্রীব রামলক্ষ্মণের সন্নিধানে গভীরনাদী শৈলাকৃতি তেজস্বী প্লবগরাজ বিনত নামক যূথপতিকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,—বীর! তুমি দেশকালজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, কর্ত্তব্য নির্ণয়েও তোমার পারদর্শিতা আছে। এক্ষণে তুমি তেজস্বী শত সহস্র বানরে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন কর। তথায় যাইয়া গিরিদুর্গ, নদী ও বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া জনকতনয়া সীতা ও রাবণের সন্ধান লইয়া আইস। ভাগীরথী, রমণীয়া সরযূ, কৌশিকী, কালিন্দীযমুনা, যমুনা সন্নিহিত মহাগিরি, সরস্বতী, সিন্ধু, নির্ম্মল শোণ, সশৈল কাননা মহী, কালমহী, ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশী কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র অঙ্গ, কোশকারকদিগের কীটের স্থান, রজতখনি এই সমস্ত অন্বেষণ কর। সমুদ্রস্থিত পর্ব্বত, দ্বীপ এবং মন্দরশিখরস্থিত আলয়ে প্রবেশ কর। যাহাদের কর্ণ ওষ্ঠপর্য্যন্ত বস্ত্রের ন্যায় বিস্তৃত, মুখ লৌহবৎ কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ, যাহারা একপদ অথচ বেগগামী, যাহাদের বংশ অক্ষয় বলবান্ এবং পুরুষ ভোজী ঐ সকল রাক্ষস সমাজের মধ্যে অনুসন্ধান কর।

যাহাদের কেশ পাশ সুতীক্ষ্ণ, এবং বর্ণ স্বর্ণবৎ পিঙ্গল, যাহারা আম মৎস্য ভোজন করে, দ্বীপবাসী, ঐ সমস্ত প্রিয়দর্শন কিরাতদিগের মধ্যে প্রবেশ কর। যে সকল জাতির আকৃতি মনুষ্য ও ব্যাঘ্রের ন্যায়, যাহারা গিরিশৃঙ্গে বিচরণ করে, তাহারা কখন প্লুতগতি কখন বা ভেলা দ্বারা জলমধ্যে গমনাগমন করে, ঐ সকল ঘোরদর্শন কাননবাসী জীবদিগের আলয়ে জানকীকে অনুসন্ধান করিবে। সপ্তরাজ্যসুশোভিত যবদ্বীপ, স্বর্ণকার ব্যাপ্ত সুবর্ণ ও রূপ্যদ্বীপে যাও। যবদ্বীপ অতিক্রম করিয়া শিশির নামক পর্ব্বত, উহার শৃঙ্গ গগণস্পর্শী, উহাতে দেব দানবগণ বাস করে। এই সকল দ্বীপের গিরিদুর্গ, প্রপাত ও বনভাগে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া যশস্বিনী রামপত্নীর অনুসন্ধান কর। অনন্তর সমুদ্র পারে সিদ্ধচারণ সেবিত শোণ নামক নদ, উহার জল রক্তবর্ণ, প্রবাহ শীঘ্রগামী। উহার রমণীয় তীর্থ ও বিচিত্র অরণ্যে রাবণ ও জানকীকে অন্বেষণ করিবে। অদূরে পর্ব্বত নিঃসৃত নদী, বহু উপবন দরীযুক্ত পর্ব্বত ও বন ও সমুদ্রের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাইবে।

অতঃপর মহারৌদ্র ইক্ষুসমুদ্র, উহা কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, অনিল বেগে উত্তালতরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে। তথায় মহাকায় অসুরগণ দীর্ঘকাল বুভুক্ষিত হইয়া রহিয়াছে, ব্রহ্মার আদেশে ছায়া গ্রহণ করিয়া জীবগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। উহাতে ভীষণ উরগগণ বাস করে। তোমরা কোন উপায়ে উহা উত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরে উপস্থিত হইবে। উহার জল রক্ত-

বর্ণ। তথায় একটী বৃহৎ কূটশাল্মলী নামে বৃক্ষ আছে। উহারই অদূরে বিহগরাজ গরুড়ের নানারত্ন-বিভূষিত গৃহ। ঐ গৃহ দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দেখিলে, কৈলাস পর্ব্বত বলিয়া মনে হয়। ঐ স্থানে মন্দেহ নামক বিকটাকার পর্ব্বতপ্রমাণ নানারূপধারী রাক্ষসগণ শৈলশৃঙ্গে লম্বমান হইয়া অধোমুখে রহিয়াছে। উহারা সূর্য্যোদয়কালে সূর্য্যকিরণে অভিতপ্ত এবং সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য-বর্ত্তী ব্রহ্মতেজে নিহত হইয়া জলমধ্যে নিপতিত হয়, এবং পুনর্জ্জীবিত হইয়া পূর্ব্ববৎ শৈলশৃঙ্গে লম্বমান হইয়া থাকে।

উহার পরেই শুভ্রমেঘ সদৃশ ক্ষীরোদ সাগর। উহার বক্ষস্থলে ঊর্ম্মিমালা দ্বারা যেন মুক্তাহার শোভা পাইতেছে। উহার মধ্যে ঋষভ নামে একটী ধবলগিরি বিদ্যমান আছে। ঐ পর্ব্বতে দিব্যগন্ধ কুসুমিত বিবিধ বৃক্ষ পরিবৃত সুদর্শন নামে এক সরোবর আছে। সরোবর মধ্যে সুবর্ণ কেশর গর্ভ উজ্জ্বল রজত পদ্ম প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। উহা রাজহংস দ্বারা সমাকুল। দেবতা, চারণ, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরোগণ তথায় আসিয়া হৃষ্টচিত্তে সতত বিহার করিতেছেন।

ঐ ক্ষীরোদ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া জলোদসাগর দেখিতে পাইবে। এই সাগর সর্ব্ব প্রাণীর ভয়াবহ। উহাতে ঔর্ব্বনামক ব্রহ্মর্ষির কোপানল ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিষম বড়বামুখ রূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এই বিচিত্র মহাবেগবান্ অগ্নি যুগান্তকালে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎকে আহার করিয়া থাকে। এই ভীষণ বড়বানল দর্শনে সাগরবাসী সমস্ত প্রাণী পতন ভয়ে যে আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে, তাহাই

অতি দূর হইতেও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এই সমু-দ্রের উত্তর তীরে স্বর্ণশিল নামে ত্রয়োদশ যোজন বিস্তৃত কনকপ্রভ সুমহান পর্ব্বত আছে। তথায় সর্ব্বদেব-পূজিত ধরণীধর অনন্তদেবকে দেখিতে পাইবে। তাঁহার মস্তক সহস্র, নেত্র পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাল, চন্দ্রবৎ শুভ্র দেহে নীলবসন পরিধান করিয়া সেই পর্ব্বত শিখরে বিরাজ করি-তেছেন। সেই পর্ব্বত শিখরে তাঁহার ধ্বজা স্বরূপ বেদির উপরে কাঞ্চনময় ত্রিশিরা তালবৃক্ষ আছে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র পূর্ব্বদিকে উহা নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহারই পর সুবর্ণময় শ্রীমান্ উদয়াচল, তাহার বহুসংখ্যক শিখর দেশ শত যোজন বিস্তৃত হইয়া আকাশকে স্পর্শ করিয়াছে। তথায় সাল, তাল, তমাল এবং সুবর্ণময় কুসুমিত কর্ণিকায় সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তথায় সৌমনা নামে স্বর্ণময় একটী শৃঙ্গ আছে, উহা এক যোজন বিস্তৃত ও দশ যোজন উন্নত। পূর্ব্বকালে পুরুষোত্তম বিষ্ণু ত্রিলোক আক্রমণ সময়ে এক পদ ঐ শৃঙ্গে, অপর পদ সুমেরু শিখরে অর্পণ করিয়াছিলেন। সত্যযুগে দিবাকর অস্তের পর উত্তরদিক্ দিয়া পরিক্রম করিয়া যখন এই মহোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতেন, তখনই জম্বুদ্বীপ নিবাসীদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেন। তথায় বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি সূর্য্য সম-তেজস্বী মহর্ষিগণ বাস করেন। উহার সম্মুখে সুদর্শন দ্বীপ, তোমরা ঐ পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে, গুহা ও বনভাগে বৈদেহী ও রাবণের অনুসন্ধান করিবে। ঐ স্বর্ণময় পর্ব্বত ও সূর্য্যের তেজে আবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বসন্ধ্যা প্রতিদিন লোহিত রাগ ধারণ করে।

এই উদয়াচল ভুবনতল প্রকাশের ও পৃথিবীতে যাতায়াতের পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম দ্বার, সেই জন্যই উহাকে পূর্ব্বদিক্ বলিয়া থাকে। হে বানরগণ! অতঃপর জীব আর যাইতে পারে না। ঐ সকল স্থান চন্দ্র সূর্য্য রহিত ও তমসাচ্ছন্ন অদৃশ্য, তথায় কেবল দিগধিষ্ঠাত্রী দেবতারই অধিকার। এক্ষণে আমি যে সকল শৈল-গহ্বর ও নদীর উল্লেখ করিলাম, আর যে সকল স্থান অনির্দ্দিষ্ট রহিল, সর্ব্বত্রে তোমরা জানকীকে অন্বেষণ করিবে। হে বানর পুঙ্গবগণ! এই পর্য্যন্তই তোমরা যাইতে পার। যেখানে সূর্য্য নাই, যাহার সীমা নাই, তাহা আর আমরা জানি না। একমাস পূর্ণ হইলেই তোমরা ফিরিয়া আসিবে, নচেৎ বধদণ্ড সহিতে হইবে। বানরগণ! তোমরা যাও। ইন্দ্রাধিষ্ঠিত বন খণ্ড মণ্ডিত দিক্ বিচরণ করিয়া রঘুবংশজ-প্রিয়া সীতার অনুসন্ধান করিয়া শীঘ্র আইস, সুখী হইবে।

একচত্বারিংশ সর্গ।

—:*:—

সুগ্রীব ঐ সমস্ত মহৎ বানর সৈন্য পূর্ব্বদিকে প্রেরণ করিয়া দক্ষিণদিক্ অনুসন্ধানার্থ অগ্নিপুত্র নীল, হনুমান্, পিতামহ পুত্র মহাবীর্য্য জাম্ববান, সুহোত্র, শবারি, শরগুল্ম, গজ ও গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, বৃষভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, সুষেণ, গন্ধমাদন, উল্কামুখ ও অনঙ্গ, প্রভৃতি বেগবিক্রমসম্পন্ন বীরগণকে বৃহৎ

বল অঙ্গদকে অগ্রগামী করিয়া পৃথিবীর দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিলেন। এবং তত্রত্য দুর্গম প্রদেশের বিষয় কহিতে লাগিলেন।

দেখ, তোমরা অগ্রে তরুলতাকীর্ণ সহস্র শিখর বিন্ধ্য এবং মহোরগ সঙ্কুল, রমণীয় নর্ম্মদা নদী, কৃষ্ণবেণী মহানদী, সুরম্য গোদাবরী, দর্শন করিবে। অনন্তর মেখল, উৎকল, দশার্ণ-নগর, আব্রবন্তী, অবন্তী, বিদর্ভ, ঋষিক ও মাহিষক নগরে যাইবে। অতঃপর মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিক অনুসন্ধান করিয়া পর্ব্বত-নদী গুহা সমন্বিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিবে। তথায় গোদাবরী নদী দেখিতে পাইবে। ইহার পরেই অন্ধ্র, পুণ্ড্র চোল, পাণ্ড্য ও কেরল দেশ। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে অয়োমুখ নামে গিরি। ইহার অপর নাম মলয়। ইহার শিখরদেশ ধাতুরঞ্জিত ও অতি রমণীয়। তথায় পুষ্পসুশোভিত কানন, উৎকৃষ্ট চন্দন বন ও স্বচ্ছ সলিলা কাবেরী নদী আছে। ঐ নদীতে অপ্সরোগণ সতত বিহার করিতেছে। ঐ মলয় পর্ব্বতের উপরিভাগে তেজঃ পুঞ্জ কলেবর সূর্য্য সন্নিভ মহর্ষি অগস্ত্য আসীন আছেন। প্রণতি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নক্র কুম্ভীর পূর্ণ তাম্রপর্ণী নামক মহানদী পার হইবে। তাম্র-পর্ণী বিচিত্র চন্দন তরু সমাকীর্ণ দ্বীপপুঞ্জে প্রচ্ছন্ন সলিলা হইয়া যুবতী রমণী যেমন স্বীয় কান্ত উদ্দেশে গমন করে, সেইরূপ সরিৎপতি সাগরের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ইহার পরে পাণ্ড্যদেশে গমন করিয়া উহার পুরদ্বারে মণি-মুক্তা বিভূষিত স্বর্ণকবাট দেখিবে। পাণ্ড্যদেশের পরেই সমুদ্র। উহার পারাপারের নিমিত্ত মহর্ষি অগস্ত্য উহার মধ্য-

স্থলে বিচিত্রশিখর মহেন্দ্র পর্ব্বত স্থাপন করিয়াছেন। ঐ পর্ব্বত সুবর্ণময়। উহার একপার্শ্ব সমুদ্রমগ্ন। বিবিধ তরু লতা প্রফুল্ল কুসুম শোভা বিস্তার করিয়া উহাকে পরম সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। তথায় দেবর্ষি, যক্ষ, অপ্সরা, সিদ্ধ ও চারণগণ সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছেন এবং প্রতি পর্ব্বদিবসে সুররাজ ইন্দ্র এই স্থানে আগমন করেন। ইহার পর পারে শত যোজন বিস্তৃত মানুষের অগম্য একটী দ্বীপ দেখা যায়। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে বিশেষ করিয়া সীতাকে অন্বেষণ করিবে। ঐ স্থান, রাক্ষসাধিপতি দুরাত্মা বধার্হ রাবণের বাসভূমি। ঐ দক্ষিণ সমুদ্রে অঙ্গারকানাম্নী এক রাক্ষসী আছে। সে জীব জন্তুদিগের ছায়া আশ্রয় করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করে। তোমরা তথায় গিয়া ঐ দ্বীপের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অমিততেজা নরেন্দ্রপত্নী সীতার অন্বেষণ করিবে। তাহাকে অতিক্রম করিয়া শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র মধ্যে পরম শোভমান্ সিদ্ধ চারণ সেবিত পুষ্পক নামে একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় অত্যন্ত উজ্জ্বল। ইহার শিখর সমুদায় আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সূর্য্যদেব যে শৃঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন, উহা কৃতঘ্ন, নৃশংস ও নাস্তিকেরা দেখিতে পায় না। তোমরা পর্ব্বতকে প্রণাম করিয়া উহার সর্ব্বত্র সীতাকে অন্বেষণ করিবে। ইহার পরেই সূর্য্যবান্ নামে পর্ব্বত। উহার বিস্তার চতুর্দ্দশ যোজন। তোমরা ঐ দুর্গম পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া বৈদ্যুত গিরিতে উপস্থিত হইবে। তথায় বৃক্ষ সমুদায় সর্ব্বকাল সুলভ ফলভরে অবনত।

তোমরা তথায় ফলমূল আহার ও উচ্ছিষ্ট মধুপান করিয়া গমন করিও। অতঃপর নেত্র মনের তৃপ্তিকর কুঞ্জর নামে পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্মা ভগবান্ অগস্ত্যের বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। উহা এক যোজন বিস্তৃত ও দশ যোজন উন্নত। উহা কাঞ্চনময় এবং বিবিধ দিব্য রত্ন খচিত। ঐ পর্ব্বতে ভোগবতী নামে সর্পদিগের এক পুরী আছে, উহা তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাবিষ পন্নগগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। উহার রাজপথ সকল সুপ্রশস্ত, তথায় নাগরাজ বাসুকি বাস করিয়া থাকেন। ঐ দুর্গম পুরীতে গমন করিয়া উহার গুপ্ত প্রদেশে সীতার অনুসন্ধান করিবে।

ইহার পর বৃষভাকার ঋষভ নামক পর্ব্বত। উহা রত্নময় ও অত্যন্ত উজ্জ্বল। তথায় গোশীর্ষ, পদ্মক ও হরিশ্যাম নামে দিব্যচন্দন উৎপন্ন হয়। তোমরা সেই চন্দন দেখিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না। কারণ, রোহিত নামক বহুসংখ্যক গন্ধর্ব্বগণ ঐ ভীষণ চন্দনকানন রক্ষা করিতেছেন। তথায় সূর্য্যসম তেজস্বী শৈলুষ, গ্রামণী, শিক্ষ ও শুকনামে পাঁচজন গন্ধপতি বাস করিতেছেন। এই পর্ব্বতের পরেই পৃথিবীর অবসান। এই স্থানে চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য তেজঃপুঞ্জ পুণ্যকর্ম্মাদিগের বাস। পৃথিবীর অন্তে স্বর্গ-বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিগণই বাস করিতে পারেন। তাহার পরেই সুদারুণ পিতৃলোক, ঐ স্থান তোমাদের গন্তব্য নহে। ঘোর তমসাবৃত সেই পিতৃলোকে যমের রাজধানী। হে বানর প্রবীরগণ! তোমরা এই পর্য্যন্তই গমন করিয়া সীতার অন্বেষণ করিবে। ইহার পর আর জীবগণের গতি

নাই। একক্ষণে আমি যে সমস্ত দেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম, এবং গতি প্রসঙ্গে অন্য যাহা কিছু দেখিতে পাইবে, তৎসমুদায়ে সীতার সন্ধান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। যে ব্যক্তি মাসমধ্যে "আমি সীতাকে দেখিয়াছি এই কথা বলিতে পারিবে," সে আমার তুল্য বিভবশালী হইয়া ভোগ সুখে বিহার করিতে পারিবে। তদপেক্ষা প্রিয়তর আর আমার কেহ নাই, বলিতে কি সে আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইবে। সে অনেকবার অপরাধ করিলেও চিরদিন আমার বন্ধু থাকিবে।

বানরগণ! তোমরা অমিত বলবিক্রমশালী, তোমরা বিপুল গুণসমৃদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যাহাতে সেই রাজনন্দিনী সীতার উদ্দেশ করিতে পার, তোমরা তদুপযোগী পুরুষার্থ লাভ করিতে যত্নবান্ হও।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর সুগ্রীব, মেঘবর্ণ ভীম পরাক্রম শ্বশুর সুষেণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। এবং প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জানকীর অন্বেষণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া মহাবীর বানরগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ইন্দ্রসমদ্যুতি গরুড়কান্তি বুদ্ধি বিক্রম সম্পন্ন অর্চ্চিষ্মান্ মহাবল অর্চ্চির্মাল্য ও ঋষিপুত্র মারীচগণকে কহিলেন;—তোমরা দুই সহস্র কপিসেনা সমভিব্যাহারে

পশ্চিমদিকে গমন করিয়া জানকী অন্বেষণ কর এবং বাহ্লীক, চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি সমৃদ্ধ রমণীয় জনপদ, বিপুল নগর, পুন্নাগ বকুল সঙ্কুল উদ্দালকাকুল কেতকখণ্ড ও কুক্ষিপ্রদেশে যাইয়া জানকীর অনুসন্ধান কর। তথা হইতে পশ্চিমবাহিনী শীতল সলিলা নদী সমুদায়, তাপসারণ্য, মরুভূমি, অত্যুচ্চ শীতল শিলা, ও গিরিদুর্গ অন্বেষণ করিয়া উহার পশ্চিমে সমুদ্রে উপস্থিত হইবে। উহার জল তিমি ও নক্র প্রভৃতি জলজন্তুতে পরিব্যাপ্ত দেখিতে পাইবে। ঐ স্থানে যাইয়া উহার তীরে কেতকী ও তমাল গহন অরণ্যে এবং নারিকেল-বনে বিহার করিবে। ঐস্থানে রাবণালয় ও জানকীকে অনুসন্ধান করিবে। পরে বেলাভূমিস্থিত মুরচীপত্তন রমণীয় জটাপুর, অবন্তী অঙ্গলেপাপুরী ও আলিক্ষিত নামে বন ও বিশাল রাজ্য ও বহু নগর দেখিবে। উহারই অনতিদূরে সিন্ধু সাগরের সঙ্গমস্থলে শতশৃঙ্গ মহাদ্রুমাকীর্ণ সোমগিরি নামক বৃহৎ পর্ব্বত। উহার প্রস্থদেশে সিংহনামে একপ্রকার পক্ষী আছে, উহারা তিমি মৎস্য ও হস্তীকে ধরিয়া স্বীয় নীড়ে লইয়া যায়। ঐ সকল নীড় গিরিশৃঙ্গে স্থাপিত। ঐ গিরি-প্রস্থ জল দ্বারা প্লাবিত হইলে, দর্পিত মাতঙ্গগণ উহার বিশাল শিখরে জলদ গম্ভীর ধ্বনিতে বিচরণ করিতে থাকে। ঐ সকল শিখর আকাশস্পর্শী কাঞ্চনময় এবং বিচিত্র পাদপাকীর্ণ। তোমরা এই সকল স্থানও বিশেষ করিয়া দেখিবে।

ঐ সমুদ্রেই পারিযাত্রনামক পর্ব্বতের কাঞ্চনময় শত যোজন উন্নত নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য শৃঙ্গ দেখিতে পাইবে। তথায় প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য ঘোরাকৃতি পাপিষ্ঠ চতুর্ব্বিংশতি কোটি

গন্ধর্ব্ব বাস করে। সাবধান! তোমার এই সকল সমবেত দুর্দ্দান্ত বানরগণ যেন তাঁহাদের নিকট অপরাধ না করে এবং তথাকার ফল মূলও গ্রহণ না করে। ঐ সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবল ভীম বিক্রম গন্ধর্ব্ব তৎসমুদয় রক্ষা করিতেছে।

অনন্তর বজ্রকঠিন বৈদূর্য্যবর্ণ, নানাবৃক্ষ-লতাকীর্ণ বজ্র-নামক পর্ব্বত আছে। উহা শত যোজন বিস্তীর্ণ, দেখিতে সুন্দর। উহার গুহা সমুদায় অন্বেষণ করিবে। সমুদ্রের চতুর্থাংশ অতিক্রম করিলে চক্রবান্ নামে আর একটী পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। তথায় বিশ্বকর্ম্মা সহস্র অরবিশিষ্ট এক চক্র স্থাপন করিয়াছিলেন। পঞ্চজন ও সুগ্রীব নামে দুই দানবকে বিনাশ করিয়া পুরুষোত্তম বিষ্ণু তথা হইতে এক শঙ্খ ও ঐ চক্র আহরণ করিয়াছিলেন। চক্রবান্ পর্ব্বতের রমণীয় শিখর ও বিশাল গুহাতে রাবণ ও জানকীকে অন্বেষণ করিবে। পরে ঐ অগাধ সমুদ্রে বরাহ পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। উহা চতুঃষষ্টিযোজন বিস্তৃত। উহার শৃঙ্গ সুবর্ণময়। ঐ পর্ব্বতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরী। তথায় নরক নামে এক দুরাত্মা দানব বাস করে। তাহাকে অতিক্রম করিয়া কাঞ্চন গর্ভ কাঞ্চন পর্ব্বত। উহাতে অজস্র ধারাবর্ষী এক প্রস্রবণ আছে। এবং হস্তী, বরাহ, সিংহ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ দর্পান্ধ হইয়া সর্ব্বদা গর্জ্জন করিতেছে। এই পর্ব্বতের অপরনাম মেঘ। পূর্ব্বকালে এই পর্ব্বতে দেবগণ শ্রীমান্ দেব-রাজ ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। সেই জন্য এখনও ইন্দ্র ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। ইহাকে অতিক্রম করিয়া ষষ্টিসহস্র কাঞ্চনগিরি দেখিতে পাইবে। উহারা নবোদিত

সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ। তথায় সুবর্ণময় বৃক্ষ সমুদায় ফল পুষ্পে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সমুদায় পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ ও উহাদের রাজা। পূর্ব্বকালে সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া এই পর্ব্বতকে বর দিয়াছিলেন; এবং কহিয়াছিলেন;—হে শৈলেন্দ্র! যাহারা তোমাকে আশ্রয় করিবে, তাহারা আমার প্রসাদে দিবারাত্রি কাঞ্চনময় হইয়া থাকিবে। আর যে সকল দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও দানব এই পর্ব্বতে বাস করিবে, তাহারা কাঞ্চনপ্রভ হইয়া আমারই ভক্ত হইয়া থাকিবে। ঐ পর্ব্বতে বিশ্বদেব, বসু ও মরুদ্‌গণ আসিয়া পশ্চিম সন্ধ্যা ও আদিত্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। সূর্য্য এইরূপে অভিপূজিত হইয়া অস্তাচলে অদৃশ্য হইয়া যান। এই দুই পর্ব্বতের অন্তর দশসহস্র যোজন। ভগবান্ দিবাকর উহা অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত মধ্যে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। সুমেরুশিখরে বরুণদেবের এক প্রকাণ্ড ভবন প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহাতে বহু প্রাসাদ ও নানা-পক্ষি-সমাকুল তরুরাজি শোভা পাইতেছে। ঐ দুই পর্ব্বতের মধ্যে মেরু প্রমাণ এক তাল বৃক্ষ আছে। উহা দশস্কন্ধ, সুবর্ণময়, বিচিত্র বেদিবিমণ্ডিত। ঐ সুমেরুতে ধর্ম্মজ্ঞ, তপোবল প্রদীপ্ত প্রজাপতিসদৃশ মেরুসাবর্ণি নামে এক মহর্ষি বাস করেন। তোমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মৈথিলী বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে। এই পর্য্যন্তই জীবলোকের বাস, ভাস্কর উদয়াচল হইতে আরম্ভ করিয়া বিচরণ করিতে করিতে আসিয়া এই পর্ব্বতে অস্ত যান। ইহার পর আর তোমরা যাইতে পারিবে না। এই স্থান ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন

ও অসীম। ইহার পর আর আমরা জানি না। এই স্থানে জানকীকে অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। মাস পূর্ণ হইলে আর কোথাও থাকিবে না। থাকিলে বধদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। হে বানরগণ! তোমাদের সহিত আমার শ্বশুর বীর সুষেণ গমন করিবেন। যদিও তোমরা পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান্, তথাপি ইনি আমার গুরু, শ্বশুর ও মহাবল। ইহাঁর আদেশ ও উপদেশ সর্ব্বথা শ্রোতব্য। অতএব ইহাঁকে প্রণাম করিয়া সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া পশ্চিমদিক্ অনুসন্ধান করিবে। তোমাদের এই কার্য্যে আমি রামের প্রত্যুপকার করিয়া কৃতকার্য্য হইব। ইহা ব্যতীতও যে কিছু কার্য্য তোমরা করিবে, তাহাও আমার প্রিয় হইবে।

অতঃপর সুষেণ প্রভৃতি বানরগণ সুগ্রীবের বাক্য একাগ্র-চিত্তে শুনিয়া, তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বনাধিষ্ঠিত পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

-:*:—

অনন্তর বানরেশ্বর সুগ্রীব আপনার ও রামের হিতকামনা করিয়া বীর শতবল নামক বানরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন;—বীর! ভবাদৃশ শতসহস্র বনবাসী বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এই সমস্ত যমতনয় মন্ত্রিগণের সহিত হিমশৈল বিভূষিত উত্তরদিকে গমন কর। তথায় সর্ব্বত্রে

যশস্বিনী রাম পত্নীকে অন্বেষণ কর। এই রামের প্রিয়কার্য্য সাধিত হইলে আমরা ঋণভার হইতে মুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইব। মহাত্মা রাম আমাদের যথার্থ হিতসাধন করিয়াছেন। যদি তাঁহার প্রত্যুপকার করিতে পারা যায়, তাহা হইলে জীবন সফল হইবে। ইহাঁর কথা কি বলিব, যাহার সহিত কোন উপকারের সংশ্রব নাই, তাদৃশ প্রার্থীরও যদি কোন কার্য্যে সাহায্য করা যায়, তাহাতেও জন্ম সফল হয়; পূর্ব্বে যিনি উপকার করিয়াছেন, তাঁহার কথা আর কি বলিব। বীরগণ! তোমরা আমার প্রিয় হিতাকাঙ্ক্ষী, তোমরা এই শুভবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। এই নর-শ্রেষ্ঠ রাম সকলেরই মাননীয়, বিশেষতঃ আমাদের সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন। তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি ও বিক্রম অনুসারে ঐ সমস্ত বহু দুর্গম স্থান, নদী এবং শৈলমধ্য অন্বেষণ কর। তথায় ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণকুরু, মদ্রক, কাম্বোজ, যবন, শক ও বরদ রাজ্যে যাও। অতঃপর হিমালয়ে যাইয়া লোধ্র, পদ্মক ও দেবদারু বনে অন্বেষণ কর। পরে দেব-গন্ধর্ব্ব-সেবিত সোমাশ্রমে গমন করিয়া অদূরে কালনামক এক উচ্চশিখর পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। তোমরা উহার গণ্ডশৈল ও গভীর গুহায় অন্বেষণ করিবে। ইহার পরেই সুদর্শন পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে স্বর্ণের খনি আছে। উহার পর দেবসখা নামে পর্ব্বত, এই পর্ব্বতে নানা প্রকার পক্ষিসমাকুল অনেক বৃক্ষ আছে, উহার স্বর্ণ-ময় নির্ঝর ও গুহা সমুদায় অনুসন্ধান করিবে। উহার পরেই শূন্যময় স্থান, তাহা চতুর্দ্দিকে শত যোজন বিস্তৃত। তথায়

পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ এবং কোন প্রাণীও নাই। সেই ভীষণ প্রান্তর শীঘ্র অতিক্রম করিয়া পরে শুভ্রবর্ণ কৈলাস দেখিতে পাইবে। তথায় শুভ্র মেঘতুল্য সুবর্ণবিমণ্ডিত কুবের ভবন আছে। উহাতে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, অতি রমণীয় প্রাসাদ দেখিয়া যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিবে। ঐ পর্ব্বতে প্রভূত কমল ও উৎপল সুশোভিত বিশালা নামে এক সরোবর আছে। ঐ সরোবর হংস কারণ্ডবগণে আকীর্ণ, তথায় অপ্সরোগণ বিহার করিতেছে। এবং সর্ব্বলোক নমস্কৃত যক্ষাধিপতি শ্রীমান্ কুবের গুহ্যকগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ হিমাংশুশুভ্র কৈলাস পর্ব্বত এবং উহার গুহা সমুদায় অন্বেষণ করিবে।

ইহার পর ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত। উহার গহ্বর সমুদায় অত্যন্ত দুস্প্রবেশ্য। তোমরা অত্যন্ত সাবধান হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। এই স্থানে মহাত্মা দেবরূপী সূর্য্যবৎ তেজস্বী মহর্ষিগণ দেবতাদিগের প্রার্থনানুসারে বাস করিতেছেন। এই পর্ব্বতের কার্ত্তিকেয় কৃত গহ্বর, শিখর, নির্ঝর প্রদেশ ও নিতম্বদেশ সমুদায় অন্বেষণ করিবে। উহার পর মানস শৈল, পূর্ব্বে ঐ পর্ব্বতে কামদেব তপস্যা করিয়াছিলেন। তথায় বৃক্ষ নাই, দেবতা, রাক্ষস ও অন্যান্য জীবগণেও গমন করিতে পারেন না।

ঐ ক্রৌঞ্চগিরি অতিক্রম করিয়া মৈনাক পর্ব্বত। ঐ স্থানে ময় দানবের একটী ভবন আছে। ঐ ভবন তিনি স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহার চতুর্দ্দিকে অশ্বমুখী কিন্নরীদিগের বাসস্থান। তাহার পরে সিদ্ধাশ্রম, ঐ স্থানে সিদ্ধ,

বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি তাপসগণ বাস করেন। তাঁহারা তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ। তোমরা তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বিনয় সহকারে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিবে। ঐ আশ্রমে স্বর্ণময় কমলাচ্ছন্ন একটী সরোবর আছে। ঐ সরোবরও বৈখানস নামে বিখ্যাত। ঐ সরোবরে অরুণ বর্ণ হংসেরা বিচরণ করিতেছে। এবং কুবেরবাহন সার্ব্বভৌম নামক হস্তী, তাহার প্রিয়তমা করিণীর সহিত সতত বিহার করিতেছে। ঐ সরোবর অতিক্রম করিয়া একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, ঐ ক্ষেত্রে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও মেঘ পর্য্যন্ত নাই। তথায় দেবকল্প তপঃসিদ্ধগণ বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছেন। তাঁহাদেরই স্বতঃসিদ্ধ দেহ প্রভায় ঐ সমস্ত দেশ সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রকাশ করিতেছে। তাহার পরেই শৈলোদা নামে এক স্রোতস্বতী, উহার উভয়তীরে কীচক নামে বহু বংশ উৎপন্ন হয়। সিদ্ধগণ ঐ সকল বংশ অবলম্বন করিয়া নদী পারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। উহার পরে উত্তরকুরু। উহা পুণ্যাত্মালোকদিগের বাসস্থান। তথায় কাঞ্চন-পদ্ম-সুশোভিত সরোবর ও বহুসংখ্যক নদী আছে। নদীতে হিরণ্ময়রক্তোৎপল ও নীল বৈদূর্য্য পত্র আছে। তীর প্রদেশ মহামূল্য মণি-রত্ন-কাঞ্চনপ্রভ কেশরসমন্বিত বিচিত্র নীলোৎপলবনদ্বারা পরিবৃত। এবং বর্ত্তুলাকার মুক্তা, মহামূল্য মণি ও সুবর্ণ দ্বারা বিমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সরোবরের চতুর্দ্দিকে রত্নময় পর্ব্বত ও নানাপ্রকার বৃক্ষ আছে। ঐ সকল পর্ব্বত হুতাশনবৎ প্রদীপ্ত ও সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। বৃক্ষ সমুদায় সর্ব্বদাই ফল পুষ্পভারে অবনত। উহার স্কন্ধদেশ হইতে

দিব্যগন্ধযুক্ত রস প্রস্রুত হইতেছে। উহার স্পর্শও স্পৃহনীয়, ঐ সকল বৃক্ষ হইতে নানাপ্রকার বস্ত্র এবং স্ত্রীপুরুষের যোগ্য মুক্তাবৈদূর্য্যখচিত বিবিধভূষণ, বিচিত্র আস্তরণাস্তৃত শয্যা, মনোহর মাল্য, বিবিধ তৃপ্তিকর অন্ন পান, রূপ যৌবনসম্পন্ন গুণবতী যুবতী সকল উৎপন্ন হইতেছে। তথায় উজ্জ্বলপ্রভা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, নাগ ও বিদ্যাধরগণ নারী-গণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে। তাহারা সকলেই পুণ্যকর্ম্মা, ভোগবিলাসী, কামার্থ সহকারে রমণীগণের সমভিব্যাহারে বাস করিতেছেন। তথায় প্রীতিকর হাস্য পরিহাস কোলাহল ও মনোহর গীতবাদ্যধ্বনি সতত শ্রুতি-গোচর হইতেছে। তথায় অসন্তুষ্ট বা অসৎ প্রিয় কেহ নাই। দিন দিন গুণেরই আদর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার পর উত্তর সমুদ্র। ঐ সমুদ্রের মধ্যে সুবর্ণময় সোমগিরি। ঐ প্রদেশে সূর্য্য না থাকিলেও ঐ সোমগিরিই স্বীয় কান্তিতে সমস্ত আলোকিত করিতেছে। তদ্দ্বারা বোধ হয়, ঐ স্থান সূর্য্য-শোভা বিরহিত নহে। এই স্থানে বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু, একাদশা-ত্মক রুদ্র ও ব্রহ্মা, এই ত্রিমূর্ত্তি স্বরূপ শম্ভু ব্রহ্মর্ষিগণে পরি-বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তোমরা এই উত্তর কুরু অতিক্রম করিয়া আর যাইবে না। সোমগিরি দেবতাদিগেরও অগম্য। সুতরাং তথায় অন্যের গতি নাই। তোমরা ঐ সোমগিরি দর্শন করিয়া তথা হইতে সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইবে। হে বানর-পুঙ্গবগণ! এই পর্য্যন্তই তোমরা যাইতে পারিবে। অতঃপর সূর্য্য নাই সীমাও নাই, আমরা তাহার পর কিছুই জানি না। আমি যে সকল স্থানের উল্লেখ করিলাম, আর যে সকল

অনির্দ্দিষ্টও রহিল, ঐ সমুদায় স্থানে যাইয়া অনুসন্ধান করিবে। তোমরা সীতার দর্শন করিয়া আসিলে, উহা রামের ও আমার উভয়েরই অত্যন্ত প্রীতিকর হইবে। অধিক আর কি বলিব, তোমরা এই কার্য্যে কৃতার্থ হইলে আমি তোমাদিগকে বন্ধু-বান্ধবের সহিত পরম সমাদরে সর্ব্বথা রক্ষা করিব। তোমরাও সকলের উপজীব্য হইয়া নিষ্কণ্টকে পৃথিবী বিচরণ করিতে পারিবে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

—:০:—

অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর পবনতনয় হনুমান্‌কেই কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে সম্যক্ সমর্থ স্থির করিয়া কহিলেন,—বীর! তুমি সমস্ত বনবাসী বানরদিগের শ্রেষ্ঠ। তোমার গতি পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গলোকেও প্রতিহত হয় না। তুমি অসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য ও দেবলোক সমস্তই অবগত আছ। হে মহাকপে! তোমার গতি, বেগ, তেজ ও ক্ষিপ্রকারিতা, তোমার পিতা মহাতেজা বায়ুরই তুল্য। তোমার মত তেজস্বী এ জগতে কেহ নাই। এক্ষণে যাহাতে সীতার অনুসন্ধান পাই, তাহাই তুমি চিন্তা কর। হে নীতিজ্ঞ! তোমাতে বল, বুদ্ধি ও পরাক্রম সমস্তই আছে। দেশ কালানুসারে কার্য্যকারিতা ও নীতি নিরূপণেও তোমার বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে।

সুগ্রীবের এই সকল কথা শুনিয়া রাম মনে করিলেন, হনুমান্ই কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ যোগ্য, ইহা দ্বারা আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে। ইহার বল বুদ্ধি সম্যক্ পরিজ্ঞাত ও কার্য্য দ্বারা পরীক্ষিত, এই জন্যই সুগ্রীব ইহাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং ইনি প্রস্থান করিলে যে নিশ্চয়ই জানকীর অনুসন্ধান হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

রাম এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃতার্থের ন্যায় হৃষ্টান্তঃকরণে জানকীর প্রত্যয়ের নিমিত্ত অভিজ্ঞানস্বরূপ স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় হনূমানের হস্তে প্রদান করিলেন। এবং কহিয়া-দিলেন,—হরিশ্রেষ্ঠ! আমি যে তোমাকে প্রেরণ করিলাম, সীতাএই চিহ্ন দ্বারা তাহা জানিতে পারিবেন এবং অশঙ্কিতচিত্তে তোমাকে দেখিবেন। তোমার যেরূপ অধ্যবসায় ও বল বিক্রম, তাহাতে সুগ্রীবের আদেশ অনুসারে আমার কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তখন হনুমান্ উহা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার চতুর্দ্দিকে মহাবল বানরসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি নির্ম্মল আকাশে তারকা বেষ্টিত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অতঃপর রাম কহিতে লাগিলেন,—বীর! সিংহবিক্রম! আমি তোমারই বল বিক্রমের উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। এক্ষণে যাহাতে তুমি অমিত বিক্রম দ্বারা জানকীরে দেখিতে পাও, তাহাই কর।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

—:*:—

রাজা সুগ্রীব রামের কার্য্য সিদ্ধির জন্য সমস্ত বানরগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—বানরগণ! আমি যেরূপ আদেশ করিলাম, তোমরা সেইরূপে সীতার অন্বেষণ করিয়া আসিবে।

অনন্তর বানরগণ সুগ্রীবের এই উগ্র শাসন জানিতে পারিয়া, পতঙ্গের ন্যায় দলে দলে পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। বীর শতবলী হিমাচলাবৃত রমণীয় উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন। যূথপতি বিনত পূর্ব্বদিকে, পবন তনয় হনূমান্ তার ও অঙ্গদাদির সহিত দক্ষিণদিকে, সুষেণ ঘোর পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন। রাজা সুগ্রীব এইরূপে বানর-গণকে যথাযোগ্য সর্ব্বদিকে প্রেরণ করিয়া পরম সুখী ও সন্তুষ্ট হইলেন। রামও সীতার প্রাপ্তিবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া লক্ষ্মণের সহিত সেই প্রস্রবণ গিরিতে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরগণ রাজার আদেশে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দিক্ লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। গমন কালে কেহ গর্জ্জন, কেহ সিংহনাদ, কেহ বা চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল;—আমি রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতাকে আনয়ন করিব। কেহ কহিল,—আমি একবার রাবণকে পাইলে যুদ্ধে তাহাকে বধ করিব। কেহ বলিল,—তোমরা থাক, আমিই একাকী রাবণকে বধ করিয়া পাতাল হইতেও সেই শ্রমকম্পিতা সীতাকে আনয়ন করিব। কেহ বলিল,—আমি সমস্ত বৃক্ষকে দগ্ধ করিব, পর্ব্বত উৎপাটন, ধরণীকে

বিদারণ ও সাগর শোষণ করিব। কেহ কহিল,—আমি যে এক যোজন লম্ফ প্রদান করিতে পারি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর একজন কহিল,—তুমি কি বলিতেছ, আমি এক লম্ফে শত যোজনেরও অধিক যাইতে পারি। কেহ কহিল,—আমি ভূতল, সাগর, পর্ব্বত, অথবা পাতালের মধ্যেই হউক, সর্ব্বত্র গমন করি, আমার গতি কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না। এইরূপে বানরেরা প্রত্যেকেই বলদর্পিত হইয়া আস্ফালন করিতে লাগিল।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

—:*:—

অনন্তর বানরগণ সীতার উদ্দেশে প্রস্থান করিলে, রাম সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সখে! তুমি সমস্ত ভূমণ্ডল কিরূপে জানিতে পারিলে?

প্রণতস্বভাব সুগ্রীব কহিলেন,—সখে! আমি সমস্তই বিস্তারক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বালী মহিষাকৃতি দুন্দুভি নামক দানবকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, দানব ভীত হইয়া মলয় পর্ব্বতের গুহায় প্রবেশ করে। বালীও তাহার বিনাশ বাসনায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হন। আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় বিনীতবেশে গুহাদ্বারে দণ্ডায়মান রহিলাম। এক বৎসর অতীত হইল, তথাপি তিনি নির্গত হইলেন না।

তখন আমি দেখিলাম, শোণিতপ্রবাহে ঐ গুহা পূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আমি বিস্মিত ও শোকাকুল হওয়াতে

আমার বুদ্ধি বৈকল্য ঘটিল, মনে করিলাম, বালী নিহত হইয়াছেন।

তখন আমি দুন্দুভিকে অবরোধ করিয়াই বধ করিব স্থির করিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ এক শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার আচ্ছাদিত করিলাম। অনন্তর বালীর জীবনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া আমি কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমন করিলাম। এবং বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য গ্রহণপূর্ব্বক তারা ও রুমাকে লইয়া মিত্রগণের সহিত নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে বালী সেই দানবকে বধ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আমি ভ্রাতৃগৌরবে ভয়াকুল হইয়া তাঁহাকে রাজ্য অর্পণ করিলাম। কিন্তু ঐ দুষ্ট স্বভাব পূর্ব্ব হইতে আমার উপর বিরক্তচিত্ত ছিলেন, সুতরাং আমার বিনাশেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অনন্তর আমি এই ব্যাপার অবগত হইয়া কএকজন সচিবের সহিত পলায়ন করিলাম। বালীও আমার অনু-সরণে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি এই পলায়নাবস্থায় নানা নদী, বন ও নগর অবলোকন করি। তৎকালে পৃথিবী আমার চক্ষে গোষ্পদবৎ বোধ হইতে লাগিল। ভ্রমণবেগ অলাত-চক্রবৎ, দ্রষ্টব্য পদার্থ সকল আদর্শতলবৎ প্রতীতি হইতে লাগিল। সখে! প্রথমে আমি পূর্ব্বদিকে যাই। তথায় বিবিধ বৃক্ষ দরীনিকরসঙ্কুল গিরি, রমণীয় বিবিধ সরোবর ও ধাতুবিমণ্ডিত উদয়াচল দেখিতে পাই। অতঃপর অপ্সরা-দিগের নিত্য বিহারস্থল ক্ষীরোদ সাগরে উপনীত হইলে, বালীও আমার অনুসরণক্রমে সেইদিকে উপস্থিত হইল। তখন

আমি তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিলাম। ঐদিক্ বিন্ধ্য-পর্ব্বত ও নিবিড় চন্দন বনে সমাকীর্ণ। তথায় বালীও বৃক্ষ ও পর্ব্বতের অন্তরালে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করি। তথায় নানাদেশ ও গিরিবর অস্তাচলকে দেখিতে পাই। তথা হইতে আবার উত্তরদিকে চলিলাম এবং হিমাচল, সুমেরু ও উত্তর সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করি। কোথায়ও বালী আমার অনুসরণে নিবৃত্ত হইলেন না। আমি যখন কোন স্থানেই আশ্রয় পাইলাম না, তখন বুদ্ধিমান্ হনূমান্ আমাকে কহিলেন ;—রাজন্! আমার স্মরণ হইতেছে, অনেক দিন পূর্ব্বে মহর্ষি মতঙ্গ বানররাজ বালীকে উদ্দেশ করিয়া এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, —অতঃপর বালী যদি আমার আশ্রমে প্রবেশ করে, তবে তৎ-ক্ষণাৎ তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব ঐ স্থানে আমাদের বাস সুখকর হইবে, আর কোন উদ্বেগও থাকিবে না।

তখন আমি ঐ পর্ব্বত উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। এবং ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তৎকাল হইতে বালী মতঙ্গ শাপভয়ে এস্থানে আর প্রবেশ করিতে পারিলেন না। রাজন্! আমি এইরূপে সমস্ত ভূমণ্ডল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতঃপর এই গুহা আশ্রয় করিয়াছিলাম।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

—:*:—

এদিকে কপিরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বানরগণ জানকীর দর্শন বাসনায় সকলদিকে মহাবেগে যাইতেছে। উহারা সরোবর, নদী, আকাশ, নগর ও নদীমাতৃক দেশ সমুদায় অন্বেষণ করিতেছে। উহারা বহুযত্নে সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়া যে স্থানে বৃক্ষ সমুদায় সর্ব্বঋতু সুলভ ফল পুষ্পে সুশোভিত, রাত্রিকালে তথায় উপস্থিত হইয়া ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে।

এইরূপে প্রস্থান দিন হইতে মাস প্রায়-শেষ হইয়া আসিল। তখন বানরেরা সীতা-প্রাপ্তি-বিষয়ে নিরাশ হইয়া যূথপতির সহিত প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। মহাবল বিনত সচিব-গণের সহিত পূর্ব্বদিক্ অনুসন্ধান করিয়া কোথায়ও দেখিতে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহাকপি শতবলি সমস্ত উত্তরদিক্ দেখিয়া ভীতচিত্তে সৈন্যগণের সহিত আসিতে লাগিল। সুষেণ পশ্চিমদিক্ হইতে আসিতে লাগিল। এদিকে মাস পূর্ণ হইল। তৎকালে সুগ্রীব প্রস্রবণগিরিতে বাস করিতে-ছিলেন। সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং রামের সহিত একত্র উপবিষ্ট তাঁহাকে অভি-বাদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল;—রাজন্! আমরা পর্ব্বত, সমস্ত নিবিড় অরণ্য, স্রোতস্বতী, সাগরান্ত সমুদায় জনপদ এবং আপনি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় গুহা,

ল মহাগুল্ম ও দুর্গম বিষমপ্রদেশে অনুসন্ধান

করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন সমুদায় অতিপ্রমাণ দুর্দ্ধর্ষ জীব-জন্তুদের মধ্যেও অন্বেষণ ও উহাদিগকে বিনাশও করিয়াছি। এইরূপে সমস্ত দুর্গম প্রদেশ পুনঃপুন পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি জানকীর দর্শন পাইলাম না।

রাজন্! মহাবীর্য্য সদ্বংশসম্ভূত বীর হনুমান্ যে মৈথিলীর উদ্দেশ পাইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তিনি যে দেশে গিয়াছেন, বায়ুপুত্র হনুমান্ও সেইদিক্ আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

—:০:—

এদিকে মহাবীর হনুমান্ তার ও অঙ্গদের সহিত সুগ্রীব-নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণদিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অন্যান্য বানরদিগের সহিত দূরপথ অতিক্রম করিয়া বিন্ধ্য-পর্ব্বতের গুহা, অরণ্য, নদী, দুর্গ, সরোবর ও বৃহৎ বৃক্ষ প্রভৃতি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোথায়ও জনকতনয়ার দর্শন পাইলেন না।

অনন্তর তাহারা সকলে পুনরায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক নির্জ্জন ঘোর দর্শন শূন্য বনে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িল। তখন উহা পরিত্যাগ করিয়া অকুতো-ভয়ে অন্যদেশে প্রবেশ করিল। তথায় বৃক্ষে ফল পুষ্প ও

পত্র পর্য্যন্ত নাই। নদী সমুদায় জলশূন্য, মূল পর্য্যন্ত দুর্লভ। মহিষ, মৃগ, হস্তী, শার্দ্দূল ও অন্যান্য বনচর জন্তুও সেস্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না। এস্থানে বৃক্ষ ওষধি, বৃক্ষাশ্রিত লতা ও ভূমিস্থিত বল্লীও নাই। সুদৃশ্য সুগন্ধ ভৃঙ্গরাজিবিরাজিত পদ্মের বিকাশ নাই। এই স্থানে মহাভাগ সত্যবাদী কণ্ডু নামে এক মহর্ষি বাস করিতেন। তিনি নিয়ম প্রভাবে অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ও ক্রুদ্ধস্বভাব ছিলেন। তাঁহার দশবর্ষীয় একটী পুত্র ছিল। ঐ পুত্রটীর আয়ুষ্কাল শেষ হওয়াতে এই ঘোর অরণ্যে মৃত্যু হয়। সেই জন্য ধর্ম্মাত্মা মহামুনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ সমস্ত বনকে অভিসম্পাত করেন। তদবধি এই স্থানে এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। কেহ এখানে বাস করে না। বানরেরা উহার প্রান্তদেশ, গিরিগহ্বর ও নদীর মূল প্রভৃতি সমস্ত স্থানে অন্বেষণ করিল। কুত্রাপি জানকীর দর্শন পাইল না। রাবণেরও উদ্দেশ পাইল না।

অনন্তর তাহারা অন্য বনে প্রবেশ করিল। ঐ বন তরু-লতা ও গুল্মে আচ্ছন্ন, অত্যন্ত ভীষণ। বানরেরা তন্মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সহসা এক ভীষণাকৃতি অসুরকে দেখিতে পাইল। এই অসুর বরপ্রভাবে দেবগণকেও ভয় করে না। বানরেরা ঐ পর্ব্বতাকার ঘোরদর্শন অসুরকে দেখিয়া কটিতটে দৃঢ়রূপে বস্ত্র বন্ধন করিল। অসুরও ক্রোধ-পরবশ হইয়া দৃঢ়তর মুষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক তোরা মরিলি, এই কথা বলিয়া বেগে উহাদের দিকে ধাবিত হইল। তখন বালিপুত্র অঙ্গদ সহসা উহাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া

রাবণ বোধে ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া এক চপেটাঘাত করিলেন। অসুরও তৎক্ষণাৎ অঙ্গদের প্রহারে অভিহত হইয়া শোণিত উদ্গার পূর্ব্বক বিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

অনন্তর গর্ব্বিত বানরেরা পর্ব্বতের সমস্ত গহ্বর অনুসন্ধান করিল। অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হইল দেখিয়া, অন্য একটী ঘোর গহ্বরে প্রবেশ করিল। তথায় সম্যক্ অনুসন্ধানের পর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া তথা হইতে নির্গত হইল এবং দীন-মনে নির্জ্জনে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

—:*:—

এই সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদও পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি সমস্ত বানরগণকে সম্বোধন করিয়া প্রবোধ বাক্যে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন,—দেখ, আমরা গিরি, নদী, নিবিড় অরণ্য ও গিরিগুহা সমস্তই অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীর দর্শন পাইলাম না। যে তাঁহাকে অপ-হরণ করিয়াছে, সেই দুরাত্মা রাবণকেও দেখিলাম না। সময়ও অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। রাজা সুগ্রীবের শাসনও অতি কঠোর। অতএব এক্ষণে তোমরা আলস্য, শোক ও নিদ্রা-বেশ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ কর, যাহাতে আমরা সীতার দর্শন পাই। উৎসাহ, দক্ষতা, কার্য্যে অপ-

রাস্থখত্তা কার্য্যসিদ্ধির মূল। সেই জন্যই বলিতেছি, এখনও আমরা মনঃক্ষোভ দূর করিয়া এই দুর্গম বন অনুসন্ধান করি। যত্ন ও পরিশ্রমের ফল আমরা অবশ্যই পাইব। হতাশ হওয়া উচিত নহে, রাজা সুগ্রীব ক্রুদ্ধস্বভাব, তাঁহার দণ্ডও কঠোর, তাঁহাকে ও মহাত্মা রামকে ভয় করা কর্ত্তব্য। হে বানরগণ! আমি তোমাদের হিতের নিমিত্তই এইরূপ বলিতেছি। এখন তোমাদের ইহা অভিমত হইল কিনা, তাহা আমাকে বল। গন্ধমাদন এই সময়ে পিপাসা ও পরিশ্রমে কাতর হইয়াছিল, সে অঙ্গদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল,—যুবরাজ অঙ্গদ যাহা কহিতেছেন উহা সঙ্গত, হিতকর ও অনুকূল। এস, আমরা পুনরায় উদ্যত হইয়া শৈল, কন্দর, শিলা, কানন, শূন্য প্রদেশ ও গিরিপ্রস্রবণ প্রভৃতি যাহা কিছু সুগ্রীব আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তৎসমুদায় অন্বেষণ করি।

অনন্তর মহাবল বানরেরা তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিন্ধ্যকানন-পরিব্যাপ্ত দক্ষিণদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। তথা হইতে শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ পরম সুন্দর দরীশিখরাকুল রজত পর্ব্বতের রমণীয় লোধ্র ও সপ্তপর্ণ কানন অন্বেষণ করিয়া সীতাদর্শন-বাসনায় উহার শিখরদেশে আরোহণ করিল। তথায় চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া তথা হইতে অবরোহণ করিল। তখন উহাদের চিত্ত নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত ও বিকল হইয়া গিয়াছে। এক বৃক্ষ মূল আশ্রয় করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের পর ক্লান্তি-দূর করিল। পরে উহারা সমস্ত দক্ষিণদিক্ উৎসাহ সহকারে

অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হনূমান্ প্রভৃতি সমস্ত বানরগণ বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

পঞ্চাশ সর্গ।

মহাবীর হনূমান্, তার ও অঙ্গদের সহিত মিলিত হইয়া বিন্ধ্যাচলের সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি হিংস্রজন্তু সঙ্কুল গুহা, গিরি সঙ্কটস্থল ও মহাপ্রস্রবণ অন্বেষণ করিয়া অবশেষে উহার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে উপস্থিত হইল। তথায় অবস্থানকালে সুগ্রীব-নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইয়া আসিল। ঐস্থান গুহাগহন ও দুর্গম। তথায় গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধ-মাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনূমান্, জাম্ববান্ এবং যুবরাজ অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথচ অদূরে থাকিয়া গিরি-জালালঙ্কৃত দক্ষিণদিকে জানকীর অনুসন্ধান করিতে করিতে একটী অনাবৃত গর্ত্ত দেখিতে পাইল। উহার নাম ঋক্ষবিল। উহা বৃক্ষলতা দ্বারা আকীর্ণ, নিতান্ত দুর্গম, ময়দানব উহা রক্ষা করিতেছে। বানরগণ ক্ষুৎপিপাসায় আকুল ও শ্রান্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতেছিল, ইত্যবসরে ঐ বৃক্ষলতাকীর্ণ মহাবিল দেখিতে পাইল। তথা হইতে ক্রৌঞ্চ, হংস ও সারসগণ জলার্দ্র দেহে এবং চক্রবাক্ সকল পদ্মরেণু রঞ্জিত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। বানরগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত ও ভয়বিহ্বল হইল। কিন্তু মহাবল তেজস্বী উহারা সন্নিহিত

হইবামাত্র আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিল, উহা বিবিধ জীব জন্তুতে পরিপূর্ণ; দেখিলে বোধ হয়, কোন দানবরাজের নিভৃত বাসস্থান, নিতান্ত দুর্দ্দর্শ ভীষণ ও সর্ব্বথা দুষ্প্রবেশ্য।

অনন্তর কান্তার ও অরণ্যসঞ্চারপটু মারুতকুমার হনূমান্ ভীষণ বানরগণকে কহিলেন;—দেখ, আমরা গিরিজালমণ্ডিত দেশ এবং দক্ষিণদিক্ সমুদায় অন্বেষণ করিয়া একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, সীতার দর্শন পাইলাম না। কিন্তু এই বিলদ্বার হইতে হংস, ক্রৌঞ্চ, সারস ও চক্রবাক জলার্দ্র দেহে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে এবং ইহার দ্বারস্থ বৃক্ষপত্রগুলিও কেমন স্নিগ্ধ, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এখানে কোন জলাশয় কূপ বা হ্রদ বিদ্যমান আছে।

এই কথা শুনিয়া সকলেই সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন চন্দ্র সূর্য্য শূন্য ভীষণ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তথায় মৃগ, পক্ষী ও সিংহগণ বিচরণ করিতেছে। সেই ঘোর তিমির মধ্যে বানর সকল প্রবিষ্ট হইল কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি, তেজ ও পরাক্রমের কিছুমাত্র অন্যথা হইল না। উহারা ঐ গাঢ় তিমির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরকে ধারণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে চলিতে লাগিল। তথায় তাহারা মনোহর ও সমুজ্জ্বল বৃক্ষ ও স্থান দেখিতে দেখিতে এক যোজন পথ অতিক্রম করিল। সকলেরই সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায়, সকলেই তটস্থ, পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সকলের শরীর ক্ষীণ, বদন মলিন, জীবন ধারণে একান্ত নিরাশ হইয়াছে।

ইত্যবসরে সহসা আলোক দৃষ্ট হইল। তখন তাহারা

তিমির শূন্য একটী বনে উপস্থিত হইয়া দেখিল, প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় কাঞ্চন বৃক্ষ সমুদায় রহিয়াছে। সাল, তাল, তমাল, পুন্নাগ, বঞ্জুল, ধব, চম্পক, নাগবৃক্ষ, পুষ্পিত কর্ণিকার বিচিত্র স্বর্ণস্তবক, রক্তবর্ণ কিসলয়, মস্তকাবলম্বী মাল্য ও লতাজালে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষ, তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, উহাদের মূলে বৈদূর্য্য মণিময় বেদি। নীলবৈদূর্য্য মণির ন্যায় নীল পদ্মিনী সকল পতঙ্গ পুঞ্জে পরিবৃত। বালার্কসদৃশ প্রকাণ্ড কাঞ্চন বৃক্ষে পরিবৃত স্বচ্ছ সলিল, সরোবরে কাঞ্চনময় মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। তথায় রজত ও কাঞ্চন নির্ম্মিত বিমান সমুদায় শোভা পাইতেছে। কোথায়ও অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদশ্রেণী। উহার বাতায়ন সমুদায় সুবর্ণময়, উহা আবার মুক্তাজালদ্বারা পরিবৃত। উহার ভিত্তি কোনটী সুবর্ণ কোনটী বা রজতময়, বৈদূর্য্য মণিখচিত কেথায়ও প্রবালতুল্য বৃক্ষ ফলপুষ্পে অবনত হইয়া রহিয়াছে। কোথায়ও স্বর্ণের ভ্রমর ইতস্ততঃ মধুপান করিতেছে। কোথায়ও মণিকাঞ্চন চিত্রিত শয্যা ও আসন, কোথায়ও রাশীকৃত সুবর্ণ, রজত ও কাংস্য পাত্র। কোন স্থানে অগুরু-চন্দন পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে। কোথায়ও পবিত্র ফলমূল, মহামূল্যবান্ সুস্বাদু মধু। কোন স্থানে মূল্যবান্ দিব্য বসন এবং বিচিত্র কম্বল এবং বিচিত্র অজিন। এই সমস্ত বস্তু বানরগণ ঐ গুহামধ্যে দেখিতে লাগিল।

অনন্তর গুহার অদূরে কৃষ্ণাজিনধারিণী তেজঃপ্রদীপ্তা-নিয়তাহারা এক তাপসীকে দেখিতে পাইয়া সকলে বিস্মিত হইল এবং উহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

তখন হনূমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ বৃদ্ধাকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাপসি! আপনি কে? এবং এই ভবন, গহ্বর ও এই সমস্ত রত্নই বা কাহার? অনুগ্রহ করিয়া আমায় বলুন।

একপঞ্চাশ সর্গ।

—:•:—

হনূমান এই কথা বলিয়া সেই চীর-কৃষ্ণাজিন-ধারিণী ধর্ম্মচারিণী মহাভাগা তাপসীকে পুনরায় কহিলেন,—তাপসি! আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও শ্রান্ত হইয়া সহসা এই তিমিরাবৃত গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইয়াছি। কিন্তু এই স্থানের সমস্তই অদ্ভুতভাব দেখিয়া চকিত, ভীত ও হতজ্ঞান হইয়াছি। এই সমুদায় নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল কাঞ্চনবৃক্ষ, পবিত্র ভোজ্য ফল মূল, কাঞ্চনের বিমান, রজতময় গৃহ, মণি-মুক্তাখচিত সুবর্ণময় গবাক্ষ, এই কাঞ্চনময় পাদপ সমুদায় ফল-পুষ্পভরে অবনত হইয়া পবিত্র সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। নির্ম্মলজলে কাঞ্চন পদ্ম, সুবর্ণময় মৎস্য ও কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এ সমুদায় কাহার তেজঃসম্পন্ন? অথবা আপনারই প্রভাব? কিংবা অন্য কাহার তপোবল? আমরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না। আপনি ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত বলুন।

তখন ধর্ম্মচারিণী তাপসী কহিলেন;—হে বানররাজ! পূর্ব্বকালে ময় নামে এক মহাতেজা মায়াবী দানব ছিল, সে

দানবদিগের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা নামে অভিহিত। সেই ময় এই মহাবনে সহস্র বৎসর কাল কঠোর তপস্যা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়াছিল। সেই বরপ্রভাবে শিল্প বিদ্যালাভ করিয়া মায়াবলে এই কাঞ্চনময় অরণ্য ও দিব্যগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

দানবরাজ ঐ সমুদায় নির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানে কিছুকাল সুখে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে হেমানাম্নী কোন অপ্সরাতে উহাঁর অনুরাগ জন্মে। দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক বজ্রপ্রহারে তাহাকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা এই হিরন্ময় গৃহ ও সমস্ত ভোগ্য বস্তু হেমাকে প্রদান করেন। আমি মেরু সাবর্ণির দুহিতা, আমার নাম স্বয়ম্প্রভা। হেমা আমার প্রিয় সখী। তিনি নৃত্য গীতে বিলক্ষণ পটু। তাহারই প্রার্থনায় আমি এই মহৎবন রক্ষা করিতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের কার্য্য কি? কি জন্যই বা এই নিবিড় অরণ্যে উপস্থিত হইলে? কিরূপেই বা দুর্গম অরণ্য অবগত হইলে? আমি তোমাদিগকে সুস্বাদু ভক্ষ্য ফল মূল ও পানীয় প্রদান করিতেছি, তোমরা উহা পান ভোজন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্তই আমাকে বল।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

—:*:-

অতঃপর ধর্ম্মচারিণী তাপসী পুনরায় কহিলেন,—বানরগণ! যদি তোমাদের ফল ভক্ষণে শ্রান্তি দূর হইয়া থাকে, এবং আমাকে বলিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে বল, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

হনূমান্ তাপসীর বাক্যশ্রবণে অকপটহৃদয়ে কহিতে লাগিলেন,—মহেন্দ্র ও বরুণ তুল্য প্রভাবশালী সর্ব্বলোকাধিপতি দশরথ তনয় শ্রীমান্ রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দুরাত্মা রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে। বীর সুগ্রীব নামে রানররাজ তাঁহার প্রিয়সখা, এক্ষণে তিনিই আমাদিগকে সীতা ও রাবণের অন্বেষণার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণের সহিত যমরাজপালিত সমস্ত দক্ষিণ দিক্ দেখিলাম, কোথাও রাবণ বা জানকীর সন্ধান পাইলাম না।

তখন আমরা নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিলাম। তৎকালে আমাদের মুখশ্রী নিতান্ত মলিন হইয়া গিয়াছিল। অপার চিন্তা সাগরে মগ্ন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছি, ইত্যবসরে লতাপাদপাচ্ছন্ন ঘোর তিমিরাবৃত এক মহা গর্ত্ত দেখিতে পাইলাম। তথা হইতে হংস কুরর সারস প্রভৃতি পক্ষিগণ জলার্দ্র দেহে পদ্ম-পরাগরঞ্জিত পক্ষে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। তদ্দর্শনে উহার

মধ্যে নিশ্চয়ই কোন জলাশয় আছে স্থির করিয়া, বানরগণকে কহিলাম,—চল, আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করি। অন্যান্য বানরেরাও তৎকালে সেইরূপই অনুমান করিয়াছিল। অনন্তর আমরা সকলেই এই তিমিরময় গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পর হস্তাবলম্বনপূর্ব্বক আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

এই আমাদের কার্য্য, এই উদ্দেশেই আমরা এখানে আসিয়াছি। আমরা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম, আপনি আতিথ্য ধর্ম্মে যে সমস্ত ফলমূল দান করিলেন, উহা আমরা ভোজন করিলাম। আমরা ক্ষুধাপীড়িত হইয়া মৃত-কল্প হইয়াছিলাম, আপনি যে আমাদের রক্ষা করিলেন, এক্ষণে বলুন, আমরা আপনার কি প্রত্যুপকার করিব?

তখন সর্ব্বদর্শিনী স্বয়ম্প্রভা বানরদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—বানরগণ! আমি তোমাদের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হই-য়াছি। ধর্ম্মাচরণই আমার কার্য্য, তদ্ভিন্ন কোন কার্য্যেই আমার স্পৃহা নাই।

অনন্তর হনূমান্ তাপসীর এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—অয়ি ধর্ম্মচারিণি! আমরা তোমার শরণা-গত। মহাত্মা সুগ্রীব আমাদিগকে যে সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এই গর্ত্তে বিচরণ করিতে করিতে অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে এই গর্ত্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিন। আমরা সুগ্রীবের বাক্য অতিক্রম করিয়া জীবনে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। সুগ্রীব-ভয়ে ভীত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি রক্ষা করুন। গুরুতর কার্য্যের

ভার আমাদের উপর আছে। কিন্তু এই স্থানে থাকিয়া সমস্তই বিফল হইয়া যাইতেছে।

হনূমানের এই কথা শুনিয়া তাপসী কহিলেন,—দেখ, এই স্থানে প্রবেশ করিলে জীবিত অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করা বড়ই দুষ্কর। তবে আমি তপঃপ্রভাবে ও নিয়মবলে তোমাদের সকলকেই উদ্ধার করিয়া দিব। বানরগণ! তোমরা সকলেই চক্ষু নিমীলন কর। অনিমীলিত লোচনে এখান হইতে বহির্গত হইতে পারিবে না।

অনন্তর নির্গমন বাসনায় সকলেই হৃষ্টচিত্তে সুকোমল করাঙ্গুলি দ্বারা দৃষ্টি আচ্ছাদন করিল। তখন তাপসী নিমেষ-মাত্রে তাহাদিগকে ঐ বিল মধ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং সকলকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন,—বানরগণ! তোমরা সঙ্কট স্থান হইতে নির্গত হইয়াছ। ঐ দেখ, নানা বৃক্ষলতাকীর্ণ শ্রীমান্ বিন্ধ্যগিরি, এই প্রস্রবণ শৈল, ঐ মহা-সাগর। তোমাদের মঙ্গল হউক, আমি স্বভবনে চলিলাম। এই কথা বলিয়া স্বয়ম্প্রভা তদীয় মহৎ বিবরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর বানরেরা নির্গত হইয়া দেখিল,—সম্মুখে অপার সমুদ্র ভীষণ তরঙ্গ মালা বিস্তার করিয়া গর্জ্জন করিতেছে। উহারা ময় দানব নির্ম্মিত গিরিদুর্গ অন্বেষণ করিতে করিতে সুগ্রীব-নির্দ্দিষ্ট একমাস সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। তখন মহাত্মা বানরগণ বিন্ধ্যগিরির পাদদেশে পুষ্পিত পাদপমূলে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তৎকালে লতা-জাল-পরিবৃত বাসন্তিকপুষ্পভারে অবনত বৃক্ষ সমুদায়কে দর্শন করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। এবং বসন্তকাল উপস্থিত প্রায় সুগ্রীবের আদিষ্ট কাল অতীত হইল দেখিয়া ধরণীতলে পতিত হইল।

তখন সিংহস্কন্ধ মহাপ্রাজ্ঞ যুবরাজ অঙ্গদ ঐ সমুদায় কপি-বৃদ্ধ শিষ্ট বানরগণকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—কপিগণ! আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশে নির্গত হইয়াছি কিন্তু ঐ বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের মাস পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা কি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না। আমরা আশ্বিন মাস শেষে কার্ত্তিকমাস কাল সংখ্যায় অবধি করিয়া যে নির্গত হইয়াছিলাম, সে এক মাসও অতীত হইয়াছে, অতঃপর কর্ত্তব্য কি তাহা অবধারণ কর। তোমরা নীতিশাস্ত্রে নিপুণ, স্বামি হিতে আসক্ত, সকল কার্য্যেই দক্ষ, এবং সর্ব্বত্র বিখ্যাত-পৌরুষ। সীতান্বেষণার্থ রাজ নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে

অগ্রে লইয়া নির্গত হইয়াছ। এক্ষণে আমরা অকৃতকার্য্য হইলাম, এ অবস্থায় আমাদের মৃত্যুই নিশ্চয়। সুগ্রীবের আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া কোন্ ব্যক্তি সুখী হইতে পারে? সুগ্রীব স্বয়ং সময় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন তাহা অতীত হইল, এক্ষণে আমাদের প্রায়োপবেশনই শ্রেয়। সুগ্রীব স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণপ্রকৃতি, এখন তিনি রাজভাবে অবস্থিত। আমরা অপরাধ করিয়া তাঁহার সম্মুখে গমন করিলে, কদাচ ক্ষমা করিবেন না। সীতার অন্বেষণ না হইলে আমাদিগকে বধই করিবেন। অতএব পুত্র, দারা, ধন ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রায়োপবেশনই আমাদের উচিত। আমরা এই অবস্থায় প্রতিগমন করিলে রাজা আমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন, তদপেক্ষায় এই স্থানেই আমাদের মৃত্যুই ভাল। রাজা সুগ্রীব আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করেন নাই, মনুজপতি রামই আমার অভিষেকের মূল। রাজা সুগ্রীব আমার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই বদ্ধবৈর, সম্প্রতি দোষ দেখিলে তীক্ষ্ণদণ্ড প্রদান করিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বন্ধু বান্ধবেরা আমায় রাজাজ্ঞায় বিপন্ন হইতে দেখেন কেন? আমি এই পবিত্র সাগর তীরে প্রায়োপবেশন করিব।

বানরগণ কুমার যুবরাজের এই কথা শুনিয়া করুণ কণ্ঠে কহিতে লাগিল,—সুগ্রীব স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব, মহাত্মা রামও প্রিয়ানুরক্ত। সময়ও অতিক্রান্ত হইয়াছে, আমরা অকৃতকার্য্য হইলাম। এ অবস্থায় জানকীর সন্ধান না পাইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে সুগ্রীব রামের প্রীতি-সাধনার্থ আমাদিগকে বধ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অপরাধ

করিয়া স্বামীর নিকট গমন করা উপযুক্ত নহে। আমরা সুগ্রীবের প্রধান অনুচর হইয়া আসিয়াছি, হয় আমরা সীতাকে দেখিয়া সংবাদ দিব, নচেৎ এই স্থানে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইব।

ভয় বিহ্বল বানরদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া তার কহিল,—কপিগণ! বিষণ্ণ হইও না। যদি তোমাদের সকলের অভিপ্রেত হয়, তবে এস আমরা বিলে প্রবেশ করিয়া বাস করি। এই বিবর ময়দানবের মায়াকল্পিত অত্যন্ত দুর্গম, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প, উদক, ভোজ্য ও পেয় বস্তু আছে। এখানে থাকিলে দেবরাজ ইন্দ্র, কি রাম, কি প্লবগ-রাজ সুগ্রীব, কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না। তখন সকল বানর অঙ্গদ ও তারের অনুকুল বচন শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিল,—যাহাতে আমরা মারা না যাই, একাগ্র-চিত্তে তোমরা তাহারই বিধান কর।

চতুঃ পঞ্চাশ সর্গ।

—:*:—

তারাপতি চন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী তার এইরূপ বলিলে সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী হনূমান্ মনে করিলেন, অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ * বুদ্ধি

---

* শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, তর্ক, বিতর্ক ও তত্ত্বজ্ঞান এই আটটী বুদ্ধির অঙ্গ।

সম্পন্ন, সামাদি উপায় † প্রয়োগে বিলক্ষণ পটু, চতুর্দ্দশ রাজগুণ ‡ শালী, তেজ, বল ও পরাক্রমে সতত পূর্ণ, শরীর সৌন্দর্য্যে শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় বর্দ্ধমান। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, বিক্রমে পিতা বালীর তুল্য। ইনি সুগ্রীবের কার্য্য সাধনার্থ—নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া শুক্রের বাক্যে দেবরাজের ন্যায় তারের বচন শ্রবণ করিয়া বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য হারাইতে বসিয়াছেন।

তখন তিনি অঙ্গদের ভাবান্তর জন্মাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বাকচাতুর্য্যে সমস্ত বানরগণের মত ভেদ করিয়াদিলেন।

অনন্তর হনূমান্ ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক অঙ্গদের কোপোপশমনার্থ কহিতে লাগিলেন,—যুবরাজ! তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার পিতা অপেক্ষাও অধিক সমর্থ। রাজ্যপালন বিষয়ে তাঁহারই ন্যায় তুমি সম্পূর্ণ যোগ্য। কিন্তু বানরেরা নিয়তই চঞ্চলচিত্ত। ইহারা স্ত্রীপুত্র হীন হইয়া কখনই তোমার আজ্ঞা পালন করিবে না। আমি সকলেরই সমক্ষে কহিতেছি, ইহারা স্বজনবিরহিত হইয়া কদাচ তোমাতে অনুরক্ত হইবে না। এই জাম্ববান্ নীল, মহাকপি সুহোত্র, এবং আমাকেও সামদানাদি রাজগুণে, অধিক কি দণ্ড দ্বারাও সুগ্রীব হইতে ভেদ করিয়া লইতে পারিবে না। দেখ, বলবান্ দুর্ব্বলের

† সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিটী উপায়।

‡ দেশ, কালজ্ঞতা, দৃঢ়তা, সর্ব্বক্লেশসহিষ্ণুতা, সর্ব্বজ্ঞতা, দক্ষতা, তেজস্বিতা, মন্ত্রগুপ্তি, অবিসংবাদিতা, শৌর্য্য, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, শরণাগতবাৎসল্য, অমর্ষিতা, অচঞ্চলতা এই চতুর্দ্দশটী রাজগুণ।

সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু দুর্ব্বলের তাহা হইতে আত্মরক্ষা দুষ্কর। সুতরাং সুগ্রীবের সহিত বিরোধ অনর্থেরই মূল হইবে। আর তুমি তারের বাক্যানুসারে এই গুহাকে নিরাপদ মনে করিতেছ, উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কথা। ইহার বিদারণ লক্ষ্মণের বাণের অতি তুচ্ছ কার্য্য। পুর্ব্বকালে ইন্দ্র অশনিপাত দ্বারা ইহার স্বল্পমাত্রই ক্ষতি করিয়াছিলেন কিন্তু লক্ষ্মণ নিশিত বাণদ্বারা ইহাকে পত্র পুটের ন্যায় অনায়াসেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। তাঁহার শর বজ্রসার, পর্ব্বত ভেদ করিতেও পটু।

হে পরন্তপ! যখনই তুমি এই স্থানে অবস্থিতি করিবে, তখনই এই বানরেরা সকলেই তোমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, ইহা স্থির। স্ত্রী পুত্রকে স্মরণ করিয়া দুঃখ শয্যায় লুণ্ঠিত ও বুভুক্ষায় কাতর হইলে তোমার অনুরোধ আর কেহই রক্ষা করিবে না। তখন তুমি সুহৃদ্ হীন হিতকারী বন্ধু বর্জ্জিত হইয়া সামান্য তৃণ স্পন্দনেও ভীত হইবে। নিশিত অত্যুগ্রবেগ ঘোর লক্ষ্মণসায়ক বিরুদ্ধমতি তোমাকে বিনাশই করিবে। কিন্তু যদি তুমি আমাদের সহিত বিনীতবেশে উপস্থিত হও, তাহা হইলে সুগ্রীব ক্রমোপস্থিত দেখিয়া তোমাকেই রাজ্য প্রদান করিবেন। সুগ্রীব ধর্ম্মপরায়ণ, তোমার হিতকামী পিতৃব্য, দৃঢ়ব্রত, পবিত্র, সত্যপ্রতিজ্ঞ, তিনি কখন তোমাকে বিনাশ করিবেন না। বিশেষতঃ তোমার মাতাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, বলিতে কি, তাঁহার উপর উহার জীবন রহিয়াছে, আর তোমার জননীরও অন্য সন্তান নাই। অতএব অঙ্গদ! তুমি গৃহে চল।

পঞ্চ পঞ্চাশ সর্গ।

—:০:—

অঙ্গদ হনূমানের বিনয়পূর্ণ, ধর্ম্মসঙ্গত প্রভুভক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—আর্য্য ! স্থৈর্য্য, পবিত্রতা, অনৃশংসতা, সরলতা, বিক্রম এবং ধৈর্য্য, এই সমস্তের কিছুই সুগ্রীবের আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। দেখুন, যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশায় জননী তুল্য তৎপত্নীকে হরণ করিতে পারে, সে অতি জঘন্য। আমার পিতা বালী যাহাকে গুহাদ্বারে প্রহরীরূপে রাখিয়া বিলমধ্যে যুদ্ধার্থ প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দুরাত্মা ঐ বিলদ্বার বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া আসিল। সে ধর্ম্ম জানে একথা কেমন করিয়া বলিতে পারি। মহাযশা রাম অগ্নিসাক্ষী করিয়া সত্য প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক যাহাকে মিত্র বলিয়া প্রতিগ্রহ করিয়াছেন, সে যদি তাঁহাকে বিস্মৃত হয়, সে ত কৃতঘ্ন। যে ব্যক্তি লক্ষ্মণের ভয়ে ধর্ম্মভয়ে নহে, আমাদিগকে সীতার অন্বেষণে প্রেরণ করিয়াছে, তাহাতে তাহার ধর্ম্ম কিরূপে হইতে পারে? সে পাপাত্মা কৃতঘ্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের অবমাননাকারী। চপলকে জ্ঞাতিজন মধ্যে কোন্ ভদ্রলোক বিশ্বাস করিবে? সুগ্রীব সগুণ হউক বা নির্গুণই হউক, শত্রুপুত্র আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কিরূপে আমাকে জীবিত রাখিবে! আমি যে এই বিল প্রবেশের মন্ত্রণা করিলাম, ইহা নিশ্চয়ই প্রকাশ হইবে, তাহা হইলেই আমি অপরাধী হইলাম, তখন দুর্ব্বল আমি কিষ্কিন্ধ্যায়

দিয়া কিরূপে অনাথের ন্যায় জীবনধারণ করিব। সেই শঠ ক্রূর নৃশংস সুগ্রীব রাজ্যের কণ্টক দূর করিবার জন্য নিশ্চয়ই উপাংশু দণ্ড বা বন্ধন দ্বারা আমায় বিনাশ করিবে। সুতরাং ঐরূপ নিগ্রহ অপেক্ষা প্রায়োপবেশনই আমার পক্ষে শ্রেয়। হে বানরগণ! তোমরা সকলে আমায় এই বিষয়ে অনুজ্ঞা কর, আর তোমরা গৃহে গমন কর। আমি তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি আর কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিব না। তোমরা মহারাজ সুগ্রীব, বলশালী রামলক্ষ্মণ এবং আমার মাতা রুমাকে আমার অভিবাদন পূর্ব্বক কুশল কহিবে। আমার জননী তারা স্বভাবতঃ পুত্রবৎসলা, দয়াবতী ও বিয়োগ-কাতরা। তিনি আমার বিনাশসংবাদ পাইলে, নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। তোমরা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া আশ্বস্ত করিবে।

অঙ্গদ এই সকল কথা বলিয়া বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক সাশ্রুলোচনে ম্লান বদনে দর্ভাসনে শয়ন করিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত বানর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহাদের নয়ন হইতে অনর্গল উষ্ণ অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তখন তাহারা বালীর প্রশংসা ও সুগ্রীবের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর সকলে অঙ্গদকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রায়োপবেশ-নার্থ কৃতসঙ্কল্প হইল। পরে তাহারা পবিত্র নদীসলিলে আচমন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে দক্ষিণাগ্র কুশাসনোপরি উপবেশন করিল। তখন তাহারা অঙ্গদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক মৃত্যুকামনা করিয়া রামের বনবাস, দশরথের মৃত্যু, জনস্থান

বিমর্দ্দন জটায়ুর বিনাশ, সীতা হরণ, বালিবধ ও রামের কোপ, এই সমস্ত বিষয় সভয়ে উল্লেখ করিতে লাগিল। তৎকালে গিরিশৃঙ্গ প্রতিম বানরগণের ঐ কোলাহল ধ্বনি ঘোর শব্দায়মান জলদগণের গর্জ্জনের ন্যায় নির্ঝর শব্দের মধ্য দিয়া আকাশে উত্থিত হইল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

—:*:—

বানরেরা যে গিরিপ্রদেশে প্রায়োপবেশন করিয়াছিল, সেই গিরিতে চিরজীবী সম্পাতি নামে বিহগরাজ বাস করিতেছিল। জটায়ু তাঁহার সহোদর, উহার বল পৌরুষ সর্ব্বত্র বিখ্যাত। সম্পাতি গিরিকন্দর হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, কতকগুলি বানর এক স্থানে মরণ সঙ্কল্প করিয়া উপবিষ্ট আছে, তদ্দর্শনে হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন,—অহো! এই জগতে জীবলোক প্রাক্তনানুসারেই কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। অদ্য বহুকালের পর আমার জন্য এই সমুদায় ভক্ষ্য স্বতঃই উপস্থিত হইয়াছে। এই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট বানরেরা যেমন দেহত্যাগ করিবে, অমনি যথাক্রমে একএকটী করিয়া আমি ভোজন করিব।

অঙ্গদ এই ভক্ষ্যলুব্ধ পক্ষীর বচন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে হনূমানকে কহিলেন;—দেখ, বানরদিগের বিপত্তির জন্য স্বয়ং কৃতান্ত পক্ষিচ্ছলে এ স্থানে উপস্থিত

হইয়াছেন। না হইল রামের কার্য্য, না হইল রাজাজ্ঞা পালন, অজ্ঞাতসারে বানরদিগের এই বিপদ উপস্থিত। তোমরা সকলেই শুনিয়াছ, গৃধ্ররাজ জটায়ু জানকীর প্রীতি-কামনায় অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছিলেন। জগতের সমস্ত প্রাণী এমন কি পশুপক্ষী পর্য্যন্তও প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও রামের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছে, এস, আমরাও তাঁহার নিমিত্ত প্রাণ পাত করি। আমরা জানকীর অন্বেষণার্থ নানা দেশ ও অরণ্য বিচরণ করিলাম, কোথায়ও পাইলাম না; পরি-শ্রান্ত মাত্র হইলাম, কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ জটায়ুই যথার্থ সুখী। তিনি রামের প্রিয়কার্য্য করিতে গিয়া রাবণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন এবং সুগ্রীব ভয় হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিয়াছেন। জটায়ুর বধ, রাজা দশরথের মৃত্যু ও সীতাহরণ এই কয়েকটী ব্যাপারই বানরদিগকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াছে, রাম লক্ষ্মণের সীতার সহিত অরণ্যবাস, রামের বাণে বালীর বধ, রামের ক্রোধে অশেষ রাক্ষসের নিধন, এই সমুদায় অনর্থ আমাদেরও মরণরূপপত্তি একমাত্র কৈকে-য়ীর বর দানেই ঘটিয়াছে।

মহামতি সম্পাতি এই সকল অশুভ বার্ত্তা শুনিয়া এবং বানরদিগকে ধরাশায়ী দেখিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন এবং করুণ স্বরে কহিতে লাগিলেন;—কে আমার হৃদয়কে কম্পিত করিয়া প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর ভ্রাতা জটায়ুর মৃত্যু ঘোষণা করিতেছে। বহুকালের পর অদ্য আমি ভ্রাতার নাম শ্রবণ করিলাম। অতি দীর্ঘকালের পর শ্লাঘ্যবিক্রম গুণবান কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম মাত্র শ্রবণে আমি যার পর নাই

সন্তুষ্ট হইলাম। হে কপিশ্রেষ্ঠগণ! আমার শুনিতে নিতান্ত ইচ্ছা জন্মিতেছে, জনস্থানবাসী সেই জটায়ুর কিরূপে বিনাশ হইল? গুরুজনপ্রিয় রাম যাহার জ্যেষ্ঠপুত্র, সেই রাজা দশরথের সহিত আমার ভ্রাতার মিত্রতাই বা কিরূপে হইল? কি জন্যই বা জনস্থানে আমার ভ্রাতা জটায়ুর রাবণের সহিত যুদ্ধ ঘটনা হইল? সূর্য্য কিরণে আমার পক্ষ সমুদায় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, আমার আর চলৎশক্তি নাই, ইচ্ছা করি, তোমরা আমায় এই গিরিশৃঙ্গ হইতে একবার অবতরণ কর।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

-:*:—

বানরেরা পূর্ব্বেই সম্পাতির কার্য্যে শঙ্কিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার ভ্রাতৃশোক বশতঃ স্খলিত কণ্ঠস্বর শুনিয়াও আর তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারিল না। বরং গৃধ্রকে দেখিয়া তাহাদের ঘোর বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হইল। এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, আমরাও মৃত্যু কামনা করিয়া এই প্রায়োপবেশন করিয়াছি, এক্ষণে যদি গৃধ্ররাজ আসিয়া আমাদিগকে ভক্ষণ করে, তাহা হইলে ত আমরা অচিরাৎ কৃতার্থ হইলাম, আমাদের বাসনাও পূর্ণ হইল। যখন এই রূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল, তখন অঙ্গদ তাঁহাকে গিরিশৃঙ্গ হইতে অবতারণ করিয়া কহিলেন,—পক্ষিরাজ! আমার পিতামহ ঋক্ষরজা নামে মহা প্রতাপশালী বানরদিগের রাজা ছিলেন।

তাঁহার দুই পুত্র। তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত বলবিক্রমশালী। একের নাম বালী, অপরের নাম সুগ্রীব। তন্মধ্যে বিশ্রুত কর্ম্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী আমার পিতা।

এক্ষণে সমস্ত জগতের রাজা ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারথ দশরথতনয় শ্রীমান্ রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞা পালনার্থ ধর্ম্ম পথ আশ্রয় করিয়া ভার্য্যা জানকী ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যা সীতাকে বলপূর্ব্বক হরণ করে। রামের পিতৃ বন্ধু জটায়ু নামক গৃধ্ররাজ রামপত্নী সীতাকে আকাশ পথে হরণ করিয়া রাবণকে যাইতে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং রাবণের রথ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া জানকীরে ভূতলে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। জটায়ু একে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার উহার সহিত যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন মহাবল রাবণ তাঁহাকে অনায়াসেই বধ করিল। পরে রাম অগ্নি সংস্কার করিলে, তাঁহার পরমগতি লাভ হইল।

অনন্তর রাম আমার পিতৃব্য সুগ্রীবের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করেন। সেই রামই আমার পিতা বালীকে বিনাশ করেন। আমার পিতা বালী বহুকাল ধরিয়া সুগ্রীবকে সচিবগণের সহিত রাজ্য হইতে তাড়িত করিয়াছিলেন। রাম বালীকে বধ করিয়া তৎপদে সুগ্রীবকে অভিষেক করিয়াছেন। এক্ষণে সুগ্রীবই বানরদিগের রাজা। তিনিই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু রাত্রিকালে সূর্য্যপ্রভার ন্যায় কুত্রাপি জানকীর সন্ধান পাইলাম না। পরে আমরা অজ্ঞানবশতঃ

করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহাকেই সীতা বলিয়া অনুমান হয়

একক্ষণে ঐ রাক্ষসের বাসস্থানের কথা বলিতিছে, শ্রবণ কর। ঐ দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ লঙ্কাপুরীতে বাস করে। সে বিশ্রবার পুত্র কুবেরের সাক্ষাৎ ভ্রাতা। এখান হইতে শত যোজন দূরে সমুদ্র পারে একটী দ্বীপ দৃষ্ট হয়। ঐ দ্বীপেই রমণীয় লঙ্কাপুরী বিশ্বকর্ম্মা উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহার দ্বার বিচিত্র সুবর্ণময়। তথায় সুবর্ণময় অনেক বেদি আছে। উহার প্রাচীর ও প্রাসাদ শ্রেণী রক্তবর্ণ। কৌশেয় বসনধারিণী শোচনীয়া সীতা এই পুরীতেই বাস করিতেছেন। রাক্ষসীদিগের দ্বারা সুরক্ষিত, ইহার অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ আছেন। শত যোজন দূরে সাগর পরিবেষ্টিত লঙ্কাপুরে যাইলেই তোমরা জনক তনয়া সীতাকে দেখিতে পাইবে। হে প্লবঙ্গমগণ! উহার দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইলেই রাবণকেও দেখিবে। এক্ষণে তোমরা শীঘ্র লঙ্কায় গমন করিয়া বিক্রম প্রকাশ কর। আমি দিব্যজ্ঞানে দেখিতে পাইতেছি, তোমরা সীতাকে নিরীক্ষণ করিয়াই প্রত্যাগমন করিবে।

আকাশে প্রথম পথ ফিঙ্গা ও ধান্যজীবী পারাবতের, দ্বিতীয় পথ কাক ও ফলভোজী শুকদিগের, ভাস, ক্রৌঞ্চ ও কুররগণ তৃতীয় পথে গমন করে। শ্যেনগণ চতুর্থ পথে যায়, গৃধ্রগণ পঞ্চম পথ আশ্রয় করে। রূপ-যৌবনশালী বলবীর্য্য সম্পন্ন হংসদিগের ষষ্ঠ পথ, অতঃপর বৈনতেয় জাতির গতি। আমরা ঐ বৈনতেয় জাতিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি। রাক্ষস অতি গর্হিত কার্য্যই করিয়াছে। ভ্রাতার বৈরশুদ্ধি উদ্দেশে যাহা প্রতিকার করা আবশ্যক,

তাহা আমি অবশ্য করিব। সৌপর্ণ বিদ্যাপ্রভাবে আমরা দিব্য চক্ষু পাইয়াছি, তাহার বলে আমি এই স্থানে থাকিয়াও জানকী ও রাবণকে দেখিতে পাইতেছি। আমরা স্বাভাবিক আহার জনিত বীর্য্য প্রভাবে শত যোজনাধিক দূর হইতেও নিয়ত দেখিতে পাই। বিধাতা রণযোধি কুক্কুটদিগের জীবনোপায় বৃক্ষমূলেই প্রদান করিয়াছেন কিন্তু আমাদের জীবিকা স্বভাবতই দূরে বিধান করিয়াছেন। অতএব দূর দৃষ্টি আমাদের স্বাভাবিক।

এক্ষণে তোমরা সাগর লঙ্ঘনের উপায় দেখ এবং আমাকেও সমুদ্রতীরে লইয়া চল। আমি স্বর্গগত ভ্রাতার তর্পণ করিব। বানরেরা জানকীর সংবাদ পাইয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিল এবং দগ্ধপক্ষ সম্পাতিকে সমুদ্রতীরে লইয়া গিয়া পুনরায় বিন্ধ্যাচলে আনয়ন করিল।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

—:০:—

অনন্তর বানরগণ সম্পাতির অমৃতোপমবাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে মহা কোলাহল করিতে লাগিল। তন্মধ্যে বানর-শ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ সমস্ত বানরগণের সহিত সহসা ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গৃধ্ররাজ সম্পাতিকে কহিলেন,—বিহগরাজ! সীতা এখন কোথায়? কে তাঁহাকে দেখিল? কেই বা তাঁহাকে হরণ করিল? আপনি তাহা আদ্যোপান্ত বলুন,

এবং এই সমস্ত বনবাসী বানরদিগকে রক্ষা করুন। কোন্ নির্ব্বোধ, দশরথ তনয় রাম লক্ষ্মণ বিমুক্ত বজ্রসম বাণের পরাক্রম একবারও ভাবিল না!

অনন্তর সম্পাতি বানরগণকে প্রায়োপবেশন হইতে সমুত্থিত এবং সীতা বৃত্তান্ত জানিতে সমুৎসুক দেখিয়া প্রীতমনে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন,—বানরগণ! আমি সীতার হরণ বৃত্তান্ত যেরূপে শুনিতে পাইয়াছি, যিনি আমাকে কহিয়াছেন এবং যথায় সেই আয়ত লোচনা এখন রহিয়াছেন, তৎসমুদায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

আমি এই দুর্গম বহুযোজন বিস্তৃত পর্ব্বতে বহুকাল হইল পতিত হইয়াছি। এই স্থানে বৃদ্ধ হইলাম, আমার শক্তি পরাক্রম ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। আমার একটী পুত্র আছে, তাহার নাম সুপার্শ্ব। পক্ষিশ্রেষ্ঠ সেই সুপার্শ্ব যথাকালে আমাকে আহার দিয়া পোষণ করে। গন্ধর্ব্বের কামপ্রবৃত্তি, ভুজঙ্গমগণের ক্রোধ, মৃগদিগের ভয় যেমন প্রবল, সেইরূপ পক্ষিজাতি আমাদের ক্ষুধাই প্রবল।

একদা সুপার্শ্ব ক্ষুধার্ত্ত আহারার্থী আমার জন্য সূর্যোদয়কালে নির্গত হইয়া সায়ং সময়ে শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিল। আমি তৎকালে ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলাম, সুতরাং পুত্রকে দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলাম, তখন সে আমাকে প্রসন্ন করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রকৃত ঘটনা কহিতে লাগিল;—তাত! আমি আমিষার্থী হইয়া যথাকালে আকাশ পথে উড্ডীন হইয়াছিলাম, এবং মহেন্দ্র পর্ব্বতের দ্বার অবরোধ করিয়া

অবস্থান করি, ঐ পথ দিয়া সমুদ্রমধ্যচারী সহস্র সহস্র জীবজন্তু যাতায়াত করে। আমি একাকী তথায় অবাঙ্মুখে ঐ পথ অবরোধ করিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, মর্দ্দিত অঞ্জন তুল্য কৃষ্ণকায় এক পুরুষ তরুণ সূর্য্য-প্রভা এক রমণীকে লইয়া গমন করিতেছে। আমি উহাদিগকে দেখিয়াই মনে করিলাম, আজ ইহাদের দুই-জনকেই আহারার্থ লইয়া যাইব; কিন্তু আমার নিকট আসিয়াই সেই পুরুষ সান্ত্ব ও বিনয় সহকারে পথ প্রার্থনা করিল। এ জগতে ঐরূপ বিনীত লোককে নীচ লোকেরাও প্রহার করিতে পারে না, আমার মত লোকের কথা আর কি বলিব! আমি উহার পথ ছাড়িয়া দিলাম। সে তৎক্ষণাৎ স্বীয় তেজে আকাশকেও যেন সঙ্কুচিত করিয়া বেগে চলিয়া গেল। অতঃপর আকাশচারী মহর্ষিগণ আমার নিকটে আসিয়া সাদরে কহিলেন,—বৎস! ভাগ্যক্রমেই অদ্য তুমি বাঁচিয়া গিয়াছ। আর সেই সকলত্র পুরুষ অন্সে চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে তোমার মঙ্গল হইবে।

অতঃপর তাঁহারাই আমাকে কহিলেন,—ঐ দারাপহারী পুরুষ রাক্ষসরাজ রাবণ, ঐ স্ত্রী দশরথ তনয় রামের ভার্য্যা জানকী। দেখিলাম, রামমহিষী জানকী শোকে বিহ্বল হইয়া আলুলায়িত কেশে স্খলিতাভরণে রাম লক্ষ্মণের নাম ধরিয়া রোদন করিতেছেন। তাত! ইহাই আমার কালাতিক্রমের কারণ। এই বৃত্তান্ত সুপার্শ্ব আমাকে কহিল। এই সমস্ত শুনিয়াও আমার পরাক্রম দেখাইবার বুদ্ধি হইল না। আমি পক্ষ বিহীন পক্ষী, এ অবস্থায়

কি করিতে পারি। আমার কেবল বুদ্ধিবল ও বাক্‌শক্তি আছে, তাহা দ্বারা তোমাদের পৌরুষ আশ্রয় করিয়া যাহা করিতে পারিব, তদ্দ্বারা তোমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে। যে কার্য্য রামের, তাহা আমারও কার্য্য। তোমরা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, বলবান্, মনস্বী ও দেবগণেরও অজেয়, বিশেষতঃ কপি-রাজ সুগ্রীবের নিয়োগে এই স্থানে আসিয়াছ। রাম লক্ষ্মণের কঙ্কপত্রযুক্ত বাণসমুদায় ত্রিলোকেরও ত্রাণ ও নিগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। যদ্যপি রাবণ লোকের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রবল, তথাপি তোমাদের পরাক্রমে তাহার বলবীর্য্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অতএব আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই, একটা সদ্‌যুক্তি স্থির কর। ভবাদৃশ বুদ্ধি-মান্ লোকেরা কখন কোন কার্য্যে আলস্য বা ঔদাসীন্য করেন না।

ষষ্টিতম সর্গ।

-:*:—

বিহগরাজ সম্পাতি সমুদ্রে স্নান ও ভ্রাতৃ উদ্দেশে তর্পণ ক্রিয়া শেষ করিয়া রমণীয় বিন্ধ্যাচলে অঙ্গদের সহিত উপবেশন করিলে যূথপতি বানরগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে সম্পাতি মহর্ষি নিশাকরের পূর্ব্ব কথিত বাক্যে প্রত্যয় করিয়া হর্ষভরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন,—দেখ, আমি যে কারণে জানকীকে জানিতে

পারিয়াছি, তাহার তথ্য কীর্ত্তন করিতেছি, তোমরা একাগ্র-চিত্তে শ্রবণ কর।

আমি সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইয়া এই স্থানে পতিত হই। আমার শরীর নিতান্ত অবশ, ছয় দিনের মধ্যে চৈতন্য ছিল না, অতঃপর সংজ্ঞা লাভ করিয়া একান্ত বিহ্বল অবস্থায় ছিলাম। তখন সমস্ত দিক্ নিরীক্ষণ করি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না। পরে সাগর, শৈল ও নদী সমুদায়, সরোবর বন ও প্রদেশ সকল নিপুণ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বুঝিতে পারিলাম, ইহা সমুদ্রের দক্ষিণতীরবর্ত্তী বিন্ধ্যপর্ব্বত। এখানে হৃষ্ট পুষ্ট অনেক পক্ষী বিচরণ করিতেছে, বহু কন্দরযুক্ত শৃঙ্গ সকল লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বে এই পর্ব্বতে সুরগণেরও পূজিত এক পবিত্র আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে উগ্রতপা নিশাকর নামে এক ঋষি বাস করিতেন। হে বানরগণ! তিনি স্বর্গে গমন করিলেও আমি অষ্ট সহস্র বৎসর এই গিরিতে বাস করিতেছি।

অনন্তর আমি এই বিষম বিন্ধ্যশিখর হইতে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইলাম এবং অতি দুঃখে এক তীক্ষ্ণাগ্র কুশময় ভূমিতে উপস্থিত হই, তখন ঐ ঋষিকে দেখিবার নিমিত্ত আমার ইচ্ছা হইল। আমি নিরতিশয় ক্লেশ সহকারে তাঁহার আশ্রম প্রাপ্ত হইলাম। ইতঃপূর্ব্বে জটায়ুর সহিত অনেক-বার তথায় আসিয়া আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইতাম। আশ্রমের সকাশে সুগন্ধি মৃদু মন্দ বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষ সমুদায় ফল পুষ্পভরে অবনত। আমি উহার এক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া ভগবান্ নিশাকরের দর্শন প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে

লাগিলাম। দেখিলাম, ভগবান্ নিশাকর দূরে সমুদ্রজলে অবগাহন করিয়া তেজঃপুঞ্জ কলেবরে উদঙ্মুখ হইয়া আগমন করিতেছেন। ঋক্ষ, সৃমর, ব্যাঘ্র, সিংহ ও নানাবিধ সরীসৃপ জীবগণ দাতার ন্যায় তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আসিতেছে। অনন্তর ঋষি আশ্রমে উপস্থিত হইলে, রাজা গৃহ প্রবেশ করিলে অমাত্য ও সৈন্য সামন্ত যেমন চলিয়া যায়, সেইরূপ ঐ সমস্ত জীব জন্তু প্রস্থান করিল।

মহর্ষি আমাকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কহিলেন,—সৌম্য! তোমার পক্ষের এই বিকলতা দেখিয়া স্পষ্ট চিনিতে পারিতেছি না। দেখিতেছি, তোমার পক্ষ দুইটী দগ্ধ হইয়াছে, ক্ষুদ্র শরীরে সেরূপ বল বিক্রমও নাই। আমি তোমাদের দুই জনকে পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছি, তোমরা বেগে বায়ুর তুল্য ছিলে। সম্পাতে! তুমি জ্যেষ্ঠ, জটায়ু তোমার কনিষ্ঠ, তোমরা পক্ষীদিগের রাজা ও কামরূপী ছিলে। তোমরা মানুষরূপ আশ্রয় করিয়া আমার বন্দনা করিতে আসিতে। আমি জিজ্ঞাসা করি, বল, তোমার পক্ষদ্বয়ের কি ব্যাধি হইয়াছিল, অথবা এইরূপ দণ্ডই বা কে করিল?

একষষ্টিতম সর্গ।

—:০:—

তখন আমি মহর্ষিকে কহিলাম,—ভগবন্! আমার শরীর বজ্রপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, অনুচিত কার্য্য নিবন্ধন লজ্জায় আমি আকুল হইয়াছি, এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হওয়াতে সমস্ত কথার উল্লেখ করা দুষ্কর হইবে, তথাচ যতদূর পারি, বলিতেছি। একদা আমি ও জটায়ু, ইন্দ্র বিজয়বশতঃ গর্ব্বান্ধ হইয়া পরস্পর বিক্রম জানিবার ইচ্ছায় কৈলাসশিখরবাসী মুনিগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যাবৎ সূর্য্য অস্তগিরিশিখরে না যাইতেছেন তাবৎ আমরা ইহাঁর অনুগমন করিব, এরূপ স্থির করিয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক উভয়েই যুগপৎ আকাশে উড্ডীন হইলাম। দেখিলাম, পৃথিবীতে নগর সমুদায় রথচক্রের ন্যায় ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, কোথায়ও বাদ্যধ্বনি, কোথায়ও ভূষণ রব, কোথায়ও বহু অঙ্গনা রক্তবস্ত্রপরিধান করিয়া গান করিতেছে। ক্রমশঃ সূর্য্যাভিমুখে চলিলাম। বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীস্থ অরণ্য সমুদায় সাদ্বল, বৃহৎ পর্ব্বত যেন উপলখণ্ড, নদী সূত্রের ন্যায় এবং হিমালয় বিন্ধ্য ও সুমেরু প্রভৃতি অতি মহাগিরি জলাশয় মধ্যগত হস্তীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। তখন আমাদের শরীর হইতে দরদরিত ধারায় ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতে লাগিল, নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হইল। মহাপ্রলয় কালে সমস্ত লোক দগ্ধ হইতে থাকে কিন্তু তখনই বোধ হইতে লাগিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভস্মসাৎ হইতেছে। অনন্তর আমার মন ও চক্ষু যেন হারাইয়া ফেলিলাম, তখন

অতি যত্নে মন ও চক্ষু স্থির করিয়া কথঞ্চিৎ সূর্য্যকে দেখিতে পাইলাম। সূর্য্য আকারে পৃথিবীর তুল্য পরিমাণে প্রতিভাত হইতেছে।

অতঃপর জটায়ু মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া আমাকে কোন কথা না বলিয়াই আকাশ হইতে পতিত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া পক্ষপুট দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিলাম। এইরূপে পক্ষদ্বয়ে আবৃত হইয়া জটায়ু আর দগ্ধ হইল না। কিন্তু আমারই পক্ষদ্বয় ভস্মসাৎ হইয়া গেল, আমি বায়ুপথ হইতে দগ্ধপক্ষ ও জড়প্রায় হইয়া এই বিন্ধ্য পর্ব্বতে পতিত হইলাম, অনুমান হইল, জটায়ু জনস্থানে পড়িল।

তপোধন! আমি রাজ্যহীন হইয়াছি, ভ্রাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে, পক্ষবিহীন হওয়াতে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে সর্ব্বথা মৃত্যু কামনা করিয়া এই পর্ব্বতশিখর হইতে পড়িয়া শরীর পাত করিব।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

—:*:—

বানরগণ! আমি মুনিকে এই কথা বলিয়া দুঃখভরে রোদন করিতে লাগিলাম। মহর্ষি মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিয়া আমায় কহিলেন,—সম্পাতে! তোমার বৃহৎপক্ষদ্বয় ও ক্ষুদ্রপক্ষ সকল পুনরায় উদ্ভিন্ন হইবে, তোমার চক্ষুর তেজ বিকাশ পাইবে,

দেহের বলবীর্য্যও বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু বৎস! আমি পুরাণে শুনিয়াছি এবং তপঃ প্রভাবেও দেখিলাম, ভবিষ্যতে এক বৃহৎ ব্যাপার উপস্থিত হইবে। ইক্ষ্বাকু বংশবর্দ্ধন রাজা দশরথের পুত্র মহাতেজা রাম নামে এক পুত্র জন্মিবে। ঐ সত্য পরাক্রম রাম পিতার আজ্ঞায় ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনগমন করিবেন। সুরাসুরের অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণ, তাঁহার ভার্য্যাকে জনস্থান হইতে হরণ করিবে। রাবণ উহাকে গৃহে লইয়া গিয়া নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা প্রলোভিত করিবে, কিন্তু যশস্বিনী মহাভাগা জানকী অপার দুঃখে মগ্ন হইয়া উহা ভক্ষণ করিবেন না, কেবল অনাহারেই থাকিবেন। তাহা জানিতে পারিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতোপম যাহা দেবগণের দুর্লভ, এই পায়সান্ন স্বয়ং লইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রদান করিবেন। মৈথিলী তাহা পাইয়া ইন্দ্রই এই অন্নদান করিয়াছেন জানিয়া, প্রথমে উহার অগ্রভাগ ভূমিতে রাখিয়া কহিবেন, যদি আমার স্বামী ও দেবর লক্ষ্মণ বাচিয়া থাকেন, অথবা নাই থাকেন, তাঁহাদেরই এই অন্ন।

অনন্তর রামদূত বানরেরা প্রেরিত হইয়া তাঁহাকে দেখিবে। হে বিহঙ্গম! তুমিই তাহাদিগকে রাম-মহিষীর বার্ত্তা বলিয়া দিবে। অতএব তুমি কোথাও যাইবে না, এ অবস্থায় কোথায়ই বা যাইবে? তুমি দেশকাল প্রতীক্ষা কর। তুমি পুনরায় পক্ষদ্বয় পাইবে। আমি তোমাকে অদ্যই সপক্ষ করিতে পারিতাম। কিন্তু তুমিও এই স্থানে থাকিয়া লোক হিতকর কার্য্য করিবে এবং সেই রাজকুমারদ্বয়ের কার্য্য সাধন করিবে। তুমি ব্রাহ্মণ, গুরু, মুনি ও ইন্দ্রেরও

শুভ সাধন করিবে, এই জন্যই আমি তোমার পক্ষ প্রদানে বিরত রহিলাম। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি যখন আমাকে এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন রাম লক্ষ্মণকে দেখিবার নিমিত্ত আমারও ইচ্ছা হইল। যদি মহর্ষি আমাকে এ কথা না বলিতেন, তাহা হইলে আমি চিরদিন প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা করিতাম না। আমি তৎকালেই দেহ ত্যাগ করিতাম।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

—ঃ০ঃ—

বাক্‌পটু মহর্ষি এইরূপ ও অন্যরূপ বহুবিধ বাক্যে আমায় প্রশংসা ও সম্ভাষণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তখন আমি ঐ কন্দর হইতে ধীরে ধীরে নির্গত হইয়া এই বিন্ধ্য শিখরকে আশ্রয় করিয়া তোমাদিগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আট সহস্র বৎসর অতীত হইল, মুনির বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দেশকালের অপেক্ষায় রহিয়াছি। মহর্ষি নিশাকর মহাপ্রস্থান অবলম্বন পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে, নানা বিতর্ক আসিয়া আমায় সন্তপ্ত করিতে লাগিল। কখন কখন মরণের ইচ্ছা হয়, আবার মুনির বাক্য স্মরণ করিয়া নিবৃত্ত হই। তিনি আমার প্রাণ রক্ষার্থ যে বুদ্ধি দিয়াছেন, অন্ধকার মধ্যে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় উহা আমার দুঃখ দূর করিয়া থাকে। দুরাত্মা রাবণের বীর্য্য আমার পুত্রের বীর্য্য অপেক্ষা অল্প, তাহা আমি জানিতাম, সেই

জন্য কেন তুমি সীতাকে রক্ষা করিলে না, এই কথা বলিয়া আমি তাহাকে বিস্তর তিরস্কার করিলাম। তুমি সিদ্ধগণের মুখে রাম লক্ষ্মণের সীতা বিয়োগের কথা শুনিয়াছিলে, আর তুমি স্বয়ংও সীতাকে,—হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া বিলাপ করিতে দেখিয়াছিলে। তখন আমার প্রতি দশরথের যে স্নেহ ছিল, তুমি আমার পুত্র হইয়া তদনুরূপ কার্য্য কর নাই।

সম্পাতি সমবেত বানরগণের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে সমস্ত বনচারীদিগের সমক্ষে তাঁহার পক্ষোদ্‌গম হইল। তিনি স্বীয় সর্ব্বশরীরে রক্তবর্ণ পক্ষ উদ্‌গত হইল দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং বানরগণকে কহিতে লাগিলেন,—দেখ, অমিততেজা রাজর্ষি নিশাকরের প্রসাদে আমার আদিত্য প্রতাপদগ্ধ পক্ষ দুইটী পুনরায় উদ্ভূত হইল, এবং যৌবনাবস্থায় আমার যে পরাক্রম ও বলবীর্য্য ছিল, তাহাও যেন অনুভব করিতেছি। এক্ষণে যত্ন কর, সীতাকে অবশ্য লাভ করিবে। আমার পক্ষ লাভই তোমাদের কার্য্যসিদ্ধির প্রত্যয় জন্মিয়া দিতেছে। সম্পাতি সমস্ত বানরদিগকে এই কথা বলিয়া পক্ষের বল বুঝিবার জন্য ঐ গিরিশৃঙ্গ হইতে উড্ডীন হইলেন।

তখন বানরেরা সম্পাতির মুখে ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইল এবং এখনই আমাদের পৌরুষপ্রদর্শনের কাল উপস্থিত হইল মনে করিয়া, জানকীর অন্বেষণার্থ পবনবেগে দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিল।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

—:*:—

সিংহবিক্রম বানরেরা সম্পাতিমুখে সীতা বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া আনন্দে হর্ষ নিনাদ করিতে লাগিল এবং সীতা দর্শন বাসনায় উল্লম্ফন পূর্ব্বক সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইল। দেখিল, সাগর বক্ষে চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তাহারা সমুদ্রের উত্তর তীরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। ঐ মহাসাগর কোথাও নিস্তব্ধ, কোথায়ও পর্ব্বত প্রমাণ জল রাশি দ্বারা আলোড়িত হইতেছে, কোথায় যেন ক্রীড়া করিতেছে। ঐ মহাসাগর আকাশের ন্যায় অপার পাতালবাসী দানবকুলসঙ্কুল। বানরগণ এই রোমহর্ষকর সমুদ্র দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিষণ্ণচিত্তে উপবিষ্ট

তদ্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ ভয়াকুল বানরদিগকে আশ্বস্ত করিয়া কহিল,—বানরশ্রেষ্ঠগণ! বিষণ্ণ হইও না, বিষাদ মহা দোষের আকর। ক্রুদ্ধ সর্প যেমন বালককে নষ্ট করে, বিষাদ সেইরূপ পুরুষের পুরুষকার নষ্ট করিয়া থাকে। বিক্রম প্রদর্শনের সময় যে ব্যক্তি বিষণ্ণ হয়, সে তেজোহীন হইয়া কখন পুরুষার্থ সিদ্ধ করিতে পারে না। এইরূপে রাত্রি অতীত হইলে পরদিন প্রভাতে অঙ্গদ বৃদ্ধবানরগণের সহিত সঙ্গত হইয়া পুনর্ব্বার মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। তখন বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া দেবসৈন্য পরিবেষ্টিত

দেবেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে বালি-তনয় অঙ্গদ ও হনূমান্ ব্যতীত বানর সৈন্যগণকে কে নিস্তব্ধ করিতে পারে? অনন্তর অঙ্গদ সকলকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—সৈন্যগণ! এক্ষণে তোমা-দের মধ্যে কোন্ মহাবীর এই শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিবে? কেই বা অরিন্দম সুগ্রীবকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিবেন। কেই বা এই সমস্ত যূথপতিগণকে বিষম ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবেন? কাহার প্রসাদে আমরা সফল-কাম ও প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রের মুখ দর্শন পূর্ব্বক সুখী হইব? কাহার অনুগ্রহে হৃষ্টান্তঃ করণে মহাবল রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সম্মুখে উপস্থিত হইব? যদি তোমাদের মধ্যে কেহ সাগর লঙ্ঘনে সমর্থ হন, তিনি শীঘ্রই আমাদিগকে পবিত্র অভয়দানে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন।

অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহই কিছু বলিতে পারি-লেন না, সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন অঙ্গদ পুনরায় কহিলেন,—দেখ, তোমরা সকলে বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দৃঢ় বিক্রম, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সকলেরই মানার্হ, তোমাদের গতিও সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। এক্ষণে সমুদ্র লঙ্ঘনে কাহার কিরূপ শক্তি আছে, তাহা আমাকে বল।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

—:•:—

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলেই স্ব স্ব গতিশক্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল, তন্মধ্যে গজ কহিল, আমি দশ যোজন লম্ফ প্রদান করিতে পারি। গবাক্ষ কহিল, আমি বিংশতি যোজন লম্ফ প্রদান করিতে পারিব। তখন শরভ কহিল, আমি ত্রিংশৎ যোজন লম্ফ প্রদান করিব। পরে ঋষভ কহিল, আমি চত্বারিংশৎ যোজন পর্য্যন্ত যাইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতঃপর মহাতেজা গন্ধমাদন কহিল, আমি নিঃসন্দেহ পঞ্চাশৎ যোজন পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ। মৈন্দ কহিল, আমি ষষ্টি যোজন, অনন্তর দ্বিবিদ কহিল, আমি সত্তর যোজন, অসাধারণ বলবান্ কপিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা সুষেণ কহিল, আমি অশীতি যোজন যাইতে প্রতিজ্ঞা করিতে পারি। তখন বৃদ্ধতম জাম্ববান্ সকলকে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, পূর্ব্বে আমার গতি ও পরাক্রম বিলক্ষণ ছিল, সম্প্রতি সে বয়স অতিক্রান্ত হইয়াছে কিন্তু এবম্বিধ কার্য্যে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, এখনও আমার যেরূপ গতিশক্তি আছে তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। নব্বই যোজন যে যাইব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই যে আমার পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা তাহা মনে করিবে না। পূর্ব্বে বালীর যজ্ঞে প্রভাবশালী সনাতন বিষ্ণু ত্রিপাদ বিক্রমে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল আক্রমণ করিয়াছিলেন। তখন আমি তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন আর

সেরূপ গতি শক্তি নাই, তখন আমার যৌবনাবস্থা ছিল, অপ্রতিম বলও ছিল। সম্প্রতি এই পর্য্যন্তই আমার শক্তি আছে, কিন্তু ইহাতেও ত কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে না!

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদ বৃদ্ধ জাম্ববান্‌কে যথেষ্ট সম্মান পূর্ব্বক উদারবাক্যে কহিলেন,—আমি এই শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হইতে পারি, কিন্তু আমার প্রত্যাগমন শক্তি আছে কি না, তাহার নিশ্চয় নাই।

তখন বাক্যবিশারদ জাম্ববান্ কহিলেন,—রাজকুমার! তোমার যে অদ্ভুত গতিশক্তি আছে, শত সহস্র যোজনও অনায়াসে যাইতে পার এবং প্রতিনিবৃত্তও হইতে পারিবে তাহা আমি জানি, কিন্তু তোমার পক্ষে উহা বিধেয় নহে। তুমি আমাদের স্বামী, তুমিই আমাদিগকে প্রেরণ করিতে পার, স্বামীকে প্রেরণ করিতে পারে এমন কেহ নাই। তুমি আমাদের কলত্র স্বরূপ প্রভুভাবে অবস্থিত। স্বামী যেমন কলত্রকে রক্ষা করেন, সৈন্যগণ প্রভুকে সেইরূপ রক্ষা করিবে, ইহাই সাধারণ রীতি। এই জন্য তুমি আমাদের সর্ব্বদাই কলত্রবৎ রক্ষণীয়। আমরা যে কার্য্য উদ্দেশে আসিয়াছি, তুমি তাহার মূল। মূল রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, ইহাই কার্য্যবিৎদিগের নীতি। মূল বিদ্যমান থাকিলে সকল উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। তুমি বুদ্ধি বিক্রমশালী, আমাদের গুরু ও গুরুপুত্র। আমরা তোমাকে লইয়া সমস্ত কার্য্য সাধন করিব।

মহাপ্রাজ্ঞ জাম্ববান্ এই কথা বলিলে তখন মহাবীর, অঙ্গদ উঁহার প্রত্যুত্তর করিলেন;—বীর! যদি আমি না যাই এবং অন্য

কোন বানরশ্রেষ্ঠও না যাইতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই পুনরায় প্রায়োপবেশন করা কর্ত্তব্য। দেখুন, সেই ধীমান্ বানরপতির আজ্ঞা পালন না করিয়া তথায় উপস্থিত হইলে আমাদের কাহারও প্রাণরক্ষার উপায় দেখিতেছি না। তিনি প্রসন্ন হউন বা কুপিতই থাকুন, আমরা অকৃতকার্য্য হইয়া গমন করিলে, বিনাশ নিশ্চয়। অতএব এক্ষণে যাহাতে এই সমুদ্র-লঙ্ঘন-কার্য্য সম্পন্ন হয়, আপনি ভূয়োদর্শন বলে তাহার উপায় চিন্তা করুন।

তখন জাম্ববান্ অঙ্গদকে কহিলেন,—বীর! তোমার এই বীর-কার্য্যের যাহাতে কিছুমাত্র অঙ্গ হানি না হয় এবং যাহা দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তাহাকেই আমি নিয়োগ করিতেছি। এই কথা বলিয়া বানরপ্রবীর জাম্ববান্ একান্তে সুখোপবিষ্ট বানরশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত বীর হনূমানকেই এই কার্য্যে যোগ্য পাত্র বলিয়া স্থির করিলেন।

ষটষষ্টিতম সর্গ

-:*:—

অনন্তর জাম্ববান্ ঐ সমস্ত বিষণ্ন বানর সৈন্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হনূমানকে কহিলেন;—বীর! তুমি কি জন্য নির্জ্জন স্থান আশ্রয় করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক রহিয়াছ? হনুমন্! তুমি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, উপস্থিত ব্যাপারে একটী কথাও কহিতেছ না কেন? তুমি তেজ ও

বলে রাম ও লক্ষ্মণেরই সমান। সমস্ত গুণে সুগ্রীবের তুল্য। যেমন সমস্ত পক্ষীদিগের মধ্যে কশ্যপ তনয় বিহগরাজ গরুড় শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ বানরদিগের মধ্যে তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমি অনেকবার দেখিয়াছি, মহাবল গরুড় সাগর মধ্য হইতে ভুজঙ্গগণকে উদ্ধার করিতেছেন। তাঁহার পক্ষের বল যেরূপ তোমার ভুজবলও তদনুরূপ, তোমার বিক্রম তেজ কোন অংশে তদপেক্ষা হীন নহে। হে কপিবর! সর্ব্ব প্রাণীর মধ্যে তোমার বল, বুদ্ধি, পরাক্রম ও উদ্যম বিশেষ থাকিলেও কি জন্য এই সমুদ্র লঙ্ঘন ব্যাপারে নিরুদ্যম রহিয়াছ।

আমি তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। অপ্সরা-দিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুঞ্জিকাস্থলা নাম্নী এক অপ্সরা ছিলেন, তিনি কেশরী নামক কপিরাজের ভার্য্যা হইয়া অঞ্জনা নামে বিখ্যাত হন। পৃথিবীতে তাঁহার তুল্য রূপবতী আর কেহ ছিল না। তিনি অভিশাপ বশতঃই বানরী হইয়াছিলেন। তিনি বান-রেন্দ্র মহাত্মা কুঞ্জরের দুহিতৃরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঋষির শাপে বানর জন্মগ্রহণ করিলেও দেব স্বভাব বশতঃ ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারিতেন।

একদা রূপযৌবনশালিনী অঞ্জনা মানুষরূপ ধারণ করিয়া বর্ষাকালীন মেঘ তুল্য শ্যামল পর্ব্বতশিখরে বিচরণ করিতে-ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠে বিচিত্র মাল্য, সর্ব্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট আভ-রণ, পরিধান রক্তোপান্তপীতবর্ণ ক্ষৌমবসন। বায়ু ধীরে ধীরে ঐ বিশাল লোচনা অঞ্জনার বস্ত্র হরণ করিলেন। এবং তাহার সুগোল নিবিড় উরুদ্বয়, কঠিন ও স্থূল স্তন যুগল, প্রশস্ত জঘন, ক্ষীণ কটিদেশ এবং সুচারুবদন অবলোকনে

মোহিত হইয়া দীর্ঘ বাহুর দ্বারা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পতিব্রতা অঞ্জনা তদ্দর্শনে চকিত হইয়া কহিলেন,—কে আমার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিল! বায়ু অঞ্জনার বাক্য শুনিয়া কহিলেন,—সুশ্রোণি! ভয় নাই, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই। অয়ি যশস্বিনি! আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে তোমাতে সংক্রান্ত হইয়াছিলাম, তাহাতে তোমার অসাধারণ বীর্য্যবান্ ও ধীশক্তি সম্পন্ন এক পুত্র জন্মিবে। সেই মহাতেজা মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র গতি ও উল্লম্ফণ বিষয়ে আমারই সমান হইবে।

এই কথা শুনিয়া তোমার জননী সন্তুষ্ট হইলেন এবং ঐ গিরিগুহায় তোমাকে প্রসব করিলেন। হে মহাবাহো! তুমি জাতমাত্র সেই অরণ্য মধ্যে নবোদিত সূর্য্যকে ভক্ষ্যফলবোধে গ্রহণ করিবার মানসে আকাশে উত্থিত হও। তিনশত যোজন ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াও প্রখর সূর্য্য কিরণে তোমার কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ হয় নাই। পরে তোমাকে অতি বেগে অন্তরীক্ষে উঠিতে দেখিয়া ইন্দ্র কোপাবিষ্ট হইলেন এবং মহাতেজে বজ্র নিক্ষেপ করেন। তুমি ঐ বজ্র প্রহারে শৈলশিখরে পতিত হইলে, এবং তোমার বাম হনুও ভগ্ন হইল। তদবধি তুমি হনুমান্ নামে বিখ্যাত হইলে।

তোমার এইরূপ পরাভব দর্শনে বায়ু অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া ত্রিলোকসঞ্চার বন্ধ করিয়া নিস্তব্ধভাব আশ্রয় করিলেন। তখন ত্রিলোকের সমস্ত লোক অস্থির হইয়া উঠিলে দেবগণ ভীত হইয়া ক্রুদ্ধ প্রভঞ্জনকে প্রসন্ন করিতে

লাগিলেন, বায়ু প্রসন্ন হইলে লোক পিতামহ ব্রহ্মা তোমাকে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন,—বৎস! তুমি আমার বরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে কখন অস্ত্রশস্ত্রে নিহত হইবে না। দেবরাজ ইন্দ্রও বজ্রপ্রহারে তোমাকে অক্ষুণ্ণ দেখিয়া প্রীত হইয়া উত্তম বর প্রদান করিলেন। কহিলেন,—অতঃপর মৃত্যু তোমার স্বেচ্ছায়ও হইবে।

বীর! তুমি কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র, বায়ুর ঔরস পুত্র। তেজে তুমি বায়ুরই তুল্য। বৎস! তুমি বায়ু পুত্র, গমন বিষয়ে তোমার সমান কেহ নাই। এক্ষণে আমরা জীবনে নিরাশ হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সুদক্ষ, পরাক্রান্ত, কপিরাজ সুগ্রীবের তুল্য। এক্ষণে তুমিই আমাদের মধ্যে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত। সমস্ত বানর সৈন্য তোমার বীর্য্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী, বিক্রম প্রকাশ কর। হে হরিশ্রেষ্ঠ! গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন কর। ঐ দেখ, সমস্ত বানর-সৈন্য বিষণ্ণ হইয়া আছে, কি জন্য উপেক্ষা করিতেছ?

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর মহাবীর হনূমান, কপিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া বানরগণের আনন্দ বর্দ্ধন পূর্ব্বক সমুদ্র লঙ্ঘনের যোগ্য আকার ধারণ করিলেন। তখন বানরেরা বানরোত্তম হনূমানকে শত যোজন লঙ্ঘনার্থ বর্দ্ধমান্ ও বেগ পূর্ণ

দেখিয়া শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুলকিত চিত্তে হর্ষনিনাদ করিতে লাগিল এবং মহাবল হনূমানের প্রশংসা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে ভগবান্ বামনদেব ত্রিলোক আক্রমণ করিলে সমস্ত লোক যেমন বিস্মিত হইয়া ছিল, বানরেরাও এই ব্যাপার দর্শনে তদ্রূপ বিস্মিত হইল। হনূমান লাঙ্গুল আস্ফালন পূর্ব্বক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বানরগণের স্তুতিবাদে তাঁহার শরীরের তেজও বর্দ্ধিত হইল, তখন তিনি অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিলেন। তৎকালে বিস্তৃত গিরিগহ্বরে সিংহ যেমন মুখ ব্যাদান করে, মরুৎতনয় হনূমানও তদ্রূপ মুখ বিস্তার করিলে, প্রদীপ্ত ভর্জ্জনপাত্রের তুলনা ধারণ করিল, এবং স্বয়ংও বিধূম পাবকের শোভা ধারণ করিলেন। তখন তিনি রোমাঞ্চিত শরীরে সহসা বানরদিগের মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন;—যে অনলসখা অনিলদেব পর্ব্বতশিখর সমুদায় বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, যিনি অমিত বলশালী, আকাশ বিহারী, সেই ত্বরিতগতি প্রভূতবেগশালী মহাত্মা পবনের আমি ঔরস পুত্র, প্লবন বিষয়ে আমি তাঁহারই তুল্য। আমি গগনস্পর্শী অতি বিস্তীর্ণ সুমেরু পর্ব্বতকেও বিনা বিশ্রামে সহস্র সহস্র বার প্রদক্ষিণ করিতে পারি। আমি বাহুর আস্ফালনে মহাসাগরকে আলোড়িত করিয়া সমস্ত জগৎ, পর্ব্বত, নদী ও হ্রদকে আপ্লাবিত করিতে পারি। আমার উরু ও জঙ্ঘার বেগে আলোড়িত বরুণালয় মহাসমুদ্রও জলজন্তু-গণের সহিত বেলাভূমি অতিক্রম করিবে। পন্নগাশন পক্ষি-রাজ গরুড় একবারে যতদূর গমন করিবেন, আমি সেই পথ

ঐ সময়ের মধ্যে সহস্রবার গমন করিব। জ্বলন্ত রশ্মিমালী সূর্য্য উদয় গিরি হইতে প্রস্থান করিয়া অস্তাচলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহার সন্নিহিত হইতে পারি। এবং ভূমি স্পর্শ না করিয়া পুনরায় ভীমবেগে প্রত্যাগমন করিতে পারি। আমি আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্র উল্লঙ্ঘন, সাগর শোষণ, পৃথিবী বিদারণ ও সমস্ত পর্ব্বত চূর্ণ করিব। আমি যৎকালে বিষম বেগে আকাশ পথে গমন করিব, তখন বৃক্ষ লতা নানা প্রকার পুষ্প বিচ্ছিন্ন হইয়া আমার অনুসরণ করিবে। এবং ছায়া পথের ন্যায় আমারও আকাশে পুষ্পপথ উৎপন্ন হইবে। হে প্লবঙ্গমগণ! তোমরা দেখিবে, ঐ অসীম আকাশে কখন উপরে উঠিতেছি কখনও বা নীচের দিকে নামিতেছি, কখনও বা মহামেরুর ন্যায় চলিতেছি। দেখিবে, আমি যেন সমস্ত আকাশ গ্রাস করিয়া চলিতেছি। মেঘ সমুদায়কে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছি। বিহঙ্গরাজ গরুড় ও বায়ুর যে শক্তি, আমারও তাহাই। সুতরাং ঐ দুইজন ব্যতীত আমার অনুসরণ করিতে পারে, এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখিতেছি না। আমি এই নিরবলম্ব অম্বর মেঘ নিঃসৃত বিদ্যুতের ন্যায় নিমেষ মধ্যে উত্তীর্ণ হইব। সাগর উল্লঙ্ঘনকালে আমাকে ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর ন্যায় দেখিবে। হে বানরগণ! এক্ষণে তোমরা আনন্দিত হও। আমি বুদ্ধিবলে যাহা দেখিতেছি আমার মানসও তাহাই বলিয়া দিতেছে, আমি জানকীকে দেখিয়া আসিব। আমার বেগ বায়ু ও গরুড়ের সমান, শত যোজনের কথা কি বলিব, অযুত যোজনও আমি যাইতে পারি। ইহা আমার স্থিরসিদ্ধান্ত। আমি বজ্রধর ইন্দ্র ও স্বয়ম্ভু

ব্রহ্মার হস্ত হইতে বিক্রমপ্রকাশ দ্বারা ঝটিতি অমৃত হরণ করিতে পারি, অথবা লঙ্কাপুরী উৎপাটন করিয়া যাইব। অমিত প্রভাশালী হনুমান্ এই রূপে গর্জ্জন করিতেছেন, দেখিয়া বানরগণ বিস্মিত এবং অপার আনন্দে মুগ্ধ হইয়া রহিল।

অনন্তর প্লবগেশ্বর জাম্ববান্ জ্ঞাতিগণের শোকনাশন তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে কহিলেন,—বৎস! বীর! তুমিই আমাদের এই ভীষণ শোক বিনাশ করিলে। এক্ষণে তোমার কল্যাণপ্রার্থী প্রধান প্রধান বানরগণ সমাহিত হইয়া তোমার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণ করিবেন। তুমি ঋষি ও গুরুগণের প্রসাদে এবং কপিবৃদ্ধদিগের আশীর্ব্বাদে মহাসাগর উত্তীর্ণ হও। যাবৎ তুমি প্রত্যাগমন না করিতেছ, তাবৎ আমরা একপদে দাঁড়াইয়া থাকিব। দেখ, তোমার আগমনের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে।

অতঃপর হনুমান্ কহিলেন,—দেখ, উল্লম্ফনকালে আমার বেগ ধারণ করিতে পারে, জগতে আর কেহ নাই। ঐ যে সম্মুখে মহেন্দ্র পর্ব্বত দেখা যাইতেছে, উহার শিখরই দৃঢ় ও বৃহৎ, নানাবৃক্ষে পরিপূর্ণ, ধাতুরাগে রঞ্জিত। লম্ফ প্রদান কালে ঐ সমস্ত শিখরই আমার বেগ ধারণ করিতে পারিবে। এই বলিয়া অরিন্দম বায়ু পুত্র হনুমান্ নগশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ঐ পর্ব্বত ফল-পুষ্প-সুশোভিত তরুরাজি ও লতাজালে আকীর্ণ। তথায় তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতলে মৃগগণ বিচরণ করিতেছে, সিংহ, শার্দ্দূল ও মত্ত মাতঙ্গগণ ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। পক্ষিগণ মত্ত হইয়া

উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে। নির্ঝর হইতে ঝর ঝর শব্দে সলিল উদ্গিরণ করিতেছে। মহাবল হনূমান্ এক শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাশৈল মহেন্দ্র মহাত্মা হনূমানের ভুজবলে নিপীড়িত হইয়া সিংহাক্রান্ত মত্ত-হস্তীর ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। শিলা সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। মৃগমাতঙ্গগণ ত্রস্ত মহাবৃক্ষ সকল কম্পিত, পানাসক্ত গন্ধর্ব্ব মিথুন ও বিদ্যাধরগণ পলায়ন করিতে লাগিল। বিহঙ্গগণ ঊর্দ্ধদিকে উড্ডীন হইল। মহোরগগণ শিলা-তলে লীন হইল, অনেকে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্দ্ধনিঃসৃত হইয়া পর্ব্বতের পতাকা শ্রী ধারণ করিল। ঋষিগণ ভীত হইয়া স্বার্থ শূন্য পথিকের ন্যায় প্রকাণ্ড কান্তারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইত্যবসরে মনস্বী মহাবীরহন্তা বীর-প্রবর হনূমান্ মনে মনে লঙ্কাগমনের কল্পনা করিলেন।

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড সমাপ্ত।